মৃত্যু চিন্তা

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)

মৃত্যু চিন্তা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মৃত্যু চিন্তা

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা :

আলহাজ্জ মাওলানা

এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী

[এম. এম. (ফার্স্টক্লাস); ডি. এফ; বি. এ. (অনার্স) এম. এ.]

সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা

তূর্য প্রকাশনী

৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
নাছিমা আক্তার রিটা
তূর্য প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪৩৫, মে ২০১৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন ২০১৬

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ৩০০.০০ টাকা

ISBN 984 70107 0004 6

Mrittu Chinta by Imam Gazzali (R.) Translated by A. K. M. Fazlur Rahman Munshi. Published By : Nasima Aktar Rita, Turja Prokashoni 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100. Cover Design : Dhrubo Esh.
2nd Edition : June 2016, **Price : 300.00 Taka Only**

অনলাইনে পাওয়া যাবে ❑ রকমারি.com
www.rokomari.com

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
ananyadhaka@gmail.com

www.pathagar.com

অনুবাদক ও সম্পাদকের আরজ

الحمد لله رب العلمين – والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد –

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর হাজারো শোকর আদায় করছি, যাঁর দয়া ও অনুগ্রহের ফলশ্রুতি স্বরূপ 'মৃত্যু চিন্তা' নামক এই কিতাবখানা সহৃদয় পাঠকও পাঠিকাদের পূতঃ কর পল্লবে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহ্ পাক পরম মেহেরবান। আমাদের এই নগণ্য খেদমত মূলতঃ তাঁরই মেহেরবানীর বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই, আমাদের একান্ত কামনা এই যে, যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল ও মঞ্জুর করেন এবং আমাদের পরকালীন জীবনের মুক্তি এবং সফলতার অবলম্বন করে নেন। আমীন!

বক্ষ্যমাণ 'মৃত্যু চিন্তা' ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর লিখিত কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, বরং এই গ্রন্থের যাবতীয় বিষয়াবলী তাঁর কালজয়ী অমর গ্রন্থ 'এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন'-এর মৃত্যু সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর হুবহু অনুবাদ ও সংকলন। এ কথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি এবং এ কথাও স্বীকার করছি যে, অধিত বিষয়গুলো যেন পাঠক সাধারণ অতি সহজে অনুধাবন কতে পারেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন, তজ্জন্য সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়েছি এবং 'মৃত্যু চিন্তা' নামকরণ করেছি। আমরা এ ব্যাপারে কতখানি সফল হয়েছি, তার ভার সম্মানিত সুধী মণ্ডলীর উপরই ন্যাস্ত করলাম। তাঁরাই এ ব্যাপারে যথার্থ মূল্যায়ন করবেন এবং নিজেদের মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ দ্বারা আমাদের পরবর্তী চলার পথকে সুগম করে তুলবেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে সে তাওফীক এনায়েত করুন। এটাই আজকের একান্ত কামনা।

মৃত্যু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন অমোঘ বিধান। এই বিধানের কোন নড়চড় নেই, ব্যতিক্রম নেই, পরিবর্তন নেই। আল্লাহ্ পাকের বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর হীম শীতল আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং এই শশাগড়া পৃথিবীর আলো বাতাসের মায়া পরিহার করে পরপারের পথে পাড়ি জমাতে হয়। সৃষ্টির সেরা মানুষ অহরহ মৃত্যু নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে আসছে। কত কবি, কত সাহিত্যিক, কত জ্ঞানী-গুণী দার্শনিক মৃত্যুর আখ্যান নিয়ে নিজেদের জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তবুও মৃত্যু মৃত্যুই রয়ে গেছে। এর রহস্যের বেড়াজাল ছিন্ন করার সামর্থ্য কারোও হয়নি এবং

www.pathagar.com

কোনদিন হবেও না। তাই আমাদের নগণ্য প্রয়াস এই 'মৃত্যুচিন্তা' নামক পুস্তকটি পাঠ করে কেউ যদি মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের পাথেয় সংগ্রহে উদ্যোগী হয়, তবেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ পাকই সকল অবস্থায় একমাত্র সহায়ক এবং তাঁর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

হাদীস শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ নেক আমল ও বদ আমল কোনটিই সে করতে পারে না)। কিন্তু তিনটি বিষয়ে তার আমলানামায় নেকী ও পুণ্য জমা হতে থাকে। প্রথমতঃ সদকায়ে জারিয়ার দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ সালেহ ও নেককার সন্তানের সওয়াব রেসানীর দোয়ার দ্বারা এবং তৃতীয়তঃ তার রেখে যাওয়া উপকারী জ্ঞানের দ্বারা। তাই প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের উচিত মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পুণ্য লাভের পথ মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনে রচনা করা এবং তার জন্য সুবন্দোবস্ত করে যাওয়া। অন্যথায় মৃত্যুর পরে নেক আমলের আর কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

আহ্বায়ক
এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।
০১/০৭/২০০৯

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

সর্বশক্তিমান ও পরম কৌশলী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কিতাব কুরআন কারীমে মৃত্যু ও মৃত্যু বিষয়ক আলোচনা করেছেন– সর্বমোট ১৬৫ বার। এত বিশাল আলোচনার জন্য যতখানি বৃহত্তর পরিসরের দরকার, তার সংস্থান বর্তমান এই ক্ষুদ্র ও সীমিত পরিসরে নেই। এজন্য আমরা সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের খেদমতে মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে 'মৃত্যু' শব্দটির আল কুরআনে শুধু মাত্র একবচনে ব্যবহৃত আয়াতগুলো উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব। আসুন, এ দিকে লক্ষ্য করা যাক।

আল-কুরআনে 'মউত' (মৃত্যু) শব্দের ব্যবহার

আরবী 'মউত (মৃত্যু) শব্দটি একবচন। একবচনে মউত শব্দটি আল-কুরআনে সর্বমোট ৩৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। মউত বা মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে হলে আল-কুরআনের এই ৩৫টি আয়াতের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। নিম্নে এই আয়াতসমূহের বাংলা তরজমা উপস্থাপন করা হল।

১. কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা কর্ণে অঙ্গুলী প্রবেশ করায়, আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

(সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৯, পারা ১, রুকু-২)

এই আয়াতে 'হাজারাল্ মাউত' অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে কথাটির দ্বারা মৃত্যুকে ভয় করার কথা তুলে ধরা হয়েছে। শুধু ভয়ংকর কিছু দেখলেই নয়, বরং এমনিতেও মৃত্যুকে ভয় করা ঈমানদারদের কর্তব্য হওয়া উচিত।

২. বল, যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(সূরা বাকারাহ : আয়াত ৯৪, পারা ১, রুকু-১১)

এই আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, পরকালের সুখের নিবাস মৃত্যুর পরেই লাভ করা যাবে। তাই মৃত্যু কামনা করা ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং মৃত্যুর কথা চিন্তা করা বিশ্বাসী বান্দাহ্দের একটি বিশেষ গুণ। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিগণ কখনও মৃত্যু চিন্তা হতে গাফেল থাকেন না।

www.pathagar.com

৩. ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন সে পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? ...।

(সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৩৩, পারা ১, রুকু-১৬)।

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে আপনজনদেরকে অসিয়ত করা, উপদেশ দেয়া অতি উত্তম কাজ।

৪. তোমাদের মধ্যে কারোও মৃত্যু কাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথা মতো তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অসীয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল, তা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।

(সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৮০, পারা ২, রুকু-২২)।

৫. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা উহা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা' স্বচক্ষে দেখলে।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৩, পারা ৪, রুকু-১৪)।

৬. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হতো না। তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৮, পারা ৪, রুকু- ১৭১)।

৭. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে; যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সকল কাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮৫, পারা ৪, রুকু- ১৯)।

৮. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

(সূরা নিসা : আয়াত ১৫, পারা ৪, রুকু- ৩১)।

৯. তাওবাহ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দকার্য করে এবং তাদের কারোও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবাহ করছি এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়, এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

(সূরা তাওবাহ : আয়াত ১৮, পারা ৪, রুকু- ৩)।

১০. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করলেও ....।

(সূরা নিসা : আয়াত ৭৮, পারা ৫, রুকু- ১১)।

www.pathagar.com

১১. কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে এবং কেউ আল্লাহ ও রাসুলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হতে মুহাজির হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা নিসা : আয়াত ১০০, পারা ৫, রুকু- ১৪)।

১২. হে মুমিনগণ! তোমাদের কারোও যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।

(সূরা মায়িদাহ : আয়াত ১০৬, পারা ৭, রুকু- ১৪)।

১৩. তোমরা সফরে থাকলে এবং মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্যে হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে।

(সূরা মায়িদাহ : আয়াত ১০৬, পারা ৭, রুকু- ১৪)।

১৪. তিনিই স্বীয় বান্দাহদের উপর পরাক্রম শালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদের কারোও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ক্রটি করে না।

(সূরা আনয়াম : আয়াত ৬১, পারা ৭, রুকু- ৮)।

১৫. যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে তোমাদের প্রাণ বের কর ....।

(সূরা আনয়াম : আয়াত ৯৩, পারা ৭, রুকু- ১১)।

১৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করছে।

(সূরা আনফাল : আয়াত ৬, পারা ৯, রুকু- ১)।

১৭. মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে তুমি তা বললেই কাফেরগণ নিশ্চয়ই বলবে এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (সূরা হুদ : আয়াত ৭ , পারা ১২, রুকু- ১)।

১৮. যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে, সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা। কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।

(সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ১৭ , পারা ১৩, রুকু- ৩)।

১৯. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ....।

(সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৩৫ , পারা ১৭, রুকু- ৩)।

২০. যখন তাদের কারোও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর।

(সূরা মুমিনুন : আয়াত ১৯ , পারা ১৮, রুকু- ৬)।

২১. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী, তারপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

www.pathagar.com

(সূরা আনকাবুত : আয়াত ৫৭ , পারা ২১, রুকু- ৬)।

২২. বল, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণহরণ করবে, পরিশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।

(সূরা সাজদাহ : আয়াত ১১, পারা.২১, রুকু- ১)।

২৩. বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

(সূরা আহযাব : আয়াত ১৬, পারা ২১, রুকু- ২)।

২৪. তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা বশতঃ যখন বিপদ আসে, তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমার দিকে চেয়ে আছে ....।

(সূরা আহযাব : আয়াত ১৯, পারা ২১, রুকু- ২)।

২৫. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদেরকে তাঁর মৃত্যু বিষয় জানাল কেবল মাটির পোকা, যা সুলায়মানের লাঠি ভক্ষণ করেছিল।

(সূরা সাবা : আয়াত ১৪, পারা ২২, রুকু- ২)।

২৬. আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণ ও নিদ্রার সময়; তারপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো রেখে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

(সূরা সুমার : আয়াত ৪২, পারা ২৪, রুকু- ৪)।

২৭. নিশ্চয়ই তারা বলে থাকে যে, আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হব না।

(সূরা দুখান : আয়াত ৩৫, পারা ২৫, রুকু-২)।

২৮. মুমিনরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? তারপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং এতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে, তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল মানুষের মতো তোমার দিকে তাকাচ্ছে, তাদের পরিণাম খুবই শোচনীয়।

(সূরা মোহাম্মদ : আয়াত ২০, পারা ২৫, রুকু-৩)।

২৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে, ইহা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।

(সূরা ক্বাফ : আয়াত ১৯, পারা ২৬, রুকু-২)।

৩০. আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই।

(সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৬০, পারা ২৭, রুকু- ২)।

৩১. বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবেই, তারপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

(সূরা জুমুয়া : আয়াত ৮, পারা ২৮, রুকু-১)।

www.pathagar.com

৩২. আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তোমরা তা হতে খরচ করবে তোমাদের কারোও মৃত্যু আসবার পূর্বে ....।

(সূরা মুনাফিকুন : আয়াত১০, পারা ২৮, রুকু- ২)।

৩৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।

(সূরা মুল্‌ক : আয়াত ২, পারা ২৯, রুকু- ১)।

৩৪. তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মৃত্যু ভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ বলেছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

(সূরা বাকারাহ : আয়াত ২৪৩, পারা ২, রুকু- ৩২)।

৩৫. বল হে ইহুদিগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠি নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(সূরা জুমুয়া : আয়াত ৬, পারা ২৮, রুকু- ১)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মানবজীবনে সৎ চিন্তাহ্ ১৭

মানবজীবনে সৎ চিন্তার কল্যাণ ১৮

মানব চিন্তার প্রকৃত পরিচয় ও তার ফল ২৩

মানব মনের পঞ্চ রকম স্তর ২৬

মানব চিন্তাধারার আলোচনা ২৭

অপ্রিয় কার্যের চিন্তার তিনটি বিষয় ২৯

জীবন ও মরণ সৃষ্টির তত্ত্ব কথা ৪৩

মানব মৃত্যুর পরিচয় ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী ৫৬

মৃত্যু স্মরণের কল্যাণ ও তজ্জন্য উৎসাহ্ প্রদান ৫৭

মৃত্যুচিন্তার কল্যাণ ৫৯

মৃত্যুচিন্তার কল্যাণ সম্বন্ধে বুযুর্গদের বাণী ৬১

মৃত্যুচিন্তার ধারা ৬২

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যু কষ্ট ও তন্ময়তা ৬৫

মৃত্যু সময়ের কর্তব্য ৭৫

আল্লাহর সম্বন্ধে উত্তম ধারণা করা ৭৬

মালাকুল মওত বা মৃত্যুদূতের সাথে সাক্ষাতের সময় আক্ষেপ ৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

হুযুরে পাক (সাঃ) এর পরলোক গমন ৮৫

হযরত আবুবকর (রাঃ) এর পরলোক গমন ১০২

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদাত প্রাপ্তি ১০৫

হযরত ওসমান (রাঃ)- এর শাহাদাত লাভ ১০৯

হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণ ১১১

হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন (রাঃ) দ্বয়ের শাহাদত লাভ ১১২

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আমির মুআবিয়ার মৃত্যু ১১৩
খলীফা আবদুল মালেকের মৃত্যু ১১৪
খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যু ১১৫
খলীফা হারুন রশীদের মৃত্যু ১১৬
খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহর মৃত্যু ১১৭
খলীফা মুনতাছির বিল্লাহর মৃত্যু ১১৭
হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর মৃত্যু ১১৭
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মৃত্যু ১১৭
হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) এর মৃত্যু ১১৮
হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর মৃত্যু ১১৮
হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মৃত্যু ১১৯
ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ)-এর মৃত্যু ১১৯
হযরত আমের ইবনে আবদুল কায়েস (রহঃ)-এর মৃত্যু ১১৯
হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়ায (রহঃ)-এর মৃত্যু ১১৯
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-এর মৃত্যু ১১৯
হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২০
হযরত সাইদ খাররাজ (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২১
হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২১
হযরত আবু আলী রোজবারী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২২
হযরত শিবলী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২২
হযরত বাশার ইবনে হারেছ (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৩
হযরত ছালেহ ইবনে মেছমার (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৩
হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৩
হযরত আবু বকর ওয়াসেত (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৩
হযরত সাররী ছাকতী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৪
হযরত কাত্তানী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৪
খলীফা হাকামের মৃত্যু ১২৫
হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৫
হযরত সামশাদ দিনাওয়ারী (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৫
হযরত আহমদ ইবনে খাজাবিয়াহ (রহঃ)-এর মৃত্যু ১২৬

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

জানাজা, কবর ও কবর যিয়ারত ১২৭
আরিফগণের বাণী ১২৭
কবরের অবস্থা ১৩০
সন্তানের মৃত্যুর শোক সম্বরণ ১৩৮

সপ্তম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কবরের কথা বলা ১৪০
মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন ১৫০
স্বপ্নে মৃতের অবস্থা প্রকাশ ১৫৩
মৃত ব্যক্তির অবস্থা স্বপ্নে প্রকাশ ১৫৮
বুযর্গদের স্বপ্ন ১৬১

অষ্টম অধ্যায়

সিঙ্গার ফুৎকার ১৭১
হাশরের ময়দান ও সমবেত প্রাণীগণ ১৭৫
শরীরের ঘর্ম প্রসঙ্গ ১৭৭
রোজ কিয়ামতের ভীষণ কষ্ট ১৮০
পার্থিব কাজ-কর্মের হিসাব প্রদান ১৮৩
মীযান প্রসঙ্গ ১৯০

নবম অধ্যায়

জুলম বা অত্যাচারের প্রতিশোধ ১৯৩
পুলছিরাত প্রসঙ্গ ২০০
শাফায়াত (সুপারিশ) প্রসঙ্গ ২০৪
হাউজে কাওছার প্রসঙ্গ ২১০
মানুষের পার্থিব ভালোবাসার কারণ ২১১
উপকারী উপদেশ ২১৫
বেহেশতের দেয়াল, যমিন, বৃক্ষ, ঝরনা ও দীদারে ইলাহী ২৩৪
(ক) বেহশতবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও শয্যা ২৩৫
(খ) বেহেশতীদের খাদ্য ২৩৭
(গ) হুর ও গেলমান প্রসঙ্গ ২৩৯
(ঘ) বেহেশত সম্পর্কিত আরও কিছু বর্ণনা ২৪১
(ঙ) দীদারে ইলাহী ২৪৫

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ভুল বা ভ্রমের নিন্দা ২৪৭
ভুলের অকল্যাণ, পরিচয় এবং দৃষ্টান্ত ২৪৯
ভুল-বিশ্বাসীদের বিবরণ ও শ্রেণীভেদ ২৬৮
ধর্মভীরু লোকদের ভুল ২৯৭
ছুফী-দরবেশদের ভ্রান্তি ৩০৪
ধনীদের ভুলের প্রকারভেদ ৩১২

পরিশিষ্ট

জীবনের দীর্ঘ আশা এবং তা' সংক্ষেপ করার কল্যাণ ৩২৩
দীর্ঘ আশার কারণ ও তার প্রতিকার ৩৩২
দীর্গ জীবন লাভের আশার শ্রেণীভেদ ৩৩৫
পুণ্য কার্যে বিলম্ব না করা ৩৩৮
ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৪২

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মানবজীবনে সৎ চিন্তা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর গৌরবের কোন শেষ সীমা নেই। যিনি তাঁর গৌরব ও মহাত্ম্যকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং চিন্তা শক্তি দান করেছেন, যিনি আল্লাহ প্রেমিকের হৃদয়কে তাঁর মহত্ত্ব ও গৌরবের বিস্তৃত ও বিশাল প্রান্তরে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। যখনই মানব তার সন্ধান পেয়ে উৎফুল্ল হয়, তখণই তিনি তাকে তাঁর গৌরবের ঝরণায় অবগাহন করিয়ে দেন। যখনই সে নৈরাশ্যের ময়দানে যেতে উদ্যত হয়, তখনই সৌন্দর্যের গুপ্ত আগার থেকে ঘোষণা করা হয়, ধৈর্যধারণ কর। তারপর তাকে বলা হয়, তোমার দাসত্বের দীনতার মধ্যে চিন্তা করতে থাক, কেননা যদি তুমি তোমার প্রভুর গৌরব ও ঐশ্বর্যের বিষয় চিন্তা করতে থাক তবে তার কূল-কিনারা পাবে না। যদি এই চিন্তার পেছনে তোমার প্রকৃতির বিষয় দৃষ্টিপাত কর, কিরূপে তোমার উপর অনবরত দয়া বর্ষিত হচ্ছে, তন্মধ্যে প্রত্যেক নিয়ামতকে নতুনভাবে স্মরণ কর এবং তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁর শক্তি ও ক্ষমার সমুদ্রের বিষয় চিন্তা কর যে, কিরূপে সমগ্র জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গল, উপকার ও অপকার, সচ্ছলতা, কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা, ঈমান ও কুফরী, জানা ও অজানা, আনন্দ ও দুঃখের নদী প্রবাহিত হচ্ছে। যদি তাঁর কার্যের প্রতি দৃষ্টি অতিক্রম করতঃ তাঁর জাত ও সত্তার দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং তন্ন তন্ন করে প্রত্যেক ব্যাপার পর্যবেক্ষণ কর তখন দেখবে যে তোমার মন অত্যাচার ও অন্ধকার দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। তোমার বুদ্ধি উদয়ের প্রারম্ভেই তা' চিন্তা করে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। উপসংহারে নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর হাজার দরূদ ও সালাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর সালাম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ঘণ্টা সৎ চিন্তা করা এক বছরের ইবাদাত অপেক্ষাও উত্তম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদাব্বুর

www.pathagar.com

(গুণাগুণ চিনবার চেষ্টা), এতেবার (উপদেশ গ্রহণ), নজর (সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত) এবং ইফতেকার (চিন্তা করা) করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। একথা গুপ্ত নয় যে, সৎ চিন্তা করা আলোর কুঞ্জি এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রারম্ভ তা' বিভিন্ন জ্ঞানের গবাক্ষ এবং মারফোত ও বুঝের ভাণ্ডার। অধিক সংখ্যক লোক তার কল্যাণ ও মর্যাদা জানতে পেরেছে বটে; কিন্তু তারা তার প্রকৃত পরিচয়, তার ফলাফল, মূল, পন্থা এবং বিশেষ বিবরণ জানতে পারেনি। কি প্রকারে সৎ চিন্তা করতে হবে, কোন বস্তুর সাহায্যে তার অন্বেষণ করতে হবে, সে বিষয় তারা মোটেই জানতে পারেনি। চিন্তার জন্যই কি চিন্তা করতে হবে বা তা' থেকে ফল পাবার জন্যই কি চিন্তা করতে হবে? যদি তা' থেকে ফল পাবার জন্যই চিন্তা করতে হয় তবে সেই ফল কি, তা' কি নানাবিধ জ্ঞান অথবা দুটোই? এর বিশদ ব্যাখ্যা অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক। প্রথমে আমরা সৎ চিন্তা করার কল্যাণ সম্পর্কিত বর্ণনা পেশ করব।

মানবজীবনে সৎ চিন্তার কল্যাণ

আল্লাহ্ তায়ালা সৎ চিন্তা ও তাদাব্বুর (গুণাগুণ চিনবার চেষ্টা) করার জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সৎ চিন্তাশীলদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আল্লাযীনা ইয়াযকুরূনাল্লাহা ক্বিয়ামাও ওয়াকুউদাও ওয়া আলা জুনূবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারূনা ফী খালক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি রাব্বানা মা খালাক্বতা হাযা বাতিলা" অর্থাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে, উপবিষ্ট হয়ে এবং তাদের পার্শ্বে শায়িত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যে কি আছে তদ্বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করে বলে, হে মহান প্রভু! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একদল লোক আল্লাহ্ সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছিল। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর, আল্লাহ্ সম্বন্ধে চিন্তা করো না। কেননা তোমরা তাঁর ক্ষমতা ও গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে না। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, তিনি একদা একদল লোকের নিকট আগমন করে দেখলেন যে, তারা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি তখন তাদেরকে বললেন, তোমরা কথাবার্তা বলছ না কেন? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করছি। হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, হাঁ, তা-ই করতে থাক। তঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করাই

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য লাভজনক। কিন্তুআল্লাহ্ তায়ালার জাত বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করতে যেয়ো না। কেননা ঐ পাশ্চাত্য দেশের নিকটবর্তী এক শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট দেশ আছে, যার জ্যোতি শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং শ্বেত বর্ণই তার জ্যোতি। তার দূরত্ব সূর্যের গতির চল্লিশ দিনের পথ। তথায় কতকজন এমন আছে যাঁরা একটি পলকের জন্যও আল্লাহ্র অবাধ্য হয় না। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান তাদের নিকট থেকে কত দূরে থাকে? তিনি বললেন, শয়তান সৃষ্টি হয়েছে কি, না হয়েছে তা' তাদের জানা নেই। সাহাবীগণ পুনরায় আরজ করলেন, তারা কি মানব সন্ত ান ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, মানব জাতি সৃষ্টি হয়েছে কি, না হয়েছে তারা তা-ও জানে না।

হযরত আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন আমি এবং হযরত ওবায়েদ ইবনে আমের হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতেছিলাম। তখন তাঁর ও আমাদের মধ্যে পর্দা লটকানো ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে ওবায়েদ! তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ কর না কেন? হযরত ওবায়েদ (রহঃ) বললেন, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি না হুযুরে পাক (সাঃ)-এর একটি বাণীর জন্য। তিনি এরশাদ করেছেন যে, মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ কর, তাতে ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে। একথা বলার পর তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি হুযুরে পাক (সাঃ) থেকে যে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছেন তার বিষয় আমাকে জ্ঞাপন করুন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) ক্রন্দন শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর যে কোন কাজই ছিল আশ্চর্যজনক। আমার নির্ধারিত রাত্রে তিনি আমার নিকট উপস্থিত হলেন। এমনকি তাঁর শরীর ও আমার শরীর পরস্পর স্পর্শিত হয়েছিল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, ইবাদাত করবে? আমাকে এইকথা বলে তিনি পানির পাত্রের নিকট গিয়ে অজু করলেন এবং তারপর নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে রোদন করতে লাগলেন। যার ফলে তাঁর দাড়ি মুবারক সিক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সিজদায় পতিত হলেন এবং তাতে তাঁর ললাট দেশের নিম্নস্থ মৃত্তিকা পর্যন্ত ভিজে গেল। নামায শেষ করার পর তিনি একপার্শ্বে শয়ন করে রইলেন। একটু পরেই বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ক্রন্দন করছেন কেন? আল্লাহ তায়ালা আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহই তো ক্ষমা করে দিয়েছেন। বেলালের কথার উত্তরে হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ হে বেলাল! আমার ক্রন্দন আসবে না কেন বল তো? আল্লাহ তায়ালা এই রাত্রেই অত্র আয়াত

www.pathagar.com

অবতীর্ণ করেছেন। "নিশ্চয়ই আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই আয়াত পাঠ করে তার বিষয় চিন্তা করে না তার জন্য আক্ষেপ।

হযরত আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কুরআনে পাকের এই আয়াতের মধ্যে সৎ চিন্তা করার কি সীমা আছে? তিনি জবাবে বললেন, তারা এ আয়াত পাঠ করবেন এবং চিন্তা করে দেখবেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বছরার একজন অধিবাসী হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী উম্মে যরের নিকট গিয়ে হযরত আবু যর গিফারী (রা)-এর ইবাদাত সম্বন্ধে কিছু কথা জানতে চাইলেন। উম্মে যর বললেন, তিনি সারাদিন গৃহের কোনায় বসে চিন্তায় কাটিয়ে দিতেন।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, একটা সৎ চিন্তা করা একরাত্র নামায আদায় করা থেকেও উত্তম।

হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেছেন, সৎ চিন্তা করা একটি দর্পণ সদৃশ। একাজ তোমাকে পুণ্য দেখিয়ে দেয়। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি একাধারে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে কোন চিন্তা করতে থাকেন? তিনি জবাবে বললেন, জেনে রাখবে, সৎ চিন্তা করা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির মস্তিষ্কস্বরূপ। বর্ণিত আছে যে, হযরত সুফিয়ান ইবনে আইনিয়া (রহঃ) নিম্নোক্ত পংক্তি দুটো প্রায়শঃ আবৃত্তি করতেন :

"মানুষ যখন সৎ চিন্তা ও যিকিরে নিমজ্জিত হয়, সে তখন আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে বহু অমূল্য উপদেশের বিষয় দেখতে পায়।"

হযরত তাউস (রহঃ) বলেছেন যে, একবার হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রুহুল্লাহ! এই জগতে বর্তমানে আপনার ন্যায় কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ আছে। যাঁর প্রত্যেকটি বাক্য আল্লাহ্ তায়ালর যিকির উপলক্ষে বলা হয়, যার সৎ চিন্তায় দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, যার প্রত্যেকটি দৃষ্টিপাতে উপদেশ পাওয়া যায়, সে ব্যক্তিই আমার সমান। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, যার বাক্যে কোন জ্ঞানের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না, তা' অনর্থক বাক্য এবং যার মৌনতায় কোন সৎ চিন্তা নেই, সে নির্ভরশীল নয় এবং সে সৎ ব্যক্তিরূপেও গণ্য নয়। তার উপদেশও উপকারী নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আমাদের নিদর্শন থেকে শীঘ্রই ঐসব লোককে ফিরিয়ে নেব, যারা দুনিয়ায় অন্যায়ভাবে সাহঙ্কারে চলে।" হযরত

www.pathagar.com

হাসান বছরী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে তাদের হৃদয়কে সৎ চিন্তা থেকে বিরত রাখবেন। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে ইবাদাতের অংশ দান করো। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! ইবাদাতে চক্ষুর অংশ কি? তিনি বললেন, কুরআনে পাকের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং তদ্বিষয়ে চিন্তা করা। তাঁর আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো থেকে অভিজ্ঞতা ও নীতি বের করে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করে যাওয়া। জনৈক রমণী মক্কা মুয়াযযামার নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বসবাস করত। সে বলেছিল যে, যদি আল্লাহ-ভীরুদের মন চিন্তার ফলে পারলৌকিক মঙ্গল সম্পর্কিত অদৃশ্য সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে তবে কোনক্রমেই তাদের পার্থিব জীবন সুখময় হয় না এবং তাদের বাহ্যিক দৃশ্য দেখে সংসারাসক্ত লোকদের চক্ষু শীতল হয় না।

কথিত আছে যে, হযরত লোকমান কখনও কখনও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একাকী বসে থাকতেন। তাতে তার মনিব নিকটে এসে তাকে বলত, হে লোকমান! দীর্ঘসময় পর্যন্ত তুমি একাকী বসে আছ; এর চেয়ে যদি তুমি লোকের মধ্যে থাকতে তবে তা' তোমার জন্য উত্তম হতো এবং লোকগণও তোমার থেকে উপকৃত হতো। লোকমান তার মনিবকে বললেন, এভাবে দীর্ঘসময় একাকী বসে থাকা সৎ চিন্তা করার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রদ। আর বেহেশতের পথে দীর্ঘ সময়ের সৎ চিন্তা একটি মঞ্জিল। হযরত ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির সৎ চিন্তা দীর্ঘ হয় তার মধ্যে পরিপক্ক জ্ঞানের উদয় হয়। যার মধ্যে পরিপক্ক জ্ঞানের উদয় হয় সে সৎ কার্যে অভ্যস্ত হয়।

খলীফা ওমর ইবেন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, সৎ চিন্তা করা উত্তম ইবাদাতসমূহের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) একদা হযরত ছহল ইবনে আলী (রহঃ)-কে সম্পূর্ণ নীরব ও চিন্তাযুক্ত দেখে বলেছিলেন, জনাব! আপনি এখন কোথায় পৌঁছেছেন? তিনি বললেন, পুলছিরাতের ওপরে। বাশার হাফী (রহঃ) বলেছিলেন, মানুষ যদি আল্লাহর গৌরবের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে, কস্মিনকালে তারা আল্লাহর অবাধ্য বান্দারূপে গণ্য হতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহঃ) বলেছেন, চিন্তার সাথে মধ্যম রকমের দু'রাকাত নামায অমনোযোগের সাথে সারারাত নামায আদায়ের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আবু শরীহ (রহঃ) এক প্রান্তরে ভ্রমণ করতে ছিলেন। কিছুক্ষণ ভ্রমণ করার পর হঠাৎ তিনি এক

www.pathagar.com

স্থানে বসে পড়ে নিজেকে একখানি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে ফেললেন এবং রোদন শুরু করলেন। তখন কোন লোক তাকে জিজ্ঞেস করল যে, হুযুর! হঠাৎ আপনি এভাবে বসে পড়লেন কেন এবং ক্রন্দন করতে শুরুই বা করলেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, দেখুন আমার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু আমার সৎকার্য বড়ই অল্প, অথচ মৃত্যু নিকটবর্তী; সুতরাং আমার কি অবস্থা হবে" হঠাৎ সেই কথা আমার মনে উদিত হয়েছে। হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেছেন, সাংসারিক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা পরলৌকিক চিন্তা-ভাবনার পক্ষে প্রধান অন্তরায়এবং আল্লাহর বন্ধুদের জন্য একটি ভীষন জঞ্জাল। পক্ষান্তরে পারলৌকিক বিষয়ের চিন্তা-ভাবনা মানুষের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব ঘটায় এবং তদ্বারা হৃদয় সজীব হয়। হযরত হাতেম আছেম (রহঃ) বলেছেন, অভিজ্ঞতায় মানুষের প্রকৃত জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, বন্ধুকে অধিক স্মরণ করলে তার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি হয় এবং ভয়-ভীতির বিষয় সম্পর্কে যত বেশি চিন্তা করা হয় ভয়-ভীতিও ততই বৃদ্ধি পায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সৎ বিষয়ের চিন্তা মানুষকে কাজে উৎসাহ যোগায়। অসৎ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যদি অনুতাপ আসে, তবে তা উপকারে আসে। আর অনুতাপের সৃষ্টি না হলে সে চিন্তা-ভাবনা মঙ্গলদায়ক হয় না। কথিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোন এক ধর্মগ্রন্থে বলেছেন, "আমি প্রত্যেক আলিমের আবেদন গ্রাহ্য করি না; কিন্তু আমি তার উদ্দেশ্য ও হৃদয়ের লোভের দিকে লক্ষ্য করি। যদি দেখি তার উদ্দেশ্য সৎ এবং লোভ আমার পথে, তবে তার আবেদন আমি মঞ্জুর করে নেই।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, প্রকৃত আলিমগণ যিকিরের চিন্তার এবং চিন্তার সাথে যিকিরের অভ্যাস করে থাকে, যে পর্যন্ত তারা তাদের হৃদয় থেকে কথা না বলে। তার ফলে তাদের হৃদয় থেকে আপনা আপনি হেকমতের বাণী উচ্চারিত হয় এবং এরূপ বাণীই আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। হযরত ইসহাক ইবনে খালফ (রহঃ) বলেছেন, একদা হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) জ্যোৎস্না রাত্রে ছাদের উপর বসে স্বর্গ ও মর্ত্য রাজ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে রোদন করতে লাগলেন। যার ফলে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে এক অঘটন ঘটিয়ে দিলেন অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তী গৃহে পতিত হলেন। ঐ গৃহবাসী জাগরিত হয়ে তরবারী হস্তে নিয়ে তার নিকটবর্তী হল। সে মনে করল যে, নিশ্চয়ই এ লোক একটি চোর; কিন্তু যখন হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ)-এর দিকে তার দৃষ্টি পড়ল, সে তার তরবারী কোষাবদ্ধ করে বলল,

www.pathagar.com

হুযুর! আপনাকে গৃহের ছাদ থেকে কে এবাবে ফেলে দিয়েছে? তিনি বললেন, তা' আমি বলতে পারব না।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং সম্মানিত কাজ হল, চিন্তার সাথে তাওহীদের ময়দানে উপবিষ্ট থেকে মারফাতের হাওয়া উপভোগ করা, ভালোবাসার পিয়ালায় যিকিরের সমুদ্র থেকে পানি পান করা এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ করে তাঁর সৃষ্ট জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। এই কথা বলে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, ওহে! এই কার্য কি উজ্জ্বল, কি আলোময়!

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন, তোমরা নীরবতার সাথে বাক্যের এবং চিন্তার সাথে আবিষ্কারের সাহায্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা কর। তিনি আরও বলেছেন, কার্যের ব্যাপারে সূক্ষ্ম দৃষ্টি মানুষকে প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখে এবং প্রকৃত ও সঠিক মতে দৃঢ় থাকার ফলে অতিরঞ্জন থেকে নিরাপদ থাকা যায়। দৃষ্টি ও চিন্তা থেকে জ্ঞান এবং সহিষ্ণুতা জন্মে। অবশ্য জ্ঞানী লোকদের সাথে পরামর্শ করলে নিজের অন্তর্দৃষ্টির শক্তি বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কোন ব্যাপারে প্রতিজ্ঞার পূর্বে চিন্তা কর। কার্যের পূর্বে জেনে-শুনে লও। সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সৎ ও অভিজ্ঞ লোকের নিকট পথের খবর জেনে লও। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আরও বলেছেন, মানুষের জন্য চারটি বিষয় অতীব কল্যাণকর। প্রথমতঃ হেকমত এবং তার জীবিকা চিন্তা। দ্বিতীয়ত : সহিষ্ণুতা এবং তার জীবিকা লোভ। তৃতীয়তঃ শক্তি এবং তার জীবিকা ক্রোধ। চতুর্থত : বিচার শক্তি এবং তার জীবিকা শক্তিকে মধ্যপথে প্রবৃত্তির আওতা থেকে রক্ষা করা। বিজ্ঞ লোকগণ লোকের জন্য এ চারটি বিষয় বিশেষ কল্যাণকর বলে মন্তব্য করেছেন।

মানব চিন্তার প্রকৃত পরিচয় ও তার ফল

জেনে রাখ যে, ফিকির বা চিন্তা অর্থ হৃদয়ের মধ্যে দুটো জ্ঞানের উদয় এবং দুটোর সংমিশ্রণের ফলে তৃতীয় জ্ঞানের উদয়। তার দৃষ্টান্ত এই যে, যে ব্যক্তি ইহকালের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ইহলৌকিক জীবনকে ভালোবাসে এবং ইহকাল থেকে পরকাল যে উত্তম তা' জানার ইচ্ছা করে তার দুটো উপায় আছে। একটি উপায় এই যে, পরকাল যে ইহকালের তুলনায় উত্তম তা' সে অন্যের নিকট থেকে শ্রবণ করবে এবং বিশ্বাস করবে। তাহলে প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত পরিচয় জ্ঞানের অন্তদৃষ্টি ব্যতীতই সে তা' সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে এবং বিশ্বাস ও কার্যের মাধ্যমেই সে পরকালকে অধিক পছন্দ করে। এর কারণ এই যে, সে

www.pathagar.com

অন্যের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখে, এর নামই তাকলীদ বা দেখাদেখি অন্ধ বিশ্বাস। এটা মারেফাত বা পরিচয় অর্জনপূর্বক বিশ্বাস নয়। দ্বিতীয় উপায় এই যে, যা' চিরস্থায়ী তা' উত্তম বলে জানা। তারপর পরকালকে চিরস্থায়ী বলে বিশ্বাস করা। এই দু' পরিচয় জ্ঞান থেকে তৃতীয় এক পরিচয় জ্ঞানের জন্ম হয়। তা'হল ইহকাল অপেক্ষা পরকাল উত্তম। পূর্ববর্ণিত দুটো পরিচয় ব্যতীত পরকালকে উত্তম বলে জানা সম্ভব হয় না; সুতরাং পূর্ববর্ণিত দুটো জ্ঞান জন্মালেই তৃতীয় জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। এর নামই তাফাক্কুর (সৎ চিন্তা), এতবার (অনুধাবনপূর্বক উপদেশ গ্রহণ), তাযাক্কুর (স্মরণ), নজর (অর্ন্তদৃষ্টি) তাআম্মুল (আশা করা) এবং তাদাব্বুর (গুণ উপলব্ধির চেষ্টা)।

তাদাব্বুর, তাআম্মুল এবং তাফাক্কুর এই শব্দত্রয়ের অর্থ একই। এদের বিভিন্ন অর্থ নেই, কিন্তু তাফাক্কুর, এতেবার এবং নজর শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। যদিও তাদের মূল অর্থ একই। যেরূপ ছোয়ারিম, মুহান্নাদ এবং ছাইফ শব্দত্রয় একই বস্তু অসির জন্য ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে তা' ব্যবহৃত হয়। ছোয়ারিমের অর্থ অতি সাধারণ অসি। মুহান্নাদের অর্থ হিন্দুস্থানের অসি। আর ছাইফের অর্থ কোন কিছুতে বিশেষিত না হয়ে সাধারণ অসি। তদ্রূপ এতবার দুটো বস্তুর পরিচয় অর্জনের পর ঘটে। যদি তৃতীয় জ্ঞানোদয় পরিচয় জ্ঞানেই তা' স্থগিত থাকে, তখন তাযাক্কুরের কথা আসে। তাকে এতবার বা অনুধাবনপূর্বক উপদেশ গ্রহণ বলা হয় না। নজর এবং তাফাক্কুর সম্বন্ধে তার মধ্যে তৃতীয় পরিচয় জ্ঞানের অনুসন্ধান ঘটে। যে ব্যক্তি এই তৃতীয় পরিচয় জ্ঞানের অনুসন্ধান করে না তাকে পর্যবেক্ষণকারী বা নজর বলা যায় না। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই মুতাযাক্কির কিন্তু প্রত্যেক মুতাযাক্কির ব্যক্তি চিন্তাশীল নয়।

তাযাক্কুরের উপকার মনের উপর পুনঃ পুনঃ পরিচয় করিয়ে দেয়া যেন তা' তার উপর বদ্ধমূল হয় এবং মন থেকে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাফাক্কুর বা চিন্তার উপকার জ্ঞান বৃদ্ধি এবং এমন জ্ঞানের জন্ম হওয়া যা' পূর্বে অর্জিত হয়নি। এটাই তাযাক্কুর ও তাফাক্কুরের মধ্যে পার্থক্য। যখন বিভিন্ন প্রকারের পরিচয় মনের উপর পুঞ্জীভূত হয় এবং বিশেষ নিয়মানুসারে তা ঘটে তখন তার ফলে অন্য জ্ঞানের উদয় হয়; সুতরাং এক জ্ঞান থেকে অন্য জ্ঞানের জন্ম হয়ে থাকে। যখন অন্য জ্ঞান অর্জিত হয় এবং তা' আবার অন্য কোন জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত হয়। এ দু'জ্ঞানের সংযোগে তৃতীয় জ্ঞানের উদয় হয়। এরূপ জ্ঞানের পর জ্ঞান প্রকাশ পেতে থাকে এবং জ্ঞানের পর জ্ঞান উদয় হতে থাকে। তখন চিন্তারও শেষ হয় না। জ্ঞানের দুয়ার মৃত্যুর সাথে বা শেষ নিশ্বাসের সাথে বদ্ধ হয়ে যায় না।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি জ্ঞান থেকে ফল আহরণ করতে সমর্থ হয়, সে এই পন্থা অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং তা' থেকে চিন্তার পথে নিয়ে যায়। অধিকাংশ লোকই অতিরিক্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, কেননা তাদের নিকট মূলধন নেই। অর্থাৎ তাদের সেই পরিচয় জ্ঞান নেই, যা' থেকে নানাবিধ জ্ঞানের উদয় হয়। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার ব্যবসায়ে কোন মূলধন নেই; সুতরাং সে কোন লাভ অর্জন করতে সমর্থ হয় না। আবার কেউ হয়ত মূলধনের অধিকারী, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশল ও উত্তম নিয়ম-প্রণালীতে অনভিজ্ঞ, তারও ব্যবসায়ে কোন মুনাফা অর্জিত হয় না। তদ্রূপ যার মারেফাত জ্ঞানরূপ মূলধন থাকে; কিন্তু সে তার সদ্ব্যবহার জানে না এবং তা' কার্যে পরিণত করতে পারে না, তাতে তার কোন ফলোদয় হয় না এবং তা' ব্যবহার করার পন্থাও জানে না। এতে কখনও ঐশী আলোকে হৃদয় মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানের উদয় হয়। যেরূপ নবী-রাসূলের বেলায় হয়েছিল। জ্ঞান অর্জন করা অতীব কষ্টকর। তা' শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা অর্জন করতে হয়। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি চিন্তা করে তার নিকট এই পরিচয় জ্ঞান উপস্থিত হয় এবং সে তার ফল অর্জন করে। যে তা' অর্জনের বিশেষ নিয়ম-কানুন জানে না, ব্যাখ্যা কার্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বল্প অভ্যাসের দরুন সে তা' ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয় না। অনেক লোক আছে, যে ইহকাল অপেক্ষা পরকাল উত্তম এ বিষয়টি অবগত থাকে; কিন্তু যখন তাকে তার পরিচয় জ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় সে তা' ব্যাখ্যা করতে অপারগ হয়ে পড়ে। এই প্রকার লোক যে তার জ্ঞান ভান্ডার বৃদ্ধি করতে পারে না তার কারণ দুটো। উক্ত জ্ঞান অর্জন করতে হলে তাকে দুটো জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে। তার একটি এই যে, যে বস্তু স্থায়ী তা' অস্থায়ী বস্তু অপেক্ষা উত্তম। পরকাল স্থায়ী আর ইহকাল অস্থায়ী এ দুটো জ্ঞান থেকে যে তৃতীয় জ্ঞানটি জন্মে তা' এই যে, ইহকাল থেকে পরকাল উত্তম। যদি এই দুটো জ্ঞান পূর্ব থেকে মনে সঞ্চিত থাকে এবং এ দুটো জ্ঞানকে একত্র করা যায় তখনই ইহকাল অপেক্ষা পরকাল উত্তম এ জ্ঞান মনে সহজেই জন্মে; কিন্তু উক্ত দুটো জ্ঞান যদি মনে না থাকে তবে কখনও শেষোক্ত জ্ঞান জন্মলাভ করে না।

সৎ চিন্তাই সব কাজের মূল : চিন্তার ফল জ্ঞান, অবস্থা, স্তর এবং আমল বা অনুষ্ঠান। তবে তার বিশেষ ফল জ্ঞান। সত্য বটে যে, যখন জ্ঞান মনে জন্ম লাভ করে তখন তা' মনের অবস্থার পরিবর্তন করে। যখন মনের অবস্থার পরিবর্তন হয় তখন কামেন্দ্রিয়ের কার্যেও পরিবর্তন হয়; সুতরাং আমল বা অনুষ্ঠান অবস্থার পরে আসে এবং অবস্থা জ্ঞানের পরে আসে।

www.pathagar.com

আর জ্ঞান সৎ চিন্তার পরে আসে; সুতরাং সৎ চিন্তাই সমস্ত সৎ কার্যের সূচনা এবং চাবিকাঠি। এই ব্যাপারই সৎ চিন্তার কল্যাণের বিষয় তোমাকে দেখিয়ে দেবে। এই সৎ চিন্তাই যিকির থেকে এবং যিকির শিক্ষা দান থেকে উত্তম। কেননা সৎ চিন্তাই যিকির বা আল্লাহর স্মরণ। মনের যিকির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যের চেয়ে উত্তম এবং কার্যের সম্মানের কারণই যিকির; সুতরাং সৎ চিন্তা সমস্ত কার্য থেকে উত্তম। এজন্যই বুযুর্গগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, বছরব্যাপী ইবাদাতাপেক্ষা এক ঘণ্টা সৎ চিন্তা করা অনেক বেশি উত্তম। কেউ কেউ বলেন যে, সৎ চিন্তাকারী ব্যক্তি মন্দ কার্য থেকে উত্তম কার্যের দিকে ধাবিত হয় এবং খাহেশ ও লোভ থেকে বৈরাগ্য এবং সন্তোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। বুযুর্গগণ আরও বলেছেন যে, মানুষের সততা এবং সৎ অনুষ্ঠানের সৎ চিন্তাই প্রমাণ এবং সৎ চিন্তাই খোদা-ভীতির নিদর্শন। এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "লাআল্লাহুম ইয়াত্তাকুনা আও ইউহ্দিছু লাহুম যিকরা" অর্থাৎ যেন তারা আল্লাহ-ভীরু হতে পারে অথবা তাদের মনে যিকির উদয় হতে পারে। যদি তুমি সৎ চিন্তার দ্বারা অবস্থার পরিবর্তনের বিশ্লেষণ জানতে ইচ্ছা কর তাহলে আমি যা' আখেরাতের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি তা-ই যথেষ্ট। সেই সম্বন্ধে চিন্তাই আমাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, পরকাল ইহকাল অপেক্ষা উত্তম। যখন আমাদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তখন মনও ইহকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে এবং পরকালের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হবে। এটাই অবস্থার পরিবর্তন। এই জ্ঞান অর্জন করার পূর্বে মনের অবস্থা ছিল ইহকালের প্রতি লালসা এবং এর প্রতি ভালোবাসা আর পরকালের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাগ্রহ। যখন এই জ্ঞান হলো, তখন মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার নতুন অবস্থার সৃষ্টি হলো। তারপর ইচ্ছার পরিবর্তনে দুনিয়ার সর্বস্থলে তার কার্যেরও পরিবর্তন হয় এবং পরকালের কার্যের দিকে অগ্রসর হয়।

মানব মনের পঞ্চ রকম স্তর

মনের পাঁচটি স্তর আছে। প্রথম স্তর : তাযাক্কুর বা স্মরণ করিয়ে দেয়া অর্থাৎ মনের মধ্যে দুটো পরিচয় জ্ঞান উপস্থিত করা। দ্বিতীয় স্তর : তাফাক্কুর বা সৎ চিন্তা অর্থাৎ যে পরিচয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা' অনুসন্ধান করা। তৃতীয় স্তর : অন্বেষিত পরিচয় জ্ঞান অর্জন করা এবং তদ্দারা হৃদয়কে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করা। চতুর্থ স্তর : মনের অবস্থা পূর্বে যা' ছিল, তার পরিবর্তন হওয়া। কেননা পরিচয় জ্ঞানের নূর তার অন্তরে প্রবেশ করে।

www.pathagar.com

পঞ্চম স্তর : অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের খেদমতে লিপ্ত হওয়া। লৌহের উপর প্রস্তরাঘাত করা হলে তার মধ্যে থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে চারদিক আলোকিত করে এবং তার ফলে চক্ষু দেখতে পায়। এর পূর্বে আলোর অভাবে চক্ষু দেখতে পেত না। এই দর্শনের ফলে কার্যের জন্য তা' সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাগ্রত করে। তদ্রূপ পরিচয় জ্ঞানের আলোক শিখার নামই চিন্তা। তা' দু' পরিচয় জ্ঞানের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। যেরূপ লৌহ এবং প্রস্তরের মধ্যে অগ্নি এসে উপস্থিত হয়। তা-ই তাদের উভয়ের মধ্যে এক বিশেষ প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে, যাতে করে তারা সম্পৃক্ত এবং আবদ্ধ হয়ে যায়। লৌহের উপর বিশেষভাবে প্রস্তরাঘাত করা হলে পরিচয় জ্ঞানের আলো উদিত হয়, যেরূপ লৌহ হতে অগ্নির উদয় হয়। এই নূরের কল্যাণে মনের পরিবর্তন হয়, এমনকি যে বস্তুর প্রতি পূর্বে মনের টান ছিল না, এখন তার প্রতি টান হয়, যেরূপ অগ্নির আলোকে অন্ধকারের মধ্যে দর্শন করা যায় এবং যা' পূর্বে দেখা যেত না, তা' দেখতে পারা যায়। তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের পরিবর্তনের তাগিদে কার্যে রত হয়, যেরূপ অন্ধকারের দরুন কার্যে অক্ষম ব্যক্তি চক্ষুর দ্বারা দর্শনের ফলে কাজ করতে ব্যস্ত হয়; সুতরাং সৎ চিন্তার ফল-জ্ঞান এবং অবস্থার পরিবর্তন অর্জন।

জ্ঞানের সীমা নেই। যে অবস্থাসমূহ মনের পরিবর্তন সাধন করে তারও সংখ্যা অগণিত। যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত চিন্তার শাখা আয়ত্ত করতে চায়, সে তা' পারবে না। কেননা চিন্তার শাখা-প্রশাখার সীমা নেই এবং তার ফলও অফুরন্ত। সত্য বটে যে, আমরা ধর্মীয় বিদ্যা সম্পর্কিত শাখা আয়ত্ত করার এবং সালেকীনদের সমস্ত মাকামের অবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয় আয়ত্ত করার বিশেষ চেষ্টা করতে পারি। তা-ই আমাদের উত্তম চেষ্টা হবে। তার বিশদ ব্যাখ্যা সমস্ত ধর্মীয় বিদ্যায় পাওয়া যাবে। আমরা তা আংশিকভাবে বর্ণনা করব।

মানব চিন্তাধারার আলোচনা

জেনে রাখ যে, এমন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তার উদ্রেক হয়, যার সাথে ধর্ম ও অধর্ম দুটোরই সম্পর্ক আছে। তবে যে চিন্তার সাথে ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে তা-ই আমাদের লক্ষ্য। অধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার বিষয় আমরা আলোচনা করব না। ধর্ম বলতে আমরা ঐ ব্যাপারকে বুঝি, যা' বান্দা ও তার প্রভুর সাথে হয়ে থাকে। বান্দার সব চিন্তাই তাঁর গুণাবলী ও অবস্থা সম্বন্ধে হয়ে থাকে, যদি বান্দার নিজের সম্বন্ধে তা' হয়ে থাকে। আর যদি তা' আল্লাহর সম্পর্কে হয়,

www.pathagar.com

তাঁর গুণাবলী ও কার্যাবলি সম্বন্ধে সেই চিন্তা হয়ে থাকে। কোন চিন্তাই এই দু' শ্রেণির বহির্ভূত হওয়া সম্ভব নয়। নিজের সম্বন্ধে চিন্তার ক্ষেত্র দু'ভাগে বিভক্ত হতে পারে; যথা : (১) মানুষের ঐসব গুণের বিষয় চিন্তা করা যা' আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং (২) মানুষের ঐসব বিষয় চিন্তা করা যা' আল্লাহর নিকট অপ্রিয়। এই দু শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য বিষয় চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ সম্বন্ধে চিন্তা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলী এবং উত্তম নাম সম্বন্ধে চিন্তা করা অথবা তাঁর কীর্তি-কর্ম, রাজত্ব, রাজ্য, আসমান, যমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তার বিষয় চিন্তা করা।

একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে চিন্তার এই বিভক্তি তোমার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর দিকে ভ্রমণকারীগণও তাঁর সাথে দীদারের অভিলাষীগণ প্রেমিকদের অনুরূপ। আমরা প্রেমিকদের তুলনা উত্থাপন করে বলব যে, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, তার চিন্তা তার প্রেমাস্পদের সীমা অতিক্রম করে না বা নিজের বিষয়ের সীমা অতিক্রম করে না। যদি সে তার মাশুকের বিষয়ে চিন্তা করে, তবে সে তার সৌন্দর্য এবং সুন্দর আকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করে আনন্দ পায় এবং তার সাথে সাক্ষাত করে আনন্দ লাভ করে অথবা সে তার স্বভাব-চরিত্র, গুণ এবং কার্যাবলি সম্বন্ধে চিন্তায় মগ্ন হয়, যেন তার স্বাদ বহুগুণে বৃদ্ধি হয় এবং প্রেম গভীরতর হয়, নিজের বিষয় চিন্তা করাকালে নিজের দোষ অনুসন্ধানে ও সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়, কেননা তার জন্য সে প্রিয়জনের দৃষ্টি হতে সরে গেছে, সে চিন্তা করে সে আবার কিরূপে তার নিকটবর্তী হতে পারে এবং তাকে তার প্রিয় করতে পারে। যদি তুমি এসব বিভাগের বহির্ভূত কোন বিষয়ের চিন্তা কর, তবে তা' এসব অর্থাৎ প্রণয়ের সীমা বহির্ভূত হয়ে যায় এবং তজ্জন্য প্রেমের ক্ষতি হয়, কেননা পূর্ণ প্রেম প্রেমিককে নিমজ্জিত করে রাখে। প্রেমিকের প্রেম তা' এমনভাবে জুড়ে বসে যে, তার মনের মধ্যে আর কোন কিছুর স্থান থাকে না, আল্লাহ প্রেমিকের তদ্রূপ অবস্থা হওয়া উচিত। তাঁর দৃষ্টি এবং তার চিন্তাই তার নিকট প্রিয়, যখন তার চিন্তা নিম্নোক্ত চতুর্বিধ বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তা' প্রেমের প্রয়োজন থেকে বের হয়ে যায় না।

চিন্তার প্রথম বিভাগ : ধর্মপথ সম্পর্কিত চিন্তার প্রথম বিভাগ নিজের স্বভাব ও কার্যাবলি সম্বন্ধে চিন্তা করা, যেন তন্মধ্যে কোনটি উত্তম এবং কোনটি দোষণীয় তা' পার্থক্য করা যায়, কেননা চিন্তাই পার্থিব বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে। এই কিতাবের লক্ষ্যই বিদ্যার জ্ঞান অর্জন।

চিন্তার দ্বিতীয় বিভাগ : এটা আধ্যাত্মিক বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে। আবার এর মধ্যে আল্লাহর নিকট কিছু প্রিয়, কিছু অপ্রিয় এবং তা' আবার

www.pathagar.com

পুণ্য ও পাপের ন্যায় প্রকাশ্য এবং পরিত্রাণকর গুণাবলি বা ধ্বংসকর দোষাবলির ন্যায় গুপ্ত এবং তার স্থান হৃদয়ে। আমরা তা' কিতাবের ধ্বংসাত্মক বিষয়ক খণ্ডে বর্ণনা করেছি। পাপ ও পুণ্যে আবার সপ্ত-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত এমনকি তা' সমস্ত শরীরের সাথে সম্বন্ধ রাখে। যেমন যুদ্ধ থেকে পলায়ন, পিতা-মাতার অবাধ্যতা প্রদর্শন, নিষিদ্ধ বা হারাম গৃহে বসবাসকরণ ইত্যাদি।

অপ্রিয় কার্যের চিন্তার তিনটি বিষয়

প্রত্যেক অপ্রিয় কার্য সম্বন্ধে চিন্তার তিন প্রকার বিষয় আছে। প্রথম বিষয় এই যে এই কাজটি আল্লাহর নিকট প্রিয় বা অপ্রিয়। অনেক কাজ আছে, যার দোষ সহজে প্রকাশ পায় না। গভীর চিন্তার সাহায্যে তা' স্থির করতে হয়। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যদি তা' মন্দ হয়, তা' দূর করার উপায় চিন্তা করে ঠিক করা। তৃতীয় বিষয় এই যে, এই অপ্রিয় ব্যাপার কি বর্তমানের সাথে জড়িত যে, তা' ত্যাগ করা উচিত অথবা তা' ভবিষ্যতের যে, তা' থেকে সতর্ক হওয়া উচিত অথবা, তা' অতীত হয়ে গেছে যে, তার বিষয় অনুসন্ধান করা উচিত– এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা। তদ্রূপ প্রত্যেক প্রিয় বস্তু এই তিনভাগে বিভক্ত হয়। যখন এসব বিভাগ একত্র হয়,তখন চিন্তার স্রোত এসব বিভাগের মধ্যে শতগুণ বর্ধিত হয়। বান্দা তখন সমস্ত বিষয়ের চিন্তার মধ্যে বা অধিকাংশ বিষয়ের চিন্তার মধ্যে থাকে। এসব বিভাগের মধ্যে প্রত্যেকটি বিভাগের ব্যাখ্যা সুবিস্তৃত।

চিন্তার বিষয়কে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) পাপ (২) পুণ্য (৩) ধ্বংসকর দোষ এবং (৪) পরিত্রাণ গুণ। আমরা এর প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত পেশ করব। যেন ধর্মপথযাত্রী তদ্দারা অনুমান করে নিতে পারে, চিন্তার দ্বার তার নিকট উন্মুক্ত হয় এবং তার জন্য ঐ বিষয়ের বিভিন্ন পন্থা প্রকাশ পায়।

চিন্তার প্রথম বিষয়– পাপ : মানুষ প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে তার সপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়ে, তারপর তার শরীর সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধানে তৎপর হবে, কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন পাপ করেছে বা করেনি। যদি তার দ্বারা কোন পাপ ঘটে থাকে, তখনই সে তা' পরিত্যাগ করবে। যদি গতকল্য তা' ঘটে থাকে, সে তাওবাহ করে তা ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করবে এবং তজ্জন্য অনুতাপ করবে যদি তা' দিবসে করার সম্ভাবনা থাকে, তা' সতর্ক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেও দূরে থাকবে।

www.pathagar.com

রসনা সম্পর্কে এরূপ চিন্তা করবে যে, এই রসনা পরনিন্দা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি পাপ করতে পারে বা অন্যের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা তার সাথে বিবাদ-বিসম্বাদ বা অনর্থক কথা এবং এরূপ দোষণীয় কার্যে লিপ্ত হতে পারে। প্রথমে নিজের মনের মধ্যে চিন্তা করে নিবে যে আল্লাহর নিকট এসব বিষয় দোষণীয় কার্য এবং কুরআন ও হাদীসে তার কঠিন শাস্তির বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর তার অবস্থা এবং কিরূপে তা' সংশোধন করা যায় সে বিষয় চিন্তা করবে। তারপর তা' থেকে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় সে বিষয়ও ভেবে দেখবে। তাতে জানতে পারবে যে, নির্জনতা অবলম্বন ব্যতীত তা' সফল হবে না। অথবা ধার্মিক ও পরহেজগারদের সাহচর্য অবলম্বন করবে। যখনই কথোপকথন শুরু করতে যাবে আল্লাহ্ যে বাক্য অপছন্দ করেছেন তা' মন্দ মনে করবে। অন্যথায় যখন অন্যের সাথে সংসর্গ করবে, তখন মুখের মধ্যে প্রস্তর খন্ড পুরে রাখবে। এটাই উক্ত মন্দ থেকে রক্ষা পাবার উপায়। কর্ণের বিষয়ে এরূপ চিন্তা করবে যে, কর্ণ পরনিন্দা, মিথ্যাকথন, অনর্থক বাক্য, অহেতুক হাস্য-কৌতুক এবং নানাপ্রকার মন্দ বিষয় শ্রবণ করতে পারে; সুতরাং মানুষের বাক্য যাতে কর্ণে না পৌঁছতে পারে তজ্জন্য নির্জনতা অবলম্বন করবে অথবা লোককে মন্দ কথা থেকে বারণ করে আত্মরক্ষা করবে। এ ব্যাপারে কোনস্থলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যায় তা' চিন্তা করে স্থির করে নিবে।

উদরের বিষয় এরূপ চিন্তা করবে যে, উদর হালাল খাদ্য অতিরিক্ত ভক্ষণ করে আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে। তা' আল্লাহর নিকট অতীব অপছন্দনীয়। অতি ভক্ষণ কামরিপুর শক্তিবর্ধক এবং কামরিপুই আল্লাহর শত্রু শয়তানের অস্ত্র। হারাম খাদ্যের লোভ সম্বন্ধে চিন্তা করবে যে, কোথা থেকে তোমার খাদ্য, পোশাক, আবাসগৃহ এবং ধন-সম্পদ ইত্যাদি আসে? হালাল জীবিকার পন্থা ও উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করবে। তারপর উপার্জনের কৌশল, পন্থা এবং হারাম থেকে রক্ষা পাবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করবে এবং নিজেকে লক্ষ্য করে বার বার বলবে, "সমস্ত ইবাদাত হারাম খাদ্য ভক্ষণেই নষ্ট হয়ে যায়। হালাল খাদ্য ভক্ষণই সব ইবাদাতের মূল।" আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার নামায কবুল করেন না, যার পরিধানের বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে একটি হারাম মুদ্রা থাকে, এই সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে। এভাবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা করবে। সংক্ষেপে এই পরিমাণ চিন্তাই যথেষ্ট। যখন এরূপ চিন্তা দ্বারা সত্য পরিচয় জ্ঞান এসব অবস্থার সাথে অর্জিত হয় তখন সমস্ত দিন মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকবে যে পর্যন্ত না তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা পায়।

www.pathagar.com

চিন্তার দ্বিতীয় বিষয়– পুণ্য : প্রথমতঃ নির্দিষ্ট ফরয কর্তব্যগুলোর দিকে লক্ষ্য করতে হবে। তা' তুমি কিরূপে আদায় করেছ? কিরূপে তা' হ্রাস ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছ? কিরূপে অধিক নফল ইবাদাত দ্বারা তার ক্ষতি পূরণ করেছ? তারপর এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় কার্যাবলির বিষয় চিন্তা করবে। যথাঃ মনে মনে বলবে, আসমান ও যমিনের রাজত্বের দিকে লক্ষ্য করে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য, আল্লাহর ইবাদত কার্যে তা' নিযুক্ত করার জন্য এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত দেখার জন্য চক্ষু সৃষ্টি হয়েছে। আমি চক্ষুকে কুরআন ও হাদীস তিলাওয়াত করার জন্য নিযুক্ত করতে সমর্থ। তবে কেন আমি তা' করব না? আমি অমুক ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি সম্মানের চক্ষু দ্বারা তাকাতে সমর্থ এবং তার অন্তরের গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম। আমি অমুক পাপী ব্যক্তির দিকে ঘৃণার চোখে তাকাতে পারি এবং তাকে তার পাপ থেকে বিরত করতে পারি। তবে কেন তা' আমি করব না? তদ্রূপ কর্ণকে বলবে, আমি অনর্থক বাক্য না শুনে বরং জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনে জ্ঞান অর্জন করতে এবং কিরাআত ও যিকির শ্রবণ করতে সমর্থ। তবে কেন তা' আমি অবহেলা করব? আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তাঁর নিয়ামত দিয়েছেন তজ্জন্য আমাকে শোকর করতে হবে। আমার কি হয়েছে যে, আমি অকৃতজ্ঞ হব এবং আল্লাহর নিয়ামতকে নষ্ট করব? তদ্রূপ রসনা সম্বন্ধে চিন্তা করবে এবং বলবে, শিক্ষাদান ওয়াজ-নছিহতকরণ ধার্মিক লোকদের হৃদয়ে ভালোবাসা প্রদান, দরিদ্রদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান। ধার্মিক লোকদের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান ইত্যাদি কার্যগুলো দ্বারা মানুষের হৃদয়ে আনন্দ দান করত : আল্লাহর নিকটবর্তী হতে আমি সমর্থ। প্রত্যেক সুন্দর বাক্যই একটি দানের কার্যস্বরূপ। তবে আমি কেন তা' করব না?

তদ্রূপ ধন-সম্পদের বিষয় চিন্তা করবে এবং বলবে, আমি ধন-সম্পদ দান করতে সমর্থ। কেননা উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদে আমার যখন প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন তা' আল্লাহ্ আমাকে দান করবেন। যদি বর্তমানে আমার তার প্রয়োজন হয় তবু তা' অন্যের প্রয়োজনের জন্য দান করে আমি অধিক পুণ্য অর্জন করতে পারি। তবে কেন তা' আমি করব না? এরূপে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীর, ধন-সম্পদ, পশুপক্ষী, দাস-দাসী এবং সন্তান-সন্ততির বিষয়ে অনুসন্ধান করে চিন্তা করবে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে সমর্থ হলে, সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা ইবাদাতের সম্ভাব্য বিভিন্ন দিক আবিষ্কার করবে এবং সেই ইবাদাতের দিকে আগ্রহ জন্মাবার উপায় চিন্তা করবে, তৎসম্বন্ধে নিয়ত খালেছ হবার সময় চিন্তা করবে এবং তজ্জন্য নিশ্চিত বিশ্বাসের অনুসন্ধান করবে। যে পর্যন্ত তোমার ইবাদাত তদ্দারা পবিত্র না হয় অন্যান্য ইবাদাত কার্যের বিষয়ও এভাবে চিন্তা করবে।

www.pathagar.com

চিন্তার তৃতীয় বিষয় মনের মধ্যে ধ্বংসের দোষের অনুসন্ধান : ধ্বংসের দোষগুলোর অধ্যায়ে যা' বর্ণনা করেছি তা' থেকে এর পরিচয় পাবে। অর্থাৎ লোভ, ক্রোধ, কার্পণ্য, অহংকার, আত্মপ্রীতি, সাধুতা প্রদর্শন, হিংসা-বিদ্বেষ, মন্দ ধারণা, আলস্য, মোহ বা ভ্রান্তি, অতি ভোজনের লোভ, প্রবঞ্চনা, ধন-সম্পদের লোভ, মান-সম্মান যশের লোভ ইত্যাদি ধ্বংসের দোষগুলো প্রবল হলে, তার বিষয় চিন্তা করা। এ দোষগুলো হৃদয় থেকে নির্মূল করতে হবে। যদি তুমি মনে কর যে, তোমার হৃদয় এ দোষগুলো থেকে মুক্ত, তখন তার পরীক্ষার বিশেষ কারণগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করবে এবং তার চিহ্নগুলোর প্রমাণ তালাশ করবে। কেননা প্রবৃত্তি সর্বদাই মঙ্গলের প্রতিজ্ঞা করে তা' ভঙ্গ করতে থাকে। যদি প্রবৃত্তি বিনয়ের এবং অহংকার থেকে মুক্তির দাবি করে তখন এক বোঝা জ্বালানি কাষ্ঠ মস্তকে রেখে বাজারে যাবে। যেরূপ প্রাথমিক যুগের ধার্মিক পুরুষগণ করতেন। যদি প্রবৃত্তি সহিষ্ণুতার দাবি করে তবে অন্যের সাথে এমন কথা বলবে যাতে তার ক্রোধ হয় এবং তারপর দেখবে তোমার ক্রোধ হয় কিনা এবং তোমার ধৈর্য থাকে কি না। এভাবে প্রত্যেক স্বভাবের বিষয় চিন্তা করবে।

এই চিন্তার ধারা এই যে, কোন মন্দ স্বভাব তোমার আছে বা নেই। এর চিহ্নগুলো আমার ধ্বংসকর দোষগুলোর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। যখন চিহ্ন দ্বারা তার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে, তখন তার ঐ কারণগুলোর বিষয় চিন্তা করবে। যা' তোমার নিকট মন্দ বলে মনে হয়। পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তার কারণ অজ্ঞতা, অমনোযোগিতা এবং কুপ্রবৃত্তি। যদি তোমার মনের মধ্যে তোমার কার্যের দরুণ কোন ওজর বা খোদপছন্দী দেখতে পাও তখন পর্যন্ত চিন্তা করে বলবে, আমার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তি ও ইচ্ছার সাথে যে কার্য হয়ে থাকে, তা' আমার থেকে হয় না এবং এটা আমার উপর আল্লাহর সৃষ্টি ও করুণা। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, আমার শক্তি ও ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাঁর কৌশলে চালনা শক্তি দিয়েছেন। তদ্রূপ শক্তি ও ইচ্ছার জন্য আমি কিরূপে আমার কার্যের জন্য আত্মপ্রীতি লাভ করতে পারি? আমি আমার সাহায্যে দাঁড়াতে পারি না। যখন তোমার মধ্যে অহংকার দেখতে পাও, তখন নিজেকে বলবে, তুমি নির্বোধ, তুমি নিজেকে বড় মনে কর। যে আল্লাহর নিকট বড় সে-ই বড়। মৃত্যুর পর জানা যাবে, কে বড়, কে ছোট। প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় যে, বহু কাফির জীবনভর কুফরী করার পর কুফরী ত্যাগ করে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছে এবং বহু মুসলমান মন্দ পরিণামের ফলে মৃত্যুর সময় দুর্ভাগ্যশীল হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। যখন বুঝতে পারলে

www.pathagar.com

যে, অহংকার ধ্বংসকর দোষ এবং তার মূল নির্বুদ্ধিতা তখন তা' দূর করার দাওয়াইর বিষয় চিন্তা করবে। অর্থাৎ বিনয়ীদের কার্য অবলম্বন করবে।

যদি তোমার মধ্যে খাদ্যের লোভ দেখতে পাও তখন চিন্তা করবে এবং বলবে, এটা পশুদের স্বভাব। যদি খাদ্যের লোভ এবং কামরিপু চরিতার্থের মধ্যে পূর্ণতা থাকত তাহলে তা' আল্লাহর ফিরেশতাদের গুণাবলির অন্তর্গত হত। যেরূপ জ্ঞান ও শক্তি ঐশী গুণাবলির অন্তর্গত। যদি লোভ তোমার উপর প্রবল হয় তাহলে তুমি পশু সদৃশ হয়ে যাও এবং নিকটবর্তী ফিরেশতাদের দূরবর্তী হও। এই প্রকার ক্রোধের বিষয়ে নিজেকে উপদেশ দেবে এবং তারপর তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করবে। এসব বিষয়েই এই কিতাবে উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি চিন্তার পন্থা বিস্তৃত করতে চায় এই কিতাবের মধ্যে যা আছে তা' অধ্যয়ন করা তার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

চিন্তার চতুর্থ বিষয় : এটা হলো, পরিত্রাণকর গুণাবলি। তুমি দেখবে, পরিত্রাণকর সৎ গুণাবলির মধ্যে কোনগুলো তোমার মধ্যে নেই এবং তা' কি উপায়ে অর্জন করা যাবে। হিতকর দশটি প্রধান মৌলিক গুণ আছে। যথা : (১) তাওবাহ এবং অনুতাপ, (২) বিপদাপদে ধৈর্যধারণ, (৩) নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, (৪) ভয়-ভীতি, (৫) আশা-আকাঙ্ক্ষা, (৬) সংসার বৈরাগ্য, (৭) ইখলাছ, (৮) ইবাদাতে সত্যবাদিতা, (৯) আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন, তাঁর কার্যাবলিতে সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতি অনুরক্তি, (১০) বিনয় ও নম্রতা। এ বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ ও চিহ্ন ও আমরা এই পুস্তকের পরিত্রাণ খণ্ডে বর্ণনা করেছি; সুতরাং দৈনিক মনের মধ্যে এই চিন্তা করবে যে, কোন বস্তু তোমাকে এসব গুণ থেকে বিরত করে। অথচ এই গুণগুলো তোমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। যখন তন্মধ্যে কোন বস্তুর প্রয়োজন বোধ কর তখন জেনে নেবে যে, তা' মনের এমন কতগুলো অবস্থা যা' জ্ঞান ব্যতীত অর্জিত হয় না। আবার চিন্তা ব্যতীত জ্ঞানের উদয় হয় না। যদি নিজের জন্য তাওবাহ ও অনুতাপের অবস্থা অর্জন করতে চাও, প্রথমে তোমার পাপরাশির অনুসন্ধান করে সে বিষয় চিন্তা করবে। নিজের উপর তা' সংগ্রহ করে নেবে এবং নিজের মনে তা' বড় বলে জানবে। তারপর তার জন্য যে বাণী ও শাস্তিরকথা শরীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে তার বিষয় চিন্তা করবে। মনের মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নেবে যে, তুমি আল্লাহর ঘৃণার জন্য অগ্রসর হচ্ছ। যে পর্যন্ত অনুতাপের অশ্রু তোমার অবস্থাকে পরিবর্তন না করে। যখন তোমার মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবস্থা জানতে চাও, তোমার প্রতি আল্লাহর করুণার কথা, তাঁর সাহায্যের কথা এবং তোমার প্রতি তাঁর সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করবে। তা' আমরা শোকরের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

www.pathagar.com

যখন তুমি ভালোবাসা ও আসক্তির অবস্থা চাও তখন আল্লাহর গৌরব, সৌন্দর্য, মহত্ত্ব এবং ঐশ্বর্যের বিষয় চিন্তা করবে। তাঁর অত্যাশ্চর্য কৌশল এবং তাঁর অভিনব কারুকার্যের দিকে লক্ষ্য করবে। যখন ভয়ের অবস্থা চাও তখন প্রথমে তোমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপের দিকে লক্ষ্য করবে। তারপর মৃত্যু ও তার তন্ময়তা এবং তারপর যা' ঘটবে তার দিকে লক্ষ্য করবে। যথাঃ মুনকার-নকীরের প্রশ্ন, কবরের আযাব, কবরের সাপ, বিচ্ছু, কীট-পতঙ্গ। তার শিঙ্গার ফুৎকার দেয়ার সময় ভয়ংকর অবস্থা, তারপর এক প্রকাণ্ড ময়দানে সকল সৃষ্টিকে একত্র করার ভয়াবহ অবস্থা তারপর হিসাব-নিকাশের কড়াকড়ি, পুলসিরাতের কষ্ট ও তার ক্ষুরধার তেজ এবং তার উপরকার ভীষন অবস্থা। হয় দোযখে পতিত হওয়া অথবা বেহেশতে প্রবেশ করা তারপর কিয়ামতের ভয়ংকর ঘটনার পরে দোযখের অগ্নির রূপ, ভীষণ অগ্নি দহন, জিঞ্জীর, পুঁতিগন্ধময় পুঁজ ও অন্যান্য শাস্তির বিষয় চিন্তা করবে। যখনই তাদের চর্ম, মাংস খসে পড়বে তখনই তাদেরকে অন্য চর্ম, মাংস এনে দেয়া হবে। যখনই তারা তথা থেকে বের হবার ইচ্ছা করবে তখনই তাদেরকে তার অভ্যন্তরে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যখন তারা দূরবর্তী স্থান থেকে তা দেখবে তারা তাদের আর্তনাদের ধ্বনি শুনতে পাবে। এ সম্বন্ধে কুরআনে যা' এসেছে তা' তারা দেখতে পাবে। যখন তুমি আশার অবস্থা পেতে চাও তখন বেহেশত, তার সুখ-সম্পদ, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, হুর-গেলমান, বিশাল রাজ্য ও রাজত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করবে এবং তার বিষয়ে চিন্তা করবে।

এতোক্ষণ যা' বর্ণনা করলাম, এগুলোই চিন্তার ধারা। এর মাধ্যমেই নানাবিধ জ্ঞানের অন্বেষণ করতে হবে আর সেই জ্ঞানরাশিই প্রেমাস্পদের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে ও মন্দ স্বভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক অবস্থা সম্বন্ধেই আমি ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছি, যেন তার সাহায্যে চিন্তার বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়; সুতরাং চিন্তার সাথে কুরআন তিলাওয়াত অপেক্ষা অধিক উপকারী পাবে না, কেননা কুরআন পাকই সমস্ত অবস্থা ও মাকামের সমন্বয়। তার মধ্যে রয়েছে দুনিয়ার সমস্ত ব্যাধির প্রতিকার। তার মধ্যে আছে ভয়, আশা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ভালোবাসা, অনুরক্তি এবং অন্যান্য অবস্থা, তার মধ্যে আছে সমস্ত ঘৃণিত কাজের ব্যাখ্যা; সুতরাং মানুষের তা' পাঠ করা এবং যে সব আয়াত চিন্তা করার জন্য আহ্বান করে তা' বার বার অধ্যয়ন করা উচিত, যদি তা' শতাধিকবারও পাঠ করা হয়। চিন্তার সাথে একটি আয়াত পাঠ করা এবং হৃদয়ঙ্গম করা চিন্তাশূন্য বুঝহীন এক খতম থেকেও উত্তম। এই অবস্থা চিন্তা করে এক রাত্রির জন্য হলেও নীরব থাকবে। কেননা প্রত্যেক আয়াতের মধ্যে অনেক

www.pathagar.com

গুপ্ত তত্ত্ব আছে যার সংখ্যা অসীম। যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ হৃদয়ে চিন্তা না করা যায় এবং আমল বিশুদ্ধ না হয়, সে পর্যন্ত তা' জানা যাবে না।

তদ্রূপ হুযুরে পাক (সাঃ)-এর হাদীস পাঠ করবে। কেননা তার মধ্যে আছে সব কথার সমন্বয় এবং তাঁর প্রত্যেক কথার মধ্যে আছে হেকমতের সমুদ্র। যদি কোন আলিম উপযুক্তভাবে তার বিষয় চিন্তা করে সে তার সমস্ত জীবনের মধ্যেও আয়ত্ত করতে পারবে না। প্রত্যেক আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা সুদীর্ঘ। হুযুরে পাক (সাঃ)- এর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য কর। "ইন্না রূহাল কুদুসি নাফাসা ফি রূহী আহবিব মান আহবাবতা ফাইন্নাকা মুফরিকুহু ওয়া ইম মা শি'তা ফাইন্নাকা মাইয়্যিতুন অ'মাল মা শি'তা ফাইন্নাকা মুজমিউম্ বিহী" অর্থাৎ পবিত্র আত্মা আমার আত্মার মধ্যে ফুৎকার দিয়ে বলেছেন, যাকে ইচ্ছা ভালোবাস কিন্তু তা' থেকে তোমাকে পৃথক হতেই হবে, যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাক কিন্তু তোমাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। যে কার্য ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু তার প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে। অত্র হাদীসে বহু কথার সমন্বয় আছে। এতে পূর্বাপর সব জ্ঞানী লোকের কথা আছে। আশাবাদীর জন্য এটাই যথেষ্ট, এতে আছে দীর্ঘ জীবন, যদি এর অর্থের বিষয় চিন্তা করা হয় এবং মনের মধ্যে তা' প্রবলাকার ধারণ করে, তবে তা-ই তাকে নিমজ্জিত করে রাখবে। দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে এটাই তাকে বিরত রাখবে। ব্যবহারিক বিদ্যাসমূহের ব্যাপারে এটাই চিন্তার পন্থা এবং আল্লাহর নিকট কোন বান্দা প্রিয় হওয়ার এটাই উপায়। প্রাথমিক ধর্ম-পথযাত্রীর এসব চিন্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকা উচিত, যে পর্যন্ত তার মন উত্তম গুণাবলি এবং সম্মানিত মাকাম দ্বারা অভ্যস্ত না হয় আর তার অন্তর অসৎ কার্য থেকে পরিষ্কার ও নির্মল না হয়। তা' সমস্ত ইবাদাত থেকে উত্তম। তারজন্য তা-ই চরম উদ্দেশ্য নয়; বরং তাতে চিরকাল নিমগ্ন থাকা সিদ্দীকের মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে দূরে থাকে। সেই উদ্দেশ্য আল্লাহর সৌন্দর্য ও গৌরবের বিষয়ের চিন্তায় সুখ পাওয়া, মনকে নিযুক্ত রাখা, কেননা সে নিজের বিষয়ও তখন ভুলে যায় এবং প্রিয়জনের চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের ন্যায় ডুবে থাকে। যখন তার সাথে সাক্ষাত হয়, সে তখন নিজের অবস্থা ও স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করতে অবসর পায় না; বরং হতভম্ব হয়ে নিজের প্রতি অমনোযোগীর ন্যায় থাকে। এটাই প্রেমিকদের সর্বশেষ আনন্দ। আমরা যা' বর্ণনা করেছি তা' অন্তর বিশুদ্ধিকল্পে চিন্তা করা, যেন নৈকট্য ও মিলন অর্জন করার সহায়তা করা হয়। যখন সে তার সারাজীবন নিজের সংশোধনে নষ্ট করে, তখন নৈকট্যের সঙ্কট কখন সে ভোগ করবে?

www.pathagar.com

হযরত খাওয়ছ (রহঃ) পর্বতে-প্রান্তরে বিচরণ করতেন। একদা হযরত হোসায়েন ইবনে মনছুর (রহঃ) তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এভাবে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে ও প্রান্তর-পর্বতে ঘুরছেন কেন? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহর প্রতি ভরসার বিষয়ে আমার অবস্থা সংশোধনের জন্য আমি এভাবে বিচরণ করছি। তখন হযরত হোসায়েন ইবনে মনছুর (রহঃ) বললেন, তবে আপনি এভাবে আপনার সমস্ত জীবন স্বীয় অন্তর পরিষ্কারেই শেষ করবেন? তাওহীদের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার কাজ আপনি কখন করবেন? তাছাড়া সত্যের মধ্যে মগ্ন হওয়ার-ই বা আপনার সময় কোথায়? মূলতঃ এটিই হল অন্বেষণকারীদের শেষ লক্ষ্য এবং সিদ্দীকগণের শেষ সম্পদ। ধ্বংসকর দোষাবলি থেকে পবিত্র হওয়া বিবাহের জন্য উদ্দত থেকে বের হবার ন্যায়, পরিত্রাণকর গুণাবলি ও অন্যান্য ইবাদাতের সাথে সংযুক্ত থাকা কোন রমণী তার স্বামীর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকার ন্যায়। ঐ রমণী তার স্বামীর সাথে মিলনের জন্য মুখ পরিষ্কার করে, কেশরাজি বিন্যাস করে রাখে, যেন সে স্বামীর সাথে মিলনের উপযুক্ত হতে পারে। যদি সেই রমণী তার সারা জীবনই মুখমণ্ডলে সৌন্দর্য বিধান ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকে, তবে তার প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের পক্ষে পর্দাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের বিষয়কে এরূপভাবেই বুঝতে হবে।

যদি তুমি অসৎ লোকের ন্যায় হও, যে প্রহারের ভয় ব্যতীত এবং পুরস্কারের লোভ ব্যতীত কার্যে রত হয় না? তবে তোমার কথা ভিন্ন। প্রকাশ্য ইবাদাত দ্বারা শরীরকে কষ্ট প্রদান করতে হবে, কেননা তোমার হৃদয় মধ্যে পুরু পর্দা পড়ে গেছে, সুতরাং যখন তুমি কর্তব্য কার্য সম্পাদন করবে তখন তুমি জান্নাতবাসী হতে পারবে। কিন্তু সংসর্গের উপযোগী অন্য লোক রয়েছে, যখন তোমার ও প্রভুর মধ্যে ব্যবহারিক বিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তা ক্ষেত্র চিনতে পারবে, তখন তাতে বিচরণ করা তোমাকে অভ্যাস করে নিতে হবে এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তা' আমলে আনবে; সুতরাং তোমার প্রবত্তি থেকে এবং যেসব দোষ আল্লাহ থেকে তোমাকে দূরবর্তী করে রাখে তা' থেকে অন্যমনষ্ক থেকো না এবং যেসব অবস্থা আল্লাহর নিকটবর্তী করে তা' থেকে অমনোযোগী হয়ো না।

দোষ ও গুণাবলির তালিকা : প্রত্যেক ধর্ম পথযাত্রীর সাথে একটি তালিকা থাকা উচিত; যার মধ্যে সব ধ্বংসকর দোষ এবং সব ত্রাণকর গুণ, তাছাড়া সমস্ত পাপ ও পুণ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক দিন তার মধ্যে নিম্নোক্ত দশটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলেই যথেষ্ট হবে। যদি সে ঐ দশটি দোষ থেকে মুক্ত থাকতে পারে তবে সে অন্যান্য দোষগুলো থেকে

www.pathagar.com

মুক্ত থাকবে। কেননা উক্ত দশটি দোষই সমস্ত দোষের মূল। যথা : (১) কৃপণতা, (২) অহংকার (৩) খোদপছন্দী বা আত্মপ্রীতি (৪) রিয়া বা সাধুতা প্রদর্শন (৫) হিংসা (৬) অত্যধিক ক্রোধ (৭) অতিরিক্ত ভোজন (৮) অতিরিক্ত সঙ্গম (৯) ধন-সম্পদের লোভ এবং (১০) যশঃ খ্যাতির লোভ। পরিত্রাণকর দশটি গুণের তালিকা এই যথা : (১) পাপের অন্য অনুতাপ (২) বিপদে ধৈর্য (৩) তাকদীরে সন্তুষ্টি (৪) সম্পদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (৫) মধ্যম প্রকৃতির ভয় ও আশা (৬) সংসার বৈরাগ্য (৭) আমলে ইখলাছ (৮) লোকের সাথে সদ্ব্যবহার (৯) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং (১০) আল্লাহর নিকট বিনম্র হওয়া।

যার মধ্যে উপরোক্ত মন্দ দোষগুলো আছে সে তন্মধ্যে থেকে প্রথম একটি দোষ নির্মূল করার জন্য চিন্তা করতে থাকবে। যদি একটি মন্দ দোষ চলে যায় তাহলে তালিকার মধ্যে থেকে সেই দোষটি মুছে যায়। তখন সেই দোষটি সম্বন্ধে চিন্তা ত্যাগ করবে এবং এই নিয়ামতের জন্য হৃদয় থেকে ঐ দোষটি চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তার জানতে হবে যে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য ব্যতীত একাজ কখনও হতে পারে না। যদি এ ব্যাপারে সে নিজের যোগ্যতার গুরুত্ব দেয় তাহলে তা' অত্যন্ত ভুল হবে। কেননা সে নিজ থেকে একটি ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র বস্তুও দূর করতে পারবে না। এভাবে একটি দোষ নির্মূল হওয়ার পর সে অবশিষ্ট নয়টি দোষের দিকে অগ্রসর হবে এবং একটি একটি করে তার সব দোষ দূর করবে। এই চেষ্টা ততদিন পর্যন্ত চালিয়ে যাবে যতদিন না তার সম্পূর্ণ দোষ দূরীভূত হয়ে যায়।

এভাবে দোষমুক্ত হওয়ার পর সে পরিত্রাণকর গুণগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকতে চেষ্টা করবে যদি সে তন্মধ্যে একটি গুণের সাথেও সংযুক্ত থাকে যেমন তাওবাহ্ এবং অনুতাপ তাহলে তার সেই তালিকায় তা' লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট গুণগুলোও একটির পর একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করার জন্য চেষ্টায় রত থাকবে। যে ধর্ম পথযাত্রী তার উন্নতির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তার জন্য এই পন্থা। ধার্মিক লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই কর্তব্য যে, তাদের দপ্তরের মধ্যে নিজেদের প্রকাশ্য পাপগুলো লিখে রাখা। যথা : সন্দেহজনক বস্তু ভক্ষণ করা, পরনিন্দা করা, কূটনামী করা, বিবাদ-বিসম্বাদ করা, আত্মপ্রংসা করা, শত্রুর সাথে অতিরিক্ত শত্রুতা সাধন করা, মানুষের খোশামোদ করা, যেন তারা সংকার্যের উপদেশ এবং মন্দ কার্যে নিষেধ ত্যাগ না করে। যে ব্যক্তি ধার্মিকদের অন্যতম বলে নিজেকে গণ্য করে সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা এসব পাপকার্য করা থেকে মুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি এসব পাপকার্য থেকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পবিত্র করে না তার

www.pathagar.com

অন্তর পবিত্র করায় সে নিমগ্ন হয়েছে, সে কথা বলা যায় না। যখন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপর কোন এক পাপ প্রবল হয় তখন তার অনুসন্ধান করা এবং সে বিষয় চিন্তা করা তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন নিজে সেই সম্প্রদায়ের পাপীদের নিকট থেকে পৃথক থাকলে চলবে না। যদি সে পৃথক থাকে সে ঐ পরহেজগার আলিমদের ন্যায় হয়, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞান প্রকাশ এবং যশঃ অন্বেষণ করতে রত থাকে। চাই তা' শিক্ষা দান করার মাধ্যমে হোক বা ওয়াজ-নছীহত দ্বারা হোক। যে ব্যক্তি তা' করে, সে এক ভীষণ বিপদের মধ্যে পতিত হয়, যা' থেকে সিদ্দীকগণ ব্যতীত অন্য কেউই মুক্ত থাকতে পারে না। যদি তার উপদেশ গ্রহণ করা হয় মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা তার দিকে যায়। এই অবস্থায় উক্ত আলিম আত্মপ্রীতি, অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকে না। এটা ধ্বংসকর দোষরূপে গণ্য।

যদি কেউ তার কথা না শুনে, সে ক্রোধ ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে না। যদি ঐ অমান্যকারী অন্যের উপদেশ না শুনে, তাহলে তার উপর ঐ আলিমের তত ক্রোধ হয় না। কেউ তার নিজের কথা না মানলেই তার উপর সে ক্রোধান্বিত হয়। এর কারণ এই যে, শয়তান তাকে প্রবঞ্চনা দেয় এবং বলে, তোমার ক্রোধের কারণ হল যে, সে সত্য অস্বীকার করেছে। যদি সে তার কালাম ও অন্যের কালাম অস্বীকার করায় পার্থক্য দেখতে পায়, সে তখন প্রবঞ্চিত হয় এবং শয়তানের হাসির খোরাক হয়। তারপর যখন লোক তার উপদেশ গ্রহণ করে, তার মন আনন্দিত হয় এবং তাদের প্রশংসা শুনে তার মন উৎফুল্ল হয়। যখন লোক তাকে না মানে, তখন সে দুঃখিত হয়। লোকদের থেকে প্রশংসা বের করার জন্য সে সুন্দর বাক্য দ্বারা তাদেরকে তুষ্ট করে; কিন্তু আল্লাহ্ এরূপ কাজকে ভালোবাসেন না। শয়তান তাকে ভ্রান্ত পথ দেখিয়ে বলে, তোমার সুমধুর বাক্যের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা এবং জনগণের হৃদয়ের মধ্যে তা' পতিত হওয়া, যেন আল্লাহর ধর্ম উচ্চ হয়।

যদি তার সুন্দর বাক্যের জন্য এবং তাকে লোক প্রশংসা করার জন্য তার আনন্দ হয়, পক্ষান্তরে যদি একজন বন্ধুর প্রশংসা শুনে তার আনন্দ না হয়, তবে সে ভ্রান্ত। সে নাম-যশের ময়দানের চারদিকে ঘুরতে থাকে। অথচ সে ভাবে যে, সে একজন ধর্ম অন্বেষণকারী। যখন তার মনে এ ভাবের উদয় হয় তার বাইরেও তা' প্রকাশ পায়। এমনকি যদি কেউ তাকে অধিক সম্মান করে বা তার গুণের অধিক বিশ্বাসী হয় বা তার সাথে সাক্ষাতে অধিক আনন্দিত হয়, সেই আলিম তাকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক সম্মান দেয়, যে ব্যক্তি তাকে তত প্রশংসা করে না; বরং অন্যের সম্মান করে ও বিশ্বাস করে। যদিও অন্য আলিম তার চেয়েও অধিক উপযুক্ত। অন্যের

www.pathagar.com

সময় অলিগণের হিংসা এই স্তরে পৌঁছে যায় যে, স্ত্রীলোকদের ন্যায় তারা হিংসা করতে থাকে। তার ফলে তাদের মধ্যে কারও মুরীদ অন্য আলিমের নিকট চলে গেলে তাঁর উপর সে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যদিও সে জানে যে, অন্য আলিমের দ্বারা তার উপকার হবে এবং তার ধর্মের সহায় হবে। এ সবেরই মূল ধ্বংসকর দোষ যা' হৃদয়ের গুপ্তস্তরে নিহিত থাকে। সে মনে করে যে, তা-ই তাকে মুক্তি দেবে, সে ভ্রান্ত; সুতরাং আলিমের বিপদ অনেক। সে তোমার বাদশাহ্ অথবা তোমার অনিষ্টকারী। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য তার দ্বারা কিছু আশা করা যায় না।

যে ব্যক্তি তার নিজের মনের মধ্যে এই অবস্থা দেখতে পায়, তার নির্জনে একাকী থাকা, অপরিচিত হয়ে থাকার চেষ্টা পাওয়া এবং ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। সাহাবীদের যুগে মসজিদের দিকে লক্ষ্য কর। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সাহাবীদের সবাই মসজিদে যাতায়াত করতেন এবং তারা সবাই-ই ফাতোয়া দানের উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তারা ফতোয়া দানে বিরত থাকতেন। যার নিকট ফতোয়া চাওয়া হতো, অন্য কোন ফতোয়াদাতার নিকট ফতোয়া চাওয়া হোক বলে তিনি ভালোবাসেন। মানব শয়তান থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। যখন তারা বলে, এটা করো না, ওটা করো না। কেননা যদি এর দুয়ার উন্মুক্ত হয়, লোকের মধ্যে থেকে বিদ্যা চলে যাবে; বরং তাদেরকে বলবে, নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম আমার মুখাপেক্ষী নয়, আমার পূর্বেই তা' পূর্ণ হয়ে গেছে, আমার পরেও তা-ই থাকবে। আমার মৃত্যুর পরে ইসলামের বিধান চিহ্নিচিহ্ন হয়ে যাবে না। কেননা ধর্ম আমার মুখাপেক্ষী নয়। যদি লোকজন কারাগারে আবদ্ধ করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং বলা হয় তুমি যদি বিদ্যা অন্বেষণ কর, তোমাকে অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তাহলেও প্রভুত্ব ও সম্মানপ্রিয়তা তাদেরকে এই শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য উৎসাহ দেবে এবং কারাগারের প্রাচীর ভঙ্গ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যেন তা' থেকে বের হয়ে আসতে পারে এবং বিদ্যান্বেষণে নিমগ্ন হতে পারে।

যে পর্যন্ত শয়তান লোকের নিকট প্রভুত্বকে প্রিয় করে রাখে, সে পর্যন্ত বিদ্যার বিলোপ হবে না। শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত তার কার্য থেকে বিরত হবে না; বরং একদল লোক বিদ্যা বিস্তার করার জন্য উত্থিত হবে, যদিও তাদের আখেরাতের কোন অংশ থাকবেনা, যেরূপ হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, "ইন্নাল্লাহা লাইয়ুয়াইয়্যিদু হাযাদ্দীনা বি আক্বওয়ামিন লা খারাক্বা লাহুম ফীহি" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এই ধর্মকে একজন পাপী লোক দ্বারা সাহায্য করবেন; সুতরাং এসব প্রবঞ্চনার দ্বারা আলিমের প্রবঞ্চিত হয়ে জনসমাজে মেলামেশা করে নিজের মনে প্রশংসা ও সম্মান প্রীতি জন্মানো উচিত নয়। কেননা তাতে

www.pathagar.com

মুনাফিকি বিস্তার লাভ করে। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যশঃ, ধন-সম্পত্তির লালসা হৃদয়ে মুনাফিকী উৎপাদন করে। যেরূপ বারিধারা লতা-পাতা জন্মায়। তিনি আরও বলেছেন, দুটো ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুকে মেষ পালের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে তারা যে ধ্বংসাত্মক দৌরাত্ম্য শুরু করে তা' কোন মুসলমানের ধর্মের মধ্যে যশঃ ও ধন-সম্পদ লোভের অনিষ্টের চেয়ে অধিক গুরুতর নয়। মানুষ যে পর্যন্ত জনসমাজ থেকে পৃথক না হয়ে যায়, তাদের সাথে মেলামেশা থেকে পলায়ন না করে, যে সব উপকরণ তাদের মনে যশঃ লিপ্সা বৃদ্ধি করে তা' ত্যাগ না করে, সে পর্যন্ত যশঃ প্রিয়তা তার হৃদয় থেকে নির্মূল করা যাবে না; সুতরাং এসব গুপ্ত স্বভাব থেকে মনকে মুক্ত করা এবং মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবন করা ধর্মভীরু আলিমের কর্তব্য।

আমাদের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় হিসাবের দিনের উপর ঈমান মজবুত করে, সে সব বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। কেননা যদি পূর্ববর্তী নেক বান্দাগণ আমাদেরকে দেখতে পেতেন, তারা নিশ্চয় সরাসরি বলে ফেলতেন, এসব লোক রোজ কিয়ামত বিশ্বাস করে না, যারা বেহেশত ও দোযখ বিশ্বাস করত তাদের কার্যের তুলনায় আমাদের কার্য কোথায়? কোন ব্যক্তি কোন কিছুকে ভয় করলে তা' থেকে পলায়ন করে এবং কোন ব্যক্তি কোন কিছুর আশা করলে সে তার অনুসন্ধান করে। আমরা জানি যে, সন্দেহজনক বস্তু, হারাম বিষয় এবং পাপ কার্য ত্যাগ করলেই দোযখ থেকে পলায়ন করা হয়। অথচ আমরা ঠিক তার মধ্যেই বসে আছি। আমরা জানি যে, অধিক নফল ইবাদাত করলে বেহেশত অন্বেষণ করা হয়, কিন্তু নফল ইবাদাত দূরের কথা আমরা ফরয কার্যেও ত্রুটি করে চলেছি। বিদ্যা অর্জন করে আমাদের কোন লাভ হয়নি; বরং তা' আমাদেরকে সংসারের লোভ অনুসরণ করতে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষ বলে যে, যদি বিদ্যার্জন না করা নিন্দনীয় হতো, আলিমগণ আমাদের চেয়ে ত্যাগ করার নিশ্চয়ই অধিক উপযুক্ত হতো। আমাদের জন্য আক্ষেপ যে, আমরা আমাদের সাধারণ লোকদের ন্যায়। যখন আমাদের মৃত্যু হবে, আমাদের সাথে সমস্ত পাপেরও মৃত্যু হবে। যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের সামনে ভয়ংকর বিপদ রয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সংশোধন করেন এবং আমাদের সাথে তাদেরকে সৎ করেন, আমাদের মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে তাওবাহর তাওফীক প্রদান করেন। তিনি করুণাময়, সূক্ষ্ম বিচরক এবং আমাদের উপর কৃপা বর্ষণকারী।

এতক্ষণ যা' বলে এলাম তা-ই আলিম এবং সৎ বান্দাদের ব্যবহারিক বিদ্যার মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্র, যদি তারা তা' থেকে অবসর পায় তারা নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর গৌরব ও মহত্ত্বের

www.pathagar.com

বিষয় হৃদয়ের চোখ দ্বারা দর্শন করে চিন্তা করতে থাকবে। এটা সম্পূর্ণ হবে না যে পর্যন্ত না সব ধ্বংসকর দোষ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং পরিত্রাণকর গুণাবলি অর্জন করা যায়। এর পূর্বে যদি তা' থেকে কোন কিছু প্রকাশ পায়, তা' ত্রুটিপূর্ণ থাকবে, তা' আকর্ষণকারী বিদ্যুতের ন্যায় দুর্বল হবে, তা' স্থির থাকবে না এবং স্থায়ী হবে না। সে ঐ প্রেমিকের ন্যায় হবে, যে তার প্রিয়জনের সাথে নির্জনে অবস্থান করে, অথচ তার বস্ত্রের মধ্যে সর্প ও বিচ্ছু থেকে অনবরত দংশন করতে থাকে। এর ফলে দর্শনের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়। এই সর্প ও বিচ্ছু বস্ত্র মধ্য থেকে বের করে না দিলে তার আনন্দ সম্পূর্ন হবে না। মন্দ দোষগুলো এই সর্প ও বিচ্ছু স্বরূপ। তা-ই ভীষণ অনিষ্টকর। কবরের মধ্যে এই সর্প ও বিচ্ছু দংশন যন্ত্রণা ইহলোকে তাদের দংশন যন্ত্রণা থেকে অধিক তীব্র এবং যন্ত্রণাদায়ক হবে। সতর্কতার জন্য এই পরিমাণ উপদেশই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় প্রকার চিন্তা আল্লাহর গৌরব, ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব ও প্রতাপ সম্বন্ধে চিন্তা। তার দুটি মাকাম আছে। উচ্চ মাকাম আল্লাহর জাত বা অস্তিত্ব, গুণাবলি এবং নামসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করা। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করা নিষিদ্ধ। কেননা হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন; আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তার কর, আল্লাহর জাত বা অস্তিত্বের চিন্তা করো না। তার কারণ তাতে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সিদ্দীকগণ ব্যতীত তাকে এই পার্থিব চক্ষু দ্বারা কারও দর্শন করা সম্ভব নয়। সূর্য অনবরত দেখা সম্ভব নয়; বরং আল্লাহর প্রতাপের তুলনায় সমস্ত সৃষ্টির অবস্থা সূর্যের প্রখর জ্যোতির সম্মুখে কিছুই দেখতে পায় না; বরং তা' দিবাভাগে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তকালীন যে সামান্য একটি আলো অবশিষ্ট থাকে, তার সাহায্যে তা' দেখতে পায়। সিদ্দীকগণের অবস্থা ঐ লোকের অবস্থার ন্যায় যে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে সূর্যের দৃষ্টিপাত করতে পারে বটে, কিন্তু তা' স্থায়ী হয় না; বরং সে দীর্ঘ সময় দৃষ্টিপাত করে থাকলে তার চক্ষু নষ্ট হবার ভয় থাকে। হঠাৎ তার চোখে অন্ধতার বিপদ ঘটে যেতে পারে।

আল্লাহর সত্তার প্রতি দৃষ্টিও তদ্রূপ দৃষ্টিপাতকারীকে হয়রান ও পরিশ্রান্ত করে এবং তার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করা ঠিক নয়, কেননা প্রায় সব বুদ্ধিমানই তার ধকল সামলাতে অসমর্থ হয়; বরং কোন কোন আলিম বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা স্থান-কাল পাত্রের আওতার বাইরে। তিনি দিক থেকে পবিত্র। তিনি দুনিয়ার মধ্যেও নন; বরং দুনিয়ার সাথে সংযুক্তও নন, আবার দুনিয়া থেকে পৃথকও নন। মানুষের বুদ্ধি তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

তার ফলে তখন সে এমনকি আল্লাহকে অস্বীকার করে বসে, যখন সে তাঁকে জানতে অক্ষম হয়। একদল লোক এটা ধারণাই করতে পারবে না, যখন তাদেরকে বলা হয়, তিনি মহান ও গরীয়ান। তাঁর কোন মস্তক, হস্ত-পদ, চক্ষু, নাসিকা বা অন্যান্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৈর্ঘ্য-প্রস্ত বা ওজন নেই। তারা তা' অস্বীকার করে বলবে যে, এটা আল্লাহর গৌরব ও মহত্ত্বের পক্ষে একটি ত্রুটি। কোন কোন লোক বলবে যে, আল্লাহর এসব বস্তুর অভাব কি করে হয়? তারা মনে করে যে, মহত্ত্ব ও গৌরব এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই নিহিত। এরা নিজেদের প্রয়োজন ব্যতীত আর কিছুই জানে না। নিজেদের চেয়ে আর কাউকে বড় মনে করে না। যে বস্তুই তার গুণের সমক্ষম নয় তার মধ্যে কোন মহত্ত্ব আছে বলে তারা স্বীকার করে না। এরা নিজেদের সামনে পার্থিব সম্রাটের গৌরব দেখতে পায়। সম্রাট উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন আর তাঁর সম্মুখে সাধারণ লোকগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকে। আল্লাহর সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিও তদ্রূপ যদি মানুষের ন্যায় মক্ষিকারও বুদ্ধি থাকত সেও মনে করত যে, আমাদের কর্তা আল্লাহরও পালক আছে। তাঁর হস্ত-পদ এবং উড়বার শক্তি আছে। তা' না থাকলে আমাদের সৃষ্টিকর্তার ত্রুটি আছে। যখন আমার এসব বস্তু আছে আমার সৃষ্টিকর্তার কি এসব না থেকে পারে? অথচ সে আমার সৃষ্টিকর্তা। অনেক জীবের বুদ্ধি এরূপ বুদ্ধির নিকটবর্তী। মানুষ নিশ্চয়ই অধিক অজ্ঞ, অত্যাচারী এবং অকৃতজ্ঞ। এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কোন নবীর প্রতি অহী অবতীর্ণ করেছিলেন যে, আমার দাসগণের সামনে আমার স্বভাব খুলে বল না। কেননা তা' শুনে তারা অবিশ্বাস করতে পারে। তারা যেরূপ বুঝে তাদের সাথে তদ্রূপ কথা বল। আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তার সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করা যখন নিষিদ্ধ তখন তার বিষয়ে চিন্তা করাও উচিত নয়।

দ্বিতীয় স্তর : আল্লাহর সৃষ্টিজগতের বিস্ময়কর ব্যাপার চিন্তা করা। অর্থাৎ আল্লাহর কারুকার্য ক্ষমতা, বিচিত্র কার্যাবলি ও সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্বন্ধে চিন্তা করা। তা-ই তাঁর গৌরব, প্রতাপ, পবিত্রতা ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করবে এবং তাতে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ও হেকমত দেখা যাবে। তাঁর গুণাবলির প্রভাব থেকে-ই তাঁর গুণাবলির দিকে লক্ষ্য করতে হবে। (কেননা আমরা তাঁর স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করতে পারি না)। যেরূপ সূর্যের জ্যোতিতে দুনিয়া উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে তখন তার দিকে লক্ষ্য করতে পারি না। চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না এবং তারকারাজির আলোর তুলনায় আমরা সূর্যের জ্যোতির প্রখরতা উপলব্ধি করতে পারি, কেননা দুনিয়ার আলো সূর্যের জ্যোতিরই প্রতিচ্ছায়া। ফলের প্রতি দৃষ্টিপাতই ফলের আধারের দিকে পথ দেখিয়ে

www.pathagar.com

দেয়। তদ্রূপ দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তার অস্তিত্ব আল্লাহর শক্তির ফল এবং অস্তিত্বের নূরের একটি ঝলক মাত্র। সেই নূরের অনস্তিত্বের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার আর নেই। তাঁর নূরের অস্তিত্বের ন্যায় আর কোন নূর বা আলো তত প্রকাশ্য নয়। প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব তাঁর নূরের ফল। কেননা সব জিনিসের জীবন ও প্রতিপালন তাঁরই উপর ন্যস্ত। যেরূপ সূর্যের জ্যোতি কোন বস্তুর আলোকে রক্ষা করে, তদ্রূপ আল্লাহ নিজেই নিজেকে রক্ষা করেন। সূর্যের একটি অংশে গ্রহণ হলে, যদি তুমি একটি সলিল পূর্ণ পেয়ালার মধ্যে সূর্যকে দেখ, তার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে এবং তাতে দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হবে। সুতরাং সূর্যের জ্যোতি আংশিক বন্ধ করার জন্য সলিলের মাধ্যমে তা' করতে হয়। তদ্রূপ তাঁর কারুকার্যের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার গুণ বা স্বভাব দেখা যায়। তাঁর অস্তিত্বের জ্যোতিতে আমরা তখন বিভ্রান্ত হয়ে যাই না তাঁর কার্যাবলির মাধ্যমে আমরা দূরে সরে যাই না। এটাই হুযুরে পাক (সাঃ)-এর এই বাণীর গুরুত্ব। আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা কর, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করো না।

জীবন ও মরণ সৃষ্টির তত্ত্ব কথা

মরণ ও জীবনের স্বরূপ

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে মরণ ও জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ইরশাদ করেছেন : (সর্বশক্তিমান, সকল রাজত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী, পুণ্যময় আল্লাহ) "যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মে শ্রেষ্ঠ?" (সূরা মূলক : আয়াত ২) এখানে মূল কথা হচ্ছে এই যে, তিনি মরণ এবং জীবন পয়দা করেছেন মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে, এখানে কেবল মরণ ও জীবন– এই দুটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুটি অবস্থাই মানবজীবনের যাবতীয় হাল, অবস্থা ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সংযুক্ত এবং সর্বাবস্থায় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

মূলত জীবন একটি আস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্য 'সৃষ্ট' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই 'সৃষ্ট' শব্দের ব্যবহার যথার্থই প্রযোজ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু মরণ বা মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। সুতরাং একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে– 'আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর

www.pathagar.com

করা।' এটা আস্তিবাচক বিষয়। এ জন্যই মৃত্যুকে সৃষ্টি করার কথা আল্লাহ পাক জীবন সৃষ্টির পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

মোট কথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মরণ বা মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'মরণ ও জীবন' দুটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান। ব্যাহ্যত একটি সহীহ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়েই এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, "কেয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে জবাই করে ঘোষণা করা হবে, এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না।

কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না। বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কেয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে যা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কেয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে জবাই করা হবে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু বা মরণ নাস্তি হলেও নিছক নাস্তি নয়। বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তিত্ব লাভ করবে। এ ধরণের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে মিছালে' (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে ছাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তু নিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব ছিল এবং আছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর :

তফসিরে মাযহারিতে আছে, আল্লাহ পাক স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক এক প্রকার জীবন দান করেছেন। (ক) সর্বাধিক পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানুষকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে খোদায়ী আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মানুষ খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে তা বহন

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তবে কি যে ব্যক্তি মৃত ছিল সুতরাং আমি তাকে জীবন দান করেছি।' অর্থাৎ এই আয়াতে কাফেরকে মৃত এবং মুমিনকে জীবিত আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ কাফের তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। (খ) তবে সৃষ্টির কোন শ্রেণীর মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই। কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যামান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে। ইরশাদ হয়েছে : 'তোমরা ছিলে মৃত, তারপর তোমাদের জীবিত করা হয়েছে, তারপর তোমাদের মৃত্যু দেয়া হবে, তারপর তোমাদের জীবিত করা হবে।' এখানে জীবনের অর্থ– অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

(গ) আবার কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতা নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে। যেমন– সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরণের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু যার উল্লেখ এই আয়াতে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– আর জীবিত করা হয় মাটিকে তার মৃত্যুর পর। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জনোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই ধরণের জীবন নেই। তাই আল্লাহ পাক প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন : এগুলো মৃত, জীবিত নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড় পদার্থের মধ্যেও আস্তির জন্য অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবের কথা কুরআনে পাকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : 'এমন কোন-বস্তু নেই যা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে না।'

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা' আয়াতে কারীমায় মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলতঃ মৃত্যুই অগ্রে অস্তিত্ব লাভ করে ও প্রত্যেক বস্তুই মৃত্যুজগতে থাকে, যার ঘোষনা 'কুনতুম আমওয়াতান' 'তোমরা মৃত ছিলে' বলে দেয়া হয়েছে। তারপর তাকে জীবন দান করা হয়। আল কুরআনে 'ফাআহইয়াকুম' বলে সেই দিকেরই নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত একথাও বলা যায় যে, পরবর্তী 'লিয়াবলুয়াকুম আইয়্যুকুম আহছানু আমালা' আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ 'মানুষের পরীক্ষাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক প্রযোজ্য! কেননা, যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎ কর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। আর জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে।

www.pathagar.com

কারন, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে প্রকৃতই অক্ষম এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। এই অভিজ্ঞতাও মানুষকে সৎ কর্মসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যু চিন্তা নিজের কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : 'উপদেশের জন্য মৃত্যু এবং ধনাঢ্যতার জন্য বিশ্বাসই যথেষ্ট।' (তিবরানী) এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে এই যে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত ও রক্তসম্পর্কিত জনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সব চাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কিছু দ্বারা তাদের সম্বিৎ লাভ করা সুদূর পরাহত। আল্লাহ পাক যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী দৌলত দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধণাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। তাই রবী ইবনে আস (রহঃ) বলেছেন : মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করাও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন : আমি দেখতে চাই তোমাদের মাঝে কার কর্ম ভালো। একথা বলেননি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায়, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয় ব্যাপার নয়, বরং কর্মটি ভালো, নিখুঁত ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ জন্যই কেয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না, বরং ওজন করা হবে। এতে কোন একটি কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম হতে বেশী হবে। আলহামদুলিল্লাহ!

মানব মৃত্যুর পরিচয়

জেনে রাখ যে, মৃত্যু সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত রয়েছে। অনেক ব্যক্তি মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ অলীক ধারণা এবং ভ্রান্ত মত পোষন করে। কেউ মনে করে যে, মৃত্যুই সব কিছু ধ্বংস এবং শেষ করে দেয়। কিয়ামত ও পুনরুত্থান কোন কিছুই নেই। ভালো ও মন্দের কোন পরিণাম ফলও নেই; বরং মানুষের মৃত্যু ঠিক পশুর মৃত্যুর ন্যায় এবং তরুলতা ও উদ্ভিদের মৃত্যুর ন্যায়। এটা নাস্তিক কাফিরদের মত। যারা আল্লাহ তায়ালাকে ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তারাই একথা বলে। আর একদল লোক ধারণা করে যে, মৃত্যু দ্বারা মানুষ বিনাশ হয়ে যায় এবং কবরে অবস্থান থেকে হাশরের দিন পুনরুত্থান পর্যন্ত তার কোন শাস্তি বা পুরস্কার হবে না। অন্য একদল লোক ধারণা করে যে, মানবাত্মা বাকি থাকে, মৃত্যুতে তার

www.pathagar.com

অবসান হয় না এবং যে শাস্তি বা পুরস্কার হবে তা' সবই আত্মার উপর হবে। কোন কিছুই শরীরের উপর হবে না। শরীরের পুনর্গঠন বা পুনরুত্থান হবে না। এমনকি রোজ হাশরেও শরীর ও আত্মা একত্র হবে না, জেনে রাখবে এসবই ভ্রান্ত মত এবং সত্য থেকে বহুদূরবর্তী।

মৃত্যুর অর্থ : অভিজ্ঞতার আলোকে এবং কুরআন ও হাদীসের সাক্ষ্য যা' জানা যায় তা হল, মৃত্যুর অর্থ অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। আত্মা শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পর শাস্তি ও পুরস্কার পেয়ে থাকে। শরীর থেকে আত্মার পৃথক হওয়ার অর্থ শরীরের উপর থেকে আত্মার আধিপত্য চলে যাওয়া। শরীর আত্মার আধিপত্য থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আত্মার হাতিয়ার। আত্মা নিজের কার্যে তা' ব্যবহার করে। এমনকি আত্মা হস্ত দ্বারা ধরে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, চক্ষু দ্বারা দেখে, হৃদয় দ্বারা সকল বস্তুর পরিচয় জ্ঞান লাভ করে। এখানে হৃদয়ের অর্থ রূহ। রূহ বা আত্মা কোন হাতিয়ার ব্যতীতই স্বয়ং সকল বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারে। এজন্যই আত্মা নিজেই নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে এবং সকল প্রকার আনন্দ ও সুখ অনুভব করে। এসব সুখ ও দুঃখের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক নেই। আত্মা যে সব গুণে গুণান্বিত শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পরও তাতে সে গুণগুলো বজায় থাকে, তবে যে বিষয়গুলো শরীরের সাথে সম্পৃক্ত, শরীর থেকে মৃত্যুর সাথে তা' চলে যায় যে পর্যন্ত না পুনরায় শরীরের মধ্যে চলে আসে।

কবরের মধ্যে আত্মার শরীরে প্রবেশ করা কোন কষ্টকর ব্যাপার নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাতে বিলম্ব করাও কষ্টকর নয়। আর কোন বান্দার উপর কি বিধান রয়েছে তা' শুধু আল্লাহ্ তায়ালাই উত্তম অবগত। মৃত্যুর দ্বারা শরীর কর্মশূন্য ও অনুভূতি শূন্য হওয়া ঐ অঙ্গের কর্ম ও অনুভূতি শূন্য হওয়ার ন্যায় যা' কোন কঠিন রোগের কারণে কর্মশূন্য ও অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়। এতে আত্মা শরীরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; বরং আত্মার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও শক্তি আত্মার মধ্যেই থেকে যায়। কোন কোন অঙ্গের দ্বারা আত্মা তার কার্য উদ্ধার করে নেয় এবং কোন কোন অঙ্গ কখনও আত্মার অবাধ্য হয়। মৃত্যুর অর্থ শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আত্মার অবাধ্য হওয়া। প্রত্যেক অঙ্গই এক একটি হাতিয়ার বিশেষ এবং আত্মা তদ্দারা কার্যোদ্ধার করে। আমি রূহ বা আত্মা দ্বারা ঐ বস্তু বুঝি যা মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আনন্দ, দুঃখের যন্ত্রণা ও সুখের আনন্দ আস্বাদ করে। যখন আত্মার আধিপত্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ব্যবহৃত হয়, তখন জ্ঞান এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতি চলে যায় না; বরং তা' থেকে যায়। মানুষের প্রকৃত অর্থ ঐ আত্মা যা' জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ অনুভব করে। তার মৃত্যু নেই। অর্থাৎ তার বিলোপ নেই। মৃত্যুর অর্থ শরীর

www.pathagar.com

থেকে আত্মার বিচ্ছেদ এবং শরীর আত্মার হাতিয়ার হওয়া থেকে বের হয়ে যাওয়া, যেরূপ হস্ত অবশ হওয়ার অর্থ হস্ত কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে বের হয়ে যাওয়া। মৃত্যুর অর্থ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবসন্নতা ও অবসাদগ্রস্ততা। মানুষের প্রকৃতির পরিচায়ক তার আত্মা, মৃত্যুর পরেও তা থেকে যায়।

মৃত্যুতে অবস্থা পরিবর্তনের দুটো কারণ : দুটো কারণে মৃত্যুতে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রথম কারণ এই যে, তার নিকট থেকে তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, হস্ত-পদ এবং অন্যান্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিনিয়ে নেয়া হয় (অর্থাৎ তাদের কার্যকরী শক্তি নষ্ট করে দেয়া হয়)। তার নিকট থেকে তার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং সমস্ত পরিচিত লোককে বলপূর্বক দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার নিকট থেকে তার অশ্ব, জীব-জন্তু, চাকর-বাকর, ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য সমস্ত বস্তু অপহরণ করা বা এসব বস্তু থেকে মানুষকে অপহরণ করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এই অবস্থার অর্থ-বিচ্ছেদ এবং এই বিচ্ছেদ কখনও মানুষের সব কিছু অপহরণ করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। বলা যায় এই অবস্থার অর্থ-বিচ্ছেদ এবং এই বিচ্ছেদ কখনও মানুষের সব কিছু অপহরণ বা লুণ্ঠন দ্বারা ঘটানো হয় এবং কখনও এসব থেকে মানুষকে অপহরণ করার মাধ্যমে ঘটানো হয়।

মৃত্যুর অর্থ মানুষকে তার ধন-সম্পদ থেকে পৃথক করে অন্য দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া, এমন দুনিয়া যার সাথে এই দুনিয়ার কোন তুলনা হয় না। যদি এই দুনিয়ায় তার কোন বস্তু থাকে, সেই বস্তুর সাথে তার প্রীতির বন্ধন থাকে, তা' পেয়ে সে আনন্দ লাভ করে। মৃত্যুর পর তার জন্য তার দুঃখ হয়, তার বিচ্ছেদে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্লেশ পেতে হয়। তার মন তার প্রত্যেক ধন-সম্পদের দিকে, তার নাম-ধামের দিকে এবং তার অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তির দিকে, এমনকি সে যে জামাটি ব্যবহার করেছিল, তার দিকেও সে লক্ষ্য করে। তবে যদি সে আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে আনন্দ না পেয়ে থাকে এবং আল্লাহর সাথে প্রীতি স্থাপন ব্যতীত সে অন্য কোন বস্তুর সাথে প্রীতি স্থাপন না করে থাকে, তবে তার সৌভাগ্য পূর্ণ হবে। কেননা তার অন্য বস্তুর দ্বারা কোন প্রয়োজন ছিল না, সেই অপ্রয়োজনীয় বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, সে জানত যে, দুনিয়ার এসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির মৃত্যু বা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণে তার জন্য কোনরূপ দুঃখ-ক্লেশের কারণ নেই, বরং তা' তার জন্য আনন্দের বিষয়। যা' মানুষের নিকট পার্থিব জীবনে প্রকাশ পায়নি, মৃত্যু ঘটনা দ্বারা তা' তার নিকট প্রকাশ পায়, যে রূপ নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট যা' প্রকাশ পায় না। জাগ্রত ব্যক্তির নিকট তা' প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

মানুষ সবই নিদ্রিত, মৃত্যুতে জাগ্রত হয়। প্রথমেই তার নিকট তার অনিষ্টকারী বস্তু পাপ বা তার উপকারী বস্তু পুণ্য প্রকাশ পায়, তার আমলনামায় সে সব লিপিবদ্ধ থাকে, তা' তার আত্মার গুপ্ততত্ত্বের মধ্যে অবস্থিত থাকে। দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা তার অনুসন্ধানে তাকে বিমুখ করে রাখে। যখন এসব কর্মব্যস্ততা কর্তিত হয়ে যায়, তার সমস্ত আমল তার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তার পাপের দিকে লক্ষ্য করে তার এত দুঃখ হয় যে, তা' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে বলা হতে পারে যে, অদ্য তোমার আত্মাই তোমার হিসাব-নিকাশের পক্ষে যথেষ্ট। যেমন কুরআন পাকে রয়েছে : "কাফা বিনাফসিকাল ইয়াওমু আলাইকা হাসীবা।" আত্মা পৃথক হওয়ার সময় এবং দাফনের পূর্বে তা' প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন বিচ্ছেদের অগ্নি তাকে ব্যস্ত রাখে অর্থাৎ এই অস্থায়ী দুনিয়ার যে সব বস্তু তার প্রিয় ছিল তা' থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তবে এ দুনিয়ায় থাকাকালে সে যে প্রয়োজনীয় সম্বল মঞ্জিল মকছুদে পৌঁছার জন্য আবশ্যকীয় অন্বেষণ করে এবং যখন সে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যায়, সে অবশিষ্ট থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার সময় আনন্দিত হয়, কেননা সে কেবল সম্বলের জন্যই সম্বল অন্বেষণ করেনি। সে অতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্তু ব্যতীত দুনিয়া থেকে অন্য কিছু গ্রহণ করে না। সে চায় যে, এই প্রয়োজনও যেন তার না থাকে, যেন সে অভাব বোধ না করতে পারে। সে যা' চেয়েছে তাই সে পেয়েছে এবং যা' তার প্রয়োজন ছিল না তা' সে চায়নি। এই প্রকার অতিরিক্ত বস্তু থেকেও নানাবিধ শাস্তি এবং ভীষণ যন্ত্রণা দফনের পূর্বে তাকে আক্রমণ করে।

তারপর দাফনের পর তার আত্মাকে শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যেন অন্য প্রকার শাস্তি সে ভোগ করতে পারে। কোন কোন সময় তা' ক্ষমাও করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ-শান্তি সম্বন্ধে ব্যস্ত থাকে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন সম্রাটের বিশাল রাজ্য চলে যাওয়ার সময় তার গৃহে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকে এবং আশা করে যে, তার রাজত্ব তার নিকট ফিরে আসবে অথবা সে যে মন্দ কাজে লিপ্ত আছে তা' কেউ জানবে না। কিন্তু সম্রাট তাকে অকস্মাৎ ধরে ফেলে এবং তার অসৎকার্যের তালিকা তার নিকট উপস্থিত করে। উক্ত তালিকায় তার সমস্ত অসৎকার্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। সম্রাট তজ্জন্য তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। যে ব্যক্তিই তার রাজ্যের মধ্যে অপরাধ করে সে তার শাস্তি বিধানে তৎপর ও কঠোর হয়। এই অপরাধের দণ্ড মওকুফে সে কারও সুপারিশ গ্রহণ করে না।

www.pathagar.com

এখন এই মৃত ব্যক্তির অবস্থার দিকে লক্ষ্য কর। তার উপর শাস্তি আসার পূর্বেই সে কিরূপ ভয়, অপমান, অনুতাপ ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। যে ব্যক্তি পাপী ছিল : দুনিয়ায় সুখ-সম্পদে মত্ত ছিল, কবরে তার শাস্তি পাওয়ার পূর্বে এবং তার মৃত্যুর সময় তারও এই অবস্থা হয়। আমরা তা' থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। কেননা অপমান, লজ্জা, শরীরের উপর প্রহার, তা' কর্তিত হওয়া ইত্যাদি সমস্ত শাস্তি থেকে অধিক। মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তি যা' দেখতে পায় তার অবস্থার এটা ইঙ্গিত মাত্র। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তার অন্তরের অবস্থা যা' দর্শন করে তা' তার চক্ষুর প্রকৃত দৃষ্টি থেকে অধিক তীব্র। তা' কুরআন ও হাদীসে উল্লখ আছে। সত্য বটে যে, মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। কেননা যে জীবনের অর্থ বুঝে না সে মৃত্যুর অর্থও বুঝতে পারে না।

জীবনের অর্থ বুজতে হলে আত্মার নিজস্ব প্রকৃতি পরিচয় জানতে হবে এবং তার গুণাগুণও সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। হুযুরে পাক (সাঃ) আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনুমতি দেননি। নিম্নোক্ত বাক্যের অতিরিক্ত কোন বাক্যোচ্চারণের নির্দেশ দেননি। ঐ বাক্য হল, "আর রুহ মিন আমরি রাব্বী" অর্থাৎ আত্মা আমার প্রভুর আদেশ। ধর্মের আলিমদের প্রতিও অনুমতি ছিল না যে, তারা আত্মার গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করে দেয় বা তার অনুসন্ধান করে। মৃত্যুর পর আত্মার কি অবস্থা হবে তার আলোচনা করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে জানা যায় যে, মৃত্যুর অর্থ এই নয় যে, শরীরের সাথে আত্মা নষ্ট হয়ে যাবে। তা' যে নষ্ট হবে না তার সম্বন্ধে বহু আয়াত ও হাদীস আছে।

আত্মা নষ্ট না হওয়ার প্রমাণ : আল্লাহ্ ওয়ালা বলেছেন, "অলা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু, ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াতান্ বাল আহইয়াউন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরযাকুন" অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করে তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত, তাদরকে জীবিকা দেয়া হয়।

যখন বদরে কুরায়েশদের নেতৃবৃন্দ নিহত হলো, হুযুরে পাক (সাঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে অমুক! আমার প্রভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা' আমি সত্য পেয়েছি।

তোমাদের প্রভু যা' ওয়াদা করেছিল তা' কি তোমরা সত্য পেয়েছ? হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি মৃত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করছেন? তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তারা নিশ্চয়ই আমার এ কথা শুনছে, কিন্তু তারা

www.pathagar.com

এর উত্তর দিতে পারছে না। দুর্ভাগ্যশীল আত্মার দায়িত্ব ও জ্ঞান সম্বন্ধে এটাই শরীয়তের প্রমাণ। আর শহীদের আত্মা সম্বন্ধে কুরআনে পাকে উল্লিখিত আয়াতই প্রমাণ। কোন মৃত ব্যক্তিই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত নয়। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কবর দোযখের একটি গর্ত অথবা বেহেশতের একটি উদ্যান। এটাই শরীয়তের প্রকাশ্য প্রমাণ যে, মৃত্যুর অর্থ শুধু অবস্থার পরিবর্তন এবং মৃত ব্যক্তির দুর্ভাগ্যে বা সৌভাগ্যে প্রবেশকরণ। মৃত্যুর সময় তা' বিলম্ব না করে হঠাৎ চলে আসা। কোন কোন প্রকার শাস্তি ও পুরস্কার কিছু বিলম্বে আসে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করছেন, মৃত্যু একটি কিয়ামত। যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তার কিয়ামত হয়ে যায়। তিনি আরও বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তার স্থান সকাল ও সন্ধ্যায় তার নিকট উপস্থিত করা হয়। যদি সে বেহেশতী হয়, বেহশতবাসীদের অন্তর্গত হয়। আর যদি সে দোযখী হয়, দোযখবাসীদের অন্তর্গত হয়। তাকে বলা হয়, এই-ই তোমার স্থান যে পর্যন্ত তোমাকে রোজ কিয়ামতে উত্থান না করা হবে। এই দু'স্থান দেখলে শাস্তি ও সুখ তার নিকট গুপ্ত থাকে না।

হযরত আবু কায়েস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা আলকামার সাথে এক জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, লক্ষ্য কর। তার কিয়ামত হয়ে গেছে। হযরত আলী (রহঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি বেহশতবাসী কি দোযখবাসী তা' তার না জানা পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ। হযরত আবু হোরায়রা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সফরে মৃত্যু বরণ করে সে শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করে। তার কবরের শাস্তি জমা করা হয় এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার জীবিকা বেহেশত থেকে আসে। হযরত মাছরুক (রহঃ) বলেছেন, যে মু'মিন ব্যক্তি সংসারের দুঃখ-কষ্ট থেকে কবরে গিয়ে মুক্তি পায় এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ হয় তার চেয়ে অধিক কাউকে আমি ঈর্ষা করি না।

হযরত ইয়ালা ইবনে অলীদ (রহঃ) বলেছেন, একদা আমি হযরত আবু দারদা (রহঃ)-এর সাথে ভ্রমণ করতেছিলাম। আমি তাকে বললাম, আপনি যে ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তার জন্য আপনি কি বস্তু পছন্দ করেন? তিনি বললেন, তার জন্য আমি মৃত্যু পছন্দ করি। আমি বললাম, যদি তার মৃত্যু না হয়? তিনি বললেন, তাহলে যেন তার ধন ও সন্তান কম হয়, তা-ই পছন্দ করি। তবে আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুকে ভালোবাসি। কেননা মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত কেউই মৃত্যুকে ভালোবাসে না। মৃত্যু কারাগার থেকে মু'মিনকে মুক্তি দেয়। আমি স্বল্পধন ও সন্তানকে ভালোবাসি, কেননা তারা পরীক্ষাস্বরূপ এবং

www.pathagar.com

সংসারাসক্তির কারণ। যে বস্তুকে ত্যাগ করতে হবে তাকে ভালোবাসাই চরম দুর্ভাগ্যের হেতু। আল্লাহ-ভিন্ন অন্য বস্তুকে স্মরণ এবং তার সাথে প্রীতি ও ভালোবাসা করলে মৃত্যুর সময় তা' থেকে নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রহঃ)-ও এরূপই বলেছেন। মু'মিনের আত্মা বা প্রাণ যখন বের হয়ে যায়, তা' ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কারাগারে রাত্রি যাপন করে তা' থেকে বের হয়ে যায় এবং সারা দুনিয়ায় ভ্রমণ ও ঘুরাফেরা করে। এই অবস্থা তিনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, যে দুনিয়ায় ভ্রমণ ও ঘুরাফেরা করে। এই অবস্থা তিনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, যে দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ব্যতীত আর তার কোন ভালোবাসার বস্তু ছিল না। সাংসারিক কাজ-কর্ম তাকে তার প্রিয় থেকে আবদ্ধ করে রাখে এবং লোভের অভিলাষ তাকে কষ্ট দিতে থাকে; সুতরাং সব দুঃখ-কষ্ট থেকে মৃত্যুই তাকে মুক্তি দেয় এবং তার প্রিয়জনের সাথে নির্জনে মিলিয়ে দেয়, যার সাথে তার প্রেম ও প্রীতি ছিল। সুখ-সম্পদের শেষ সীমায় মৃত্যু তাকে পৌঁছে দেয়।

শহীদের জন্য পূর্ণ সুখ ও আনন্দ : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, তার জন্য সুখ ও আনন্দের সীমা নেই। কেননা সে দুনিয়ার সকল সম্বন্ধ কর্তন করে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব হয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকল্পে শাহাদাতের সম্মুখীন হয়ে জিহাদের জন্য অগ্রসর হয়েছে। যদি সে দুনিয়ার দিকে লক্ষ্য করে সে তার আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করে লয়। বিক্রেতার দৃষ্টি বিক্রিত বস্তুর দিকে থাকে না। যদি সে আখেরাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে তা' খরিদ করে লয় এবং তার প্রতি তার আসক্তি জন্মে! যা' সে খরিদ করে তা' দেখে সে কত আনন্দিত হয় এবং যা সে বিক্রি করে তার দিকে লক্ষ্য কত কম থাকে, যখন সে তা' থেকে পৃথক হয়। শুধু আল্লাহ প্রেমে মন নিমগ্ন থাকা কোন অবস্থায় স্বভাবতঃই হয়ে থাকে কিন্তু তার উপর তাকে আক্রমণ করে না এবং তাতেই পরিবর্তন হয় না। যুদ্ধই মৃত্যুর কারণ। এই অবস্থার ন্যায় হলে তা' মৃত্যুকে বরণ করার কারণ হয়ে থাকে। এজন্যই সুখ ও আনন্দ অধিক হয়ে থাকে, কেননা সুখ ও সম্পদের অর্থ মানুষ যা' চায় তা' পাওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অলাহুম মা ইয়াশতাহূন" অর্থাৎ তারা যা আকাঙ্ক্ষা করে তারা তাই পাবে। এই আয়াতের মধ্যে সমস্ত সুখের ব্যাখ্যা রয়েছে। মানুষ যা' চায় তা' তাকে না দেয়াই সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "অহীলা বাইনাহুম অবাইনা মা ইয়াশতাহূন" অর্থাৎ তারা যা আকাঙ্ক্ষা করে তাদের ও তার মধ্যে এটা প্রতিবন্ধক হয়। দোযখীদের শাস্তি সম্বন্ধে এই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে।

www.pathagar.com

শহীদের পুরস্কার : এই সুখ ও সম্পদ শহীদ ব্যক্তি পেয়ে থাকে কেননা বিলম্বন না করে সে তার নিজ প্রাণকে উৎসর্গ করে দেয়। নিশ্চিত বিশ্বাসের সাহায্যে কলবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট এই ব্যাপারে প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদি শ্রুত সাক্ষ্য এর সমর্থনে মেনে নাও তাহলে শহীদের সব হাদীস থেকেই তা' জানা যায়। প্রত্যেক হাদীসেই শহীদগণের জন্য এই অসীম সুখ-সম্পদের কথা অন্য শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবেরের পিতা ওহোদে শহীদ হলেন। হুযুরে পাক (সাঃ) হযরত জাবের (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে জাবের! আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, হাঁ সুসংবাদ দিন। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে মঙ্গলের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্ তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর সম্মুখে তাকে বসিয়ে রেখে বলেছেন, হে আমার বান্দা! যা' ইচ্ছা তা' চাও, আমি তাই তোমাকে দেব। তিনি বললেন, হে প্রভু! আমি তোমার উপযুক্ত ইবাদাত করতে পারিনি; অতএব আমি তোমার নিকট এই আশা করি যে, তুমি আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও এবং আমি তোমার নবীর সাথে মিলে আবার যুদ্ধ করি এবং তেমার সন্তুষ্টিকল্পে আমি আবার শহীদ হই। তার কথা শুনে আল্লাহ্ তাকে বললেন, ওহে বান্দা! আমার বিধান এই যে, তুমি দুনিয়ায় আর ফিরে যেতে পারবে না। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখা যাবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কেন ক্রন্দন করছ? তুমি তো বেহেশতের মধ্যে রয়েছ? তিনি বলবেন, আমার ক্রন্দনের কারণ এই যে, আমি আল্লাহর পথে শুধু মাত্র একবার শহীদ হয়েছি। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, দুনিয়ায় বার বার গিয়ে আমি বার বার শহীদ হয়ে আসি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, মানুষের মৃত্যু হলেই মু'মিনের নিকট আল্লাহর অনন্ত গৌরব যা' প্রকাশ পায় তার সামনে দুনিয়া একটি সংকীর্ণ কারাগারের ন্যায় বোধ হয় এবং তার একটি অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ থাকার ন্যায় মনে হয়। তার একটি দরজা এমন এবং বিস্তৃত উদ্যানের দিকে উন্মুক্ত করা হবে যে, চক্ষু তার দূরত্ব ধরতে পারবে না। তার মধ্যে থাকবে নানাবিধ বৃক্ষ, ফল-ফুল এবং পক্ষীকুল। সে তখন অন্ধকারপূর্ণ কারাগারে ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না। হুযুরে পাক (সাঃ) একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যথা : একটি লোকের মৃত্যু হলে তিনি তাকে বললেন, এই ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেছে এবং পরিবারবর্গ রেখে গেছে। যদি সে তথায় গিয়ে সন্তুষ্ট হয় আর সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, যেরূপ তোমাদের

www.pathagar.com

মধ্যে কোন ব্যক্তি তার মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চায় না। এতে তুমি বুঝতে পারবে যে, পরকালের প্রশস্ততার তুলনায় দুনিয়ার বিশালত্ব সংকীর্ণ মাতৃগর্ভের ন্যায়।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, দুনিয়ায় মু'মিন ব্যক্তি মাতৃগর্বের ভ্রূণের ন্যায় থাকে। যখন সেই ভ্রূণ তার মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়, সে তখনই ক্রন্দন করতে থাকে। এমনকি যখন সে আলো দেখতে পায় তখন আর সে তার পূর্বস্থানে যেতে চায় না, তদ্রূপ মু'মিনদের অবস্থা। যখন তার মৃত্যু হয় এবং সে তার প্রভুর নিকট চলে যায়, তখন আর সে দুনিয়ায় আসতে চায় না, যেরূপ শিশু তার মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চায় না। হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বলা হয়, অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তিনি বললেন, সে মুক্তি পেয়েছে অথবা তার নিকট থেকে লোকগণ মুক্তি পেয়েছে। প্রথম অবস্থায় তিনি মু'মিনের কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি পাপীর কথা বলেছেন, কেননা দুনিয়াবাসী তা' থেকে মুক্তি পায়। হযরত আবু আমর (রহঃ) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আমরা কয়েকজন একটি কবরস্থানের নিকট দিয়ে গমন করাকালে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর একটি কবরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন যে, কবরটির এক পার্শ্ব উন্মুক্ত রয়েছে। তিনি তা' এক ব্যক্তিকে বললেন, সে তার উপর মাটি ফেলে দিল। তারপর তিনি বললেন যে, এই মাটির আঘাত তার কোনই অনিষ্ট করবে না। কেননা আত্মাই কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি ও পুরস্কার ভোগ করবে।

হযরত আমর ইবনে দীনার (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তার মৃত্যুর পর তার পরিবারবর্গের কি অবস্থা হয়, তা' সে জানে। যখন তারা তাকে গোসল করায় এবং তাকে কাফন পরায়, সে তা লক্ষ্য করতে থাকে। হযরত মালেক ইবনে আনাস বলেছেন যে, আমি শুনেছি যে, মু'মিনদের আত্মা যথায় ইচ্ছা তথায় বিচরণ করে। হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেছেন যে, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে মিম্বরে উঠে বলতে শুনেছি, সতর্ক হও, মক্ষিকার শূন্যে বিচরণের ন্যায় ব্যতীত দুনিয়ায় আর কিছুই বাকি থাকবে না। কবরে তোমাদের মৃত ভ্রাতাদের জন্য আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তোমাদের আমল তাদের নিকট উপস্থিত করা হবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের মন্দকার্য দ্বারা তোমাদের মৃত ব্যক্তিগণকে অপমান করো না, কেননা তা' তোমাদের মন্দকার্য আপনজনদের নিকট উপস্থিত করা হয়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, হে মাবুদ! আমার কার্যের দরুন আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা যেন অপদস্থ না হয়, তা' থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই। তিনি তাঁর

www.pathagar.com

মাতুল ছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হযরত ইবনে আমেরকে মু'মিনদের আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তারা যখন মৃত্যুবরণ করে, তাদের আত্মা কোথায় থাকে? তিনি বললেন, আল্লাহর আরশের নিম্নে একটি শ্বেত বর্ণের পাখির উদরের মধ্যে। আর কাফিরদের আত্মা তাদের মৃত্যুর পর যমিনের সপ্তস্তরের নিম্নে থাকে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায়, কে বহন করে, কে তাকে কবরে স্থাপন করে, তা' সবই সে দেখতে পায়। হযরত ছালেহ মারী (রহঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি যে, মৃত্যুর সময়ে আত্মাসমূহ পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে। মৃত ব্যক্তিদের আত্মা ঐ আত্মাকে বলে, যে সদ্য তাদের নিকট উপস্থিত হয়, তোমার স্থান কোথায়, পবিত্র শরীর, না অপবিত্র শরীরের মধ্যে? হযরত ওবায়েদ ইবনে আমীর বলেছেন, কবরবাসীগণ সংবাদের প্রতীক্ষায় থাকে, যখন তাদের নিকট কোন মৃত ব্যক্তি আসে, তারা বলে, অমুক ব্যক্তি কি কাজ করেছে? সে বলে, আমি তোমাদের নিকট সৎকর্ম নিয়ে আসিনি। তারা বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং তারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। সে আমাদের পথে আসেনি।

হযরত জাফর ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তার সন্তানগণ তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য আসে যেরূপ কোন লোক প্রবাস থেকে ফিরে আসলে তাকে অভ্যর্থনা করা হয়। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির সন্তান ধার্মিক তার সন্তানের ধার্মিকতার সংবাদ তাকে কবরে পৌঁছানো হয়।

হযরত আইয়ুব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, যখন মু'মিনের আত্মা বের হয়ে যায়, তা' আল্লাহর নিকটবর্তী অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাত করে, যে রূপ দুনিয়ায় সুসংবাদদাতা কারও নিকট এসে সাক্ষাত করে। তারা বলে, তোমাদের ভ্রাতার দিকে লক্ষ্য কর, সে শান্তিতে আছে। এই ব্যক্তি খুবই কষ্টের মধ্যে ছিল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি কি কাজ করেছে? অমুক স্ত্রীলোক কি কাজ করেছে? অমুক রমণীর বিবাহ হয়েছে? তখন তারা তাকে এ ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করে, যে তাদের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। সে বলে যে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। তার আমল তাকে দোযখে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনাবলি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি মৃত্যুদণ্ড দ্বারা অত্যাচারীদের গ্রীবাদের চূর্ণ করেন, অহঙ্কারীদের পৃষ্ঠদেশ ভেঙে দেন, জালিম শাসকগণের আশা-ভরসা গর্ব-অহমিকা চুরমার করে দেন। যারা মৃত্যুকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে, যে পর্যন্ত সত্য প্রতিজ্ঞা উপস্থিত না হয় এবং তাদেরকে কবরের মধ্যে দাফন না করা হয়। তখন সুরম্য রাজপ্রাসাদ থেকে তাদেরকে কবরে স্থানান্তরিত করা হয়, আলোকময় গৃহ থেকে অন্ধকারপূর্ণ গর্তের মধ্যে রাখা হয়, দাস-দাসী ও চাকর-নফর থেকে পৃথক করে বিষধর সর্প ও পোকার দংশন যন্ত্রণার মধ্যে স্থাপন করা হয়, সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের পরিবেষ্টন থেকে নামিয়ে মৃত্তিকায় স্থাপন করা হয়, সংসর্গ-সাহচর্যের প্রীতি ভোগ থেকে নিয়ে নির্জন স্থানে রাখা হয়, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা থেকে সরিয়ে সাধারণ ও পঙ্কিল শয্যায় শয়ন করানো হয়। এখন চিন্তা করে দেখ, তারা কি মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন দুর্ভেদ্য দুর্গের সন্ধান পেয়েছে? কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল লাভ করেছে? আরও লক্ষ্য করে দেখ, "হাল তুহিচ্ছু মিনহুম মিন আহাদিন আও তুসমিউ লাহুম রিকযা" অর্থাৎ তাদের কারও নিকট থেকে কি তুমি কোন সংবাদ পাচ্ছ অথবা তাদের থেকে কোন শব্দ শ্রবণ করছ?

সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য যাঁর অদ্বিতীয় প্রতাপ, যিনি অনাদি ও অনন্ত, যিনি ব্যতীত আর কারও কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই, যিনি মৃত্যুকে ধর্মভীরুদের জন্য কারাগার থেকে মুক্তির কারণ করেছেন এবং তাদেরকে সাক্ষাত দানের ওয়াদা করেছেন, যিনি কবরকে দুর্ভাগ্যশীলদের জন্য কারাগারে পরিণত করেছেন এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য একে বন্দীশালা করে দিয়েছেন, যিনি আসমান ও যমিনের মধ্যে যা' আছে তাদের শোকর ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, যাঁর জন্য ইহলোক ও পরলোকে অযুত প্রশংসা। অতঃপর হুযুরে পাক (সাঃ)-এর উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সহচরদের সালাম।

www.pathagar.com

যখন তোমার মৃত্যু অনিবার্য, তখন জানবে যে, তোমার শয্যা হবে মৃত্তিকা, তোমার সাথী কীট-পতঙ্গ, তোমার উপর নিয়োজিত হবে মুনকার ও নকীর, তোমার বিশ্রামের স্থল হবে কবর বা দুনিয়ার উদর, তোমার প্রতিজ্ঞাকৃত স্থান কিয়ামত, তোমার গন্তব্য স্থল হবে বেহেশত বা দোযখ, এই অবস্থায় তোমার কি মৃত্যু চিন্তা করা উচিত নয়? মৃত্যুকে স্মরণ করা কি উচিত নয়? তার জন্য প্রস্তুত হওয়া কি উচিত নয়? এগুলো করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং তুমি এখন থেকেই নিজেকে মৃত ব্যক্তিদের অন্যতম বলে গণ্য কর। নিজেকে কবরের একজন অধিবাসী বলে মনে কর, কেননা যা' ঘটবে তা' অতি নিকটবর্তী এবং যা' ঘটবে না তা' বহু দূরবর্তী। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, "আল কাইসু মান দানা নাফসাহু ওয়া আমিলা লিমা বা'দাল মাওতি" অর্থাৎ জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে এবং মৃত্যুর পর যা' ঘটবে তার জন্য কাজ করে। কোন বস্তুর জন্য প্রস্তুত হওয়া সহজ হয় না যদি তা' মনের মধ্যে বার বার স্মরণ করা না হয়। কোন বস্তু নতুন করে স্মরণ করা হয় না যদি স্মরণের বিষয়বস্তুকে মনোযোগ সহকারে স্মরণে আনা না হয়।

এখন আমরা মৃত্যুর বিষয়, আখেরাতের অবস্থা, কিয়ামত, বেহেশত ও দোযখ ইত্যাদির বিষয় বর্ণনা করব। এসব বিষয় প্রত্যেক লোকেরই অনবরত স্মরণ করা অত্যাবশ্যক। তার বিষয় চিন্তা করা উচিত, যেন তা-ই মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য উৎসাহ প্রদান করে। মৃত্যুর পর যা ঘটবে, তা' নিকটবর্তী, অথবা আয়ুষ্কাল অল্প এবং মানুষ তা' থেকে উদাসীন। মানুষের হিসাব নিকটবর্তী, অথচ তারা তাদের অমনোযোগিতায় লিপ্ত। আমরা মৃত্যুর বিষয় নিম্নোক্ত আটটি অনুচ্ছেদ বর্ণনা করব। যথা : (১) মৃত্যু স্মরণের কল্যাণ ও তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান, (২) দীর্ঘ আশা, (৩) মৃত্যুর তন্ময়তা ও কষ্ট, (৪) হুযুরে পাক (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের মৃত্যু (৫) অন্যান্য খলীফা, আমীর ও ধার্মিক লোকের মৃত্যু, (৬) জানাযা, কবর ও কবর যিয়ারত সম্পর্কে বুযুর্গ লোকদের বাণী, (৭) মৃত্যুর অর্থ ও সিঙ্গার ফুঁক দেয়া পর্যন্ত অবস্থা, (৮) স্বপ্নে মৃত লোকদের অবস্থা জানা।

মৃত্যু স্মরণের কল্যাণ ও তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ, যে ব্যক্তি সংসারে নিমগ্ন এবং তার প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত, তার লোভে ব্যস্ত, নিশ্চয়ই তার মন মৃত্যু স্মরণ থেকে উদাসীন। সে তা' স্মরণ করে না। যখন তাকে তা' স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়,

www.pathagar.com

সে তা' ভালোবাসে না। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন কর, নিশ্চয়ই তা' এমন যে, তা' তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবেই। তারপর তোমাদের দৃশ্য ও অদৃশ্য দুনিয়ার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। তোমরা যে কাজ করেছ, তিনি তা' তোমাদেরকে তখন জানিয়ে দিবেন। যেমন কুরআনে পাকে রয়েছে : "কুল ইন্নাল মাওতাল্লাযী তাফিররূনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাক্বী কুম ছুম্মা তুরাদ্দূনা ইলা আলিমিল গাইবি অশশাহাদাতি ফা ইউনাব্বিউকুম বিমা কুনতুম তা'মালূন।"

মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত যথা : (১) সংসারপ্রিয় ব্যক্তি, (২) অনুতপ্ত ব্যক্তি এবং (৩) আরিফ বা খোদাতত্ত্ব জ্ঞানী। সংসারপ্রিয় ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরণ করে না, যদিও কোনসময়ে সে তা' স্মরণ করে, সে সংসারের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে তা' স্মরণ করে এবং মৃত্যুর নিন্দা করতে থাকে। এই মৃত্যু-চিন্তা তাকে আল্লাহ্ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

অনুতপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে যেন তার মনে ভয়ের উদয় হয় এবং সে তাওবাহকে পূর্ণ করে। অনেক সময় সে মৃত্যুকে ভালোবাসে না। কেননা সে ভয় করে তাওবাহ্ শেষ করার পূর্বে এবং চরিত্র সংশোধন করার পূর্বে মৃত্যু তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যেতে পারে বলে। এই ভয়ে সে মৃত্যু সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করতে বাধ্য হয়। এটা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের আওতায় পড়ে না। "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায় না আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতকে মন্দ জানে না। তবে সে তার ত্রুটির জন্য আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে ভয় করে। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করতে বিলম্ব করে। কেননা তার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতির জন্য সে ব্যস্ত থাকে। সে তার সাথে সাক্ষাতকে ঘৃণা করে না। এর চিহ্ন এই যে, সে সদাসর্বদা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে এই কাজ ব্যতীত তার আর অন্য কোন কাজ থাকে না।

আরিফ বা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সদাসর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করে। কেননা সে তার প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রেমিক প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করা কখনও ভুলতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মৃত্যু বিলম্বিত হয়। সে মৃত্যুর দ্রুত আগমনকে ভালোবাসে যেন এই পাপালয় থেকে সে রক্ষা পেতে পারে; এবং বিশ্বপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তিনি বললেন, অভাবের সময় বন্ধু এসেছে। অনুতাপ করে কোন লাভ হবে না। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, ধনের চেয়ে অভাব আমার নিকট অধিক প্রিয়।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যের চেয়ে ব্যাধি আমার নিকট অধিক প্রিয়, জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু আমার নিকট অধিক প্রিয় তাহলে মৃত্যুকে আমার উপর সহজ করো। যে পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে সাক্ষাত করি।

অনুতপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুকে ভালো না বাসার কারণ আছে এবং আরিফ ব্যক্তিও তা' ভালো না বাসার কারণ আছে। সর্বাপেক্ষা আরিফ শ্রেণীর লোক উত্তম। সে নিজের জন্য জীবন ও মরণকে পছন্দ করে না। বরং তা' সকল বস্তুর চেয়ে তার নিকট অধিক প্রিয়, কেননা তা' তার প্রভুর নিকট অধিক প্রিয়। অতিরিক্ত ভালোবাসার দরুন তাকে তাসলীম ও সন্তোষের মাকামে পৌঁছে দেয়। এটাই চরমসীমা। প্রত্যেক অবস্থায়ই মৃত্যু চিন্তায় পুণ্য ও কল্যাণ আছে। সংসারমত্ত লোকেরও মৃত্যুস্মরণে উপকার হয়। কেননা সে তাতে সংসার থেকে পৃথক হয়ে পড়ে সংসারের সুখ-সম্পদের বিঘ্ন জন্মায় এবং সে বস্তুই সংসারের সুখ-সম্পদ হরণ করে তাই তার নাজাতের কারণ হয়।

মৃত্যুচিন্তার কল্যাণ

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, ভোগ-বিলাস বিনষ্টকারী চিন্তা অধিক পরিমাণে কর। অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করে ভোগ-বিলাসকে বিনষ্ট কর, যে পর্যন্ত মৃত্যুর প্রতি তোমাদের মন অনুরক্ত হয় এবং আল্লাহর দিকে মন যায়। তিনি আরও বলেছেন যে, আদম সন্তান মৃত্যুর অবস্থা যেরূপ জানে, পশুপক্ষী যদি তা' তদ্রূপ জানত তাহলে তোমরা স্থূলকায় জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করতে পেতে না। একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! শহীদগণের সাথে কি কারও পুনরুত্থান হবে? তিনি বললেন, হাঁ, ঐ ব্যক্তির হবে, যে দিন রাতে বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে। এই কল্যাণের কারণ এই যে, মৃত্যু স্মরণ এই প্রবঞ্চনার আগার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়; এবং পরলোকের প্রস্তুতির জন্য তাকে বাধ্য করে। মৃত্যু চিন্তা থেকে উদাসীনতা সংসারের প্রতি সততার দিকে আহ্বান করে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, মুমিনের উপহার মৃত্যু, তাঁর এই কথা বলার কারণ, দুনিয়া মু'মিনের কারাগার, কেননা সে এর মধ্যে দুঃখ ও কষ্টে কালাতিপাত করে। খাহেশকে দমন করে এবং শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়; সুতরাং এই শাস্তি থেকে তাকে মৃত্যুই উদ্ধার করে। এইজন্য তার পক্ষে মৃত্যু উপহার সদৃশ।

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। মুসলমান শব্দের দ্বারা তিনি ঐ সত্যবাদী ও প্রকৃত মুমিনের কথা বলেছেন, যার রসনা ও হস্ত থেকে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। যার মধ্যে মু'মিনদের স্বভাব-চরিত্র প্রতিফলিত হয় এবং যার মন হঠাৎ উত্থিত ভাব ও ক্ষুদ্র পাপ ব্যতীত অন্য পাপ দ্বারা কলুষিত হয় না। মৃত্যু চিন্তা তাকে এসব দোষ থেকে পবিত্র করে। মহাপাপ ত্যাগ করলে এবং ফরজ কার্য করলে মৃত্যু তার কাফফারা করে। হযরত আতা খোরাসানী (রহঃ) বলেছেন, একদা হুযুরে পাক (সাঃ) এক মজলিসের নিকট দিয়ে যেতেছিলেন, তথায় হাসি-কৌতুক চলতেছিল। হুযুরে পাক (সাঃ) তাদেরকে বললেন, হাস্য-কৌতুক বিনষ্টকারীকে স্মরণ করে তোমাদের মজলিসকে সুন্দর কর। তারা জিজ্ঞেস করল, হাস্য-কৌতুক বিনষ্টকারী কি? তিনি বললেন, মৃত্যু। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর, কেননা তা' পাপকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে; এবং তোমাকে সংসারে আল্লাহ ভীরু করে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, মৃত্যু শ্রেষ্ঠ বিচ্ছেদকারী।

হুযুরে পাক (সাঃ) আরো বলেছেন, মৃত্যু উপদেষ্টারূপে যথেষ্ট। একদা তিনি মসজিদের দিকে যেতে লাগলেন, তখন কতিপয় লোক তথায় গল্প-গুজব ও হাস্য-কৌতুক করতেছিল। তা' দেখে তিনি বললেন, তোমরা মৃত্যুকে স্মরণ কর, সতর্ক হও। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ। আমি যা জানি যদি তোমরা তা' জানতে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই অল্প হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে। একদা সাহাবীগণ হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির উল্লেখ করে তার যথেষ্ট প্রশংসা করতে লাগল। তা' শুনে তিনি বললেন, তোমাদের সে বন্ধু মৃত্যুকে কিরূপ স্মরণ করে? তারা বলল, আমরা তাকে মৃত্যুকে অতি অল্পই স্মরণ করতে দেখি। তাদের কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখ, সে মোটেই তদ্রূপ নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, একদা আমি এবং আরও দশজন সাহাবী হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আনছার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আরজ করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন লোকগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং সম্মানিত? তিনি বললেন, যারা মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণ করে এবং অধিক প্রস্তুত হয়। তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, তারা দুনিয়ার সম্মান এবং আখেরাতের সম্মান নিয়ে চলে যায়।

www.pathagar.com

মৃত্যুচিন্তার কল্যাণ সম্বন্ধে বুযুর্গদের বাণী

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়ায়ই রয়েছে মৃত্যুর অপমানের কারণ; সুতরাং জ্ঞানীর জন্য তা' আনন্দ রেখে যায় না। হযরত রবী ইবনে কায়ছম বলেছেন, মৃত্যুর চেয়ে অধিক অদৃশ্য উত্তম বস্তুর জন্য কোন মুমিন অপেক্ষা করে না। তিনি বলতেন, আমার মৃত্যু হলে তোমরা তা' কাউকে জানিয়ো না। মৃত্যু আমার প্রভুর নিকট আমাকে নিয়ে যাবে। কোন বুযুর্গ ব্যক্তি তার কোন বন্ধুর নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন, হে ভ্রাত :! যে আগারে যাবার পর তুমি মৃত্যুর আশা করবে, তথায় যাবার পূর্বে বর্তমান আগারে মৃত্যুকে ভয় করবে। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) প্রত্যেক রাত্রে আলিমদেরকে একত্র করে তাদের নিকট মৃত্যু, কিয়ামত ও আখেরাতের কথা শ্রবণ করতেন। তারপর তারা এমন করুণ স্বরে ক্রন্দন করতেন যে, মনে হতো যেন তাঁদের সামনে কোন মৃত দেহ স্থাপন করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেছেন, দু'টি বস্তু আমার নিকট থেকে দুনিয়ার স্বাদ হরণ করে নিয়েছে। একটি মৃত্যু চিন্তা, দ্বিতীয় আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবার ভয়। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনতে পেরেছে, সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা তার উপর সহজ হয়েছে। হযরত মুতাররফ (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যেন কোন এক ব্যক্তি বছরার কোন এক মসজিদে বসে বলছে, মৃতু চিন্তা আল্লাহভীরুদের হৃদয় কর্তন করে ফেলেছে। আল্লাহর কসম! তাদেরকে তুমি বিভ্রান্ত দেখতে পাবে।

হযরত আশআছ (রহঃ) বলেছেন, আমরা হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-এর নিকট গেলে তিনি কেবল মৃত্যু, দোযখ ও পরলোক সম্পর্কেই আমাদের সাথে বেশি আলোচনা করতেন। হযরত সুফিয়াহ (রহঃ); বলেছেন, একজন রমণী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট তার নিজের মনের কাঠিন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিল। তাতে তিনি বললেন, মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর, তাতে তোমার অন্তর কোমল হবে। বস্তুতঃ সে তা' করে আশাতিরিক্ত ফল পেয়েছিল। অতঃপর সে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। হযরত ঈসা (রাঃ)-এর নিকট মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা হলে, তাঁর ধমনীতে রক্তের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো। হযরত দাউদ (আঃ)-এর সম্মুখে মৃত্যু ও কিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি এত বেশি রোদন করতেন যে, তাতে তাঁর মস্তকের কেশরাজি দণ্ডায়মান হয়ে যেত। যখন তাঁর সামনে রহমতের কথা উল্লেখ করা হতো, তখন তিনি তাঁর

www.pathagar.com

পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতেন। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, আমি কখনও কোন জ্ঞানী লোককে এরূপ দেখিনি যে, মৃত্যুর কথা আলোচনা করলে ভয়ে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ত না। খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) কোন আলিমকে বলেছিলেন, আমাকে আপনি কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আপনার পিতা থেকে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত কোন লোকই মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পায়নি। এখন আপনার পালা এসেছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) একথা শুনে রোদন করতে লাগলেন। হযরত রবী ইবনে খায়ছাম (রহঃ) তাঁর গৃহের মধ্যে একটি কবর খনন করিয়েছিলেন। তিনি তথায় দৈনিক কয়েকবার করে শয়ন করতেন। এতে তাঁর মৃত্যুর কথা সর্বদা হৃদয় মধ্যে জাগরিত থাকত। তিনি বলতেন, যদি আমার হৃদয় থেকে মৃত্যু চিন্তা এক পলকের জন্যও চলে যায়, আমার হৃদয় নষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত মুতাররফ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন, মৃত্যু আরামপ্রিয় লোকদের শক্তি হরণ করেছে; সুতরাং এমন শক্তি অন্বেষন কর, যার মৃত্যু নেই। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) আব্বাকে বলেছিলেন, অধিক পরিমাণে মৃত্যু চিন্তা কর, তাতে দুটো উপকার পাবে। তুমি যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক, তবে তা' তোমার নিকট তিক্ত হয়ে পড়বে। আর যদি তুমি দুঃখ-দারিদ্র্যে বেষ্টিত থাক, তোমার সম্পদ এসে যাবে। হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেছেন যে, আমি হারুনের মাতাকে বলেছিলাম, তুমি কি মৃত্যুকে ভালোবাস? সে বলল, ভালোবাসি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? সে বলল, যদি তুমি কোন ব্যক্তিকেভালো না বাস, তুমি তার সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা কর না। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হয়ে কিরূপে তার সাথে সাক্ষাত করতে চাইব?

মৃত্যুচিন্তার ধারা

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, মৃত্যু অতীব ভয়াবহ এবং এই বিপদ অতীব কঠিন। মানুষ মৃত্যু সম্বন্ধে কম চিন্তা করে বলে অন্যমনস্ক হয়ে আছে। যে তাকে ধ্বংস করে, সেও সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তার বিষয় চিন্তা করে; বরং সাংসারিক মোহে নিমগ্ন হয়ে তার বিষয় চিন্তা করে; সুতরাং মৃত্যুচিন্তা তার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে না। মৃত্যুচিন্তার ধারা এই : সকল বস্তু থেকে হৃদয়কে মুক্ত করবে, শুধু মৃত্যুচিন্তা সামনে রাখবে। ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে, যে বিস্তৃত ভয়শঙ্কুল বিজন প্রান্তরে সফর করতে ইচ্ছা করে বা

www.pathagar.com

সমুদ্র ভ্রমণে যাত্রা করে। সে শুধু সেই বিষয়ই ভাবতে থাকে। যখন মৃত্যুচিন্তা তার হৃদয়কে জুড়ে বসে এবং তা' প্রবল হয়, তখন তার সাংসারিক সুখ ও আনন্দ হ্রাস পেতে থাকে। তার মন ভেঙে যায়।

মৃত্যুচিন্তার উত্তম পন্থা প্রতিবেশী ও সমবয়সীগণের মৃত্যু, তাদের মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থান এবং তাদের চেহারা ও অবস্থার কথা স্মরণ করা। তদের সুন্দর মূর্তি কিরূপে মৃত্তিকা নষ্ট করে দিয়েছে, তাদের কবরের মধ্যে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে ধূলিসাৎ হয়েছে। তাদের ভার্যাগণ কিরূপে ধূলি-ধূসরিত বেশে এবং তাদের ইয়াতীম সন্তানগণ সাহায্যহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে, তাদের ধন-সম্পদ কিরূপে নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের মসজিদ শূন্য হয়ে রয়েছে, তাদের মসলিস জন-মানবশূন্য, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা। এভাবে একজন করে স্মরণ করবে এবং তাদের প্রত্যেকের অবস্থা, তাদের মৃত্যুর ঘটনা, তাদের অবয়ব, আকৃতি, তাদের আমোদ-প্রমোদ, তাদের আরাম-আয়েশ ও আনন্দ স্ফূর্তিতে বসবাস করা এবং মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে থাকা ইত্যাদি কথাগুলো মনের মধ্যে স্মরণ করতে থাকবে।

আবার চিন্তা করবে যে, তাদের সেই মোহময় ভুলের মধ্যেও হঠাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়ে কিরূপ ক্ষিপ্রতার সাথে তাদেরকে এ সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আরও চিন্তা করবে যে, এখন কবরের মধ্যে তাদের সুন্দর দেহাকৃতি কেমন হয়ে গেছে। তাদের পদদ্বয় গলে গেছে, গ্রন্থিসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদের রসনা এখন কীটের খাদ্য হয়েছে, অথচ সেই রসনার দ্বারা তারা কত হাস্য-কৌতুক করত। মৃত্তিকা তাদের শক্ত দন্তরাজিকে ভক্ষণ করে ফেলেছে, যে তদবীরের দশ বছর পর্যন্ত তাঁর কোন আবশ্যকতা ছিল না, সে এমন সময় সেই তদবীর করেছে যখন তার মাত্র মৃত্যুর একমাস অবশিষ্ট ছিল, তার আশা পরিপূর্ণ না হতে মৃত্যু এমন সময়ে তার নিকট উপস্থিত হয়েছিল যে, তা' সে ভাবতেও পারেনি। তখন তার নিকট মালাকুল মাওত বা যমদূত এসে আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব কথা চিন্তা করলে মনে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সেও তাদেরই ন্যায় এবং তার গাফলতীও তাদেরই গাফলতীর ন্যায় এবং অতি শীঘ্রই তার দশাও তো তাদেরই দশার ন্যায় হবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, যখন মৃত লোকের কথা বলা হয় তা' শুনে তুমি নিজেকে তাদের অন্যতম বলে মনে করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের অবস্থা দেখে নিজের জন্য উপদেশ গ্রহণ করতে পারে সে-ই প্রকৃত ভাগ্যবান। হযরত ওমর ইবনে

www.pathagar.com

আব্দুল আযীয বলেছেন, তোমরা কি দেখছ না যে, তোমরা প্রত্যেক দিন প্রাতে বা সন্ধ্যায় কোন মুসাফিরকে আল্লাহ্‌র নিকট যাওয়ার সময় প্রস্তুত করে দিচ্ছ এবং তাকে মাটির মধ্যে গর্ত খনন করে রাখছ, অথচ সে তার বন্ধু-বান্ধবকে ছেড়ে যাচ্ছে এবং বিষয়-সম্পদ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। কবরে প্রবেশ করে এরূপ চিন্তার সাথে সংযুক্ত থাকা এবং রুগ্ন লোককে দেখতে যাওয়ায় মনে মৃত্যুর চিন্তা জাগরূক হয় এবং তা প্রবল হয়। পরিশেষে তা-ই তার লক্ষ্যস্থল হয়। এ সময়ে সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় এবং এই প্রবঞ্চনাময় সংসার থেকে তার মন উঠে যায়। এসব না করে শুধু বাহ্যিক যিকির দ্বারা এবং রসনাকে সিক্ত করে অতি অল্পই উপকার পাওয়া যায়। যদি পার্থিব কোন বস্তু মনকে মুগ্ধ করে, তখনই তার স্মরণ করা উচিত যে, আমার এই বস্তু ত্যাগ করে যেতে হবে। হযরত ইবনে মুতী (রহঃ) একদা তাঁর বাসগৃহের দিকে লক্ষ্য কর অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলে তিনি রোদন করতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি মৃত্যু না থাকত তবে আমি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আনন্দিত হতে পারতাম। যেখানে আমাকে অবশ্যই যেতে হবে, সেই স্থান যদি সংকীর্ণ না হতো, তাহলে এই প্রশস্ত দুনিয়া দেখে আমার চক্ষু শীতল হতো। এই কথা বলে তিনি অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যু কষ্ট ও তন্ময়তা

জেনে রাখ যে, যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির সামনে মৃত্যুর যন্ত্রণা ব্যতীত অন্য কোন দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি না থাকত তবুও তার দুনিয়ায় সুখ ও স্বাদ-বিস্বাদ হয়ে যেত। তার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হতো এবং তার গাফলতি ও ভুল দূর হয়ে যেত, তার সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত। বিশেষতঃ প্রত্যেক মুহূর্তেই তার চিন্তা থাকত। কোন বুযুর্গ বলেছেন, অন্যের হাত থেকে দুঃখ কখন আসবে তা' তুমি জান না। বিজ্ঞ লোকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! মৃত্যু কখন তোমাকে আক্রমণ করবে তা' তুমি জান না। মৃত্যু তোমাকে হঠাৎ আক্রমণ করার পূর্বে তার জন্য প্রস্তুত হও। এটাই বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, যদি মানুষ অত্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দ্যে থাকে, আনন্দে কাটায়, উত্তম সঙ্গসুখে সময় অতিবাহিত করে ঠিক এমনি অবস্থায় একজন সিপাহী এসে তাকে হঠাৎ পর পর কয়েকবার বেত্রাঘাত করলে তার সমস্ত সুখ ও আনন্দ চলে যায় এবং তার জীবনের সমস্ত স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। সে আহার নিদ্রায় মনোযোগ দিতে পারে না। তদ্রূপ প্রত্যেক মুহূর্তেই যমদূত প্রাণ বের করে নেয়ার কষ্ট নিয়ে তার নিকট হাজির হয়ে যেতে পারে অথচ তার প্রতি অত্যন্ত অমনস্কতা। এটা অজ্ঞতা ও ভ্রম ব্যতীত আর কি হতে পারে?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, যে ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছে সে ব্যতীত আর কেউ-ই দৈহিক গ্রন্থি ছিঁড়ে যাবার ক্লেশ বুঝবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেনি সে শুধু অনুমান দ্বারা তা' বুঝতে পারে। অথবা কোন মানুষের জীবনাবসানকালে সে যে কষ্ট ভোগ করে সে তা' দেখে তার মৃত্যুকষ্টের কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। যে অঙ্গে কোন প্রাণ থাকে না সে অঙ্গ কোন যন্ত্রণা বোধ করে না। যখন ঐ অঙ্গের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব হয় তখন সে যন্ত্রণা অনুভব করে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রাণই যন্ত্রণা অনুভব করে। যখন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা অগ্নি দ্বারা

www.pathagar.com

দগ্ধিভূত হয় তার প্রভাব প্রাণের উপর পৌঁছে। যে পরিমাণ কষ্ট প্রাণের উপর পৌঁছে প্রাণ সেই পরিমাণ কষ্ট প্রাপ্ত হয়। তা' মাংসে, রক্তে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় বলে প্রাণের যন্ত্রণা কিছু কম হয়। যদি এই যন্ত্রণা এমন হয় যে, শুধু প্রাণই তা' ভোগ করে, অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা' ভোগ করে না তখন সেই যন্ত্রণা অধিকতর ভীষন ও কঠোর হয়।

জীবন গ্রন্থি ছিঁড়ে যাবার অর্থ মৃত্যু যন্ত্রণা, যা শুধু প্রাণের উপর উপস্থিত হয়। সেই প্রাণ চিঁড়ে বের করতে গেলে তার প্রভাব দেহের সর্বত্র প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদ্রূপভাবে অবশ হয়ে পড়ে। যদি দেহের কোন অঙ্গে একটি কাঁটা বিঁধে তার যন্ত্রণা প্রাণের একটি অংশে প্রবাহিত হয়ে যায়। যে স্থানে কাঁটা বিঁধে ঐ যন্ত্রণা সেই স্থানে অনুভূত হয়। অগ্নি দ্বারা শরীরের কোন অংশ দগ্নিভূত হলে তার প্রভাব অধিক হয়। কেননা অগ্নির অংশ শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। দগ্ধিভূত অঙ্গের এমন কোন প্রকাশ্য ও গুপ্ত অংশ বাকি থাকে না যার মধ্যে অগ্নির প্রভাব পতিত হয় না। শরীরের সব মাংসের অংশে অংশে এই প্রাণের অংশ ব্যাপৃত; সুতরাং তা' এই যন্ত্রণা অনুভব করে।

যে স্থানে তরবারী আঘাত করেছে সেই স্থানই শুধু যন্ত্রণা ভোগ করে। তজ্জন্য তরবারীর আঘাতের যন্ত্রণা অগ্নির দাহিকার যন্ত্রণা থেকে অনেক কম। জীবনগ্রন্থি বা প্রাণ ছিঁড়বারকালে যে কষ্ট হয় তার প্রভাব প্রাণের উপর পড়ে এবং তার সমস্ত অংশে ছড়িয়ে যায়। প্রত্যেক গ্রন্থি, প্রত্যেক অঙ্গ এবং প্রত্যেক সংযুক্ত স্থান থেকে প্রাণকে টেনে বের করা হবে। এমনকি প্রত্যেক লোমকূপের মূল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত প্রত্যেক স্থান থেকে তাকে টেনে ছিঁড়ে বের করা হয়। সুতরাং মৃত্যুর কষ্ট ও যন্ত্রণার বিষয় জিজ্ঞেস করো না। বিজ্ঞ বুযুর্গগণ বলেছেন যে, মৃত্যুর কষ্ট তরবারী দ্বারা খন্ডবিখণ্ড হবার কষ্টের চেয়ে বা করাত দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড হবার কষ্টের চেয়ে বা কাঁচি দ্বারা টুকরা টুকরা হবার কষ্টের চেয়ে অধিক তীব্র এবং অত্যাধিক যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর। অসি দ্বারা দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করলে দেহ কষ্ট পায়। কেননা দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক আছে। যখন আসল বস্তুটি ছিঁড়ে লওয়া হয় এবং প্রহৃত ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার হৃদয়ের ও রসনার শক্তি স্থায়ী হয়ে থাকার জন্য চিৎকার করে, তখন তার অবস্থা কিরূপ হয় তা' সহজেই অনুমেয়। মুমূর্ষূ ব্যক্তির স্বর কর্তিত হয়ে যায় এবং তার অসীম যন্ত্রণার সাথে তার চিৎকারও কর্তিত হয়ে যায়। কেননা তার মধ্যে কষ্টের চরম সীমা পৌঁছে যায় এবং প্রাণে ও তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা' পৌঁছে যায়। তার সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হয়। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতি দুর্বল ও অবশ হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। তার জন্য আর কোন শক্তি রাখা হয় না। শুধু সাহায্য প্রার্থনা করার কিছু শক্তি বাকি রাখা হয়। তার যন্ত্রণা তার বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলে। তার রসনা মূক হয়ে যায় এবং তার সর্বাঙ্গ নিঃসাড় হয়ে আসে। সে তখন আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি সে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারত চিৎকার করতে পারত বা সাহায্য করতে পারত, তাহলে উত্তম হতো। কিন্তু সে কোন কিছুতেই সমর্থ হয় না। যদি তার মধ্যে কিছু শক্তিও থেকে যেত তবে তার প্রাণগ্রন্থি ছিঁড়বার সময় তার গণ্ডদেশ এবং বক্ষদেশ থেকে এমন চিৎকার ও গড়গড়ার শব্দ শোনা যেত যে, তা' বর্ণনাতীত।

এ সময় তার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সে মনে করে যে, যদি তার উপর মৃত্তিকা ছড়িয়ে দেয়া যেত তা' হলে উত্তম হতো। কেননা মৃত্তিকার দ্বারাই তার সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে তার জীবন বের করা হয়। সুতরাং তার যন্ত্রণা তার মধ্যে ও বাইরে থাকে। তখন তার চক্ষুর পাতা উপর দিকে উঠে যায়। তার অধর যুগল শুষ্ক হয়ে যায়। রসনা মূল থেকে অবশ হয়ে যায়, অধর দুটি উপরের দিকে চলে যায়। অঙ্গুলিগুলো সবুজ বর্ণ হয়ে যায়। শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে প্রাণটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। যদি তা' একটি গ্রন্থি হতো, তার যন্ত্রণা তত ভীষণ হতো না। যখন প্রাণ টানা হয় একটি থেকে তা' টানা হয় না, সমস্ত গ্রন্থি থেকে তা' টানা হয়। তারপর আস্তে আস্তে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মৃত্যু হয়। প্রথমে তার পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল হয়ে যায়। তারপর তার উরুদ্বয়। তারপর তার কোমর। প্রত্যেক অঙ্গে তন্ময়তার পর তন্ময়তা এবং কষ্টের পর কষ্ট হয়। এভাবে যখন সর্বশেষ অস্থির নিকট পৌঁছে, এসময় তার দৃষ্টি দুনিয়া ও তার পরিবারবর্গ থেকে চলে যায়। তাওবাহ্‌র দরজা তার নিকট থেকে বন্ধ হয়ে যায় এবং অনুতাপ ও বিক্ষোভ তাকে আক্রমণ করে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে পর্যন্ত গড়গড়া না হয় সে পর্যন্ত মানুষের তাওবাহ কবুল হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ওয়ালাইসাতিত্তাওবাতু লিল্লাযীনা ইয়া'মালুনাস সাইয়্যিয়াতি হাত্তা ইযা হাজারা আহাদা হুমুল্ মাওতু ক্বালা ইন্নী তুবতুল আন" অর্থাৎ তাওবাহ ঐ ব্যক্তিদের জন্য নয়, যারা পাপকার্য সদা-সর্বদা করার পর যখন তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু এসে পড়ে তখন সে বলে, আমি এখন তাওবাহ করলাম। মুজাহিদ (রহঃ) এই আয়াতের অর্থে বলেছেন যে, যখন সে মৃত্যুদূত দেখতে পায়, তখন সে মৃত্যুদূতের মুখের প্রশস্ততা দেখে। সুতরাং মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা ও ভয়াবহতার কষ্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো না। এজন্য হুযুরে পাক (সাঃ) বলতেন, হে মাবুদ! মুহাম্মদের মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ কর। মানুষ

www.pathagar.com

তা' থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে না এবং তাদের অজ্ঞতার দরুন তাকে তেমন বড় কিছু মনে করে না। কোন ঘটনা ঘটবার পূর্বে নবুয়ত এবং বেলায়েতের নূরের মাধ্যমে তা' জানতে বা ধরতে পারা যায় অর্থাৎ আল্লাহর অলীগণ অলৌকিক জ্ঞানের প্রভাবে তা' উপলব্ধি করে। এজন্যই নবীগণ এবং অলীগনের মৃত্যুভয় অত্যন্ত অধিক ছিল। এমন কি হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, হে আমার শিষ্যগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমার উপর মৃত্যু যন্ত্রণা হালকা করেন। মৃত্যুযন্ত্রণা কিরূপ তা' বুঝতে পেরেই আমি ঐ ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে আছি।

বর্ণিত আছে যে, ইস্রাঈল বংশীয় একদল লোক এক কবরস্থানে পার্শ্ব দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তারা তখন পরস্পর বলাবলি করতেছিল, যদি আমরা আল্লাহর দরবারে এই কবরস্থান থেকে একটি লোক উঠে আসবার জন্য প্রার্থনা করি, আর সে উঠে আসে এবং আমরা তার নিকট কবরের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তা' জানতে পারি, তবে বড়ই উত্তম হয়। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে তারা একমত হয়ে সবে মিলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করল। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে গেল। কবরস্থানের একটি কবর থেকে সহসা একজন লোক উঠে পড়ে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে জিসদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, হে লোকগণ! তোমরা আমার নিকট থেকে কি জানতে চাও? আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি কিন্তু এখনও আমি সেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি, তা' উপশম হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, মৃত্যুযন্ত্রণা কারও জন্য কিছু হ্রাস হতে পারে বলে আমি মনে করি না। কেননা হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর মৃত্যুকালে বলতেছিলেন, হে মাবুদ! গ্রন্থি, অস্থিখণ্ড এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগের মধ্যে থেকেও তুমি জীবনী শক্তি টেনে বের করছ? হে মাবুদ! তুমি আমার প্রাণবিয়োগের কষ্ট সহজ কর। হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর মৃত্যুকালে বলেছিলেন, ক্রমাগত তিনশো অসির আঘাতের যন্ত্রণা যেন অনুভূত হচ্ছে। একদা হুযুরে পাক (সাঃ)-কে মৃত্যু যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, যে মৃত্যু সর্বাপেক্ষা সহজ তা' গোক্ষুর কাঁটার ন্যায় তিন কাঁটা লৌহ শলাকা চক্ষুর মধ্যে গভীরভাবে ফুটিয়ে টানাটানি করার কষ্টের সমান।

একদা হুযুরে পাক (সাঃ) এক মুমূর্ষু রোগীর নিকট গিয়ে বললেন, সে কি কষ্ট পেতেছে তা' আমি জানি। তার এমন কোন গ্রন্থি নেই যা' মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছে না। হযরত আলী (রাঃ) জিহাদের যোগদান করতে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, যদি তোমরা জিহাদে যোগদান না কর, তবে তোমরা

www.pathagar.com

প্রাণত্যাগ কর। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, শয্যার উপরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা এক হাজার তরবারীর আঘাতজনিত মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা আমার পক্ষে অধিক সহজ। হযরত আওযায়ী (রহঃ) বলেছেন, আমরা শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে না উঠানো পর্যন্ত তার মৃত্যু যন্ত্রণা দূর হবে না। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রহঃ) বলেছেন, মৃত্যু মুমিনের উপর ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কঠিন বিপদ। তা' করাতের দ্বারা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা বা কাঁচি দ্বারা টুকরা টুকরা হওয়া অপেক্ষা বা উত্তপ্ত কড়াইতে ভাজা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। যদি মৃতব্যক্তি পুনরায় উত্থিত হয়ে মৃত্যুর ব্যাপার দুনিয়াবাসীকে জানাতে পারত, তবে দুনিয়াবাসীরা বেঁচে থাকায় কোন উপকার পেত না এবং তারা তাদের ঘুম-নিদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, কোন মুমিন ব্যক্তি তার কার্যের কল্যাণে যে ফায়দাহ হাছিল করতে পারেনি এবং তার যা' বাকি রয়েছে আল্লাহ তায়ালা তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণা কঠিন করে তদ্রূপভাবে তাকে বেহেশতে টেনে নিবেন। পক্ষান্তরে কোন কাফির ব্যক্তি যদি কোন সৎ-কার্য করে থাকে এবং পুরস্কার সে না পেয়ে থাকে, আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকালে তার প্রতি মৃত্যু যন্ত্রণা লঘু করে দেন এবং এর দ্বারা তার সৎকার্যের প্রতিফল দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায় এবং পরকালে তাকে দোযখে টেনে নেয়া হয়।

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অনেক মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা মৃত্যুকে কিরূপ দেখেছ? যখন তিনি নিজে পীড়িত হলেন এবং তার প্রাণ হরণ কার্য শুরু হয়ে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি মৃত্যুকে কিরূপ দেখছেন? তিনি বললেন, আসমান যেন দুনিয়ার পৃষ্ঠে পতিত হল এবং আমার প্রাণ যেন একটি সূঁচের ছিদ্র-পথে টেনে বের করা হচ্ছে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, হঠাৎ মৃত্যু মুমিনের পক্ষে আরামদায়ক এবং মহাপাপীর পক্ষে পরিতাপের বিষয়। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন : যদি মৃতব্যক্তির একটি কেশ দুনিয়া ও আসমানবাসীর উপর স্থাপন করা হতো তবে তারা আল্লাহর আদেশে সবাই-ই প্রাণ ত্যাগ করত। কেননা প্রত্যেক কেশের মৃত্যু আছে এবং মৃত্যু কোন কিছুর উপর পতিত হলে তারও মৃত্যু হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, যদি মৃত্যু যন্ত্রণার একবিন্দু পরিমাণ যন্ত্রণাও দুনিয়ার পর্বতের উপর স্থাপন করা যেত, তবে তা' সাথে সাথে বিগলিত হয়ে যেত। এরূপ বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটনা শুরু হয়ে গেল, তখন তাকে লক্ষ্য করে

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আমার বন্ধু ইব্রাহীম! মৃত্যুকে তুমি কিরূপ মনে করছ? তিনি বললেন, আর্দ্রচর্ম ও পশমের মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা বার বার টানার ন্যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমার উপর মৃত্যুকে সহজ করেছি। বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর আত্মা আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করলেন হে মূসা! তুমি মৃত্যুযাতনা কেমন অনুভব করলে? হযরত মূসা (আঃ) জবাবে বললেন, আমি আমার প্রাণটিকে ক্ষুদ্র একটি চড়ুই পাখির ন্যায় দেখতে পেলাম। জীবিত পাখিকে তপ্ত কড়াইয়ে ভাজতে শুরু করলে তা' উড়ে পালাতে পারে না বা মরেও যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায় না। ঐ পাখির তখন যেরূপ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, মৃত্যু যন্ত্রণাও তদ্রূপ, তা' বুঝতে পেরেছি। হযরত মূসা (আঃ) থেকে আর একটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, তিনি বলেছিলেন, আমি আমাকে একটি জীবিত বকরীর ন্যায় দেখতে পেলাম, যার চর্ম কসাই টেনে খুলে নিচ্ছে।

বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর জান কবজের সময় তাঁর নিকট পানির পাত্র ছিল। তিনি তাঁর হস্ত পানির মধ্যে ডুবিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন, হে মাবুদ! তুমি আমার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ কর। তাঁর প্রাণের পুত্তলী হযরত ফাতেমা তাঁর নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, হে পিতঃ! আপনার উপর কি ভীষণ যন্ত্রণা! তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, মা ফাতেমা! আজকার এ দিনের পর তোমার পিতার উপর আর কোন দিনই এ যাতনা আসবে না।

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কা'ব আহবার (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে কা'ব! মৃত্যু সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! মৃত্যু অসংখ্য কন্টকপূর্ণ শলাকার ন্যায়, যা' কোন লোকের উদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয় এবং প্রত্যেকটি কন্টক দেহাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক শিরায় বিদ্ধ হয়ে যায়, তারপর এক ব্যক্তি তার শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে তা' টেনে বের করে আনে কন্টকগুলোর সাথে যা চলে আসে তা' সে গ্রহণ করে এবং যা আসে না তা' সে ত্যাগ করে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মানুষ মৃত্যুযাতনা ও মৃত্যুর তন্ময়তা ভোগ করতে থাকলে তার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গকে বলে, তোমার প্রতি সালাম, আমি তোমার নিকট থেকে এবং তুমি আমার নিকট থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথক হয়ে যাচ্ছ। এটাই আল্লাহর বন্ধুদের ও প্রিয়জনদের উপর মৃত্যু যাতনা। তোমরা ভেবে দেখ, তাঁদের উপর এরূপ অবস্থা হলে আমাদের ন্যায় হতভাগ্যদের অবস্থা কিরূপ হতে পারে?

www.pathagar.com

মৃত্যুযাতনা ব্যতীত মৃত্যুকালীন বিভীষিকাত্রয় : প্রথম বিভীষিকা হল, প্রাণত্যাগের সময় ভীষণ যন্ত্রণা। তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় বিভীষিকা হল, মালাকুল মওত বা মৃত্যুদূতের মূর্তি দর্শন এবং মনের মধ্যে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হওয়ায়। পাপী ব্যক্তির প্রাণ টেনে বের করার সময় যদি মৃত্যুদূতের মূর্তি দেখা যায়, তবে পরম সাহসী ও অত্যধিক বলবান ব্যক্তিও সে রূপ দেখে তার তীব্র প্রবাহ সহ্য করতে পারবে না। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃত্যুর ফিরেশতাকে বলেছিলেন, ওহে! তুমি পাপীর প্রাণ হরণকালে যে মূর্তি ধারণ কর, তা' কি আমাকে একবার দেখাতে পার? মৃত্যুদূত বললেন, আপনি তা' দেখে প্রকৃতিস্থ থাকতে পারবেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই পারব। মৃত্যুদূত বললেন, তবে আপনি আমার সম্মুখ থেকে ক্ষণিকের জন্য মুখ ফিরিয়ে নিন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এক পলকের জন্য তার দিক থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। পর মুহূর্তে তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন যে, মৃত্যুদূতের দেহ ভীষণ কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট, মস্তক রুক্ষকেশ বিশিষ্ট, ভীষণ দুর্গন্ধময় কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত, তার মুখ গহ্বর ও নাসিকা রুন্ধ্র থেকে অগ্নিশিখা উত্থিত হচ্ছে ও ঝলকে ঝলকে তা' বের হয়ে আসছে। তার এ ভীষণ ও বিকট মূর্তি দর্শন করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলে মৃত্যুদূত তার স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাথমিক মূর্তি ধারণ করে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তো প্রথমেই আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনি আমার প্রকৃত মূর্তি দেখে সহ্য করতে পারবেন না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাকে বললেন, হে মৃত্যুদূত! যদি পাপী লোকগণ মৃত্যুর সময় শুধু তোমার এ মূর্তি দেখে, তাদের অন্য কোনরূপ ক্লেশ ও যন্ত্রণা না হয় বা তারা অন্য কোন কিছুই না দেখে তবু তাদের যে অবস্থা হয়, চরম শাস্তির জন্য তা-ই যথেষ্ট।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) অত্যন্ত ভীত ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে যেতেন, তখন গৃহের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিতেন। একদা এভাবে তিনি গৃহের সব দুয়ার বন্ধ করে বাইরে চলে গেলেন। তারপর তার স্ত্রী দেখলেন যে, এক ব্যক্তি গৃহের মধ্যে রয়ে গেছে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গৃহের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করলে? যদি আমার স্বামী গৃহে এসে তোমাকে দেখতে পান, তবে আমাকে তিনি ভীষণ শাস্তি দেবেন। ইতোমধ্যে হযরত দাউদ (আঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন এবং গৃহমধ্যে ঐ ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি ঐ জন, যাকে রাজ-রাজন্য ও বাদশাহগণ ভয় করে থাকে; এবং কোন ব্যক্তিই তাকে বাধা দিতে পারে না। তখন হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুদূত। এই কথা বলেই তিনি নিজেকে একটি কম্বলাবৃত করে শুয়ে পড়লেন।

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ঈসা (আঃ) একটি কঙ্কালের নিকট দিয়ে যেতেছিলেন। তিনি তাকে স্বীয় পদ দ্বারা আঘাত করে বললেন, আল্লাহর আদেশে তুমি আমার সাথে কথা বল। তখন কঙ্কাল বলে উঠল, হে রূহুল্লাহ! আমি অমুক অমুক স্থানের বাদশাহ ছিলাম। এক সময় আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হতাম, আমার মস্তকে রত্নমুকুট শোভা পেত, আমার চতুষ্পার্শ্বে ছিল অগণিত সৈন্যসামন্ত, আমার রাজ দরবার ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদা যমদূত এসে আমার সম্মুখে হাজির হল। তার ভীষণ মূর্তি দেখেই আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। সে আমার প্রাণ হরণ করে চলে গেল।

পাপীদের এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, কিন্তু ধার্মিকগণ এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। নবী-রাসূলগণ মৃত্যু যন্ত্রণার বিষয় বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যমদূতকে দেখে যে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হয় তা' তারা কেউই বর্ণনা করেননি। মূলতঃ যমদূতকে আল্লাহ তায়ালা যে বিকট চেহারা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তার সেই জন্মগত মূর্তি যদি কোন লোক স্বপ্নযোগেও অবলোকন করে তাহলে তার অবশিষ্ট জীবনে আর কোন সুখ ও স্বাদ থাকবে না। ধার্মিক লোকগণ তাদের মৃত্যু সময়ে যমদূতকে ধর্ম ও নেক আমলের স্তর ভেদে সুন্দর মূর্তিতে দেখতে পায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর একটি ইবাদাতখানা ছিল। যখন তিনি তাঁর ইবাদাতখানা থেকে বের হয়ে যেতেন তিনি ঐ গৃহের সমস্ত দরজা বন্ধ করে যেতেন। একদিন তিনি বাইরে থেকে ইবাদতখানায় ফিরে এসে দেখলেন যে, একদিকে এক ব্যক্তি তার মধ্যে বসে আছে। তিনি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, বল, কে তোমাকে আমার এ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে? এ ঘরের মালিক আমি। ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি মালিক নও। যিনি তোমার ও আমার সবার মালিক তিনিই এ ঘরের মালিক। উক্ত মালিকই আমাকে এ গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। তার কথা শুনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তবে নিশ্চয়ই তুমি কোন ফিরেশতা হবে? সে বলল, হ্যাঁ আমি মালাকুল মওত অর্থাৎ মৃত্যুদূত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাকে বললেন, তবে তুমি কি

www.pathagar.com

আমাকে তোমার সেই মূর্তি দেখাবে যা' দেখিয়ে তুমি মু'মিন লোকদের প্রাণ হরণ কর? মৃত্যুদূত বলল, হাঁ দেখাচ্ছি, তবে একটু সময়ের জন্য তুমি আমার দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নাও। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এক মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য তিনি দেখতে পেলেন যে, একজন অত্যন্ত সুশ্রী সৌম্য দর্শন যুবক তার সামনে দণ্ডায়মান। তার পরিধানে পরিচ্ছন্ন শুভ্র বস্ত্র এবং তার অবয়ব সুঘ্রাণে পরিপূর্ণ। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাকে বললেন, হে যমদূত! যদি মু'মিন ব্যক্তি তোমার মূর্তি ব্যতীত অন্য কিছু না দেখে, তবে তা-ই তার পুরস্কারের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ঐ সময় প্রত্যেকেই অন্য দু'জন ফিরেশতা দেখতে পায়, যারা তাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করে।

হযরত ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি যে, এমন কোন মুমূর্ষু ব্যক্তি নেই, যার সামনে দু'জন ফিরেশতা তার কার্য তাকে না দেখায়। যদি লোকটি ধার্মিক হয়, তবে তাঁকে তারা বলে, আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে নেকীর পুরস্কার দিন। বহু ধর্মীয় মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছিলে এবং বহু নেক কাজে আমাদেরকে উপস্থিত করিয়েছিলে। আর যদি লোকটি পাপী হয়, তখন তারা তাকে বলে, আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে যেন কোন মঙ্গল দান না করেন। তুমি বহু মন্দ মসলিসে আমাদেরকে বসিয়েছিলে, বহু মন্দ কার্যে আমাদেরকে উপস্থিত করিয়েছিলে এবং বহু মন্দ কথা শুনিয়েছিলে। আল্লাহ্ তায়ালা যেন তোমাকে উপস্থিত কোন মঙ্গলজনক পুরস্কার না দেন। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি তাদের মুখে এইরূপ কথা শুনে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়।

তৃতীয় বিভীষিকা হল, মৃত্যুকালে পাপীগণ দোযখের অভ্যন্তরে তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান দেখতে পায় এবং তখন তাদের অত্যন্ত ভয় হয়, কেননা তখন তারা এমনিতেই মৃত্যুযাতনা ও মৃত্যুর তন্ময়তার মধ্যে থাকে, দেহ অবশ হয়ে আসে, তাদের প্রাণ দেহ খাঁচা থেকে বের হয়ে যেতে থাকে। তবে তাদের মৃত্যু হয় না, যে পর্যন্ত মৃত্যুর ফিরেশতার দুটি সংবাদের মধ্যে একটি সংবাদের ঘোষণা না পায়। হয়ত সে বলে, হে আল্লাহর শত্রু! দোযখে চলে যাও, অথবা বলে, হে আল্লাহর বন্ধু! বেহেশতে চলে যাও। এখানেই বুদ্ধিমানদের জন্য ভয় রয়েছে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই দুনিয়া থেকে বের হবে না, যে পর্যন্ত না সে তার গন্তব্য স্থান জানতে পারে এবং যে পর্যন্ত না সে দোযখে বা বেহেশতে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থান দেখতে পারে।

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করতে ভালোবাসেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কামনা করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাত কামনা করেন না। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমরা মৃত্যুকে চাই না (কেননা মৃত্যু যে বড় কঠিন ব্যাপার) হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, না, ব্যাপার তা' নয়, বরং মুমিন ব্যক্তির উপর যা আসে, তাকে অতি সহজ করে দেয়া হয়। কেননা সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ভালোবাসে এবং আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত ভালোবাসেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত হোযায়ফাহ (রাঃ) শেষ রাত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ)-এর শয্যায় গমন করে তাঁকে ডেকে বললেন, ওঠ এবং এখন কোন সময় তা' দেখ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) উঠে বসে বললেন, আমি প্রত্যুষে দোযখে যাওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। একদা মারওয়ান রোগাক্রান্ত হযরত হোযায়ফাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে মাবুদ! তাঁর উপর মৃত্যু সহজ কর। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) রোদন করতে করতে বললেন, আল্লাহর কসম! দুনিয়া ত্যাগের জন্য দুঃখিত বলে আমি রোদন করি না বা তোমারেকে ছেড়ে যাই বলে রোদন করি না; বরং আমার প্রভু থেকে দুটি সংবাদের দিকে লক্ষ্য করছি, তা' হল, দোযখ বা বেহশত।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি বলেন, হে মৃত্যুর ফিরেশতা! অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার আত্মাকে আমার নিকট নিয়ে এস, যেন আমি সুঘ্রাণ গ্রহন করতে পারি। তার সৎকার্য আমার নিকট যথেষ্ট। তাকে আমি পরীক্ষা করেছি এবং যা ভালোবাসি, তাকে আমি তথায় দেখেছি। তখন মৃত্যুর ফিরেশতা পাঁচশো ফিরেশতা সাথে নিয়ে সেই ব্যক্তির নিকট চলে আসে এবং তার হাতে দুটি বেহেশতের সৃষ্টি যষ্টি এবং জাফরানের সুগন্ধি থাকে। মৃত্যুর ফিরেশতা তাকে তখন নতুন সুসংবাদ দেয় এবং তার আত্মা গ্রহণ করার জন্য উল্লিখিত ফিরেশতাগণ দু'সারিতে দণ্ডায়মান হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য থাকে। যখন শয়তান তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে তার হস্ত মাথায় স্থাপন করে চিৎকার করে উঠে। তাতে তার উপস্থিত সৈন্যদল তাকে বলে, হে আমাদের মালিক! তুমি চিৎকার দিলে কেন, তোমার কি হয়েছে? শয়তান বলে, তোমরা কি দেখছ না যে, এই আদম সন্তানকে কি সম্মান দেয়া হয়েছে? তোমরা এই ব্যক্তি থেকে কোথায় ছিলে? শয়তানের সৈন্যগণ বলে, আমরা এর ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেছি,

www.pathagar.com

সে নিষ্পাপ ছিল। কিন্তু কোন প্রকারেই তাকে আমাদের পথে আনতে পারিনি। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ব্যতীত মুমিন ব্যক্তির আর কোন সুখ নেই। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে যার সুখ, মৃত্যুর দিনই তার সুখের দিন, আনন্দের দিন, নিরাপত্তার দিন এবং সম্মানের দিন।

হযরত জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর সময়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার কি কোন আকাঙ্ক্ষা আছে? তিনি বললেন, আমি হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-কে একবার দেখতে চাই। যখন হযরত হাসান বছরী (রহঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তাঁকে বলা হল, এই যে, হযরত হাসান বছরী (রহঃ) এসেছেন। তখন হযরত জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ভ্রাত! আমার শেষ মুহূর্ত আসন্ন। আল্লাহর কসম, আমি এখনই তোমাদেরকে ছেড়ে হয় বেহেশতে না হয় দোযখের দিকে, না হয় আল্লাহর ক্ষমার দিকে। কোন এক বুযুর্গ মৃত্যু যাতনার মাঝে সর্বদা থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। পুরস্কার বা শাস্তির জন্য তাঁর পুনরুত্থান করা হবে এর ইচ্ছা তিনি করেননি। অন্তিম সময়ের মন্দের ভয় আরিফীনদের হৃদয় কর্তন করে ফেলে এবং তাঁরা মৃত্যুর সময়ে বড়ই ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে থাকেন।

মৃত্যু সময়ের কর্তব্য

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, মৃত্যুর সময়ে মৃত্যুপথযাত্রীর যে উত্তম অবস্থা হওয়া আবশ্যক, তার চিহ্ন এই : চেহারা প্রশান্ত এবং সৌম হওয়া, রসনায় কালেমায় তাইয়্যেবা জারী থাকা এবং অন্তরে উত্তম ধারণা পোষণ করা। প্রশান্ত চেহারা সম্বন্ধে হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তিনটি অবস্থায় মৃত ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য কর; যথাঃ যখন তার ললাট থেকে ঘর্ম নির্গত হয়। যখন তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, তখন তার ওষ্ঠাধর বিশুষ্ক হয়, আল্লাহর রহমতের চিহ্ন তার উপর অবতীর্ণ হয়। তখন কালেমা শাহাদত উচ্চারণ করা উত্তম চিহ্ন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মুমূর্ষু লোকদেরকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' শিখিয়ে দাও (যা হোযায়ফার বর্ণনায় আছে) কেননা তা' পূর্ববর্তী পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় জানে যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হযরত

www.pathagar.com

ওসমান (রাঃ) বলেছেন, যখন কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তাকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' শিখিয়ে দাও, কেননা যে লোক মৃত্যুর সময় তা' উচ্চারণ করে প্রাণত্যাগ করে সে বেহেশতে যাবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু লোকদের সামনে যাও এবং তাদেরকে আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দাও। কেননা তোমরা যা দেখ না তারা তা' দেখে এবং তাদেরকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' শিখিয়ে দাও। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মৃত্যুর ফিরেশতা এক মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তার হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করে তথায় সে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর সে তার রসনাকে ছিন্ন করে তার এক পার্শ্বে দেখল যে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু কালামটি উচ্চারিত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা এই কালামের ইখলাছের দরুন তাকে ক্ষমা করে দিলেন। যে এই কালেমা মুমূর্ষু লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। এর মধ্যে তার কোন কিছু অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়। অতি শান্তভাবে শুধু এই কালেমাটি-ই বলা উচিত। কেননা অনেক সময় রোগীর পক্ষে কোন কিছু শিক্ষা করা কষ্টকর হয়। এই কালেমা উচ্চারণের উদ্দেশ্য এই যে, সেই সঙ্কট সময়ে আল্লাহ ভিন্ন তার মনে যেন অন্য কোন চিন্তা না থাকে। যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার অন্য কোন মাকছুদ না থাকে, মৃত্যু দ্বারা তার নিকট অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অতীব আনন্দের বিষয় হয়। যদি তার হৃদয় সংসার আসক্তিতে নিমগ্ন থাকে, তবে সুখ-সম্পদে নিমজ্জিত থাকে এবং কালেমা শাহাদাতও তার রসনার অগ্রভাগে থাকে। তবে সে তার প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করে না, তখন ব্যাপার কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তা' কবুল করতে পারেন। ইচ্ছা করলে না করতে পারেন। আল্লাহ্ সম্পর্কে উত্তম ধারণা এ সময়ে একান্ত আবশ্যক। আমরা তা' আশা-আকাঙ্ক্ষার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহর সম্বন্ধে উত্তম ধারণা করা

আল্লাহর সম্বন্ধে উত্তম ধারণার বিষয়ে বহু হাদীস উক্ত হয়েছে। একদা হযরত ওয়াছেলাহ্ এক রোগীর নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহ্ সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা পোষন করছ, তা' আমাকে বল। তিনি বললেন, আমার পাপের চিন্তা আমাকে নিমজ্জিত করে রেখেছে এবং আমাকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে, তবে আমি আমার প্রভুর করুণা আশা করি। তার কথা শুনে হযরত ওয়াছেলাহ্ তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং গৃহের অন্যান্য লোকগণও

www.pathagar.com

তাকবীর পড়লেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে যে ধারণা করে, তার নিকট আমি আছি। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করে আমার সম্বন্ধে যেন সেই বিষয়ে উত্তম ধারণা হয়। একদা হুযুরে পাক (সাঃ) একজন মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, যুবক তুমি কেমন আছ? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্র করুণার আশা করি এবং আমার পাপের জন্য ভয় করি। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, কোন কোন বান্দার মনে এ দুটি অবস্থা এ সময় বর্তমান থাকলে, সে যা আশা করে, আল্লাহ্ তাকে তা' দিয়ে থাকেন এবং সে যা ভয় করে তা' থেকে নিরাপদ রাখেন। হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেছেন, একজন যুবক অত্যন্ত আমোদপ্রিয় লোক ছিল। তার মাতা তাকে অনেক উপদেশ দিত এবং বলত, হে প্রিয় বৎস! তোমার নিকট যে এক চরম দিন উপস্থিত হবে সেদিনটির কথা স্মরণ কর এবং সেভাবে চল। যখন ঐ যুবকের উপর মৃত্যু নেমে এল, তার মাতা তখন বিষণ্ন বদনে লক্ষ্য করে বলল, হে প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে এই বিপদে পতিত হবার কথা বার বার বলে এসেছি; বহু সতর্ক করেছি, কিন্তু তুমি আমাকে আমল দাওনি। যুবক তার মাতাকে লক্ষ্য করে বলল, হে মাতঃ! তুমি চিন্তা করো না। আমার প্রভু করুণার আধার। আমি নিশ্চয়ই আশা করি যে, তিনি অদ্য আমাকে তার কিছু করুণা প্রদান করবেন। হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র প্রতি ঐ যুবকের এরূপ উত্তম ধারণার জন্য সত্যিই আল্লাহ্ ঐ যুবকের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত জাবের ইবনে ওয়াদ্দারা (রহঃ) বলেছেন, কোন এক যুবকের অত্যাধিক অহংকার ছিল। তার মৃত্যু উপস্থিত হলে, তার মাতা তাকে বলল, হে প্রিয় বৎস! এ সময় তুমি কিছু কথাবার্তা বলে যাও। পুত্রটি বলল, তা' বলছি। তবে তুমি আমার আংটি নিয়ে যেয়ো না। কেননা তার মধ্যে আল্লাহ্র নাম খোদিত আছে। হয়তো তারই বরকতে আল্লাহ্ আমার উপর করুণা বর্ষণ করবেন। মৃত্যুর পর ঐ যুবককে যখন দাফন করা হল, তখন এক বুযুর্গ স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, এ যুবক তাকে বলছে, আপনি আমার মাতাকে এ খবরটি জানিয়ে দেবেন যে, আল্লাহ্র নামে খোদিত আংটি আমার জন্য উপকারে এসেছে। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। একবার জনৈক মরুবাসী ব্যক্তির ভয়ানক অসুখ হল, তার এক বন্ধু তাকে লক্ষ্য করে বলল যে, রোগের লক্ষণে যা বোঝা যাচ্ছে, হয়তো তুমি বেশিদিন আর এ জগতে থাকবে না। বন্ধুর কথা শুনে সে লোকটি

www.pathagar.com

বলল, আমি নিজেও বুঝতে পেরেছি আমার মৃত্যু আসন্ন তবে তুমি বলতো, মৃত্যুর পর আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? বন্ধু বলল, মৃত্যুর পর সবাইকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। লোকটি বলল, সে তো খুবই ভালো কথা, আল্লাহর নিকট যেতে আমার কোন অনিচ্ছা নেই, কেননা আমার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই আমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। হযরত আবু মো'তামার (রহঃ) বলেছেন, আমার পিতা আমাকে তার মৃত্যুকালে বলেছিলেন, হে মো'তামার! আমার সাথে এখন এমন সহজ কথা বল, যেন আমি তদবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পারি ও আল্লাহর সম্বন্ধে আমার উত্তম ধারণা থাকে। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকগণ তখন তার পূর্বকৃত নেক আমলগুলো উল্লেখ করতে লাগল, যেন আল্লাহর সম্বন্ধে তার উত্তম ধারণা বজায় থাকে।

মালাকুল মওত বা মৃত্যুদূতের সাথে সাক্ষাতের সময় আক্ষেপ

হযরত আশআছ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃত্যুর ফিরেশতা আজরাইলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে মালাকুল মওত! যখন কোন লোক পূর্ব দেশে থাকে এবং কোন লোক পশ্চিম দেশে থাকে এবং কোন মহামারী বা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি কোন দেশে দেখা দেয় বা যখন দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়, তখন তুমি কি কর? আজরাইল বলল, আমি তখন আল্লাহর আদেশে তাদের রূহদেরকে ডেকে থাকি এবং তারা আমার এই দু' অঙ্গুলীর মধ্যে অবস্থান করে। বর্ননাকারী বলেন যে যমিন তার সামনে একটি তশতরির ন্যায় এসে হাজির হয়। সে তা' থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করে।

হযরত সোলায়মান (আঃ) মৃত্যুর ফিরেশতাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে মানুষের সুবিচার করতে কেন দেখতে পাচ্ছি না? তুমি একজনের প্রাণ হরণ কর আর একজনকে ছেড়ে দাও। ফিরেশতা বলল, আমি এ বিষয় তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত নই। হযরত ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেছেন, একদা কোন প্রভাবশালী শাসক বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা করে সে তার জন্য কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে আনবার জন্য কাউকে নির্দেশ দিল। অচিরেই তার জন্য যথাযোগ্য পোশাক-পরিচ্ছদ এনে পেশ করা হল। কিন্তু সে পোশাক তার পছন্দ হল না। সে পুনরায় তার জন্য পোশাক আনতে নির্দেশ করল। সাথে সাথে তার নির্দেশ পালন করা হল, কিন্তু এবার তার সে পোশাক পছন্দ হল না। এভাবে কয়েকবার তার জন্য পোশাক আনীত

www.pathagar.com

হলে সর্বশেষ একটি বিচিত্র মূল্যবান পোশাক বেছে নিয়ে সে তা' পরিধান করল। তারপর সে তার বাহন জন্তু হিসেবে এটি উৎকৃষ্ট অশ্ব আনবার হুকুম দিল। তদনুযায়ী বেশ কতকগুলো উত্তম অশ্ব তার সামনে নিয়ে আসা হল। তন্মধ্যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট অশ্ব পছন্দ করে সে তদুপরি আরোহণ করল ঠিক তন্মুহূর্তে ইবলীস উপস্থিত হয়ে তার নাসিকার ছিদ্রে একটি ফুৎকার দিল। সে তখন অহংকারে স্ফীত হয়ে গেল। অতঃপর সে মহা ধুমধামের সাথে বিদেশে ভ্রমণে যাত্রা করল। এভাবে সে যখন রাজধানী থেকে বের হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হল, তখন এক দরিদ্র ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোক তার সম্মুখে এসে তাকে সালাম করল। কিন্তু সে ঘৃণাভরে তার সালামের জবাব দিল না। দরিদ্র লোকটি তখন তার অশ্বের লাগাম ধরে ফেলল। সে তাতে ক্রোধে অধীর হয়ে তাকে বলল, এ তোমার অমার্জনীয় অপরাধ ও মারাত্মক বেআদবী। এই মুহূর্তে অশ্বের লাগাম ছেড়ে দাও। লোকটি বলল, তোমার নিকট আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাদশাহ্ বলল, অপেক্ষা কর, আমি অশ্ব থেকে অবতরণ করে নেই। লোকটি বলল, না তোমার অবতরণ করার প্রয়োজন নেই। একথা বলে সে অশ্বের লাগাম ধরে সজোরে আকর্ষন করতে লাগল, তখন বাদশাহ্ বলল, তোমার যদি কিছু বলার থাকে তা' আমাকে বল। তা' না বলে এরূপ অশালীন ব্যবহার করছ কেন? লোকটি বলল, অবশ্যই তোমার নিকট আমার বলার কথা আছে, তবে তা' একটি অত্যন্ত গুপ্ত কথা। তখন বাদশাহ্ তার কর্ণ লোকটির দিকে এগিয়ে দিলে লোকটি বলল, আমাকে তুমি চিনতে পারনি, আমি যমদূত। একথা শুনামাত্র বাদশাহ্র মুখমণ্ডলের রূপ পরিবর্তিত হল, রসনার সিক্ততা শুষ্ক হয়ে গেল। আড়ষ্ট কণ্ঠে সে বলল, তবে তুমি আমাকে আমার পরিজনবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং প্রয়োজনীয় কাজ-কর্মগুলো সেরে নেওয়ার অবসর দাও। যমদূত বলল, আল্লাহ্র কসম, তা' দিতে পারব না। তুমি তোমার পরিজনবর্গ ও ধন-সম্পদ, মাল-দৌলত কিছুই আর দেখার সুযোগ পাবে না; বরং এই মুহূর্তেই আমাকে তোমার প্রাণ হরণ করতে হবে। একথা বলেই যমদূত বাদশাহ্র দেহ-পিঞ্জর থেকে রূহ বের করে নিয়ে চলে গেল। বাদশাহ্ সাথে সাথে একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূতলে লুটিয়ে পড়ল।

এই ঘটনার পর যমদূত কিছুদূর অগ্রসর হয়ে জনৈক মুমিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করল। সে তাকে সালাম করল এবং মুমিন ব্যক্তিও তার সালামের জবাব দিল। অতঃপর যমদূত মুমিন ব্যক্তিকে বলল, তোমার নিকট একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমি আগমন করেছি। প্রয়োজনটি আমি

www.pathagar.com

তোমার কানে কানে বলব। মুমিন লোকটি বলল, এস, আমার নিকটে এস; তোমার কথা বল। তখন যমদূত নিম্নস্বরে তাকে বলল যে, আমি মালাকুত মওত বা মৃত্যুদূত। তার কথা শুনে মু'মিন ব্যক্তি বলল, আমার পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা। বহুদিন থেকেই আমি অধীর আগ্রহে তোমার অপেক্ষা করছি। আল্লাহর কসম, দুনিয়ায় তোমার সাথে সাক্ষাত করার চেয়ে আমার আর কোন অধিক প্রিয় বস্তু নেই। যমদূত বলল, তোমার প্রয়োজনীয় কোন কাজ বাকি থাকলে তা' সেরে নাও। মু'মিন ব্যক্তি বলল আমার নিকট আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় কাজ আর কিছুই নেই। সুতরাং তুমি যে অবস্থায় আমার প্রাণ হরণ করা উত্তম মনে কর, তাই করে নাও। মৃত্যুদূত বলল, তুমি তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার এবং তজ্জন্য তোমাকে সময় দিতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলল, তাহলে আমি অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাই। নামাযের সিজদাহর মধ্যে তুমি আমার প্রাণ হরণ করো। তারপর সে অযু করে নামাযের মধ্যে যখন সিজদায় চলে গেল মৃত্যুদূত তখন তার রূহ নিয়ে বিদায় হল।

হযরত আবু বকর ইবনে হামদুল্লাহ (রহঃ) কিছু ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, তিনি তাঁর পুত্রগণকে বললেন, আমি যে বিভিন্ন প্রকার ধন-দৌলত ও মাল-সামান সঞ্চয় করেছি, তোমরা আমাকে তা' একবার দেখাও। তখন তাঁর সামনে ধন-দৌলত, স্বর্ন-রৌপ্য, চতুষ্পদ জীব-জন্তু যথাঃ ছাগও মেষ, অশ্ব ও উট এং দাস-দাসী ইত্যাদি মালামাল এনে হাজির করা হল। তিনি তা' দেখে রোদন করতে লাগলেন। মৃত্যুদূত তা' দেখে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এভাবে রোদন করছ কেন? যিনি তোমাকে এই ধন-দৌলত ও মাল-সামান দিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, তোমার দেহ পিঞ্জর থেকে প্রাণ হরণ না করা পর্যন্ত আমি তোমার গৃহ ত্যাড় করব না। তিনি মৃত্যুদূতের কথা শুনে বললেন, তবে তুমি আমাকে এগুলোর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করার জন্য আমাকে একটু সময় দাও। মৃত্যুদূত বলল, তা' হবে না। একটি পলকের সময়ও আমি তোমাকে দিতে পারব না। একথা বলেই সে তার প্রাণ হরণ করে নিল।

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি বহু ধন-সম্পদ উপার্জন করে তা' সঞ্চয় করে রেখেছিল। এমন কোন সম্পদ নেই যা' সে অর্জন করেনি। বিরাট বিরাট বহু সৌধ নির্মাণ করে তার সদর তোরণগুলো সুসজ্জিত করে রেখেছিল। অগণিত দাস-দাসী সর্বদা মোতায়েন থাকত এবং তার হুকুম তামিল করত। লোকটির বহু বেগম ও বাঁদী ছিল। একদা সে তার মূল রাজপ্রাসাদে সমস্ত বেগমকে একত্র করে ও অমাত্যগণকে নিমন্ত্রণ করে এক

www.pathagar.com

প্রীতিভোজের আয়োজন করল। ধুমধামের সাথে ব্যবস্থাপনা চলছিল। একদল লোক ভোজ শেষ করে অন্য দল এসে ভোজক্রিয়ায় বসে যেতে ছিল আর ঐ ধনবান লোকটি মূল্যবান আসনে উপবিষ্ট হয়ে গর্বে ও আনন্দে পার্থিব স্বাদের পরাকাষ্ঠা উপভোগ করতেছিল। আনন্দোৎসব শেষে লোকটি নিজেকে নিজে সম্বোধন করে বলল, তোমার দুনিয়ায় আর কোন রূপ অশান্তি ও দুঃখের বালাই নেই। এভাবেই তুমি পার্থিব আনন্দ ভোগ করতে থাক। মনে মনে তার এই কথা বলামাত্র যমদূত একটি লোকের আকৃতিতে তার নিকট হাজির হয়ে গেল। লোকটির কাঁধে দু'খণ্ড ছিন্নবস্ত্র ঝুলতেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, লোকটি অনাহারক্লিষ্ট অত্যন্ত দরিদ্র লোক। লোকটি প্রাসাদের সদর তোরণে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে দরজার খড়খড়ি দিল যে, তাতে মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। লোকটির এই আচরণে দাস-দাসীগণ প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আগন্তুক লোকটিকে ধমকের সুরে বলে উঠল, বাইরে কে তুমি? কি প্রয়োজন তোমার? সে বলল, তোমাদের মনিবের কাছেই আমার বিশেষ প্রয়োজন। তাকে এখানেই ডেকে নিয়ে এস। তারা বলল, এ মূর্খের ন্যায় কথা বলছ? আমাদের মনিব তোমার মতো এক মুসাফিরের নিকট কথা শুনতে আসবে কেন? আগন্তুক বলল, যদি সে আমার নিকট না আসে তবে তোমরা তার নিকট গিয়ে আমার আগমনের কথা বল। কিন্তু তারা কেউই তাতে রাজি হল না; বরং তার সাথে অসদাচরণ প্রদর্শন করল। আগন্তুক যখন বুঝতে পারল যে, এরা কেউই তার আগমনের কথা এদের মনিবের নিকট জানাবে না, তখন সে দরজায় এমন জোরে ধাক্কা দিতে লাগল যে, তা' অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হল। দ্বাররক্ষকগণ লোকটির উপরে লাফিয়ে পড়ল তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। তখন সে বলল, তোমরা আমাকে চিনতে পারনি। আমি স্বয়ং মৃত্যুদূত। একথা শুনে দ্বাররক্ষীগণ ও নিকটে উপস্থিত অন্যান্য লোকগণ সবারই মনে ত্রাসের সঞ্চার হল। তারা প্রত্যেকেই বিব্রত হয়ে পড়ল। শীঘ্রই একথা তাদের মনিবের কর্ণগোচর হল। তখন সে তার লোকদেরকে বলল, তোমরা ঐ ব্যক্তির সাথে বিনম্রভাবে কথাবার্তা বল এবং তাকে জিজ্ঞেস কর যে, সে কারও প্রাণ হরণ করার জন্য আগমন করেছে কি? যমদূতের সাথে অতঃপর সদাচরণ প্রদর্শন করা হল এবং গৃহদ্বার খুলে দেয়া হল। সে এবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে গৃহকর্তাকে বলল, তুমি তোমার ধন-সম্পদ দ্বারা যা' ইচ্ছা তাই কর। আমার তাতে কিছু বলার নেই। কিন্তু এখন আমি তোমার প্রাণ হরণ না করা পর্যন্ত এখান থেকে বিদায় হব না। গৃহকর্তার বহু ধন-সম্পদ তার চারপাশে স্তূপাকারে পড়ে ছিল। মৃত্যুদূত

www.pathagar.com

তাকে জিজ্ঞেস করল, এই ধন-সম্পদ দ্বারা এতদিন তুমি কি করে এসেছ? গৃহকর্তা তার কথার জবাব দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তায়ালা ধন-সম্পদের জবান খুলে দিলেন। সে বললে লাগল, ওহে ব্যক্তি! তুমি আমাকে নিয়ে বহু রাজা-বাদশাহ্র দরবারে যাতায়াত করেছ, আমার দ্বারা বহু অসৎকার্য সাধন করেছ অনেক ধর্মভীরু দরিদ্র ব্যক্তি সাহায্যের জন্য তোমার দরজায় এসেছে। কিন্তু তুমি তাদেরকে এক কপর্দকও সাহায্য করা তো দূরের কথা; বরং তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তুমি আমারই সাহায্যে কত সুন্দরী পরস্ত্রীকে উপভোগ করেছ। মোটকথা, যত রকমের মন্দ কাজ আছে সব কাজই তুমি আমার দ্বারা সাধন করেছ। যদি তুমি আমাকে মঙ্গল পথে ব্যয় করতে তাহলে এখন তা' তোমার উপকারে আসত, কিন্তু তা' তুমি করনি। সুতরাং এখন তোমার কাজের যথাযোগ্য ফল ভোগ কর। কথাগুলো বলে ধন-সম্পদের জবান বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যুদূত লোকটির জান কবয করে চলে গেল।

হযরত ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেছেন, একদা মালাকুল মওত এক প্রবল পরাক্রমশালী অত্যাচারী বাদশাহ্র প্রাণ হরণ করে আকাশে উত্থিত হলে আসমানের ফিরেশতাগণ তাকে জিজ্ঞেস করল, হে মৃত্যুদূত! তুমি দুনিয়ায় অগণিত মানুষের প্রাণ হরণ করেছ, তবে তোমার এই কার্যকালে কখনও কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি এতটুকু মমতার উদয় হয়নি? মৃত্যুদূত জবাবে বলল, হ্যাঁ, একবার আমার মনে দয়ার সঞ্চার হয়েছিল। একদা এক গভীর নির্জন অরণ্যে এক গর্ভবতী রমণী একান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত ছিল। হঠাৎ তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ঠিক তন্মুহূর্তে আমার প্রতি ঐ মহিলার প্রাণ হরণ করার আদেশ হল। তার তখনকার অসহায় অবস্থা দেখে বিশেষতঃ তার সদ্য প্রসূত সন্তানের অবস্থা চিন্তা করে আমার প্রাণে সেদিন দয়ার সঞ্চার হয়েছিল। তখন ফিরেশতাগণ তাকে বলল, তুমি এইমাত্র যে প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ্র প্রাণ হরণ করে এনেছে সে ঐ মহিলারই সেই সন্তান যে সন্তানটি সেদিন গভীর অরণ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তখন মালাকুল মওত বলল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর তিনি যা' ইচ্ছা তা-ই করেন।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসীর (রহঃ) বলেছেন, শাবান চাঁদের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্রে মৃত্যুদূত একটি তালিকা প্রাপ্ত হন। তাঁকে বলা হয় এই তালিকায় যাদের নাম রয়েছে এই বছরের মধ্যে তাদের প্রাণ হরণ করবে। আতা ইবনে ইয়াসীর (রহঃ) বলেন, কেউ হয়ত বৃক্ষ রোপণে ব্যস্ত, কেউ হয়ত বিবাহ-শাদীর কাজে লিপ্ত, কেউ বা দালান-কোঠা নির্মাণ কাজে

www.pathagar.com

নিয়োজিত, তাদের এতে যে নাম রয়েছে তা' কেউই তারা অবগত নয়। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, এমন কোনদিন অতীত হয় না, যেদিন মৃত্যুদূত দুনিয়ার প্রত্যেক গৃহে গিয়ে তার খবর লয় না। সে যদি কোথাও গিয়ে দেখতে পায় যে, কারও দুনিয়ার জীবিকা পূর্ণ হয়েছে, তার পার্থিব জীবনকাল শেষ হয়ে গেছে, মৃত্যুদূত তখন তার প্রাণ হরণ করে আনে। যখন সে তার প্রাণ হরণ করে তার পরিবারবর্গ বিলাপ সহকারে রোদন করতে থাকে। তখন মৃত্যুদূত গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তার জীবিকা ভক্ষণ করিনি, আমি তার জীবনকাল শেষ করিনি, আমি তার মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে দেই নি। তোমাদের মধ্যে আমার আবার ফিরে আসতে হবে। কাউকেই আমি বাকি রাখব না। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহর কসম, যদি দুনিয়ার লোকেরা নিজ নিজ স্থান দেখতে পেত বা নিজেদের স্থানের কথা শুনতে পেত, তবে নিশ্চয়ই তারা অন্যের মৃত্যুর কথা নিয়ে চিন্তা না করে নিজেদের ব্যাপারেই ক্রন্দন শুরু করে দিত।

হযরত ইয়াযিদ (রহঃ) বলেছেন, একদা বনু ইস্রাইল সম্প্রদায়ের এক অত্যাচারী, পরাক্রমশালী অসৎ ব্যক্তি তার গৃহাভ্যন্তরে জনৈক পরস্ত্রীকে নিয়ে অবাঞ্ছিত আমোদ-স্ফূর্তিতে রত ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে সে দেখতে পেল যে, তার গৃহের দরজা দিয়ে এক অপরিচিত ব্যক্তি প্রবেশ করছে। তখন ক্রোধভরে সে তার প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে বলল, কে তুমি? আমার গৃহে প্রবেশ করতে কে তোমাকে অনুমতি দিয়েছে? লোকটি বলল, যিনি এই গৃহের মালিক তিনিই আমাকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দান করেছেন। আমি এক এমন সত্তা, যাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমি আমার কাজে কোন রাজা-বাদশাহর অনুমতি গ্রহণ করি না। আমি কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তির পরাক্রমকে ভয় করি না। কোন অত্যাচারীর অত্যাচারকে পরোয়া করি না। কোন অবাধ্যগত শয়তানও আমার কার্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। উক্ত পরাক্রমশালী অসৎ ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী মৃত্যুদূতের পাল্লায় পড়ে সহসা বিনম্র হয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে গেল। করুণ কণ্ঠে সে বলল, তবে তুমি কি মৃত্যুদূত? আগন্তুক বলল, হাঁ আমি মৃত্যুদূত বৈ কি! লোকটি বলল, তবে তুমি আমাকে একটি কথা বলার সময় দিবে? সে বলল, না তা' হবে না। তোমার সময় সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে এতটুকু সময় দেয়ার আমার সাধ্য নেই। তার কথা শুনে লোকটি বলল, তবে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? মৃত্যুদূত বলল, তোমার অগ্রে প্রেরিত আমলের নিকট এবং তোমার জন্য অগ্রে প্রস্তুত গৃহে। লোকটি বলল, আমি তো অগ্রে কোন সৎকাজ পাঠাইনি এবং আমার জন্য

www.pathagar.com

কোন সুন্দর গৃহ তৈরি করে রাখারও ব্যবস্থ করিনি। মৃত্যুদূত বলল, তোমার জন্য সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে এবং নিশ্চয়ই তা' প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি, যা' তোমার পা থেকে মস্তক পর্যন্ত একই সাথে আক্রমণ করবে। একথা বলেই সে লোকটির প্রাণ হরণ করল। লোকটির গৃহে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। তবে যদি তার পরিবারবর্গ তাদের মন্দ স্থানের কথা জানতে পারত তাহলে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটির অবস্থা আরও মারাত্মক হতো।

হযরত আ'মাশ (রহঃ) হযরত খায়ছামা (রহঃ) থেকে বর্ননা করেছেন, একদা মৃত্যুদূত হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার এক সভাসদের প্রতি বার বার তাকাচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্তই এই অবস্থা চলছিল। অতঃপর যখন মৃত্যুদূত দরবার থেকে চলে গেল উক্ত সভাসদ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করল, যে লোকটি এইমাত্র চলে গেল সে কে? হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, সে মালাকুল মওত। সভাসদ বলল, আমি লক্ষ্য করেছি যে, সে বার বার আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখছিল। প্রথম আমার মনে হচ্ছে যে, সে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ হরণ করতে চায়। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে সে ব্যাপারে তোমার ইচ্ছা কি? সভাসদ বলল, আমার ইচ্ছা এই যে, জাঁহাপনা! আপনি আমাকে মৃত্যুদূতের হাত থেকে রক্ষা করুন। তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) বায়ুকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি এই মুহূর্তে এই ব্যক্তিকে সুদূর হিন্দুস্থানে রেখে আস। সাথে সাথে বায়ু তার নির্দেশ পালন করল। অতঃপর মালাকুত মওত দ্বিতীয়বার হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বললেন, ইতোপূর্বে আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি আমার এক সভাসদের প্রতি বার বার তীব্র দৃষ্টিপাত করছ, তার কারণ কি শুনি? মৃত্যুদূত বলল, হাঁ, হিন্দুস্থানের কোন একস্থানে তোমার উক্ত সভাসদের প্রাণ হরণ করার জন্য আমার প্রতি আদেশ ছিল, অথচ সে ব্যক্তিকে তখনও তোমার দরবারে দেখতে পেলাম। তাতে আমি অবাক হয়ে মনে মনে ভাবলাম যে, মুহূর্তকাল মধ্যে এ ব্যক্তি কেমন করে হিন্দুস্থানে পৌঁছবে এবং আমি তথায় তার প্রাণ হরণ করব? কিন্তু তার পরে আমি ততোধিক আশ্চর্য হলাম যে, কেমন করে সে এই সামান্য সময়ের মধ্যে হিন্দুস্থানে পৌঁছে গেল এবং আমি সেখানেই তার প্রাণ হরণ করলাম? তার কথা শুনে হযরত সোলায়মান (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি বলছ তুমি? তুমি কি সত্যিই তার প্রাণ হরণ করে এসেছ? মৃত্যুদূত বলল, কেন, তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না? এই তো এখনই আমি তোমার সে সভাসদের প্রাণ হরণ করে নিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হুযুরে পাক (সাঃ)-এর পরলোক গমন

জেনে রাখ যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মধ্যে তাঁর জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁর বাক্যে ও কার্যে, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নিহিত। তাঁর জীবনের সব কার্যই দর্শকদের জন্য মহা আদর্শস্বরূপ; এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সদৃশ। কেননা তঁর চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ নেই। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয়তম বন্ধু, অন্তরঙ্গ প্রেমাস্পদ, তাঁর সাথে গুপ্ত পরামর্শকারী। তিনি ছিলেন তাঁর পরম পছন্দনীয় বান্দা, রাসূল ও নবী। তাঁর দিকে লক্ষ্য কর, আল্লাহ তায়ালা কি তাকে তাঁর নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পর এক মুহূর্তও অবসর দিয়েছিলেন? তিনি তা' দেননি; বরং তিনি তাঁর সম্মানিত ও ভারপ্রাপ্ত ফিরেশতাদেরকে তাঁর পবিত্র আত্মা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তারা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত আত্মা গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিল এবং তাঁর পবিত্র শরীর থেকে পবিত্র আত্মা আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি, উত্তম এবং মঙ্গলের দিকে; বরং রহমানের সান্নিধ্যে সত্যের দ্বারে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রাণ বের হতে তাঁর কষ্টবোধ হয়েছিল এবং তা' তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর শব্দ উচ্চে উঠেছিল, তাঁর বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল, ললাটমণ্ডল ঘর্মসিক্ত হয়েছিল, হস্তদ্বয় ছড়িয়ে গিয়ে তাঁর দক্ষিন ও বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। যারা তখন তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল তারা তাঁর মৃত্যুতে ক্রন্দন করতে লাগল এবং তাঁর কষ্ট দেখে পরিশ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে গেল। সুতরাং দেখা গেল যে, নবুওত ও রেসালাত প্রাপ্তি সত্ত্বেও তার তাকদীর রদ হয়নি। সত্যের সাহায্যকারী, মানুষের সুসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী হওয়া সত্ত্বেও কি তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে? না তা' হয়নি; বরং মৃত্যুদূতের উপর যা' আদেশ হয়েছে সে তা' পালন করেছে এবং লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে যা' লিপিবদ্ধ আছে তদনুযায়ী সে তার কাজ করেছে।

www.pathagar.com

এই-ই হল হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অবস্থা। অথচ তিনি আল্লাহর নিকট প্রশংসিত, মর্যাদা ও হাওজে কাওছারের অধিকারী। রোজ কিয়ামতে তিনি সর্বপ্রথম কবর থেকে উত্থিত হবেন। হাশরের মাঠে তিনি শাফায়াতের অধিকারী হবেন। এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা তাঁর অবস্থা দেখে উপদেশ গ্রহণ করি না এবং আমরা সে অবস্থাসমূহ বিশ্বাস করি না; বরং আমরা প্রবৃত্তির পূজারী, পাপের সারথী। আমাদের মন কেন এই নবীশ্রেষ্ঠ হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অবস্থা দেখে উপদেশ গ্রহণ করে না? তিনি ধর্মভীরুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জন এবং বিশ্বপালকের প্রিয়তম বন্ধু। আমরা কি চিরদিন জীবিত থাকব? আল্লাহর নিকট আমাদের মন্দ কার্য সত্ত্বেও আমরা কি সম্মানিত হব? তা' কখনই হতে পারে না; বরং আমাদের বিশ্বাস আমরা সবাই দোযখের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তারপর তা' থেকে ধর্মভীরু ব্যতীত আর কেউই নাজাত পাবে না। আমরা তাতে যার বলে ধারণা করি; কিন্তু তা' থেকে বের হতেও আশা করি। আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহ-ভীরু নই।

মহাপ্রভু আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তাঁর নিকট না আসবে। তা' তোমাদের প্রভুর পক্ষে একটি পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যাপার। তারপর যারা আল্লাহ-ভীরু, তাদেরকে আমি মুক্তি দেব এবং পাপীদেরকে তথায় অপমানিত করে ত্যাগ করব। সুতরাং প্রত্যেক লোকই তার নিজের দিকে যেন লক্ষ্য করে দেখে যে, সে পাপীদের অধিক নিকটবর্তী না ধর্মভীরুদের অধিক নিকটবর্তী। পূর্ববর্তী সৎ লোকদের স্ববাব-চরিত্রের দিকে দৃষ্টি করার পর তোমার নিজের স্বভাব-চরিত্রের দিকে লক্ষ্য কর। তাঁরা ধর্মবীরু ছিলেন। তারপর মহানবী (সাঃ)-এর দিকে লক্ষ্য কর। তিনি তাঁর আদেশের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মভীরুদের নেতা ছিলেন। তারপর চিন্তা কর, দুনিয়া ত্যাগ করাকালে কিরূপ কষ্ট হয়েছিল এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের পথে গমনকালে তাঁর উপর কিরূপ কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করলাম। যখন তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত আসন্ন হয়ে এল, তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে দু'চোখের অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি আশীর্বাদ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে আসানে রাখুন, তিনি তোমাদরকে আশ্রয় দিন, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ-ভয়ের জন্য শেষ উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কোন

www.pathagar.com

শহর বন্দর, তার অধিবাসী এবং তোমাদের প্রভুর কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমার বিদায়ের মুহূর্ত অত্যাসন্ন। আমাকে আল্লাহর নিকট, ছিদরাতুল মুন্তাহার নিকট, বেহেশতের নিকট, হাউজে কাওছারের নিকট গমন করতে হবে, নিজেদের লোকদেরকে তোমরা আমার এ বাণী শুনিয়ে দিয়ো এবং আমার পর যারা তোমাদের এ ধর্মে প্রবেশ করবে, তাদেরকেও একথা শুনিয়ে দিয়ো। আমার পক্ষ থেকে সবার জন্য সালাম ও আল্লাহর রহমত।

বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) ফিরেশতা জিব্রাইলকে তাঁর মৃত্যুর সময়ে বলেছিলেন, আমার পরে আমার উম্মতের জন্য কে থাকবে? তখন আল্লাহ তায়ালা ফিরেশতা জিব্রাইলের নিকট জানিয়ে দিলেন, হে জিব্রাইল! তুমি আমার বন্ধুকে এই সুসংবাদটি জানিয়ে দাও যে, আমি তাঁর উম্মতকে কোন শাস্তি প্রদান করব না এবং তাঁকে আরও সুসংবাদ প্রদান কর যে, সর্বপ্রথম তাঁকেই কবর থেকে বের করা হবে, যখন লোকদেরকে পুনরুত্থান করা হবে। আর সে-ই তোমাদের সবার সর্দার হবে। তার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্যান্য উম্মতের বেহেশতে প্রবেশ করা হারাম হবে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলে গেছেন যে, জিব্রাইলের মুখে একথা শুনে আমার চক্ষু শীতল হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর মৃত্যুরোগের সময় বলেছিলেন যে, তোমরা সাতটি মশক থেকে সাতটি পাত্রে পানি উঠিয়ে তদ্বারা আমাকে গোসল করাবে, আমরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তা-ই করেছিলাম। তিনি তাতে শান্তি লাভ করে গৃহ থেকে বের হলেন এবং মসজিদে মুছল্লিদের নামায পড়ালেন। তিনি ওহোদের যোদ্ধাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং দোয়া করলেন, তিনি আনছারদের সম্বন্ধে অছিয়ত করলেন যে, হে মুহাজিরগণ! তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আনছারদের সংখ্যা যা এখন আছে, তা-ই থাকবে। বৃদ্ধি পাবে না, আনছারগণ আমার বিশিষ্ট উম্মত, তাদের নিকট আমি আশ্রয় নিয়েছি। তাদের সম্মানিত অর্থাৎ ধার্মিক লোকদেরকে সম্মান করবে এবং তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেবে।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহর নিকট যা আছে, এই দুটো বস্তুর মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে বলা হয়েছে। সে যা আল্লাহর নিকট আছে তা-ই পছন্দ করেছে। একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) অঝোরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কেননা তিনি ঐ কথা দ্বারা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিজের কথাই বুঝে নিয়েছিলেন। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছিলেন, হে আবু বকর! মসজিদের দিকের এসব দুয়ার বন্ধ করে দাও, শুধু আবু বকরের দুয়ার বন্ধ করো না, কেননা আবুবকরের চেয়ে উত্তম সাহাবী সম্বন্ধে আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) আমার গৃহে, আমার পালার দিনে তাঁর থু থু ও আমার থু থুকে একত্র করেছিলেন। আমার ভ্রাতা আব্দুর রহমান একটি মেসওয়াক নিয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। আমি বুঝলাম যে, তিনি মেসওয়াক দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মেসওয়াকটি কি আপনার জন্য গ্রহণ করব? তিনি মস্তক দ্বারা ইশারা করলেন। তখন মেসওয়াকটি আমি আমার ভ্রাতার নিকট হতে গ্রহণ করে তা' হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। কিন্তু মেসওয়াকটি খুবই শক্তবোধ হওয়ার কারণে আমি বললাম, মেসওয়াকটি আমি চিবিয়ে আপনার জন্য নরম করে দেই? তাতে তিনি তাঁর মস্তক নেড়ে সম্মতি জানালে আমি মেসওয়াকটি চিবিয়ে তাঁর জন্য নরম করে দিলাম। অতঃপর তিনি তদ্বারা মেসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি তার মধ্যে নিজের হস্ত প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা আছে। অতঃপর তিনি তাঁর হস্ত স্থির করে রেখে বলতে লাগলেন, "ইলা রাফীক্বিল আ'লা" অর্থাৎ উচ্চতম বন্ধুর সমীপে। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাদেরকে এখন পছন্দ করলেন না। হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ)-এর পিতা বলেছেন, যখন আনছারগণ মসজিদের মধ্যে অবস্থানকালে হুযুরে পাক (সাঃ)-কে কিছুটা সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট এসে তাদের মনের কথা তাকে জানালেন। হযরত আলী (রাঃ)-ও তাঁকে একই কথা জানালেন, তারপর হযরত ফজল (রাঃ) ও হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তা' তাঁর নিকট বললেন। তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা আমার হাত ধর। এসময় উপস্থিত নারী-পুরুষগণ তাঁর দুর্বল অবস্থা লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর শয্যা থেকে উঠে, হযরত আলী (রাঃ)-ফজল (রাঃ) এর কাঁধের উপর ভর দিয়ে নিজ হুজরা থেকে বের হলেন। এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁর সম্মুখে ছিলেন। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মস্তক এ সময় বস্ত্র দ্বারা বাঁধা ছিল। তিনি খুব ধীর পদক্ষেপে মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরের নিকট গিয়ে উপবিষ্ট হলেন। উপস্থিত লোকগণ প্রায় সবাই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বসলেন।

হুযুরে পাক (সাঃ) প্রথম আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসাবাদ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, হে লোকগণ! আমি শুনেছি যে, তোমরা আমার মৃত্যুকে ভয় করছ। মনে হচ্ছে যেন তোমরা মৃত্যুকে ভালোবাস না, তোমরা

www.pathagar.com

তোমাদের নবীর মৃত্যু কি অসম্ভব মনে করছ এবং তজ্জন্যই তা' অস্বীকার করছ? আমি কি তোমাদেরকে নবীর মৃত্যু সম্বন্ধে সংবাদ দেইনি এবং তোমাদের প্রত্যেকের যে মৃত্যু হবে সে কথা তোমাদেরকে কি বলিনি? বল তো আমার পূর্বে যত নারী-রাসূল আগমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কোন একজন কি চিরজীবী হয়েছে? তোমরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য কর ও চিন্তা কর। আমিও আমার পরমপ্রিয় প্রভুর সাথে সাক্ষাত করব এবং আজ হোক কি কাল হোক তোমরাও তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

আমি তোমাদেকে প্রাথমিক মুহাজিরদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। আমি মুহাজিরদের মধ্যে যা আছে তার সম্বন্ধে অছিয়ত করে যাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "সময়ের শপথ! মানুষ নিশ্চয়ই ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে যারা ঈমান আনে এবং সৎকার্য করে তারা ব্যতীত।" আল্লাহর আদেশ অনুসারে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। কোন ব্যাপার বিলম্বিত হলে, তা' ত্বরান্বিত করার জন্য তোমরা অধিক উৎসাহিত না হয়ে পড়। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা কখনও অন্যের তৎপরতায় তৎপর হন না। জেনে রাখবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর জয়ী হতে চায় নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে পরাভূত করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে প্রবঞ্চনা করে অবশ্য আল্লাহ তাকে প্রবঞ্চিত করেন। তোমরা কি দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করবে? তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কের সূত্র ছিন্ন করে ফেলবে? হে উপস্থিত লোকগণ! আমি তোমাদেরকে আনছারদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অছিয়ত করছি। হে মুহাজিরগণ! মনে রেখ আনছারগণই তোমাদেরকে পরম আদর ও যত্নে আশ্রয় দিয়েছে এবং তারাই তোমাদের পূর্বে ঈমানের আশ্রয় নিয়েছে। তোমরা তাদের সাথে অবশ্যই উত্তম ব্যবহার করবে। তারা কি তোমাদেরকে তাদের ফল ও শস্যের অংশীদার করেনি? তারা কি তাদের গৃহে তোমাদের স্থান দেয়নি? তারা কি তাদের অভাবের সময় তোমাদের প্রয়োজনকে নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রবর্তী করেনি? তোমরা সতর্ক হও, কোন ব্যক্তিকে দুই ব্যক্তির উপর শাসন কর্তৃত্ব দেয়া হলে সে তাদের মঙ্গল সাধন করবে এবং তাদের মন্দ কার্য ক্ষমা করবে। সতর্ক হও, আমি তোমাদের প্রহরীতুল্য। তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে। উপস্থিত জনতা! সতর্ক হও, তোমাদের জন্য যে হাউজের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা' আমার হাউজ। তা' শামদেশের অন্তর্গত বছরা শহর ও ইয়েমেনের অন্তর্গত ছানায়া শহরের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তা' থেকেও অধিক বিস্তৃত। ঐ হাউজের মধ্যে থেকে কাওছারের ফোঁয়ারা প্রবাহিত। তার পানি দুগ্ধ থেকেও অধিক শুভ্র। মাখন থেকেও কোমল এবং মধু থেকেও অধিক মিষ্ট। যে তার পানি পান

www.pathagar.com

করে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হয় না। তার প্রস্তরগুলো মণি-মুক্তা, তার তলদেশে মহা মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত। যে তা' থেকে রোজ কিয়ামতে বঞ্চিত হবে, সে সমস্ত মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হবে। সতর্ক হও, যে ব্যক্তি রোজ কিয়ামতে সেখানে আমার নিকট থাকতে ভালোবাসে সে যেন তার রসনা বন্ধ করে রাখে। অবশ্য যে কথা বলা আবশ্যক তা' বলতে বাঁধা নেই।

এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! কুরায়েশদের সম্বন্ধে আমাদেরকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, এই ব্যাপারে কুরায়েশ-দেরকে অছিয়ত করছি। মানুষ কুরায়েশদের অনুসরণকারী, ধার্মিক লোকগন তাদের ধার্মিকদের এবং পাপী লোকগণ তাদের পাপীদের অনুসরণকারী। হে কুরায়েশগণ! তোমরা মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। হে লোকগণ! পাপ সম্পদকে পরিবর্তন করে এবং কু-স্বভাব চরিত্রকে মন্দ করে, যখন সাধারণ লোকগণ সৎ হয় তখন তাদের নেতাগণও সৎ হয়। যখন সাধারণ লোকগণ অসৎ হয় তাদের নেতাগণও অসৎ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ওয়া কাযালিকা নুয়াল্লী বা'দ্বাজ জালিমীনা বা'দ্বাম বিমা কানূ ইয়াকসিবূন" অর্থাৎ এরূপে আমি কোন কোন পাপীদের অন্য পাপীদের উপর প্রধান্য দেব। এটা তাদেরই অর্জিত বস্তুর জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে আবুবরক! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, হে আবু বকর মৃত্যু উপস্থিত একথা সত্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর নিকট যে রহমত রয়েছে তদ্বারা আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এই মৃত্যু। অবশ্য আমাদের জানা নেই যে, আপনি কোথায় চলে যাবেন? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, প্রভু আল্লাহর সকাশে, ছিদরাতুল মুনতাহার দিকে, তারপর জান্নাতুল মাওয়া-এর সর্বোচ্চ বেহেশত ফেরদৌসের দিকে, পূর্ণ হাউজ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে তার পরম সুখ-শান্তির দিকে। হযরত আবুবকর (রাঃ) তখন বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কে আপনাকে গোসল করাবে? তিনি বললেন, আমার পরিবারবর্গের মধ্যে নিকটতর ব্যক্তি এবং তন্মধ্যে সর্বাধিক নিকটতর ব্যক্তি। হযরত আবুবকর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কোন বস্ত্র দ্বারা আপনাকে কাফন করাবো? তিনি বললেন, আমার এই পরিধানের বস্ত্র দ্বারা। ইয়েমেনে নির্মিত জুব্বা দ্বারা এবং মিসরের শুভ্র বস্ত্র দ্বারা। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আপনার জানাজা কিরূপে আদায় করব? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমরা এ সময় রোদন করতেছিলাম এবং আমাদের নবী ও ক্রন্দন করতেছিলেন।

www.pathagar.com

তারপর তিনি বললেন, তোমরা থাক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তোমাদের নবী থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মঙ্গল দান করুন। যখন তোমরা আমাকে গোসল করাবে এবং কাফন পরাবে এবং আমার গৃহের মধ্যে আমাকে খাটে স্থাপন করাবে তখন তোমরা কিছু সময়ের জন্য আমার নিকট থেকে দূরে থাকবে। কেননা সর্ব প্রথম আমার উপর যিনি দরূদ পড়তেন তিনি মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্। ঐ সময় তিনি এবং তাঁর ফিরেশতাগণ আমার উপর দরূদ পাঠ করবেন। তারপর তিনি তাঁর ফিরেশতাগণকে আমার উপর নামায পড়তে বলবেন। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম আমার উপর জানাজার নামায আদায় করতে আসবেন, তিনি আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ দূত ফিরেশতা জিব্রাইল। তারপর জানাজা আদায় কতে আসবেন ফিরেশতা মিকাইল, তারপর আসবেন ফিরেশতা ইস্রাফীল। এদের নামায আদায়ের পর অসংখ্য দরলবলসহ আসবেন মালাকুল মওত বা ফিরেশতা আজরাইল। তারপর অন্যান্য সমস্ত ফিরেশতা আমার জানাজার নামায আদায় করতে আসবেন। তাঁরা দলে দলে আমার জানাজার নামায পড়বে এবং আমাকে সালাম জানাবে।

যখন ফিরেশতাদের নামায আদায় করা শেষ হবে তখন তোমরা দলে দলে আমার জানাজা আদায় করো ও আমাকে সালাম জানিয়ো। কিন্তু সাবধান! তোমরা বিলাপ, চিৎকার করে বা ক্রন্দনের রোল উঠিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। প্রথম আমার পরিবারস্থ পুরুষগণ, তারপর পরিবারের স্ত্রীলোকগণ, তারপর পরিবারের বালক-বালিকাগণ জানাযার নামায আদায় করবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনাকে কবরে স্থাপন করবে? তিনি বললেন, বহু ফিরেশতা একাজে শরীক হবে। তার সাথে আমার পরিবারবর্গের নিকটতম লোকগণ এ কাজ করবে। ফিরেশতাদেরকে অবশ্য তোমরা দেখতে পাবে না কিন্তু তাঁরা তোমাদেরকে দেখতে পাবে। এখন তোমরা নিকট থেকে উঠে যাও। যারা এর পরে তোমাদের নিকট আগমন করবে আমার পক্ষ থেকে তোমরা তাদেরকে ধর্মের বাণীসমূহ পৌঁছে দেবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাময়া (রাঃ) বলেছেন, রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখে হযরত বেলাল (রাঃ) এসে নামায আদায়ের অনুমতি চাইলে হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, আবুবকরকে জামাতের ইমামতী করতে বল। আমি তখন বের হয়ে একদল লোকের মধ্যে ওমর (রাঃ) ব্যতীত আর কাউকে দেখলাম না। তন্মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) ছিলেন না। তখন আমি বললাম, হে ওমর! উঠুন এবং নামাযের ইমামতী করুন। হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাকবীর বলা মাত্র (তাঁর স্বর উচ্চ ছিল এবং হুযুরে পাক

www.pathagar.com

(সাঃ) তার স্বর শুনেছিলেন) হুযুরে পাক (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর কোথায়? আল্লাহ এবং মুসলমানগণ তা' (ওমরের ইমামতী) স্বীকার করবেন না। তিনি পর পর তিনবার বললেন, আবুবকরকে ইমামতী করতে বল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আবুবকর কোমল হৃদয় ব্যক্তি, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তাঁর ক্রন্দন থামাতে পারবেন না। হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তোমরা ইউসুফের সাথী। আবুবকরকে নামাযে ইমামতী করতে বল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর নামাযের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) নামায পড়ালেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে জাময়া! তোমার জন্য দুঃখ. তুমি আমার সাথে কি ব্যবহার করলে বল তো! আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি মনে করলাম যে, হুযুরে পাক (সাঃ) আমার নিকট তোমাকে ইমামতী করার জন্য আদেশ করেছেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে বললাম, এই কাজের জন্য আমি তোমাকে ব্যতীত আর কাউকে যোগ্য এবং উত্তম মনে করিনি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আবুবকর (রাঃ)-এর পক্ষ হতে যে আপত্তি করেছিলাম, তার কারণ হল, তিনি সংসারত্যাগী ছিলেন, নেতৃত্ব ও শাসনকার্যের বহু বিপ্লব ও অশান্তি থাকে। তবে আল্লাহ যাকে নিরাপদ রাখেন, তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। আমি ভয় করেছিলাম যে, জনসাধারণ ও হুযুরে পাক (সাঃ)-এর জীবিতাবস্থায় ভালোবাসবে না যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর স্থানে অন্য কেউ নামায আদায় করে, তবে যদি আল্লাহ অন্য ইচ্ছা না করেন। আবুবকর নামায পড়লে তারা তাঁকে ঈর্ষা করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তাঁকে মন্দ বলবে। যখন আল্লাহর আদেশ হয় এবং তাঁর বিধান হয় আল্লাহ-ই তাঁকে ইহলোক ও ধর্মের ব্যাপারে রক্ষা করবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর ইন্তেকালের দিনের প্রথম ভাগে তাঁকে একটু সুস্থ দেখা যেতে লাগল। লোকগণ তাঁর নিকট থেকে বিদায় হয়ে যার যার গৃহে চলে গেল এবং নিজ নিজ কাজে লিপ্ত হল। তখন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট আমরা শুধু তাঁর বিবিগণই ছিলাম। আমরা তখন এমন আশা ও আনন্দের মধ্যে ছিলাম, যেমনটা আমাদের জীবনে খুবই কম হয়েছে। এক সময়ে হুযুরে পাক (সাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা একটু বাইরে যাও, একজন ফিরেশতা আমার নিকট আসার অনুমতি চাইছে। তখন আমি ব্যতীত অন্যান্য সব মহিলাই বাইরে চলে গেলেন। এ সময় হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মস্তক আমার ক্রোড়ে ছিল। তিনি উঠে বসলেন, এবার আমিও উঠে গৃহের এক কোণে চলে গেলাম।

www.pathagar.com

ফিরেশতারা এসে বহুক্ষণ ধরে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সাথে গোপনে আলাপ করলেন। কিছুক্ষণ পর হুযুরে পাক (সাঃ) আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট চলে এলে আবার তাঁর মস্তক আমার ক্রোড়ে স্থাপন করলেন। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকগণকে তাঁর নিকটে ডাকলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! যিনি আপনার নিকট এলেন, ইনি তো জিব্রাইল ফিরেশতা নন? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, হে আয়েশা! ইনি মালাকুল মওত।

মালাকুল মওত আমার নিকট বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মহান আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন এবং আপনার অনুমতি ব্যতীত আপনার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে অনুমতি না দেন, তবে যেন আমি ফিরে চলে যাই। আর যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার নিকটবর্তী হব। আর আপনি আদেশ না করা পর্যন্ত আপনার রূহের প্রতি হস্তক্ষেপ করব না, আল্লাহ আমাকে এরূপ আদেশ করেছেন। এখন আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? আমি তাঁকে বললাম একটু অপেক্ষা করুন। ফিরেশতা জিব্রাইলকে আসতে দিন, তাঁর আগমনের সময় হয়ে গেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর কথা শুনে আমাদের সামনে এমন ব্যাপার পরিস্কার হয়ে গেল, যার কোন তদবীর বা প্রতিকার করার মতো কিছুই আমাদের হাতে রইল না। আমাদের মনে হল, আমরা সবাই মিলে চিৎকার করে উঠি ও আমাদের পাগুলি মাটিতে আছড়াতে থাকি। এ সময় আহলে বাইতের সবাই নীরব নিস্তব্ধ, যেন মৃতবৎ নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ হয়ে গেল। এমন দৃশ্যের অবতারণা হল, যা কেউ কোনদিন দেখেনি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতোমধ্যে ফিরেশতা জিব্রাইল এসে হুযুরে পাক (সাঃ)-কে সালাম করলেন। আমি তাঁর আগমন অনুভব করলাম। আহলে বাইত বা নবীগৃহের সব লোক পুনরায় বের হয়ে গেলেন। জিব্রাইল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে বললেন, মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি কেমন আছেন? অথচ তিনি আপনার অবস্থা সম্যক অবগত আছেন। তিনি আপনার সম্মান ও মর্যাদাকে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেছেন এবং তা' আপনার উম্মতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করেছেন। তিনি বললেন, আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি। তিনি বললেন, সুসংবাদ নিন। আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তাকে আপনাকে পৌঁছে দিতে ইচ্ছা করেছেন।

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, হে জিব্রাইল! মৃত্যুর ফিরেশতা আমার অনুমতি প্রার্থনা করছে, তখন ফিরেশতা জিব্রাইল বললেন, হে মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(সাঃ)! নিশ্চয়ই আপনার প্রভু আপনার সাথে সাক্ষাত করতে উদগ্রীব। তিনি যে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা করেন, আমি কি তা' আপনাকে জানাইনি? আল্লাহর কসম! মালাকুত মওত কখনও কারও প্রাণ হরণ করার সময়ে তার থেকে তার অনুমতি প্রার্থনা করেনি এবং করবেও না। তবে আপনার প্রভু আপনার সম্মানকে পূর্ণ করবেন এবং তিনি আপনার জন্য উদগ্রীব। হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তা' হলে মালাকুত মওত আগমন না করা পর্যন্ত আপনি এখান থেকে চলে যাবেন না।

অতঃপর তিনি আবার স্ত্রীলোকগণকে তাঁর নিকটে ডাকলেন। কন্যা হযরত ফাতেমা যোহরা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, মা আমার! তুমি আমার নিকটে এসে বস। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁর একান্ত নিকটবর্তী হলে তিনি তার কর্ণের কাছে স্বীয় মুখ নিয়ে নিম্নস্বরে কি যেন বললেন। সে কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর দুচোখ থেকে অশ্রুর ধারা ছুটল। তিনি ক্রন্দন শুরু করলেন, তাঁর অবস্থা দিশাহারা লোকের ন্যায় হল। তাঁর রসনা থেকে কোন কথাই আর বের হল না। কন্যার এরূপ পেরেশান অবস্থা দেখে হুযুরে পাক (সাঃ)- ও যেন আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ইশারায় তাঁর মস্তক নত করতে বললেন। তিনি পিতার আদেশ পালন করলেন। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) আবার কন্যার কানের নিকট মুখ নিয়ে পুনরায় কি যেন বললেন, এবার দেখা গেল এক বিপরীত অবস্থা। যে ভাবী পিতৃবিচ্ছেদাশঙ্কায় শোকাভিভূতা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেঁদে আকুল হয়েছিলেন, তাঁর কানে কানে গোপনে সেই পিতা কি বলে দিলেন, যার ফলে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মুখে হাস্যরেখা ফুটে উঠল। কিন্তু তিনি মুখে কিছু বললেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা এ দৃশ্য অবলোকন করে বিস্ময়াপন্ন হলাম এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, পিতাজী আমার কানে কানে প্রথম বার বলেছিলেন যে, আমার তোমাদের নিকট থেকে চিরবিদায় আসন্ন। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি আমার কানে কানে বললেন, মা! আমি তোমার জন্য দোয়া করছি, তুমি আমার বিয়োগে অস্থির হয়ো না। ধৈর্য ধারণ করো। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করছি আমার পরিজনদের মধ্যে অতি শীঘ্র সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে গিয়ে মিলিত হবে এবং আমার সাথে বসবাস করবে। এতে আমার মন প্রফুল্ল হল ও তার ফলেই আমার অধরে হাস্য রেখা ফুটে উঠেছিল।

ক্রমেই যখন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অবস্থা নাজুক এবং করুণ হয়ে আসছিল, হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁর প্রিয় পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন (রাঃ)-কে তাঁদের বিদায়মান মাতামহের নিকট নিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর পরম স্নেহের কলিজার টুকরা দৌহিত্রদ্বয়কে জীবনের শেষবারের মতো স্নেহ ও আদর করলেন।

একটু পরেই মালাকুল মওত উপস্থিত হয়ে হুযুরে পাক (সাঃ)-কে সালাম করলেন এবং তাঁর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দান করলেন। মালাকুত মওত বসলেন, তিনি বললেন, আপনি এখন আমাকে আমার পরম প্রভুর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন। মালাকুত মওত বললেন, হাঁ, আপনার প্রভুও আজ আপনার সাথে সাক্ষাত করার জন্য বড়ই উদগ্রীব। আপনার সম্বন্ধে আপনার প্রভুর যে ইতঃস্ততা ছিল, আর কারও সম্বন্ধে কখনও তদ্রূপ হয়নি। তিনি অন্য কারুরই প্রাণ হরণ করতে আমাকে তার অনুমতি গ্রহণ করতে বলেননি। আপনার চরম মুহূর্ত একটু পরেই। একথা বলেই তিনি বের হয়ে গেলেন, ঠিক তন্মুহূর্তে ফিরেশতা জিব্রাইল এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আপনার প্রতি সালাম, দুনিয়ায় এই আমার সর্বশেষ অবতরণ, অহীর নযুল শেষ হয়ে গেছে। আপনার অবর্তমানে দুনিয়ায় আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। এখন থেকে আমি আমার স্থনেই অবস্থান করব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র মস্তক আমার বক্ষের মধ্যস্থলে স্থাপন করে তার বক্ষ দেশ ধরে রাখলাম। তিনি তখন পুনঃপুনঃ অচৈতন্য হয়ে পড়তেছিলেন। তাঁর ললাটদেশ থেকে এতবেশী ঘর্ম নির্গত হতে লাগল যে, আমি কখনও কাউকে এমনভাবে ঘর্মাক্ত হতে দেখিনি। আমি বার বার তাঁর ঘর্ম মুছতেছিলাম আমি সেই ঘর্মের সুঘ্রাণের ন্যায় আর কোন কিছু থেকে ঐরূপ সুঘ্রাণ পাইনি। একবার যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ)! আমার পিতা-মাতা, আমার নফস ও আমার পরিজনবর্গ আপনার উপর কুরবান হোক। আপনার শরীর থেকে এত ঘর্ম নির্গত হয় কেন? তিনি বললেন, হে আয়েশা! মু'মিনের প্রাণ ঘর্ম নিয়ে বের হয় এবং কাফিরের প্রাণ গর্ধবের প্রাণের ন্যায় দু'পার্শ্ব থেকে বের হয়ে যায়। এ সময়ে আমরা দিশাহারার মতো এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলাম এবং আমি আমার পিতৃগৃহে লোক পাঠালাম। প্রথম যে ব্যক্তি আমাদের নিকট এল, সে আমার ভ্রাতা, কিন্তু সেও হুযুরে পাক (সাঃ)-এর প্রাণবিয়োগের কালে উপস্থিত ছিল না। আমার পিতাকে আনবার জন্য তাকে পাঠিয়ে দিলাম। অন্য কেউ আসার পূর্বেই হুযুরে পাক (সাঃ) আমাদের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। মনে হয় যেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হুযুরে পাক (সাঃ)-এর দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ কালে সব লোককে তাঁর থেকে দূরে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং ফিরেশতা জিব্রাইল ও মিকাইলকে তাঁর পরিচর্যার ব্যাপারে তাঁর কাছে নিয়োজিত রেখেছিলেন। যখন হুযুরে পাক (সাঃ)

www.pathagar.com

বেঁহুশ হয়ে যেতেন, তিনি বলে উঠতেন; বরং উচ্চতম বন্ধুর সকাশে। তাতে বুঝা যাচ্ছিল যে, তাকে দু'পন্থার এক পন্থা পছন্দ করতে বলা হয়েছিল, তিনি যে পন্থা পছন্দ করেছিলেন তা-ই তাঁর রসনা থেকে উচ্চারিত হতেছিল। যখন তিনি কথা বলতে পারতেন, তখন বলতেন, নামায তোমরা সবাই নামায পড়তে থাকলে কখনও পরাভূত হবে না। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য অছিয়ত করে গেছেন। এমনকি মৃত্যুর সময়ও তিনি নামায নামায বলতে ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) সোমবার দিবা এক প্রহর ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহর কসম, সোমবার এলেই মনে করতাম যে, এই উম্মতের ভীষণ বিপদ হবে, এদিনটি মুবারক নয়। হযরত উম্মে কলছুম (রাঃ) বলেছেন, যেদিন হযরত আলী (রাঃ)-কে কুফায় ছুরিকাঘাত করা হল, সেদিনও ছিল সোমবার-যে দিন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর প্রাণবিয়োগ ঘটেছিল। এদিন আমার স্বামী ওমর (রাঃ) নিহত হয়েছিলেন, এদিনেই আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। সোমবার দিনে আমার কোন মঙ্গল নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যখন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেল, মানুষের মধ্যে এক করুণ শোরগোল উত্থিত হল। হুযুরে পাক (সাঃ)-কে আমার বস্ত্র দ্বারা ফিরেশতাগণ আবৃত করে রাখল। মানুষের মধ্যে নানা অবস্থার সৃষ্টি হল, মতভেদ দেখা দিল, কেউ কেউ তাঁর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করল না। কারও কারও বুদ্ধিবিভ্রম ঘটল। কারও কারও মুখ থেকে কোন কথাই বেরুল না। কেউ কেউ নিস্তব্ধভাবে বসে রইল, যেন তাদের নিকট এই দুনিয়া শূন্য হয়ে গেছে।

যারা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করলেন না হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন সেই দলের অন্যতম। যারা দিগভ্রান্তের মতো বসে পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)-ও ছিলেন। যাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন তাদেরই একজন। হযরত ওমর (রাঃ) এমনই দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি লোকদের মধ্যে বের হয়ে বললেন, আমার রাসূল (সাঃ) নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করেননি, তিনি সাময়িক তাঁর প্রভুর সাক্ষাতে গমন করেছেন, নিশ্চয় তাঁকে আল্লাহ্ আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিবেন। তাঁর মৃত্যু হয়নি। মৃত্যু হতে পারে না। তিনি ফিরে এসে মুনাফিকদের হস্তপদ কর্তন করবেন। যারা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মৃত্যুর আশা করে। আল্লাহ্ যেরূপ হযরত মূসা (আঃ)-কে ওয়াদা করেছিলেন, তিনি তদ্রূপ আমাদের নবী (সাঃ) কে ওয়াদা করেছেন। তিনি

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে আসবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রাঃ) উলঙ্গ তরবারী নিয়ে লোকদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোকগণ! তোমরা রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে রসনা সংযত কর, কেননা তিনি প্রাণত্যাগ করেন নি। আল্লাহর কসম, আমি যেন কাউকে বলতে না শুনি যে, হুযুরে পাক (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি কেউ এরূপ কথা বলে, তাকে আমি এই তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব।

হযরত আলী (রাঃ) গৃহের মধ্যে মূক হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কারও সাথে কোন কথাই বললেন না। লোকগণ তাঁর হাত ধরে এদিক-ওদিক নিয়ে যেতে লাগল। মোট কথা হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর অবস্থার ন্যায় কোন মুসলমানের অবস্থা ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উভয়কে ধৈর্য এবং স্থৈর্য দান করেছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) যথোচিত সান্ত্বনা বাক্যে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) এসে লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। হুযুরে পাক (সাঃ) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবদ্দশায়ও তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "ইন্নাকা মাইয়্যিতুন অ আন্নাহুম মাইয়্যিতুনা ছুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইনদা রাব্বিকুম তাখতাছিমূন" অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। তারপর রোজ কিয়ামতে তোমরা তোমাদের প্রভুর সামনে বিবাদ করতে থাকবে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বনু হারেছ ইবনে খাজরাজের নিকট ছিলেন। সেখানে তিনি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেলেন। এ খবর শুনামাত্র তিনি দ্রুত হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অবনত হয়ে তাঁর ললাট দেশে চুম্বন করলেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমর পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আল্লাহ আপনাকে দুবার মৃত্যু দেবেন না। আল্লাহর কসম, আপনার মৃত্যু হয়েছে। অতঃপর তিনি দ্রুত জনসাধারণের নিকট চলে গেলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোকগণ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদাত করে, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদের প্রভুর ইবাদাত করে সেও জ্ঞাত হোক যে তিনি চিরঞ্জীব তাঁর মৃত্যু নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাঁর পূর্বেও রাসূলগণ গত হয়ে গেছেন। যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন তোমরা কি তোমাদের পশ্চাত ফিরে যাবে? যেমন কুরআনে পাকে রয়েছে, "ওয়ামা

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসূলু আফাইম মাতা আও কুতিলান ক্বালাবতুম আলা আক্বাবিকুম"। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মুখে উচ্চারিত এ পবিত্র আয়াত শুনে এমন অবস্থা হল যে, সে আয়াত যেন ঐ দিন ব্যতীত তারা পূর্বে আর কখনও শ্রবণ করেনি। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছল, তিনি তাঁর উপর দরূদ পড়তে পড়তে গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং তাঁর গ্রন্থির শব্দ কড়াইর মধ্যে উত্তপ্ত পানির টগবগ শব্দের ন্যায় উত্থিত হচ্ছিল। তা' সত্ত্বেও তাঁর কার্য ও বাক্য সময়ানুরূপ ছিল। কোনরূপ আবেগ, উচ্ছ্বাস বা হতাশার নিদর্শন ছিল না তার কোন আচরণে। তিনি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকটবর্তী হয়ে ঝুঁকে পড়ে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মুখের উপর থেকে চাদর সরালেন এবং তাঁর ললাট ও দুই গণ্ডে চুম্বন করলেন। এ সময় তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল মুছতে ছিলেন এবং রোদন করতে ছিলেন। তিনি বললেন, আমার পিতা-মাতা, আমার প্রাণ ও আমার পরিবার-পরিজন আপনার উপর কুরআন হোক। আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই অত্যুত্তম। আপনার মৃত্যুতে নবুওত খতম হয়েছে যা অন্যান্য নবীদের মৃত্যুতে হয়নি। অর্থাৎ নবুওত আপনার মর্যাদা থেকে অধিক এবং আমাদের ক্রন্দন থেকে বড়। আপনিবিশেষ নবী ছিলেন, কেননা আপনি সবার যিম্মাদার। যদি আপনার মৃত্যু আপনার ইচ্ছামতো না হতো তাহলে আপনার শোকে আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হতো। যদি আপনি ক্রন্দন করতে নিষেধ না করতেন তবে নিশ্চয়ই আপনার জন্য আমাদের অশ্রুর ধারা কখনই শেষ হতো না। আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আপনি যদি আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে না যেতেন আমরা পশুত্বের মধ্যে এখনও বিচরণ করতাম। কিন্তু আপনারই হেদায়তের ফলে আমরা পশুত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি। হে মাবুদ! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে এই সংবাদ তোমার নবীর নিকট জানিয়ে দাও এবং তোমার নবীর নীতি ও আদর্শ আমাদের মধ্যে সর্বতোভাবে রক্ষা কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) হুযুরে পাক (সাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করে দরূদ ও আল্লাহর প্রশংসাবাদ করতে লাগলেন, গৃহের অধিবাসীগণ তখন এমন শোরগোল করতেছিলেন যে, মসজিদে নামাযরত মুসল্লিদের কানেও তা' গিয়ে পৌঁছল। হযরত আবুবকর (রাঃ) যখনই কোনকিছু বলতে শুরু করতেন, শোরগোল আরও বৃদ্ধি পেত। এই মুহূর্তে একব্যক্তি গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নোক্ত উপদেশবাণী উচ্চারণ করলে শোরগোল কিছুটা বন্ধ

www.pathagar.com

হল। ঐ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে আহলে বায়েত! আপনারদের উপর সালাম। প্রত্যেক ব্যক্তিরই মৃত্যু হবে। প্রত্যেক লোকেরই আল্লাহর বিষয়ে একজন প্রতিনিধি থাকে, প্রত্যেক আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল থাকে এবং প্রত্যেক ভয়ের মুক্তি থাকে। আপনারা আল্লাহর উপর ভরসা করুন এবং তাঁর উপর সবকিছু সোপর্দ করুন। এই বাণী শ্রবণ করে গৃহবাসীগণ একথা কে বলছে তা' বুঝতে পারল না; কিন্তু তাদের ক্রন্দন তখন বন্ধ হল। যখন তাদের ক্রন্দন থেমে গেল, কোন একজন গৃহ থেকে বাইরে এসে চারিদিকে দেখতে লাগল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। লোকটি গৃহমধ্যে ফিরে গেল, গৃহের অধিবাসীগণ আবার ক্রন্দন শুরু করল, আবার শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেল। সাথে সাথে গৃহের বাইরে থেকে অন্য আর এক ব্যক্তির স্বরে এই অদৃশ্যবাণী উচ্চারিত হল, হে আহলে বায়েত! আল্লাহকে স্মরণ করুন এবং প্রত্যেক অবস্থায়ই তাঁর প্রশংসা করুন। তবেই আপনারা নিঃস্বার্থ ইবাদাতকারী হবেন। প্রত্যেক বিপদে আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা আছে এবং প্রত্যেক বাঞ্ছিত বস্তুতে প্রতিনিধি আছে। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করুন, তাঁর আদেশ পালন করুন এবং যথাযথভাবে আমল করতে থাকুন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত খিজির (আঃ) ছিলেন এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন। এরা উভয়েই হুযুরে পাক (সাঃ)-এর জানাযায় শরীক হয়েছিলেন।

হযরত কা'কা ইবনে আমর (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খুতবাহ পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) জনসাধারণের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি সময়োচিত ভাষণ দিলেন। তাঁর সে ভাষণ শুনে সবাই-ই রোদন করতেছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসাবাদ ঘোষণা করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান ও অদ্বিতীয়, তিনি তাঁর একত্বকে সত্য করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তিনি সম্মিলিত শত্রুকে পরাভূত করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি এক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তিনি সর্বশেষ নবী। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পবিত্র কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই আছে এবং ধর্ম যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই রয়েছে। হাদীসসমূহ যেভাবে উক্ত হয়েছিল, তা' ঠিক সেভাবেই আছে। কথা যেভাবে বলা হয়েছিল, তা ঠিক সেভাবেই রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রকাশ্য সত্য। হে মাবুদ! তোমার বান্দা, তোমার রাসূল, তোমার নবী, তোমার বন্ধু, তোমার পছন্দনীয় দাস তোমার মনোনীত দাস হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর

www.pathagar.com

উপর দরূদ পাঠাও। এমন দরূদ যা তোমার সৃষ্টির মধ্যে অন্য কোন বান্দার উপর পাঠাওনি। হে মাবুদ! তোমার আশীর্বাদ, তোমার ক্ষমা, তোমার রহমত এবং তোমার বরকতকে নবীশ্রেষ্ঠ শেষ নবী, ধর্মভীরুদের নেতা, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর বর্ষণ কর। তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলের নেতা; কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শক এবং দয়ালু রাসূল। হে মাবুদ! তাঁর মর্যাদা তোমার নিকটবর্তী কর, তাঁর প্রমাণকে বড় কর। তাঁর স্থান সম্মানিত কর এবং তাঁকে প্রশংসিত ও সম্মানিত স্থানে পৌঁছে দাও। পূর্ব ও পরে মহামনীষীগণের যেন তিনি ঈর্ষার পাত্র হন। রোজ কিয়ামতে তাঁর প্রশংসিত স্থানের উপকার আমাদেরকে দান কর। ইহলোক ও পরলোকে আমাদের মধ্যে তাঁকে প্রতিনিধি কর এবং তাঁকে বেহেশতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে আমাদের অবলম্বনীয় কর। হে মাবুদ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর। যেরূপ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

হে মানবমণ্ডলী! যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইবাদাত করে, সে জানবে যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মৃত। আর যে ব্যক্তি মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করে সে জানবে যে আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই জীবিত। তাঁর মৃত্যু নেই। আল্লাহ তার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আশ্রয় পাঠিয়েছেন; সুতরাং তাকে ব্যর্থ করার জন্য প্রার্থনা করো না। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীর জন্য তাঁর নিকট যা' আছে তা' পছন্দ করেছেন। তোমাদের নিকট যা' আছে তা' পছন্দ করেননি। তিনি তার পুরস্কার দেয়ার জন্য তাঁর প্রাণ হরণ করেছেন। তিনি তোমাদের মধ্যে তাঁর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নত রেখে গিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ দুটো বিষয় মজবুতভাবে ধরে রাখবে সে প্রকৃত ঈমানদার। যে এ দু'বিষয়ে পার্থক্য করবে সে অস্বীকারকারী। হে মুমিন মুসলিমগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। তোমাদের নবীর মৃত্যুতে শয়তান যেন তোমাদেরকে অন্যমনস্ক না করতে পারে, তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে না দিতে পারে। মঙ্গলজনক কার্য দ্বারা শয়তানের সাথে সাক্ষাত করলে তোমরা শয়তানকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে। তোমরা তার দিকে ফিরে তাকাবে না। অন্যথায় সে তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর ভাষন শেষ করলেন, তখন তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওমর! তুমি-ই আমার নিকট বলেছ যে, হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যু হয়নি। তবে তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে তিনি নিজেই কোনদিন কি কথাগুলো বলে গেছেন? তদুপরি আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁর পাক কালামে বলেছেন, তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মুখে কুরআনে পাকের উক্ত বাণী শ্রবণ করে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হল যেন কুরআনে পাকের ঐ পবিত্র বাণী আজকাল দিনের পূর্বে আমি আর কখনই শ্রবণ করিনি। কিতাবে যেরূপ অবতীর্ণ হয়েছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তা' ঠিক তদ্রূপই আছে। হুযুরে পাক (সাঃ) যেরূপ হাদীস বলেছেন, তা' তদ্রূপই আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা জীবিত, তাঁর মৃত্যু নেই। আমরা সবাই-ই আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্র রাসূলের উপর আল্লাহ্র আর্শীবাদ বর্ষিত হোক এবং আমরা আল্লাহ্র নিকট আল্লাহ্র রাসূলকে দেখতে আশা করি। এই কথা বলে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যখন লোকজন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর গোসলের জন্য সমবেত হল, তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা কিরূপে তাঁর গোসল করাব তা' জানি না। তাঁর পরিধানের বস্ত্র কি উন্মোচন করব, যেরূপ আমরা আমাদের অন্যান্য ব্যক্তিদের বেলায় করে থাকি? না তাঁর পরিধানের বস্ত্রের উপরই গোসল করাবো? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কি বিস্ময়কর ঘটনা! এ সময় সবলোকের চক্ষুই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়ল। আল্লাহ্ তাদের উপর তেমন তন্দ্রা পাঠালেন যে, এমন একজন লোকও ছিল না যে, তারা কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রায় ঢলে পড়েনি। এমনি সময় কে একজন লোক এসে বলল, আল্লাহ্র রাসূলের পরিধানের বস্ত্রসহ তাঁকে গোসল করাও। একথা উপস্থিত সবাই শুনতে পেল, যদিও তারা তন্দ্রাভিভূত হয়েছিল। অতঃপর তারা জাগ্রত হয়ে ঐ নির্দেশানুযায়ী হুযুরে পাক (সাঃ)-এর গোসলকার্য সমাধা করল। তাঁকে তাঁর পরিহিত বস্ত্রসহ-ই গোসল করানো হল। গোসলকার্য সমাধা করত : লোকগণ তাঁকে কাফন পরালো। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁর পরিহিত জামা খুলতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু তখন আমাদের প্রতি ঘোষণা হল, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর বস্ত্র উন্মোচন করো না। অন্যান্য লোকগণকে যেরূপ আমরা দেহ উলট-পালট করে গোসল করাই তাঁর ক্ষেত্রেও আমরা তদ্রূপ করতে গেলাম, কিন্তু যখনই আমরা তাঁর দেহের এক অংশ উল্টাতে গেলাম, তখনই তা' আল্লাহ্র কুদরতে আপনা আপনি উল্টে গেল। এরূপে আমরা তাঁর গোসলকার্য শেষ করলাম। এ সময় মৃদু বায়ু প্রবাহের শব্দের ন্যায় গৃহের মধ্যে মৃদু শব্দের

www.pathagar.com

স্বর শুনতে পেলাম, তোমরা আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিনম্র হও, কেননা তোমাদের কষ্ট ও পরিশ্রম কিছুই করতে হবে না।

হুযুরে পাক (সাঃ)- কে যখন দাফন করা হল, তখন তাঁর এমন কোন বস্ত্রই ছিল না যা' তাঁর সাথে দাফন করা হয়নি। হযরত আবু জাফর বলেছেন, কবরের মধ্যে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর শয্যা ও চাদর বিছানো হয়েছিল। তিনি জীবদ্দশায় যে বস্ত্র ও শয্যা ব্যবহার করতেন তা-ই পরিয়ে এবং বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঐ শয্যার উপরই তাঁর পবিত্র দেহ স্থাপন করা হয়েছিল। মৃত্যুকালে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত কোন মালই রেখে দেয়া হয়নি। যা সামান্য কিছু ছিল সবই বিলিয়ে দেয়া হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশায় ইষ্টক বা প্রস্তর দ্বারা তার জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করা হয়নি, কোন কাষ্ঠ দ্বারাও কোনরূপ উত্তম গৃহ তৈরি করা হয়নি। তাঁর সারা জীবনের কার্যাবলিতে মুসলমানদের জন্য যেরূপ আদর্শাবলি রয়েছে, তদ্রূপ তাঁর মৃত্যুকালীন ঘটনাও কার্যাবলিতেও আদর্শ বিদ্যমান।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পরলোক গমন

খোলাফায় রাশেদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) যিনি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম সহচর– তাঁর যখন অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হল, তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকটে ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যু আগমনে এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

জীবনের শপথ, এই পার্থিব জীবন
নিশার স্বপন ব্যতীত আর কিছু নয়
ধনবল, জনবল সব কিছু বৃথা
যখন মৃত্যু-সমন উপস্থিত হয়।

মৃত্যু পথযাত্রী হযরত আবুবকর (রাঃ) স্বীয় মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, মাতঃ! ও কথা বলনা বরং "অ জায়াত সাকরাতুল মাওতি বিল হাক্কিক্কি যালিকা মা কুনতা মিনহু তাহীদ" অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা সত্য সত্য উপস্থিত হয়েছে, এ থেকে তোমাকে সতর্ক করা হয়েছে।

মা আমার এই বস্ত্র দুখানা দেখ, এ দুখানা পরিষ্কার করে নিয়ে এর দ্বারাই আমার কাফনের ব্যবস্থা কর। কেননা মৃতের চেয়ে জীবিত লোকেরই নতুন বস্ত্রের অধিক প্রয়োজন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিম্নোক্ত পংক্তি দুটোও আবৃত্তি করলেন :

www.pathagar.com

সৌম্য প্রশান্ত, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল
আর বারিধারা ধৌত সুন্দর চেহারা
এরই কাছে নিত আশ্রয় অনাথিনী নারী,
ইয়াতিম, দুঃস্থ ও অভাব পীড়িত যারা ॥

কন্যা আয়েশা (রাঃ)-এর মুখে এরূপ প্রশস্তি শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, মা! তুমি যা বললে এই সবই তোমার আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর গুণ। লোকজন এসে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইল, খলীফা! আমরা আপনার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকব কি? তিনি বললেন, আমার প্রকৃত চিকিৎসক আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে কি বলেছেন জান কি? তিনি বলেছেন : "ইন্নী ফাআ্যালুল্ লিমা ইয়ুরীদ" অর্থাৎ আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই করি। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে দেখতে এসে বললেন, হে খলীফা! আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দুনিয়া উন্মুক্ত করে দেবেন। তন্মধ্যে যা তোমাদের প্রয়োজন, তা-ই তোমরা গ্রহন করবে। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে, সে আল্লাহর যিম্মায় থাকে। তোমরা আল্লাহর যিম্মাকে সামান্য মনে করো না, যদি তা-ই মনে কর, তবে তোমাদের মুখমণ্ডলের উপর তোমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

যখন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর রোগ আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছে গেল এবং লোকগণ পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করল, তিনি তখন হযরত ওমর (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করলেন। তখন লোকগণ বললেন, আপনি আমাদের উপর একজন এমন কড়া মেজাযী ও রুক্ষ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোককে খলীফা মনোনীত করলেন? হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর নিকট বলব যে, হে মাবুদ! আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্য এবং উত্তম লোককে তাদের উপর খলীফা মনোনীত করে এসেছি। তারপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে তাঁর নিকট নিয়ে আসার জন্য তাঁর নিকট লোক পাঠালেন। যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে লক্ষ্য করে খলীফা বললেন, ওমর! আমি তোমাকে একটি অছিয়ত করছি। জেনে রাখবে, দিবসে আল্লাহর প্রতি তোমার যা' কর্তব্য আছে, তিনি তা' রাত্রে কবুল করেন না। তোমার আল্লাহর প্রতি রাত্রে যে কর্তব্য আছে, তিনি তা' দিবসে কবুল করেন না। ফরয কার্য আদায় না করা পর্যন্ত তিনি নফল কার্য গ্রহণ করেন না। দুনিয়ায় সত্যানুসরণ করে চললে রোজ কিয়ামতে যাদের পাল্লা ভারী হবে, তাদের পাল্লা ভারি-ই থাকবে। পাল্লার কর্তব্য এই যে, তন্মধ্যে সত্যস্থাপন করলে তা' ভারি হবে। ব্যর্থ বস্তু

www.pathagar.com

অনুসরণ করার ফলে যাদের মীযান রোজ কিয়ামতে হালকা হবে, তাদের মীযান হালকা-ই থাকবে আল্লাহ তায়ালাও তাদের উপর তা' হালকা করবেন। মীযানের কর্তব্যই এই যে, কোন ব্যর্থ বস্তু তাতে স্থাপন করা হলে তা' হালকা হবে। আল্লাহ তায়ালা বেহেশতবাসীকে উত্তম কার্যের জন্য বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা রহমতের ও শাস্তির আয়াতের উল্লেখ করেছেন, যেন মুমিন ব্যক্তি আখেরাতে আগ্রহান্বিত ও সংসারত্যাগী হয়। তার নিজের হাত দ্বারা সে যেন ধ্বংসের দিকে নিজেকে নিক্ষেপ না করে এবং সত্য ব্যতীত আল্লাহর নিকট আর কিছু আশা না করে। যদি আমার এই অছিয়ত রক্ষা কর, তা' হলে মৃত্যুর চেয়ে তোমার নিকট অন্য কোন অদৃশ্য বস্তু অধিক প্রিয় হবে না। মৃত্যু তো আমার নিকট আসবেই। যদি আমার অছিয়ত নষ্ট কর, তোমার নিকট মৃত্যুর চেয়ে অন্য কোন অদৃশ্য বস্তু অধিক অপ্রিয় হবে না। মৃত্যু তোমার নিকট আসবেই, তুমি তা' ব্যর্থ করে দিতে পারবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেছেন, আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হল, সাহাবীগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রাসূলের খলীফা! আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন। মনে হয় আপনি আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এইসব কথা বলে প্রাণত্যাগ করে, আল্লাহ তার প্রাণ প্রকাশ্যে শূন্যে রেখে দেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, প্রকাশ্য শূন্য কাকে বলে? তিনি বললেন, আরশের সম্মুখে এক বিস্তৃত ময়দান, তার মধ্যে আল্লাহর উদ্যান, নদ-নদী ও বৃক্ষরাজি রয়েছে। প্রত্যেক একশো করুণা তা' আবৃত করে রাখে। যে ব্যক্তি এই কথা বলে, আল্লাহ তার রূহকে সেই স্থানে রাখেন। হে মাবুদ! তুমিই সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছ, এদের দ্বারা তোমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তারপর তুমি তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছ। একভাগ বেহেশতের জন্য এবং অন্য ভাগ দোযখের জন্য। আমাকে বেহেশতের ভাগে ফেল দোযখের ভাগে ফেল না। হে মাবুদ! তুমি সৃষ্টিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছ এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছ। তুমি তাদের দুর্ভাগ্যশীল সৌভাগ্যশীল, পথপ্রাপ্ত, পথভ্রষ্ট করেছ, আমাকে তুমি পাপ দ্বারা দুর্ভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

হে মাবুদ! তুমি কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করার পূর্বে সে কি কি অর্জন করবে, তুমি তা' জান, তোমার ইবাদাতে যাদেরকে তুমি নিমগ্ন রাখবে, আমাকে তাদের অন্তর্গত কর। হে মাবুদ! তুমি ইচ্ছা না করা পর্যন্ত কোন লোক কোন ইচ্ছা করে না। হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট সেই বস্তু চাই,

www.pathagar.com

যা আমাকে তোমার নিকটবর্তী করে দেয়। হে মাবুদ! তুমি মানুষের চলার বিধান দিয়েছ। কোন বস্তুই তোমার অনুমতি ব্যতীত নড়াচড়া করে না। আমার চলাচলকে তোমার ভয়ের মধ্যে স্থাপন কর। হে মাবুদ! তুমি ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছ এবং প্রত্যেকটির জন্য লোক সৃষ্টি করেছ। আমাকে এই দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কর। হে মাবুদ! তুমি বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করেছ এবং এতদুভয়ের জন্য অধিবাসীও সৃষ্টি করেছ। আমাকে তোমার বেহেশতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে মাবুদ! তুমি একদল লোককে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছা কর ও তাদের বক্ষ সংকীর্ণ কর। আমার বক্ষ ঈমানের জন্য প্রসারিত কর এবং তাকে আমার হৃদয় মধ্যে সুশোভিত কর। হে মাবুদ! তুমিই সব ব্যাপারে সুবন্দোবস্ত কর এবং তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করাও, মৃত্যু দ্বারা আমাকে পবিত্র জীবন দিয়ো এবং তোমার অতীব নিকটবর্তী করো। হে মাবুদ! যে কোন ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় অন্যের আশা নিয়ে কালযাপন করে কিন্তু আমার আশা ও ভরসা তুমি। তোমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আর কারও শক্তি ও সামর্থ্য নেই। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছেন এই উপদেশ সবই আল্লাহর কিতাবে আছে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদাত প্রাপ্তি

হযরত আমর ইবনে সাইমুন (রাঃ) বলেছেন, যে প্রাতে হযরত ওমর (রাঃ)-কে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, আমি তখন তথায় দণ্ডায়মান ছিলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর ও আমার নিকটবর্তী ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দুই সারির মধ্যে যাতায়াত করতেন। কোন ফাঁক দেখলে তিনি বলতেন, কাতার ঠিক করে নাও। যে পর্যন্ত না কাতার ঠিক হতো তিনি ঐরূপ করতে থাকতেন। কাতার ঠিক হয়ে গেলে তিনি অগ্রসর হয়ে তাকবীর বলে নামায শুরু করতেন। অনেক সময়ই তিনি সূরা ইউসূফ বা সূরা নহল বা এইরূপ অন্য কোন সূরা প্রথম রাকায়াতে পড়তেন এবং ইত্যবসরে লোকজন এসে নামাযে যোগদান করতেন। ঘটনার দিন যেই তিনি তাকবীর উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম, তিনি বলে উঠলেন, আমাকে কুকুর হত্যা করেছে বা ভক্ষণ করেছে। তখন আবু লুলু তাঁকে দোধারী ছুরি দ্বারা আঘাত করেছিল। আঘাত করার পর সে ছুরি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। সে যার নিকট দিয়েই যেতেছিল, তাকেই ছুরি দিয়ে আঘাত করতেছিল। এমনকি সে এভাবে তেরোজন লোককে ছুরিকাঘাত করতঃ পলায়ন করতেছিল। এদেরমধ্যে নয়জন বা সাতজন প্রাণ ত্যাগ

www.pathagar.com

করেছিল। তারপর আর একজন মুসলমাননের নিকট দিয়ে যাওয়ার কালে সে একটি মোটা কম্বল আবু লুলুর শরীরের উপর ফেলে দিল এবং সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্বলসহ তাকে জড়িয়ে ধরল। আবু লুলু ধরা পড়ে গেল বুঝতে পেরে দ্রুত আত্মহত্যা করল। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর নিকটবর্তী আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমামতীর জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। যারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকটবর্তী প্রথম কাতারে দাঁড়ানো ছিল, তারা আমি যা দেখেছি তা-ই দেখেছিল। মসজিদের চারদিকে যারা ছিল, তারা ভিতরে কি ব্যাপার ঘটেছে তা' জানত না। তবে ওমর (রাঃ)-এর র্ভৎসনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে বলতে লাগল– সুবহানাল্লাহ! ওমর (রাঃ) কাকে মন্দ বলছে?

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) নামায সংক্ষেপ করলেন, নামাযান্তে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে ইবনে আব্বাস! দেখতো কে আমাকে আঘাত করল! হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘুরে জেনে এসে বললেন, মুগীরাহ ইবনে শো'বার গোলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। তবে তার প্রতি দয়া দেখাবার জন্য আদেশ করা হল। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার মৃত্যু কোন মুসলমানের দ্বারা সংঘটিত করেননি। তুমি এবং তোমার পিতা চাচ্ছেন যে, মদীনায় অধিক কাফিরলোক আসতে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর এরূপ অনেক কাফির গোলাম ছিল। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমীরুল মুমীনীন! যদি আপনি ইচ্ছা করেন, আমি সব গোলাম হত্যা করে ফেলব, আর যদি অন্য ব্যবস্থা করতে বলেন, তাই কবর। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের হজ্জ করার পর তাদেরকে হত্যা করো না।

আহত হযরত ওমর (রাঃ)-কে ধরাধরি করে তাঁর গৃহে নিয়ে যাওয়া হল। আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। এই ঘটনার পূর্বে এই প্রকার ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। তাই তখন থেকে প্রায় প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আমার ভারি ভয় হয় কি জানি কখন কি ঘটে। আবার কেউ কেউ একথাও বলত যে, ভয়ের কিছু নেই। কিছু নবিজ আনা হলে তিনি তা' পান করলেন, কিন্তু তা' উদর থেকে বের হয়ে গেল, তারপর দুগ্ধ আনা হলে তিনি তা' পান করলেন। কিন্তু তাও উদর থেকে বের হয়ে গেল। তখন সবাই বুঝতে পারল যে, তাঁর আর বাঁচবার আশা নেই। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। লোকজন এসে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। এক যুবক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর নিকট থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন এবং প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তা' আপনি জানেন, তারপর আপনি খেলাফত লাভ করে সুবিচার করেছেন এবং সুবিচার করেই শাহাদাত বরণ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তো মনে করেছিলাম ঐ আঘাতই আমার জন্য যথেষ্ট হবে, এখন দেখছি তা' তো এদিকও নয় ওদিকও নয়। অতঃপর যখন যুবকটি বিদায় হয়ে চলে যাচ্ছিল, হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট নিয়ে এস। সে তাঁর নিকটে আসলে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার পায়জামা একটু উপরে উঠিয়ে নাও। তা' তোমার বস্ত্র রক্ষা পাওয়ার অনুকূল হবে এবং মনে প্রভুর ভয় অধিক হবে। তারপর তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)- কে বললেন, হে আবদুল্লাহ! আমার ঋণ কত আছে হিসাব করে দেখ। হিসাবান্তে দেখা গেল হযরত ওমর (রাঃ) তখন কম-বেশি ছিআশি হাজার দেরহাম ঋণ আছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যদি আমার পরিবার-পরিজনের সম্পত্তির মূল্য ঐ পরিমাণ হয়, তবে তদ্দারা ঋণ পরিশোধ করবে, আর যদি তা' না হয়, তবে বনু আদী ইবনে কা'বের সন্তানগণ থেকে চেয়ে নিবে। যদি তাদের ধনেও ঋণ পরিশোধ না হয়, কুরায়েশদের নিকট থেকে তা' পরিশোধ করবে। কুরায়েশ ব্যতীত অন্য কারও নিকট চাইবে না। আমার পক্ষ থেকে তা' পরিশোধ করে দিয়ো। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, ওমর আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন বলবে না। কেননা অদ্য আমি মু'মিনগণের জন্য আমীর নই। আরও তাঁকে বলবে, ওমর ইবনে খাত্তাব তার দুই বন্ধুর নিকট থাকতে আপনার অনুমতি চেয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই প্রস্তাব শুনে বললেন, তা' তো আমি আমার জন্য ইচ্ছা করে রেখেছিলাম। তবে সে যাক অদ্য আমি আমার ইচ্ছার চেয়ে তার ইচ্ছাকে অগ্রগণ্য করব। এই কথা বলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)- এর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সম্মতি দিয়ে দিলেন। যখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, লোকগণ বলল, এই যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) এসেছেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা আমাকে ধরে উঠাও। এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে উঠাল। তিনি উঠে বসেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ! তুমি কি সংবাদ নিয়ে এসেছ? তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কোন বস্তুই আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তোমরা আমাকে বহন করে তাঁর খেদমতে নিয়ে যাবে। তারপর তাকে সালাম জানিয়ে বলবে, ওমর অনুমতি চাচ্ছে। তখন

www.pathagar.com

যদি তিনি অনুমতি দেন, আমাকে তথায় কবরে রাখবে। আর যদি অনুমতি না দেন, তবে আমাকে অন্যান্য মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করবে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফছা (রাঃ) মৃত্যুপথযাত্রী পিতার নিকট আগমন করলে স্ত্রীলোকগণ তাঁকে পর্দায় ঢেকে রাখল। আমরা পুরুষগণ তখন সেখান থেকে উঠে গেলাম। অতঃপর তিনি পিতার নিকটে গেলেন এবং এক ঘণ্টা পর্যন্ত রোদন করলেন। লোকজন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি পিতার নিকট থেকে উঠে অন্দরে চলে গেলেন। অন্দর মহল থেকেও তাঁর রোদনের শব্দ আমাদের কানে আসল। লোকগণ বলল, আমীরুল মু'মিনীন! অছিয়ত করুন এবং আপনার পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যাপারের জন্য আমি এমন একজন লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলে মনে করি, যাদের উপর হুযুরে পাক (সাঃ) মৃত্যুকালে সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা হলেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত জোবায়ের (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। আমার পুত্র আবদুল্লাহ তোমাদের সাথে উপস্থিত থাকবে, যদি সা'দ খেলাফত পায় উত্তম, নতুবা যে ব্যক্তিই আমীর নির্বাচিত হয়, তার নিকট সাহায্য প্রার্থী হবে। যে আমার পরে খলীফা হবে তাকে আমি এই অছিয়ত করছি, তিনি যেন প্রাথমিক মুহাজিরদের মর্যাদা স্বীকার করেন এবং তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করেন। আমি অছিয়ত করছি, তিনি যেন আনছারদের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁরা তাদেরকে এবং ঈমানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি যেন তাঁদের সৎকার্য গ্রহণ করেন এবং তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করেন। আমি তাকে এই অছিয়ত করছি, তিনি যেন নগরবাসীদের কল্যাণ এবং মঙ্গল কামনা করেন। কেননাতারা ইসলামের রক্ষাকারী, ধন সঞ্চয়কারী, শত্রুর প্রতি আক্রমণকারী। তিনি যেন তাদের সম্মতি না নিয়ে তাদের অতিরিক্ত ধন আদায় না করেন। আমি তাঁকে এই অছিয়ত করছি যে, তিনি যেন সমগ্র আরববাসীর সাথে উত্তম ব্যবহার করেন, কেননা তারা আদিম আরববাসী এবং ইসলামের মূল। তিনি যেন তাদের অতিরিক্ত ধন ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে তাদের মধ্যে দরিদ্রদেরকে বন্টন করে দেন। আমি তাঁকে এই অছিয়ত করে যাচ্ছি যে, তিনি যেন আল্লাহর আমানত ও রাসূলের আমানতকে পূর্ণ করেন। তারা যিম্মিদেরকে যে স্বত্ব দিয়েছেন, তা' যেন পূর্ণ করেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেন তাদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করেন এবং তাদের সাধ্যের অতীত কোন কষ্ট না দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যু হল, আমরা তাঁকে নিয়ে পদব্রজে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট চললাম। তথায়

www.pathagar.com

পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সালাম দিয়ে বললেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) অনুমতি চাইছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা তাকে তাঁর দুই বন্ধুর সাথে এই স্থানে দাফন কর। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, ওমরের মৃত্যুর পর ইসলাম রোদন করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ওমর (রাঃ)-কে চারপায়ীর উপর রাখা হল, লোকজন চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল। তারা তাঁর জন্য নামায পড়তেছিল, দোয়া করতেছিল। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। একজন লোক ব্যতীত আমাকে কেউই দেখেনি। সে আমার স্কন্ধে হাত রাখলে আমি তার দিকে ফিরে দেখলাম, সেই আলী ইবনে আবি তালিব। সে হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর রহমতের কালেমা পাঠ করে বলল, তোমার পর এমন কাউকে তোমার এমন স্থলবর্তী করে যাওনি, যার আমলকে তোমার আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পারি। আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে তোমার দুই বন্ধুর সাথে স্থাপন করবেন। আমি হুযুরে পাক (সাঃ) থেকে অধিক শুনতাম যে, তিনি বলতেন, আমি, আবুবকর ও ওমর গিয়েছিলাম, আমি, আবুবকর ও ওমর বের হয়েছিলাম, আমি, আবুবকর ও ওমর প্রবেশ করেছিলাম। আমি নিশ্চয় ধারণা করি ও আশা করি যে, আল্লাহ তোমাকে তাদের সাথে একত্র করবেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত লাভ

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার বিবরণ সুবিদিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেছেন যে, আমি এবং আমার ভ্রাতা খলীফা ওসমান (রাঃ)-কে সালাম দেয়ার জন্য এসেছিলাম। তখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, হে ভ্রাতঃ! তোমাকে অভ্যর্থনা! আমি আজ রাত্রে হুযুরে পাক (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন, হে ওসমান! তারা তোমাকে অবরুদ্ধ করেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তারা তোমাকে পানি পান করতে দেয়নি? আমি বললাম, হাঁ দেয়নি। তখন তিনি আমাকে একপাত্র ভর্তি পানি দিলে আমি তা' প্রাণভরে পান করলাম। এমনকি তাতে আমার স্কন্ধ ও বক্ষ শীতল হয়ে গেল। তিনি বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করব। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমার সাথে ইফতার

www.pathagar.com

করবে। আমি তাঁর সাথে ইফতার করব বললাম, ঐদিনই তাঁকে হত্যা করা হল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ঐ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার সময়ে উপস্থিত ছিল যে, হযরত ওসমান (রাঃ) নিহত হওয়ার সময় কি বলেছিলেন? তারা বলল, আমরা তাঁকে বলতে শুনেছিলাম,হে মাবুদ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতকে একতাবদ্ধ কর। এই কথা তিন বার বলেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, যদি তিনি দোয়া করতেন যে, তারা কখনও যেন একতাবদ্ধ না হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্তও একতাবদ্ধ হত না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেছেন, যে সময় হযরত ওসমান (রাঃ) গৃহের ছাদের উপর থেকে নিচে জনতার দিকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। তিনি বিদ্রোহী জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদেরকে যে দুই ব্যক্তি এখানে সমবেত করেছে, তাদেরকে আমার নিকট পাঠাও। তাদেরকে পাঠানো হলে তারা উষ্ট্র অথবা গর্দভের ন্যায় উপস্থিত হল। হযরত ওসমান (রাঃ) জনতার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আল্লাহর নামে এবং ইসলামের নামে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান না যে, মদীনার মসজিদে নববীতে মুছল্লিদের সুঙ্কুলান হত না, তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে অমুক ব্যক্তির উদ্যান খরিদ করে মসজিদের স্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দেবে এবং তার বিনিময়ে তা' থেকে উত্তম উদ্যান বেহেশতে প্রাপ্ত হবে? তখন আমি আমার নিজস্ব অর্থ দ্বারা তা' খরিদ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কি পরিতাপ! আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু'রাকায়াত নামায পড়তে দিতে বাধ সেধেছ! লোকজন বলল, তা' সত্য।

হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর নামে ও ইসলামের নামে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান, হুযুরে পাক (সাঃ) মক্কার এক উপত্যকায় দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁর সাথে হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও আমি ছিলাম। তখন পাহাড় কম্পিত হতে থাকলে হুযুরে পাক (সাঃ) তার উপর পদাঘাত করত : বললেন, হে উপত্যাকা! স্থির হও, তোমার উপর নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই। জনগণ বলল, তা' সত্য। হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, আল্লাহ আকবর, তারা আমার বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে কা'বার শপথ, আমি শহীদ।

www.pathagar.com

জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছেন, যখন হযরত ওসমান (রাঃ)- কে আঘাত করা হল, এবং তাঁর দাড়ি বেয়ে শোণিতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, তখন হযরত ওসমান (রাঃ) বলতেন লাগলেন; হে প্রভু! তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, হে প্রভু আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমার সমস্ত ব্যাপারে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি, তুমি আমার উপর যে বিপদ দিয়েছ, তাতে ধৈর্য ধারণের জন্য আমি তোমার নিকট তাওফীক চাচ্ছি।

হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদত বরণ

হযরত আছবাগ হানজারী বলেছেন, যে রাত্রে হযরত আলী (রাঃ)-কে ছুরিকাঘাত করা হয়, ফজরের ওয়াক্ত হলে ইবনে তিয়াহ হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে নামাযের আযানের কথা বলল। তিনি তখন শয্যায় শায়িত ছিলেন। ইবনে তিয়াহ যখন দ্বিতীয় বার আসল, তখনও তিনি সেই অবস্থায় ছিলেন। তৃতীয় বার সে এলে তখন হযরত আলী (রাঃ) উঠে পদচারণা করতে করতে বলতে লাগলেন :

মৃত্যুর জন্য হও তৈয়ার
মৃত্যু থেকে রক্ষা কার?
ভয় পেয়ো না মৃত্যুকে
দিতে হবে তাকে প্রাণটাকে

হযরত আলী (রাঃ) মজিদের ছোট দরজার নিকট পৌঁছলেন ইবনে মোলজেম তাঁকে ছুরিকাঘাত করল। তখন হযরত আলী (রাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছুম ছুটে গিয়ে বললেন, হায়! ফজরের নামাযের কি হল? আমার স্বামী ওমর (রাঃ) ফজরের নামাযের মধ্যে শহীদ হলেন, আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ) ও সেই ফজরের নামাযের মধ্যে শাহাদত বরণ করলেন? কুরায়েশ বংশীয় জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন, যখন ইবনে মোলজেম হযরত আলী (রাঃ)-কে ছুরিকাঘাত করল, হযরত আলী (রাঃ) বলে উঠলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! আমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন যে, যখন তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হল, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় অছিয়ত করলেন। তারপর তিনি আর কোন অপ্রয়োজনীয় কথা উচ্চারন করলেন না। মৃত্যুশয্যায় শায়িতাবস্থায় শুধু কালেমা তাইয়্যোবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন (রাঃ) দ্বয়ের শাহাদত লাভ

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-কে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার শিকার হতে হল এবং পানীয়ের সাথে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে পান করতে দেয়া হল, বিষ অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের ছিল। সুতরাং অচিরেই তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী হল। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আশু মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিমর্ষ ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হোসায়েন (রাঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পার্শ্বে বসে তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগলেন এবং নানাভাবে তাঁকে আশ্বস্ত ও উৎসাহ প্রদান করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি সন্ত্রস্ত হচ্ছ কেন? কিছুক্ষণের মধ্যেই তো তুমি আমাদের প্রিয় নানা হুযুরে পাক (সাঃ) এবং পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হবে। তুমি উন্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) এবং মাতা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হবে। তুমি হযরত হামযাহ (রাঃ) এবং হযরত জাফর (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হবে! তাঁরা তোমার পিতামহ। সুতরাং হে ভ্রাতঃ! তোমার অশান্তি কিসের? আমি কিন্তু তোমার অবর্তমানে শীঘ্রই এমন দুর্যোগে পতিত হব যার কোন তুলনা নেই।

মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারবালার ময়দানে শত্রুবাহিনী যখন ইমাম হোসায়েন (রাঃ)-কে আক্রমণ করল, তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে হত্যা করবে। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর খুবই সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিলেন, "এখানে যারা আমার আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষ এবং মহিলা উপস্থিত আছেন, তারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন যে, আমাদের কি ভীষন বিপদ উপস্থিত হয়েছে। দুনিয়ার অবস্থা যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সবকিছুর রং পরিবর্তিত হয়ে তা' অন্য বর্ণ ধারণ করেছে। ধার্মিক লোকগণ সবাই-ই সম্মুখ থেকে পেছনে চলে গেছে। যারা দু-একজন বাকি আছে তারা যেন পানিয় পাত্রের তলস্থ গাঁদ সদৃশ অথবা অস্বাস্থ্যকর চারণক্ষেত্র সদৃশ। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে, কোন কাজেই সত্যের অনুসরণ করা হচ্ছে না, ব্যর্থ এবং বাতুল কাজ থেকে মুখ ফিরানো হচ্ছে না, যাতে করে মু'মিন লোকদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উৎসাহও কমে গেছে। এই অবস্থায় বেঁচে আর কি ফল হবে? সুতরাং এ সময় আমি আমার মৃত্যুকে সৌভাগ্য বলে মনে করি এবং অত্যাচারীদের সাথে বেঁচে থাকা আমার জন্য মন্দ কাজ বলে মনে করি।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আমীর মুআবিয়ার মৃত্যু

যখন হযরত মুআবিয়ার মৃত্যু নিকটবর্তী হল, তিনি বললেন, তোমরা আমাকে উঠিয়ে বসাও। লোকগণ তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। তিনি তাসবীহ পড়তে লাগলেন এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলেন। তারপর তিনি রোদন করে নিজেকে নিজে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হে মুআবিয়া! তুমি তোমার বৃদ্ধ বয়সে তোমার প্রভুকে স্মরণ কর। দেখ যৌবন কালে আল্লাহকে স্মরণ করার উপযুক্ত সময় ছিল। এই কথা বলেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। এমনকি তিনি হিচকী সহকারে রোদন করতে লাগলেন এবং প্রভুকে সম্বোধন করে বললেন, হে প্রভু! পাপীদের বৃদ্ধ লোকের উপর তুমি তোমার করুণা বর্ষণ কর। কঠিন হৃদয়বিশিষ্ট লোকটির উপর রহম কর। হে প্রভু! তুমি আমার অপরাধ ও দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর। তোমার ধৈর্যের গুণে তুমি ঐ ব্যক্তিকে তোমার নিকট টেনে নাও, যে তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বাস করত না।

বর্ণিত আছে যে, কুরায়েশ বংশীয় জনৈক শেখ একদল লোকসহ হযরত মুআবিয়াকে অসুখ অবস্থায় দেখতে গেল। তারা হযরত মুআবিয়ার শরীরের যে অবস্থা দেখতে পেল তাতে তার অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন বলে ধারণা করল। তাদের উপস্থিতির পর হযরত মুআবিয়া তাদের সামনে আল্লাহর প্রশংসাবাদ করে বলতে লাগলেন, দেখ, আমরা যা উপভোগ করেছি এবং দেখেছি তা' ব্যতীত দুনিয়ার আর কি আছে? তোমরা লক্ষ্য কর, আল্লাহর কসম! দুনিয়ার সুখ-সম্পদ আমাদের চেষ্টার ফলে আমাদের নিকট এসেছে। দুনিয়ার আর এমন কি আছে যা' আমাদের নিকট আসেনি? কিন্তু তা' পরিবর্তনের পর পরিবর্তিত হয়ে গেছে। রশির পর রশি কর্তিত হয়ে গেছে। এখন দুনিয়া এমন হয়ে গেছে যে, তা' আমাদেরকে প্রবঞ্চিত করছে; আমাদেরকে তিরস্কার করছে এবং আমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। দুনিয়ার জন্য আক্ষেপ! এরূপ দুনিয়ার প্রতি আমাদের জন্য

www.pathagar.com

ক্ষোভ। বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআবিয়া তাঁর জীবনের সর্বশেষ লগ্নে যে খুতবাহ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, হে জনগণ! আমি একটি শস্য সদৃশ। তা' কাটার উপযুক্ত হয়েছে, আমি তোমাদের শাসনকর্তা। আমার পরে যে শাসনকর্তা হবে, সে আমার চেয়ে উত্তম হবে। অতঃপর তিনি পুত্র ইয়াযিদকে লক্ষ্য করে বললেন, যখন আমার সময় শেষ হয়ে যাবে আমাকে গোসল করানোর জন্য একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবে। কেননা জ্ঞানী ব্যক্তির আল্লাহর নিকট মর্যাদা আছে। সে যেন আমাকে উত্তমরূপে গোসল করায় এবং উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলে। তারপর সে যেন মুহাফেজখানায় হুযুরে পাক (সাঃ)-এর কয়েক খণ্ড কেশ আমার নাকে, মুখে, কর্ণে এবং বক্ষে যেন রেখে দেয় এবং তাঁর নখাগ্রভাগসমূহ যেন কাফনের নিচে আমার শরীরের উপর রেখে দেয়। হে ইয়াযিদ! তুমি পিতা-মাতার ক্ষেত্রে আল্লাহর অছিয়তকে রক্ষা করবে। যখন তোমরা নতুন বস্ত্র পরিয়ে আমাকে কবরে স্থাপন করবে তখন আমাকে নির্জন কবরে পরম দয়ালু প্রভুর নিকট সোপর্দ করে আসবে।

মুহাম্মদ ইবনে ওকবাহ বলেছেন, যখন মুআবিয়ার মৃত্যু নিকটবর্তী হল, তিনি বললেন, হায় আফসুস! আমি কুরায়েশ বংশীয় একজন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তি ছিলাম। এই পদমর্যাদার উপযুক্ত ছিলাম না।

খলীফা আবদুল মালেকের মৃত্যু

যখন খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের মৃত্যু নিকটবর্তী হল, তিনি দামেস্কের নিকট এক ধোপাকে তার হস্ত দ্বারা বস্ত্র পিটাতে এবং ধৌত করতে দেখে বললেন, হায় আফসুস! আমি যদি এই ধোপা হতাম এবং এভাবে দৈনিক নিজ হস্তের উপার্জন দ্বারা জীবিকা ভক্ষণ করতাম! সংসারে আমার কোন কর্তৃত্ব না থাকত তবে কতই না উত্তম হতো! হযরত আবু হাতেম খলীফা আবদুল মালেকের এই উক্তি শুনে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যখন আমাদের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমরা যে সম্পদের মধ্যে আছি তার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা ধরে যায়। কিন্তু যখন আমরা মৃত্যুর কথা ভুলে থাকি তখন অন্য কিছুর দিকেই লক্ষ্য না করে কেবলমাত্র সম্পদের মোহেই আচ্ছন্ন থাকি।

যে ব্যাধিতে খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ব্যাধি অবস্থায় তার নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেমন বোধ করছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে যা উল্লেখ করেছেন আমি তদ্রূপ বোধ করছি। যথা : "ওয়া লাক্বাদ জি'তুমূনা

www.pathagar.com

ফুরাদা কামা খালাক্বনা কুম আওয়্যালা মাররাতিন ওয়া তারাকতুম মা খাওয়্যালনা কুম ওয়া রাযা জুহুরিকুম" অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে একাকী আসবে, যে রূপ তোমাদের প্রথম সৃষ্টি করেছি; এবং যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম তা' তোমরা তোমাদের পিছনে ফেলে আসবে একথা বলার পরেই খলীফা আবদুল মালেক প্রাণ ত্যাগ করলেন।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীমের মৃত্যু

খলীফা আবদুল মালেকের কন্যা ফাতেমা খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেছেন, যে অসুখে ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যু হয়েছিল, সে অসুখের মধ্যে তিনি আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুকে তুমি সহজ করে দাও। যে গৃহে তার মৃত্যু হয়েছিল আমি সে গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য গৃহে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র একটি দরজার দূরত্ব ছিল। আমি তাঁর মুখে এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনলাম, "এই আখেরাতের আগার আমি ঐ লোকদের জন্য সৃষ্টি করেছি যারা দুনিয়ায় বড় হতে বা অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না এবং পরিণাম ফল আল্লাহভীরুদের জন্য" এই আয়াত পাঠ করার পরই তিনি নীরব হলেন, তারপর আর আমি তাঁর কোন নড়াচড়া বা কথার শব্দ শুনতে পেলাম না। তখন আমি তাঁর এক গোলামকে বললাম, তিনি নিদ্রা গিয়েছেন কিনা দেখ। সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে চিৎকার করে উঠল এবং আমি তাড়াতাড়ি উঠে দেখলাম যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহতায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। কেননা তার মৃত্যু সংবাদ কিছু বিলম্বে প্রকাশ পেয়েছিল। যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হল, তাকে বলা হল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমার এই অবস্থা দেখে সতর্ক হবে। কেননা তোমাদেরও এই অবস্থা হবে।

বর্ণিত আছে, যখন ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর কঠিন ব্যাধি হল, তাঁর জন্য একজন চিকিৎসক আনা হল, চিকিৎসক খলীফাকে দেখে পরীক্ষা করে বলল যে, তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে; এবং তাঁর মৃত্যু সুনিশ্চিত। তখন খলীফা চিকিৎসকের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, যাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়নি তার মৃত্যুও সুনিশ্চিত। চিকিৎসক বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি বিষের অনুভব করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ তা' আমি অনুভব করতে পেরেছি। যখন তা' আমার উদরে পড়েছে, তখনই তা' আমি বুঝতে পেরেছি। চিকিৎসক বলল, আপনি এর

www.pathagar.com

চিকিৎসা করান তাতে উপকার হবে, নতুবা আপনার প্রাণনাশ হতে পারে। খলীফা বললেন, আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম। আল্লাহর কসম, যদি আমি জানি যে, আমার আরোগ্য আমার কর্ণলহরীর নিকট, তবে আমি আমার হস্ত কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন করেও সে পথ গ্রহণ করব না। হে মাবুদ! তোমার সাথে ওমরের সাক্ষাতকে উত্তম কর। এরপর কয়েকদিন যেতে না যেতেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

বর্ণিত আছে যে, খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে তিনি রোদন করতে লাগলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আমীরুল মু'মিনীন! কেন রোদন করছেন? বরং আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনার মাধ্যমে সুন্নতকে পুনর্জীবিত করেছেন, আপনি সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কথা শুনে তিনি আরও অধিক ক্রন্দন শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমাকে কি হাশর ময়দানে দণ্ডায়মান করানো হবে না এবং লোকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে না! আল্লাহর কসম যদি আমি তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করে থাকি, তবু আমার ভয় এই যে, আমি তার প্রমাণসহ দাঁড়াতে পারব না। তাঁকে বলা হল, আল্লাহ-ই আপনাকে তার প্রমাণ শিক্ষা দিয়ে দেবেন। তখন তিনি বললেন, তবে আমি যে কত অবিচার করেছি, তার কি হবে? এই বলে তিনি তাঁর দুচোখ থেকে অশ্রু ঝরাতে লাগলেন, অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটল।

বর্ণিত আছে, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তিনি বললেন, তোমরা আমাকে উঠিয়ে বসাও। লোকগণ তাঁকে উঠিয়ে বসাল। তখন তিনি বললেন, আমাকে যা আদেশ করা হয়েছিল আমি তা' পালনে ত্রুটি করেছি, আমাকে যা নিষেধ করা হয়েছিল, তা' থেকে বিরত হতে আমি গাফলতি করেছি। তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। তারপর বললেন, আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই। এ কালামটি পাঠ করার পর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখপানে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি ওভাবে কি দেখছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি কোন কিছু দেখছি, যা মানুষও নয় এবং জ্বীনও নয়। একথা বলার পরই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

খলীফা হারুন রশীদের মৃত্যু

বর্ণিত আছে যে, খলীফা হারুন রশীদের মৃত্যুর সময় তিনি নিজ হস্তে নিজের কাফনের কাপড় সেলাই করেছিলেন। সেই কাপড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, "মা আগনা আন্নী মালিয়াহ হালাকা আন্নী সুলতানিয়াহ"

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমার এত ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না? আমার কর্তৃত্ব আমাকে ধ্বংস করে দিল।

খলীফা হারুন রশীদের পুত্র খলীফা মামুন রশীদ যমিনে ভস্ম ছাই বিছিয়ে তার উপর শায়িত হয়ে বলেছিলেন, আমি এখন নিরাপদ হলাম। এখন আর আমার রাজত্ব যাওয়ার ভয় নেই। যাদের রাজত্ব যায়, হে প্রভু! তুমি তাদেরকে করুণা কর।

খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহর মৃত্যু

খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহর মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন, যদি আমি জানতাম যে আমার জীবন এত অল্প, তা'হলে আমি রাজত্ব করতাম না।

খলীফা মুনতাছির বিল্লাহর মৃত্যু

খলীফা মুনতাছির বিল্লাহর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে গেলে তিনি একেবারে বেচাইন হয়ে গেলেন, এমনকি ছটফট করতে লাগলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এরূপ করছেন কেন? আপনি তো তেমন দোষের কাজ কিছু করেননি। তিনি বললেন, সেজন্য নয় বরং আমি দেখছি যে দুনিয়া চলে যাচ্ছে এবং আখেরাতে এসে পড়েছে।

হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর মৃত্যু

হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তিনি তাঁর লোহার সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই সিন্দুকের মধ্যে যে ধন-রত্ন আছে, তা' এখন কে গ্রহণ করবে? আহা! ঐগুলি যদি একটি উট হতো মনে হয় তা-ই ভালো হতো।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মৃত্যু

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। লোকগণ বলে যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না।

www.pathagar.com

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) তার এই বাক্য শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন। যখন হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-এর নিকট একথা বলা হল, তিনি শুনে বললেন, সে কি এই কথা বলেছে? বলা হল যে, হাঁ, বলেছে। তখন তিনি বললেন যে, হতে পারে।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর মৃত্যু

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তিনি বললেন, হে মাবুদ! আমি তোমাকে ভয় করছি। তবু আমি তোমার আশা করি। হে মাবুদ! তুমি জান যে, আমি দুনিয়াসক্ত লোক ছিলাম না এবং তথায় দীর্ঘ দিন থাকারও আকাঙ্ক্ষী ছিলাম না। দুনিয়ার ঝর্ণা বহাব, বৃক্ষরোপণ করে উদ্যান সাজাব এরূপ ইচ্ছা এবং চেষ্টাও আমার ছিল না; বরং দ্বিপ্রহরের সময়ে আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে কাটাতাম, সময়ের আবর্তনের মধ্যে থেকে আমি তা' সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতাম, যিকিরের হলকায় ওলামাদের সংসর্গের আশায় থাকতাম।

যখন হযরত মুআয (রাঃ)-এর উপর অত্যধিক মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হল এবং তাঁর জীবনগ্রন্থি আকর্ষণ করা শুরু হল, তিনি বললেন, এরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা আর কারও নিকট উপস্থিত হয়নি। যখনই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত, তিনি তাঁর চোখের দৃষ্টি মেলে বলতেন, হে প্রভু! তোমার ইচ্ছানুযায়ী-ই আমাকে কষ্ট দাও, তবে তোমার সম্মানের কসম, তুমি জান যে, আমার মন তোমাকে ভালোবাসে।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর মৃত্যু

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তিনি রোদন করতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কেন রোদন করছেন? তিনি বললেন, "আমি দুনিয়া থেকে পৃথক হব বলে রোদন করছি না, তবে হুযুরে পাক (সাঃ) আমার নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আমাদের কারও সংসারের সম্বল এই পরিমাণ থাকবে, যে পরিমাণ একজন মুসাফির আরোহী তার সঙ্গে করে লয়। অতঃপর যখন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর মৃত্যু হল, তিনি যা রেখে গেলেন, তা' হিসাব করে দেখা গেল যে, তার মূল্য মাত্র কমবেশি দশ দেরহাম হবে।

www.pathagar.com

হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মৃত্যু

যখন হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মৃত্যু উপস্থিত হল, তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, কি আক্ষেপ এবং দুঃখের বিষয়, হায় আপনার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। হযরত বেলাল (রাঃ) বললেন, মোটেই আক্ষেপ ও অনুতাপের বিষয় নয়; বরং কল্য আমার প্রিয়তম বন্ধু হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হওয়ার আনন্দ লাভ করব।

ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ)-এর মৃত্যু

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় তিনি রোদন করতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি এরূপ রোদন করছেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আমার জ্ঞান মতে পাপ করেছি বলে ক্রন্দন করছি না; বরং আমি পাপকরে তা' সহজ মনে করেছি অথবা আল্লাহর নিকট তা' বড় এই মনে করে ভয় করছি।

হযরত আমের ইবনে আবদুল কায়েস (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত আমের ইবনে আবদুল কায়েসের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি রোদন করতে লাগলেন। তাঁকে তাঁর রোদনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি মৃত্যুভয়ে সংসারের প্রতি আসক্ত হয়ে রোদন করছি না; বরং গ্রীষ্মের যে তৃষ্ণা আমি সহ্য করিনি বা শীতকালের যে তাহাজ্জুদের নামায আমি পড়তে পারিনি, তজ্জন্য রোদন করছি।

হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়ায (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত ফোজায়েল (রহঃ)-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ হলে চক্ষু উন্মিলন করে বললেন, এত বড় সফর এবং এত কম সম্বল! জানি না আমার কেমন হবে?

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-এর মৃত্যু

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময়ে তিনি স্বীয় চক্ষুদ্বয় উন্মিলন করে হাস্য বদনে এরূপ বলেছিলেন, আমলকারীগণ যেন আমল

www.pathagar.com

করে। তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে স্বীয় গোলাম নছরকে বললেন, আমার মস্তক মাটিতে রেখে দাও। তা' শুনে নছর কেঁদে উঠল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? নছর বলল, হুযুর! আপনি কত সুখ ও শান্তির মধ্যে ছিলেন আর এখন একেবারে নিঃস্ব ও দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যু বরণ করছেন, এজন্য আমি কাঁদছি। তিনি বললেন, ক্রন্দন বন্ধ কর। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন আমাকে জীবতকালে ধনী করে রাখেন এবং মৃত্যুর পূর্বে দরিদ্র করে তদবস্থায় মৃত্যু দান করেন। অতঃপর তিনি নছরকে বললেন, তুমি এখন আমার নিকটে বসে কালেমা পড়তে থাক, যে পর্যন্ত না আমার রসনা থেকে দ্বিতীয় কথা বের হয়। আমি পুনরায় কোন কথা না বলা পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কোন কথা বলো না।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেছেন যে, এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে শয়তান উপস্থিত হয়ে তাকে বলল, তুমি মুক্তি পেয়েছ। লোকটি বলল, আমি এখন পর্যন্ত তোমার থেকে নিরপদ নই। তারপর সে রোদন করতে লাগল, লোকগণ তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি রোদন করছেন কেন? সে বলল, আল্লাহর পবিত্র কালামের একটি আয়াতের কথা মনে করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন : ইন্নামা ইয়াতাক্বাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাক্বীন" অর্থাৎ ধর্মভীরুদের নিকট থেকে আল্লাহ্ কবুল করেন।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললেন, যে কার্যের প্রারম্ভে এরূপ, তার অন্তিমকালের জন্য ভয় করা উচিত। যে কার্যের শেষে এরূপ, তা' প্রারম্ভেই ত্যাগ করা উচিত।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত জারীর (রহঃ) বলেছেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর অন্তিমকালে আমি তাঁর নিকট ছিলাম। সেদিনটি জুমআর নামাযের দিন এবং নওরোজের তারিখ ছিল। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেছিলেন। যখন তিনি তিলাওয়াত শেষ করলেন, আমি বললাম, হে আবুল কাসেম! আপনি আপনার এই অবস্থায় তিলাওয়াত করছেন? তিনি বললেন, আমার চেয়ে এ কাজে আর কার বেশি প্রয়োজন? এখন যে আমার আমলনামা খতম হওয়ার সময়। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুল আব্বাস (রহঃ) হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর মৃত্যুকালে তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি তার উত্তম দিলেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি তার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আমার ওজর গ্রহণ করুন। আমি মৃত্যুপথযাত্রী। এই কথা বলে তিনি কিবলার দিকে মুখ ফিরালেন এবং তাকবীর বলতে বলতে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

হযরত সাঈদ খাররাজ (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত সাঈদ খাররাজের পুত্র বলেছেন, আমার পিতা হযরত সাঈদ খাররাজ (রহঃ) মৃত্যুর সময় আসন্ন হলে তিনি বলতে লাগলেন :

যারা তাদের প্রিয় প্রভুর প্রেমে সদা লিপ্ত এবং তাঁর স্মরণে মত্ত থাকে, তারা তাদের মুনাজাতের মধ্যে গুপ্ত বিষয়গুলো হৃদয় মধ্যে জাগরিত করে, এরা এদের সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পিয়ালা অবলোকন করে, তাই সংসারের ভাবনা এদের মনের মধ্যে আসতেই পারে না, এদের চিন্তাজগতে জেগে থাকে শুধু আখেরাতের সৌন্দর্যময় বিশাল প্রান্তর। হৃদয় এদের পূতঃ পবিত্র তা' থেকে যেন জ্যোতির ধারা প্রবাহিত হয়। তাদের বাহ্যিক দেহটি যদিও ধরায় থাকে, হৃদয় এদের উর্ধ্বজগতে বিচরণ করে। প্রিয়তম প্রভুর সান্নিধ্য ব্যতীত এদের হৃদয়ে শান্তি নেই, যদিও এদের তাতে নিত্য ক্লেশ ও কষ্ট পোহাতে হয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-কে বলা হয়েছিল যে, হযরত আবু সাঈদ খাররাজের মৃত্যুর সময়ে অত্যধিক ওজদের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি বললেন যে, আল্লাহর প্রতি অনুরক্তির আধিক্যে প্রাণ উড়ে যাওয়ায়ও আশ্চর্যের কিছু নেই।

হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ)-এর মৃত্যু

যখন যুননুন মিসরী (রহঃ)-এর মৃত্যু উপস্থিত হল, লোকগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কোন অভিলাষ আছে কি? তিনি বললেন, আমার কোন অভিলাষ নেই, তবে শুধু মনে এই বাসনাই পোষণ করতেছিলাম, যদি প্রভুকে এক মুহূর্তের জন্যও জানতে পেতাম!

কোন এক বুযুর্গকে মৃত্যুকালে বলা হল, বলুন আল্লাহ। তিনি বললেন, তোমরা বলছ আল্লাহ। আমি যে আল্লাহ কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছি। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি হযরত সামশাদ দিনওয়ারীর খেদমতে ছিলাম। একদা একজন দরিদ্র লোক এসে বলল, তোমার উপর সালাম, এখানে কি কোন পবিত্র স্থান আছে, যেখানে মানুষের মৃত্যু হওয়া সম্ভব? লোকজন তাকে একটি স্থান দেখিয়ে দিল। তা' পানির কিনারায় ছিল। দরিদ্র ব্যক্তি নতুন করে অযূ করে নিল এবং যতক্ষণ আল্লাহর মর্জি ছিল, সে নামায আদায় করল। তারপর সেই স্থানেই পদদ্বয় বিস্তার করে দিল ও তদবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করল।

www.pathagar.com

হযরত আবুল আব্বাস দিনওয়ারীর ওয়াজের সময় তাঁর মজলিসে একজন স্ত্রীলোকের ওজদ হয়ে সে চিৎকার দিয়ে উঠল তিনি তাকে বললেন, প্রাণত্যাগ কর। স্ত্রীলোকটি উঠল, অতঃপর তথা থেকে তার গৃহের দরজায় পৌঁছে বলল আমি মৃত্যুর সম্মুখীন। তারপরই সে প্রাণত্যা করল।

হযরত আবু আলী রোজবারী (রাঃ)-এর মৃত্যু

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু আলী রোজবারী (রাঃ)-এর ভগ্নি ফাতেমা বলেছেন, যখন আমার ভ্রাতা আবু আলী রোজবারীর মৃত্যু উপস্থিত হল, তাঁর মস্তক আমার ক্রোড়ে ছিল। তিনি এ সময় তাঁর চক্ষু উন্মীলন করে বললেন, আসমানের দরজাসমূহ খুলে গেছে এবং বেহেশতসমূহ সুসজ্জিত করা হয়েছে। ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে, হে আবু আলী! আমি তোমাকে শেষ মর্যাদা দান করেছি, যদিও এ জন্য তোমার আগ্রহ না থাকে। এই পর্যন্ত বলে তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন :

"তোমার শপথ, ওহে যাবৎ তোমাকে না দেখতে পাব, আমার প্রেম নেত্রে কাউকেই আমি দেখব না। ভুল করে যদি কারও দিকে কভু তাকিয়ে বসি তুমি আমাকে তাহলে কঠোর শাস্তি দিও।"

হযরত শিবলী (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত জাফর (রহঃ) ইবনে নাছীর দিনাওয়ারী-যে ব্যক্তি হযরত শিবলী (রহঃ)-এর খাদেম ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শিবলী (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময়ে তাকে তুমি কি অবস্থায় দেখেছিলে? সে বলল, হযরত শিবলী (রহঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বললেন, অন্যায়ভাবে গৃহীত একটি দেরহাম আমার হাতে এসেছিল, আমি তার পরিবর্তে হাজার হাজার দেরহাম দান করেছি। আমার মনে এখন সেই ব্যাপারটি থেকে বড় ব্যাপার কিছু নেই। অতঃপর তিনি বললেন, নামাযের জন্য আমাকে অযু করাও। আমি তাকে অযু করালাম। কিন্তু তার দাড়ি খেলাল করাতে ভুলে গেলাম। তখন তাঁর রসনা বন্ধ ছিল। তিনি তখন আমার হাত ধরে তার দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারপরই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তার কথা শুনে হযরত জাফর (রহঃ) ক্রন্দন করতে করতে বললেন, তোমরা সেই লোকটির সম্বন্ধে কি বল, যিনি তাঁর অন্তিম সময়েও একটি মুস্তাহাব কাজও ছাড়তে রাজি ছিলেন না? কথিত আছে যে, হযরত শিবলী (রহঃ)-এর একদল মুরীদ তাঁর মৃত্যু শয্যায় থাকাকালীন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল, বলুন

www.pathagar.com

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলতে লাগলেন, ওহে নফস! যে গৃহে তুমি এতদিন বসবাস করতেছিলে কোন দিন তাতে আমার প্রদীপের প্রয়োজন হয়নি। আমার আকাঙ্ক্ষিত তব মুখমণ্ডলই আমার হৃদয় মধ্যে যে আশার আলো জ্বালিয়েছে তা-ই আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে সাথে সাথে আমার বাসগৃহকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। হে প্রভু! যেদিন আমার নিকট তাওহীদের প্রমাণ দাবি করা হবে, সেদিন যেন আমি তোমার প্রদত্ত রহমতের গুণে মুক্তি পেতে পারি। তোমার নিকট এই-ই আমার প্রার্থনা।

হযরত বাশার ইবনে হারেছ (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত বাশার ইবনে হারেছ (রহঃ)-এর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তখন তাঁকে বলা হল, মনে হয় যেন আপনি বেঁচে থাকতে ভালোবাসেন! তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট যাওয়া যে বড়ই কঠিন।

হযরত ছালেহ ইবনে মেছমার (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত ছালেহ ইবনে মেছমার (রহঃ)-কে তাঁর মৃত্যু সময়ে বলা হয়েছিল, আপনি কি আপনার পুত্র ও পরিবারবর্গকে কোন অছিয়ত করে যাবেন? তিনি বললেন, আমি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অছিয়ত না করে গেলে আল্লাহর নিকট বড়ই লজ্জিত হব।

হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাঁর মুরীদগণ তাঁর নিকটে এসে বলল, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা আপনি এখন আপনার দয়ালু, ক্ষমাশীল প্রিয় প্রভুর নিকট শুভযাত্রা করছেন। তিনি বললেন, তোমরা একথা কেন বল না যে, আপনি ভয় করুন, কেননা এমন প্রভুর নিকট যাচ্ছেন, যিনি ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র পাপেরও হিসাব নিবেন এবং বড় পাপগুলোর জন্য কঠোর শাস্তি দেবেন।

হযরত আবুবকর ওয়াসেত (রহঃ)-এর মৃত্যু

যখন আবুবকর ওয়াসেত (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, লোকগণ তাঁকে বলল, আমাদেরকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য তোমাদের মধ্যে রক্ষা করো। সাবধান তাতে তোমরা অবহেলা করো না।

www.pathagar.com

কোন এক বুযুর্গের মৃত্যু উপস্থিত হলে তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? সে বলল, আমি তোমার জন্য কাঁদছি। তিনি বললেন, যদি তুমি ক্রন্দনই কর তবে নিজের জন্য ক্রন্দন কর। কেননা আমি এই দিনটির জন্য চল্লিশ বছর ধরে ক্রন্দন করেছি।

হযরত সাররী ছাকতী (রহঃ)-এর মৃত্যু

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হযরত সাররী ছাকতী (রহঃ)-কে দেখতে গেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি অবস্থায় আছেন? তিনি বললেন :

ব্যাধিগ্রস্ত আছি, কিন্তু ব্যাধির বিষয় চিকিৎসকের নিকট অভিযোগ করে কি লাভ হবে? চিকিৎসকই তো এ রোগ আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন! হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, আমি তাকে একখানা পাখা দিয়ে বাতাস করতেছিলাম। তাতে তিনি বললেন, ওহে পাখার হাওয়া সেই লোককে কিরূপে শান্তি দেবে, যার মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে? অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন :

"আমার হৃদয় জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে এবং আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বিভিন্নমুখী হয়ে গেছে, এবং দুঃখের পাহাড় কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যে দুঃখের কোন পারাপার নেই, হৃদয়ে শান্তির কোন বালাই নেই। আছে শুধু ক্লান্তি ও শ্রান্তি! প্রেম আমার হৃদয়কে প্রায় বাতুল করে দিয়েছে। অনুরাগ ও প্রীতি আমাকে অস্থির ও অশান্ত করে তুলেছে। হে প্রভু! যদি আমার নছীবে কোন সান্ত্বনা থেকে থাকে, যতদিন বেঁচে আছি তুমি আমার উপর করুণা বর্ষণ কর"।

হযরত কাত্তানী (রহঃ)-এর মৃত্যু

বর্ণিত আছে যে, হযরত কাত্তানী (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি এতদিন কি আমল করে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী না হলে আমি নিশ্চয় তা' তোমাদেরকে জানাতাম। আমি বিগত চল্লিশ বছর ধরে আমার হৃদয়ের দুয়ারে প্রহরীর ন্যায় অপেক্ষা করেছি। যখনই আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য বস্তু আমার হৃদয় কুঠরীতে প্রবেশ করতে এসেছে আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

খলীফা হাকামের মৃত্যু

হযরত মু'তামের (রহঃ) বলেছেন, যখন খলীফা হাকামের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমি বললাম, হে মাবুদ! তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ কর। কেননা তিনি এরূপ ছিলেন। অর্থাৎ আমি তার কতগুলো গুণের কথা উল্লেখ করলাম। এ সময় তিনি অবচেতনের ন্যায় ছিলেন। পূর্ণরূপে তার জ্ঞান ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এই কথাগুলো বলেছে? আমি বললাম, আমি বলেছিলাম। তখন তিনি বললেন, মৃত্যু দূত আমাকে বলল, তোমার কোন চিন্তা নেই; কেননা আমি প্রত্যেক দাতার উপর দয়ালু ও মমতাশীল। এই কথা বলার সাথে সাথে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহঃ)-এর মৃত্যু

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, হযরত হোজায়ফা তার নিকট গিয়ে তাকে অত্যন্ত পেরেশান এবং চিন্তাক্লিষ্ট দেখে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! এটা কি পেরেশান হবার সময়? তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ! কেন আমি পেরেশান হব না, আমি জানি যে, আমার কোন কাজের মধ্যে আমি আল্লাহকে তাছদিক করিনি। হোজায়ফা বললেন, এই নেক্‌কার ব্যক্তির জন্য বড়ই আশ্চর্য সে তার মৃত্যুর সময় হলফ করেছে যে, তার কোন আমলে সে আল্লাহকে তাছদিক করেনি। হযরত মাগাজালী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে এক রুগ্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে সে বলেছিল, হে মাবুদ! যা ইচ্ছা তা-ই করা তোমার পক্ষে সম্ভব। তবে তুমি আমার উপর করুণা বর্ষণ কর।

হযরত সামশাদ দিনাওয়ারী (রহঃ)-এর মৃত্যু

এক বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত সামশাদ দিনাওয়ারী (রহঃ)-কে মৃত্যুর পূর্বে তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং এই বলে তাকে দোয়া করলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে উত্তম ব্যবহার করুন। আমার দোয়া শুনে তিনি মৃদু হেসে বললেন, গত ত্রিশ বছর ধরে বেহেশত এবং বেহশতের সর্ব রকম সুখ-সম্পদ আমার নিকট উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু আমি কখনও তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিনি। হযরত রোয়ায়েম (রহঃ)-কে মৃত্যুর সময় বলা

www.pathagar.com

হয়েছিল, বলুন, লাইলাহা ইল্লাল্লা। তিনি বললেন, আমি এই কালেমা ব্যতীত আর কোন উত্তম বাক্য শ্রবণ করিনি। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাকে বলা হল, বলুন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেন, তা কি আমি অনবরতই উচ্চারণ করছি না?

হযরত মজনী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাকে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। বন্ধুগণ থেকে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার মন্দ কাজগুলোর সাথে সাক্ষাত করছি; মৃত্যুর পেয়ালা পান করছি এবং আমি আমার আল্লাহর নিকট গমন করছি। আমি জানি না যে, আমার আত্মা বেহেশতে গিয়ে সুখ ভোগ করবে নাকি দোযখে গিয়ে ক্লেশ পোহাবে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন :

"আমার হৃদয় কঠিন এবং আমার মাযহাব সংকীর্ণ তবুও ভরসা এই যে, আমি আমার আশা তোমার ক্ষমার দিকে ফিরায়ে রেখেছি। আমার পাপ যথেষ্ট ভারী। তার সাক্ষাত হবে তোমার ক্ষমার সাথে তবে তোমার ক্ষমার নিকট সে পাপ যেন পরাভূত হয়। হে প্রভূ! তোমার নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি যেন তুমি নিত্য আমাকে তোমার করুণা দানে ধন্য কর। তোমার দয়া ও করুণা ব্যতীত শয়তানের চক্রান্ত হতে রক্ষা পাবার ক্ষমতা কোন বান্দার নেই। বিশেষতঃ যখন পিতা আদমই জড়িয়ে পড়েছেন তার কুমন্ত্রণায়। শুধু আশা এই যে, যদি তুমি পার করে দাও তোমার অপার করুণার দৌলতে।"

হযরত আহমদ ইবনে খাজাবিয়াহ (রহঃ)-এর মৃত্যু

যখন হযরত আহমদ ইবনে খাজাবিয়াহ (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হল, তখন তাঁর নিকট একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলে তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমি জানি না আমার ভবিষ্যতের দুয়ার সৌভাগ্যের সাথে উন্মুক্ত হবে নাকি দুর্ভাগ্যের সাথে। অতএব এখন তোমার এই মাসয়ালার উত্তর দেয়ার আমার সময় কোথায়? উল্লিখিত অলী-আওলীয়া ও ধার্মিকগণের উক্তিসমূহ তাদের অবস্থার তারতম্যানুসারে ব্যক্ত হয়েছে। কারও উপর ভয়-ভীত প্রবল ছিল, কারও উপর আশা ভালোবাসা প্রবল ছিল। আবার কারও উপর প্রেম ও ভালোবাসা প্রবল ছিল। প্রত্যেকেই তার অবস্থা অনুযায়ী কথা বলেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের কথাই নিজ নিজ সম্পর্কে শুদ্ধ ও যথার্থ ছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

জানাযা, কবর ও কবর যিয়ারত

আরিফগণের বাণী

জেনে রাখ যে, মৃতদেহ চক্ষুষ্মান লোকের জন্য উপদেশ এবং যারা উদাসীন, গাফিল তাদের জন্য তন্মধ্যে যথেষ্ট সতর্কতার বিষয় আছে। শবদেহ দেখতে তাদের হৃদয়ের কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। কেননা তারা শুধু অন্যের মৃত দেহ-ই দেখতে থাকবে। একথা ভাবে না যে, তাদের নিজেদের শবদেহও অন্যে এভাবে দেখতে আসবে এবং কাঁধে বহন করে নিয়ে যাবে অথবা তারা এরূপ ভাবে যে, শীঘ্রই তাদের এরূপ দশা হবে না। তারা একথা মোটেই ভাবে না যে, লাশবাহী খাটের উপর যাদের শবদেহ বহন করা হচ্ছে, তারাও আমাদেরই মতো এরূপ ভাবত, কিন্তু তাদের সেই ভাবনা, ধারণা ব্যর্থ এবং মিথ্যা হয়েছে। তাদের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তখন কোন লোক অন্যের শব আর দেখতে পায়নি। তাদের শবই একের পর অন্যের বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোট কথা আজ হোক বা কাল হোক মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) যখন কোন মৃতদেহ দেখতেন, তিনি বলতেন, চলে যাও, আমরা তোমার পিছনে আসছি। হযরত মকবুল দামেশকী (রহঃ) যখন কোন শবদেহ দেখতেন, তখন তিনি বলতেন, তোমরা এই সকালেই চলে যাও আমরা সন্ধ্যায় চলে আসছি।

যখন নাফে ইবনে দীনার (রহঃ)-এর ভ্রাতার মৃত্যু হল, তখন হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ) তার ভ্রাতার জানাজায় বের হয়ে রোদন করতে করতে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! আমার হৃদয় শান্ত হবে না ও চক্ষু শীতল হবে না; যে পর্যন্ত না আমি জানতে পারি যে, তুমি কোথায় গিয়েছ এবং যে পর্যন্ত না আমি জানতে পারি যে, আমি জীবিত থাকব না মৃত্যুবরণ করব।

www.pathagar.com

হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেছেন, আমরা জানাজায় উপস্থিত হতাম, কিন্তু জানতাম না যে, কার জন্য দুঃখ প্রকাশ করব? কেননা সবারই দুঃখ একই সমান। হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেছেন, আমরা জানাজায় উপস্থিত হতাম এবং সবাইকে ক্রন্দনরত দেখতে পেতাম। প্রত্যেকেরই মনে মৃত্যুর ভয় ছিল। কিন্তু বর্তমান ব্যাপার তার বিপরীত হয়েছে। এখন লোক জানাজায় উপস্থিত হয় কিন্তু তারা হাস্যরসে লিপ্ত থাকে এবং মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির কোন ওয়ারিশ কতটুকু পাবে তারই আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হয়। মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধবগণ ও আত্মীয়-স্বজন সে যা রেখে গেছে তা' আত্মসাৎ করার কৌশল অবলম্বনে যথাশীঘ্র নিমগ্ন হয়। অথচ তাদের মধ্যে কেউ-ই নিজের মৃত্যুর কথা একবারও চিন্তা করে না। মানুষের গাফলতির কারণই মানুষকে এভাবে ভুলিয়ে রেখেছে। আমাদের সামনে যে ভীষণ বিপদ রয়েছে, তাতে আমরা অন্যমনস্ক থাকি এবং যা আমাদের কোন উপকারে আসবে না, তা' নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আমরা আল্লাহর নিকট এই গাফলতি থেকে জাগ্রত হবার জন্য প্রার্থনা করি। বর্তমানে জানাজায় যারা উপস্থিত হয়, মৃতের জন্য ক্রন্দনই তাদের উত্তম অবস্থা। যদি তারা নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করে দেখত তবে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের জন্য রোদন করত, মৃতের জন্য নয়।

হযরত ইব্রাহীম জাইয়াদ (রহঃ) একবার কতকগুলো লোককে মৃত ব্যক্তির জন্য শোকগাথা গাইতে দেখে বললেন, যদি তোমরা অন্যের জন্য শোক গাথা না গেয়ে নিজ নিজ শোকগীতি গাইতে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম হতো। মৃত ব্যক্তি তিনটি বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। যথা : (১) সে মালাকুল মওতের মুখ দেখেছে, (২) সে মৃত্যুর কঠিন সময় অতিক্রম করেছে, (৩) সে অন্তিম সময়ের ভয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং নিরাপদ হয়েছে। হযরত আবু আমের ইবনে আলা (রহঃ) বলেছেন, একদা আমি হযরত জারীর (রহঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি তার লিখককে একটি কবিতা বলতেছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে একটি শব বহন করে আনা হল এবং তিনি কবিতা বলা থেকে বিরত হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! এই মৃতদেহ-ই আমাকে বৃদ্ধ করেছে। তিনি তখন তার প্রথম কবিতা বলা স্থগিত করে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো বলতে লাগলেন :

"মৃতদেহ সম্মুখে দেখলে আমার প্রাণে দারুণ ভয়ের উদ্রেক হয়। কিন্তু সম্মুখ থেকে তা' চলে গেলে আমি পুনরায় ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হই। ভেড়ার পাল ব্যাঘ্রের উপস্থিতি দেখলে দ্রুত পালিয়ে যায় কিন্তু ব্যাঘ্র চলে গেলে তারা আবার যথাস্থানে ফিরে আসে।"

www.pathagar.com

যখন তোমাদের সামনে জানাযা উপস্থিত হয় তখন চিন্তা করা, মৃত্যুর গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং বিনম্রভাবে মৃত লাশের সামনে পদব্রজে গমন করা, এসব রীতি-নীতি রক্ষা করবে। আর একটি নিয়ম এই যে, মৃতের সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ করবে। যদি সে পাপী হয় এবং সে তার নিজের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা রাখে তবে হয়তো বা সে মৃত্যুর সময় তার প্রভুর নিকট করুণভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করেছে। একথা শুধু সে নিজে ও তার প্রভুই জানে। অন্য কারুরই তা' জানার কথা নয়। এজন্যে হযরত ওমর ইবনে যর থেকে বর্ণিত আছে যে, তার এক প্রতিবেশির মৃত্যু হয়েছিল, সে তার আত্মার উপর অত্যধিক অত্যাচার করেছিল। তাই বহু লোকই তার জানাজায় শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকল। কিন্তু হযরত ওমর ইবনে যর উপস্থিত হয়ে তার জানাজা আদায় করলেন। যখন মৃত ব্যক্তির লাশ কবরে রাখা হল, তিনি তার কবরের উপর দাঁড়িয়ে, আল্লাহ্ তোমার উপর করুণা বর্ষণ করুন, তুমি নিশ্চয়ই তাওহীদের উপর রয়েছ এবং তোমার মুখমণ্ডলকে সিজদাহ দ্বারা সুশোভিত করেছ। যদিও লোকগণ তোমাকে পাপী বলে, আমাদের মধ্যে কে পাপমুক্ত এবং ত্রুটিশূন্য আছে? বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি সমাজে অত্যন্ত অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াত। লোকটি বসরার উপকণ্ঠে প্রাণত্যাগ করলে তার স্ত্রী স্বামীর জানাযা পড়ার জন্য একজন লোকও পেল না। কেননা তার প্রতিবেশীগণ তার অত্যধিক পাপ কাজের জন্য তার কাফন-দাফন কার্যে শরীক হতে মোটেই রাজী ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়ে লোকটির স্ত্রী কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করল। তারা তাকে বহন করে লোকদের নিকট নিয়ে গেল, কিন্তু তারা কেউই তার জানাযা আদায় করল না। তখন তার স্ত্রী তাকে দাফনের জন্য এক বিশাল প্রান্তরে নিয়ে গেল। প্রান্তরের পার্শ্বে একটি উপত্যাকা ছিল। তার উপর এক সংসার ত্যাগী পুরুষ অবস্থান করতেন। স্ত্রীলোকটি তাঁকে দেখতে পেয়ে তার স্বামীর জানাযা আদায় করার জন্য ঐ ব্যক্তির নিকট অনুরোধ জানাল। তিনি তার অনুরোধে রাজী হয়ে লোকটির জানাযা পড়তে ইচ্ছা করলেন। এ সংবাদ শহরে রটে গেল যে, ঐ সংসার ত্যাগী পুরুষ উক্ত মৃত লোকটির জানাযা পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তখন শহরবাসীগণ সবাই-ই বের হয়ে এলো এবং ঐ ব্যক্তির সাথে মিলে মৃত লোকটির জানাজা আদায় করল। জানাযা নামায আদায় করে উক্ত সংসারত্যাগী লোকটির নিকট জিজ্ঞেস করল যে, আপনি এই পাপী লোকটির জানাযা কিরূপে আদায় করলেন? তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, অমুক স্থানে গমন করেছি। তথায় একটি মৃতদেহ দেখতে পেলাম। তার নিকট শুধু তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন

www.pathagar.com

লোক ছিল না। তখন ঐ স্ত্রীলোকটি একাই তার স্বামীর জানাযা পড়ল। কেননা পাপী লোকটিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। সংসার বিরাগী লোকটির স্বপ্নের বিবরণ শুনে লোকগণ অত্যধিক আশ্চর্যান্বিত হল। তখন সংসার বিরাগী ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীলোকটিকে ডেকে তার স্বামীর অবস্থা এবং তার স্বভাব-চরিত্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রীলোকটি বলল যে, সে সারাদিন মদপানে রত থাকত। তিনি বললেন, তুমি একটু চিন্তা করে বল, তার কোন মঙ্গল কার্যের বিষয় তোমার জানা আছে কিনা? স্ত্রীলোকটি বলল, আমি জানি তার মধ্যে তিনটি নেক আমল ছিল। প্রতিদিন ফজরের সময় সে নিদ্রা থেকে উঠে তার বস্ত্র পরিবর্তন করত, অজু করত এবং জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করত, আবার নামাযান্তে সে মদপানের মসলিসে গিয়ে মদ পান করত এবং অন্যান্য গুনাহর কাঁজে লিপ্ত হত। তার আর একটি সৎকার্য এই ছিল যে, তার গৃহ কখনও কোন না কোন ইয়াতীমশূন্য থাকত না। সে তার সন্তানদেরকে যতটা স্নেহ করত তার চেয়ে অধিক স্নেহ সে অন্যের ইয়াতীম সন্তানদেরকে করত। বহু ইয়াতীম সন্তানেরই সে তত্ত্বাবধান ও দেখা-শুনা করত। তার তৃতীয় সৎ কাজটি এই ছিল যে, কোন কোন দিন রাতের অন্ধকারে সে একাকী জাগ্রত হয়ে রোদন করত এবং আল্লাহর নিকট এভাবে বলত, হে প্রভু! জানিনা তুমি জাহান্নামের কোন গভীর গুহায় এ মহাপাপীর স্থান রেখেছ। স্ত্রীলোকটির কথা শুনে সংসার বিরাগী লোকটির নিকট মৃত লোকটির ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তিনি উপস্থিত লোকদের নিকট থেকে উঠে চলে গেলেন।

কবরের অবস্থা

হযরত দ্বাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সংসার বিরাগী! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কখনও তার মৃত্যুর কথা এবং কবরের কথা বিস্মৃত হয় না, যে ব্যক্তি সংসারের অতিরিক্ত সৌন্দর্য ত্যাগ করে, যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী বস্তুর চেয়ে চিরস্থায়ী বস্তুকে পছন্দ করে, যে ব্যক্তি কল্যকে নিজের জীবনের মধ্যে গণনা করে না এবং যে নিজেকে কবরের অধিবাসীরূপে গণ্য করে। হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমীরুল মুমিনীন! আপনার অবস্থা কি? আপনি কি কবরস্থানের প্রতিবেশি হয়েছেন? তিনি বললেন, যাদের রসনা নির্বাক এবং যারা আখেরাতকে স্মরণ করে, আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিবেশীরূপে পেয়েছি, সত্য প্রতিবেশীরূপে পেয়েছি।

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আমি যে সব ভীতিপ্রদ বস্তুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি সব বস্তু থেকেই কবর অধিক ভয়সঙ্কুল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, একদা আমরা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সাথে কবরস্থানের দিকে চলে গেলাম। তিনি একটি কবরের পার্শ্বে বসে পড়লেন এবং আমি তার অতি নিকটেই ছিলাম। হুযুরে পাক (সাঃ) সহসা রোদন করতে শুরু করলেন। তার সাথে সাথে আমিও রোদন করতে লাগলাম। দেখাদেখি উপস্থিত অন্যান্য লোকগণও ক্রন্দন করতে শুরু করল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা রোদন করছ কেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বললাম যে, আপনি রোদন করছেন তজ্জন্যই আমরা রোদন করছি। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, এই কবরটি আমার মাতা ওয়াহ্হাবের কন্যা বিবি আমিনার। আমি আমার প্রভুর নিকট তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে সেই অনুমতি দান করলেন, কিন্তু আমি আমার মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে তার অনুমতি দিলেন না। মাতার প্রতি সন্তানের হৃদয়ে যে কোমলতা ও মমতার উদ্রেক হয় তাই আমার হয়েছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) যখনই কোন কবরের নিকট গিয়ে দাঁড়াতেন তিনি এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, তাতে তাঁর দাড়ি সম্পূর্ণ সিক্ত হয়ে যেত। তার নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করা হল এবং বলা হল, আপনার নিকট বেহ্শত এবং দোযখের বিষয় উল্লেখ করা হলে আপনি রোদন করেন না, কিন্তু কোন কবরের নিকট দাঁড়ালেই আপনি এরূপ করেন, এর কারণ কি? হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কবর আখেরাতের মঞ্জিলগুলোর মধ্যে প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ প্রথম মঞ্জিল সেই কবর থেকে মুক্তি পায়, তারপর যে মঞ্জিলগুলো থাকে তা' থেকে মুক্তি লাভ করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি তা' থেকে মুক্তি না পায়, তবে তার পরে যে মঞ্জিলগুলো থাকে তার সমস্যা ঐ ব্যক্তির নিকট অধিকতর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) একদা এক কবরস্থানের দিকে লক্ষ্য করে সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং তথায় দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনিতো পূর্বে এরূপ কখনও করেননি? তিনি বললেন, কবরের অধিবাসীগণ এবং আমার ও তাদের মধ্যে যা' ঘটেছে তা' আমার স্মরণে এসে গেছে। আমি এ দুটো বিষয়ের সাহায্যে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে ইচ্ছা করেছি। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন কবর প্রত্যেক আদম সন্তানকে যা' বলে থাকে তা' এই যে, আমি কীট-পতঙ্গের আগার। আমি নির্জন কক্ষ, অপরিচিত ঘর

www.pathagar.com

এবং অন্ধকার গৃহ। আমি তোমার জন্য এই গৃহস্বরূপ প্রস্তুত হয়ে রয়েছি, কিন্তু তুমি আমার জন্য এখানে কি প্রস্তুত করে এনেছ? হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ দিনের কথা জানাব না? সে দিনটি হল, যেদিন আমাকে কবরে স্থাপন করা হবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) অনেক সময়ই কবরস্থানে বসে পড়তেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। এর কারণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হল তিনি বলতেন, এখানে আমি এমন একদল লোকের নিকট বসি, যারা আমাকে প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যখন আমি তাদের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাই তারা আমাকে ঈর্ষা করে না।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) প্রায়শঃ রাত্রি বেলা কবরস্থানে অবস্থান করতেন এবং বলতেন, হে কবরবাসীগণ! আমার কি হয়েছে যে, যখন আমি তোমাদেরকে ডাকি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দাও না? তার পরক্ষণেই তিনি আবার বলতেন, আল্লাহর কসম, আমারও তাদের কথোপকথনের মধ্যে প্রতিবন্ধক রয়েছে, তবে আমি আশা করি যেন আমিও তাদের ন্যায় হয়ে যাই। অতঃপর ভোর না হওয়া পর্যন্ত তিনি কবরস্থানে বসেই নামায আদায় করতেন।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) তার কোন এক সভাসদকে বলেছিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি রাত্রে কবর এবং কবরের অধিবাসীদের চিন্তা করে রাত্র কাটিয়ে দেই। যদি তুমি কোন মৃত ব্যক্তিকে তিন দিনের পর দেখতে পেতে তার সাথে তোমার দীর্ঘ বছরের প্রীতি ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তুমি তার নিকট যেতে ঘৃণা বোধ করতে; এবং তুমি দেখতে পেতে কবরের মধ্যে সর্প, বিচ্ছু বিচরণ করছে, পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে এবং পুঁতি গন্ধময় কীট-পতঙ্গ তাদেরকে দংশন করছে সুগন্ধিযুক্ত কাফনের কাপড় পুরাতন এবং দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। একথা বলেই তিনি এমন এক চিৎকার করে উঠলেন যে, সাথে সাথে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলেন।

হযরত ইয়াযিদ রাক্কাশী (রহঃ) এরূপ বলতেন যে, হে কবরগর্তের অধিবাসী এবং নির্জন গৃহে বসবাসকারী! হে ভূ-গর্ভের প্রেমিক! আমি জানি না, কোন আমলের জন্য তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করেছ? কোন ভ্রাতাকে তুমি ঈর্ষা করেছ? তারপর তিনি রোদন করতে শুরু করতেন। এমনকি তাতে তার দাড়ি ভিজে যেত। তারপর তিনি বলতেন, হে মানুষ! সৎ কার্যের দ্বারা আল্লাহর নিকট থেকে সুসংবাদ লাভের প্রার্থনা কর, আল্লাহর ইবাদাতে নিযুক্ত ভ্রাতাদের সাথে ইবাদাতের প্রতিযোগিতা কর। তিনি যখন কবরস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন, তখন চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় চিৎকার করে উঠতেন।

www.pathagar.com

হযরত হাতেম আছেম (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং নিজের জন্য চিন্তা করে না ও কবরবাসীর জন্য দোয়া করে না, সে নিজের প্রতি ও কবরবাসীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। হযরত বকর আবেদ (রহঃ) বলেছেন, হে মাতঃ! যদি তুমি আমাকে প্রসব না করে বন্ধ্যা হতে তবে কতই না উত্তম হতো! তোমার এ পুত্রের জন্য কবরে দীর্ঘ কারাবাস আছে, তারপর আবার তাকে তথা থেকে অন্য স্থানে যেতে হবে। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রাঃ) বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার প্রভু তোমাকে তাঁর শান্তি নিকেতনের দিকে আহ্বান করছে। যদি তুমি দুনিয়া থেকে সে আহ্বানে সাড়া দাও এবং তথায় যেতে প্রস্তুত হও তবে সে শান্তির আগারে যেতে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি কবর থেকে সে ডাকে সাড়া দাও এবং যেতে প্রস্তুত হও তবে সে শান্তির আগারে প্রবেশ করতে পারবে।

হযরত হাসান ছালেহ (রহঃ) যখন কবরস্থানের নিকট দিয়ে কোথাও যেতেন তখন কোন সুন্দর কবর দেখে বলতেন, হে কবর! তোমার পৃষ্ঠদেশ কত সুন্দর। কিন্তু জানি না তোমার অভ্যন্তরে কি করুণ ও মারাত্মক দৃশ্য বিরাজমান? হযরত আতা সালমী (রহঃ)-এর উপর যখন রাত্রি আসত, তিনি কবরস্থানের দিকে চলে যেতেন। তথায় উপস্থিত হয়ে তিনি বলতেন, হে কবরের অধিবাসীগণ! তোমাদের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আমার মৃত্যু বাকি রয়েছে। তোমরা তোমাদের কর্মফল স্বচক্ষে দেখছ, কিন্তু আমার কর্মফলের জন্য আমার আক্ষেপ ও অনুতাপ, হয়ত আমিও আগামীকল্য তোমাদের ন্যায় কবরের মধ্যে পুরস্কার লাভ করব। কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সারারাত তিনি এরূপ ভাবে বলতে থাকতেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কবরকে অধিক স্মরণ করে সে নিশ্চয়ই বেহেশতের উদ্যান প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি কবরকে স্মরণ করে না, মৃত্যুর পরে সে কবরকে দোযখের গর্ত হিসাবে দেখতে পাবে।

হযরত রবী ইবনে খায়ছাম (রহঃ) তাঁর গৃহের দরজায় একটি কবর খনন করে রেখেছিলেন। যখন তিনি তার হৃদয়ের কাঠিন্য অনুভব করতেন যখন তিনি ঐ কবরের মধ্যে প্রবেশ করে শয়ন করে থাকতেন। তারপর তিনি বলতেন, হে প্রভু! তুমি আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও যেন আমি তথায় সৎ কার্য করে আসতে পারি। অতঃপর তিনি নিজকে সম্বোধন করে বলতেন, হে রবী! আমি তোমার নিকট ফিরে এসেছি। এখন আমল করতে থাক। হযরত আহমদ ইবনে হরব (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়া ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আশ্চর্য বোধ করে যখন সে তার শয্যা পেতে তাতে শায়িত হয়ে যায়। শয্যা তখন তাকে লক্ষ্য করে বলে, হে আদম সন্তান! তুমি তোমার এ

www.pathagar.com

ক্ষণস্থায়ী শয্যাকে এমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে পেতে নিচ্ছ, অথচ তোমার দীর্ঘস্থায়ী শয্যার দিকে তোমার এতটুকু লক্ষ্য নেই।

হযরত মায়মুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেছেন, একদা আমি খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযসহ কবরস্থানে গিয়েছিলাম। তিনি কবরস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করে রোদন করতে লাগলেন। তারপর আমার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, হে মায়মুন! এই কবরস্থান উম্মিয়া বংশীয় আমার পিতৃ পুরুষগণের। তারা কি সংসারের সুখ-সম্পদের কোন অংশীদার ছিল না? কিন্তু তুমি এখন কি তাদেরকে কবরে শায়িত দেখতে পাচ্ছ না? এখন তাদের উপর বহু বিপদাপদ পতিত। বিপদের উপর বিপদ এখন তাদের উপরে। এখন তাদের শরীর কীট-পতঙ্গ দংশন করছে। তারপর তিনি রোদন করতে করতে বললেন, আল্লাহর কসম, এই কবরস্থানের মধ্যে যারা শায়িত তাদের চেয়ে এত অধিক সুখ-সম্পদের অধিকারী আমি আর কাইকে দেখিনি। তারা আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেছিল।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেছেন, আমি কবরস্থানে গিয়ে তথা থেকে বের হয়ে আসার সময় কে যেন আমাকে অদৃশ্য থেকে বলতে লাগল, হে ছাবেত! এই কবরস্থানের নীরব নিস্তব্ধতা তোমাকে যেন প্রবঞ্চিত না করে। তুমি যেন ভুল করে না বস। কেননা বাহ্যতঃ কবরস্থান নীরব নিস্তব্ধ হলেও এর অভ্যন্তরে কত লোক যে দুঃখ-ক্লেশে জর্জরিত ও কঠোর শাস্তি দ্বারা নিগৃহীত ও নিপীড়িত হয়ে আর্তনাদ করছে তা' তুমি শুনতে পাচ্ছ না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা তার স্বামীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে তার মুখমন্ডল আবৃত করে বললেন, এরা মনে মনে কত আশা পোষণ করেছিল তা' সবই ব্যর্থ বরবাদ হয়ে গেল। বদনছীব এদের বড় হয়ে দেখা দিল এবং আশাকে নিরাশায় পরিবর্তন করল। কথিত আছে যে, তার কবরের উপর একটা সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে তার স্ত্রী একাধারে এক বছর পর্যন্ত ইতেকাফ করেছিলেন। এক বছর অতীত হওয়ার পর তিনি উক্ত সৌধ ভেঙ্গে ফেলে মদীনায় প্রবেশ করলেন। তখন অন্যান্য কবরগুলোর পার্শ্ব থেকে একটি অদৃশ্য আওয়াজ শুনা গেল যে, তারা যা' হারিয়ে ফেলেছে, আর কি তা' তারা পেয়েছে? অন্য দিক থেকে অদৃশ্য আওয়াজ শুনা গেল, না তারা পায়নি; বরং নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে।

হযরত আবু মুসা তামীমী (রাঃ) বলেছেন, হযরত ফিরোজদাক (রাঃ)-এর স্ত্রীর মৃত্যু হলে তার জানাজায় বছরার বহু গণ্যমান্য লোক শরীক হল। হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-ও তন্মধ্যে শরীক ছিলেন। হযরত হাসান বছরী (রাঃ) ফিরোজদাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফিরোজদাক! আজকের দিনটির জন্য

www.pathagar.com

আপনি কি প্রস্তুত করে রেখেছেন? তিনি বললেন, বিগত ষাট বছর ধরে আমি এই সাক্ষ্য দিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। যখন তার স্ত্রীকে দাফন করা হল তিনি তার কবরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে প্রভু! "কবরকে আমি ভয় করি ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও অধিক ভয় যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর যেদিন তোমার নির্মম শাস্তিদাতাগণ নরকাগ্নির দিকে আমাকে তাড়িয়ে নেবে। যেদিন সর্পের হার আমার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। কবরবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কবি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো রচনা করেছেন :

"হে পথিক! তুমি এ কবরস্থানে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে যাও, জিজ্ঞেস কর কবরকে, ওহে! তোমার অভ্যন্তরে ঘোর অন্ধকারে কে শায়িত আছে? আর কেই বা তোমার মধ্যে সুরম্য অট্টালিকায় পালঙ্কপরি সুকোমল শয্যায় শায়িত রয়েছে? তুমিই আমাকে সে খবর প্রদান কর। কেননা তোমার অভ্যন্তরে দুঃখে থাক, সুখে থাক এবং কেউই তো আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না! সবারই রসনা বন্ধ"।

হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) একদা একজন স্ত্রীলোকের নিকট দিয়ে গমন করাকালে তকে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে বিলাপ করতে শুনলেন, "হে নফস! জীবন তোর আজ হোক কাল হোক যাবেই চলে, থাকবে না চিরদিন। অতঃপর তখন কবরে শায়িত হবে ফিরে আসবে না আর এ জগতে কোন দিন। এই দিন হয় অবস্থা তোমার কিরূপে করবে তুমি এ ক্ষণস্থায়ী জগতে উৎসবের আয়োজন? মৃত্যু এমন বস্তু যা' তোমাকে হেথায় কোন আনন্দই করতে দেবে না।" অতঃপর উক্ত রমণীটি বলল, "হে আমার পুত্র! আমি জানি না তোমার কোন গণ্ডে কীট-পতঙ্গ প্রথম হামলা করেছে।" হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) রমণীর শেষোক্ত কথাটি শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেছেন, একদা আমি এক কবরস্থানের নিকটে গিয়ে বলতে লাগলাম, হে কবরবাসী! বল তো তোমাদের মধ্যে এখন কে ধনী, কে দরিদ্র, সম্মানিত এবং কে ঘৃণিত? বল, আজ কোথায় গেল গর্ব ও অহংকার, শক্তি ও ক্ষমতার মোহ গর্বিত রাজা-বাদশাদের? কোথায় গেল আজ ক্ষমতার দর্প দুনিয়ার খ্যাতিমান দিগ্বিজয়ীদের?

তখন কবরের অভ্যন্তর হতে এক অদৃশ্য আওয়াজে আমার প্রশ্নের উত্তর এল, কিন্তু কাউকে আমি দেখতে পেলাম না। আমার কথায় অদৃশ্য জবাবগুলো এরূপ ছিল :

সবাই-ই মৃত্যুর কোলে কেউ নেই তব জবাব দিতে
সবাই এখন কালগ্রাসের ক্রোড়ে কেউ না পারে কিছুই জানাতে

www.pathagar.com

দিবা-নিশি দংশিছে তাদেরকে নানারূপ কীট ও পতঙ্গ
কত সুন্দর সুঠাম দেহ তাদের তারা করেছে বিকলাঙ্গ
যে সব লোক হয়েছে বিগত তাদের করুণ অবস্থা দেখে
লও উপদেশ প্রস্তুত হও সবাই-ই যেতে নিজ নিজ দেশে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি সেখান থেকে বিদায় হয়ে অন্য একটি কবরের নিকট বসে গেলাম। ঐ কবরের শীর্ষদেশে নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখিত দেখতে পেলাম :

নীরবভাবে তোমার মন বলছে এ কবরবাসী
কার তরে সঞ্চয় কর মৃত্যু তোমায়ও ধরবে কষি।

ঐ কবরটির নিকট থেকে আমি অন্য কবরের নিকট চলে গেলাম এবং এই কবরটির পার্শ্বেও একটি কবিতা দেখতে পেলাম :

হে ধনী! তোমার ধনে কি ফল যখন তুমিও হবে কবরবাসী
তুমি একাই নয় কবরে আসবে শীঘ্রই সারা নগরবাসী
কি ফল হবে উচ্চ সৌধে বল হে মৃত লোকের কবর পর
পচে-গলে যাবেই যখন ঐ সুশ্রী সুন্দর দেহ তোমার।

হযরত ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেছেন, একদা এক কবরস্থানের নিকট দিয়ে গমন করা কালে দেখলাম যে, একটি কবরের উপরে লিখিত রয়েছে :

আমার পার্শ্ব দিয়ে চলে যায় যাবে বন্ধু-স্বজনগণ
কেউই চিনে না আমায় অথচ একদা ছিলাম আপনজন
ওয়ারিসগণ বেটে নেয় মোর যত সম্পদ যত ধন
কিন্তু এতটা পেয়েও তাদের খুশি নয় কারও মন
বণ্টনকৃত ধন-সম্পদ নিয়ে সুখে করে বসবাস
আল্লাহকে তারা ভুলে থাকে আর মোরে রাখে পরবাস
আর একটি কবরের শীর্ষে নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত দেখা গেল :
মৃত্যু ছিনিয়ে নেয় বন্ধুকে তার বন্ধুদের থেকে
দারোয়ান প্রহরী কেহই পারে না ফেরাতে তাকে
দেখেও তা' তুমি কিরূপে থাক সংসার প্রেমে মত্ত
কিরূপে ভুলে থাক কষ্ট কিরামন-কাতেবীন প্রদত্ত
হে গাফিল! শয্যা থেকে উঠেছ তুমি হয়ে যাও পাপে রত
পার্থিব কাজে-কর্মে তুমি হও নির্দ্বিধায় নিয়োজিত
কিন্তু যে জন অজ্ঞ মৃত্যু তাকেও করে না দয়া

www.pathagar.com

বিজ্ঞজনেও সে কভু করে নাক এতটুকু মায়া
এভাবে মৃত্যু করেছে শূন্য সৌধ বসতিপূর্ণ
এখন তা' নির্জন আছে তাতে শুধু দেহ ভস্মচূর্ণ।"

অতঃপর আমি আর একটি কবরের নিকট চলে গেলাম। হয়ত কোন ভাবুক জিয়ারতকারী উক্ত কবরের পার্শ্বে নিম্নোক্ত পংক্তি দুটো লিখে রেখে গিয়েছিল :

"ক্ষণেক তিষ্টিলাম আমি প্রিয়জনের কবর পার্শ্বে ব্যথিত মনে
অশ্রু বিগলিত নেত্রে হেরি ভাবলাম মম স্থানও হবে এইখানে।

কবরস্থানে থেকে বিদায় হওয়াকালীন আর একটি কবরগাত্রে লিখিত দেখলাম :

"হে বনী আদম! ছিল কত আশা ও ভরসা সর্বদা তব মনে
কিন্তু তা' সবই চুরমার হয়ে গেল যে মৃত্যুর আগমনে
তাই তুমি ভয় করে চল মৃত্যুর প্রভু মহীয়ান আল্লাহকে
জীবন থাকতে সব কাজ করে যাও কভুও ভুল না তাঁকে।"

এসব কবিতা তৎকালে এভাবে কবরের উপর লিখে রাখবার কারণ এই যে, লোকগণ তখন মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করত। বস্তুত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকগণ এভাবে কবরের লিখাগুলো পড়ে তারা তাদের স্থানও কবরস্থানে দেখতে পায় এবং তারা কবরবাসীদের সাথে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত হয়। তারা মনে মনে চিন্তা করে যে, তারা জীবনের যে দিনগুলো অতিবাহিত করছে কবরবাসীরা যদি এর একটি দিনও পেত তবে দুনিয়ার সব সম্পদ থেকেই সেই দিনটিকে অধিক মূল্যবান মনে করত; কেননা জীবনের মূল্য ও মর্যাদা কবরবাসীগণ উত্তমরূপে জানতে পেরেছে এবং সমস্ত বিষয় তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে। তারা জীবনে যে দিনগুলো অপচয় করে গেছে তারা তজ্জন্য এখন শত অনুতাপ করছে এবং নানারূপ দুঃখ-ক্লেশ পোহাচ্ছে। তারা জানতে পেরেছে যে, জীবনের মূল্য কি? জীবনের একটি মুহূর্ত বৃথা নষ্ট হলে তজ্জন্য কি দুঃখ পোহাতে হয়? অথচ তোমার নিকট অসংখ্য মুহূর্ত থাকা সত্ত্বেও তুমি তা' বুঝতে পারছ না। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি স্বপ্নে আমার ভ্রাতাকে দেখতে পেয়ে আমি তার নিকট আল্লাহর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, হে ভ্রাতঃ! জেনে রাখ, "সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য" এই একটি মাত্র কথা বলতে পারাও আমার নিকট দুনিয়ার ও দুনিয়ার মধ্যে যা' কিছু আছে তা' থেকেও অধিক প্রিয়। অথচ এখন তা' আমার বলার কোনই অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

সন্তানের মৃত্যুর শোক সম্বরণ

যে ব্যক্তির সন্তান বা নিকটাত্মীয় মৃত্যুবরণ করেছে, তার বলা উচিত, আমার কেন তার পূর্বে মৃত্যু হল না? দু'জনে একত্রে সফর করছি, কিন্তু আমার সাথী আমার পূর্বে তার চিরবাসস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে। আমিও শীঘ্রই তথায় পৌঁছব। এরূপ বললে এবং চিন্তা করলে দুঃখ ও শোক অধিক হবে না। কেননা তার মনে ধারণা ও বিশ্বাস যে, সে অচিরেই তার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তারা উভয়েই একই পথের পথিক। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি সাময়িক; স্থায়ী নয়। মূলতঃ মৃত্যুর অর্থ নিজ গৃহে ত্বরান্বিত করে গমন করা এবং পূর্বে যে গমন করে তার সাথে পরবর্তী ব্যক্তির মিলিত হওয়া। যদি এই বিশ্বাস প্রকৃতরূপে হৃদয়ে জন্মে নিশ্চয়ই তার দুঃখ ও ক্ষোভ কম হবে। বিশেষতঃ সন্তানের মৃত্যু হলে পুণ্য পাওয়া যায় বলে শরীয়তে এসেছে তাতে প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়া যায়।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, একশো অশ্বারোহী (যারা প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে) আমার নিকট রেখে যাওয়ার চেয়ে এক শিশু সন্তানকে অগ্রে আল্লাহর নিকট পাঠিয়ে দেয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। সন্তানকে অগ্রে প্রেরণের অর্থ উচ্চ বস্তুকে নিম্নবস্তু দ্বারা সতর্ক করা। যে পরিমান সন্তানের জন্য হৃদয়ে স্থান থাকে সন্তান বিয়োগে সেই পরিমাণ পুণ্য পাওয়া যায়। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেছেন, একদা হযরত দাউদ (আঃ)-এর এক সন্তানের মৃত্যু হলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিমর্ষ হলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তার মূল্য ও মর্যাদা আপনার নিকট কি পরিমাণ ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়া পূর্ণ স্বর্ণের মূল্য ও মর্যাদা। তাকে বলা হল, ঐ পরিমাণ পুণ্য আপনার জন্য রয়েছে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির তিনটি সন্তানের মৃত্যু হয় এবং তজ্জন্য সে ছওয়াবের আশা করে তার জন্য ঐ সন্তানত্রয়ের মৃত্যু দোযখের প্রতি ঢালস্বরূপ হয়ে যায়। জনৈক রমণী হুযুরে পাক (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, যদি দুটো সন্তানের মৃত্যু হয়? তিনি বললেন, দুটো সন্তানের মৃত্যু হলেও। মৃত্যুর সময় নিজের সন্তানের জন্য দোয়া করা কর্তব্য। কেননা সে সর্বাপেক্ষা অধিক দোয়ার আশা করে এবং তা' কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান (রহঃ) তার সন্তানের কবরের উপর এসে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তার জন্য তোমার আশা করি এবং তার বিষয়ে তোমাকে ভয় করি। আমার আশাকে পূর্ণ কর এবং আমার ভয়কে দূর কর। হযরত আবু ছিনান (রহঃ) তার পুত্রের কবরের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি তার যে কর্তব্য ছিল সে কর্তব্য পালনের ত্রুটি আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমার প্রতি তার কর্তব্য পালনে যে ত্রুটি হয়েছে তা' তুমি ক্ষমা

www.pathagar.com

করে দাও। কেননা তুমি পরম দাতা ও দয়ালু। একদা একজন মরুবাসী আরব তার পুত্রের কবরের নিকট এসে বলল, হে মাবুদ! আমার সাথে ব্যবহারে সে যে ত্রুটি করেছে, আমি তা' মার্জনা করে দিয়েছি। তোমার প্রতি কর্তব্য পালন ও তোমার সাথে ব্যবহারে সে যে ত্রুটি করেছে, তুমি তা' মার্জনা করে দাও।

যখন ইবনে ওমর (রহঃ)-এর মৃত্যু হল তার পিতা তাকে কবরে স্থাপনের পর বলল, হে পুত্র! তোমার বিষয়ে আমার এত ভয় হয় যে, তোমার জন্য দুঃখ করা আমি ভুলে গেছি। আমি জানি না তোমার প্রতি কি প্রশ্ন হয়েছে এবং তার কি উত্তর দিয়েছ? তারপর তিনি বললেন, হে মাবুদ! যে পর্যন্ত তুমি তাকে জীবিত রেখেছ সে আমার উপকার করেছে। তুমি এখন তার সময় ও জীবিকা নিঃশেষ করেছ এবং তুমি তাকে অত্যাচার করোনি। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর তোমার ইবাদাত এবং আমার প্রতি কর্তব্য লাগিয়ে রেখেছ। হে আল্লাহ! আমার বিপদে যে পুণ্য আমার জন্য ওয়াদা করেছ, আমি তা' তার উপর অর্পণ করলাম। তুমি তার শাস্তি আমাকে দাও এবং তাকে শাস্তি দিয়ো না। লোকগণ তাঁর কথায় ক্রন্দন করতে লাগল। অতঃপর তিনি চলে যাবার সময় বললেন, হে পুত্র! তোমার পরে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই এবং আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের নিকট আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমি চলে যাচ্ছি এবং তোমাকে একাকী ছেড়ে যাচ্ছি। যদি থেকে যাই বা তোমার নিকটেই অবস্থান করি, আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।

এক ব্যক্তি এক রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল যে, আমি এরূপ সৌন্দর্য আর কখনও দেখিনি। নিশ্চয়ই এর কারণ এই যে, বোধ হয় দুঃখ কষ্ট কম। তার কথা শুনে রমণী বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমি এমন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছি যে, এ জগতে কেউই তেমন দুঃখিনী নেই। লোকটি বলল, তা কিরূপ? রমণী বলল, আমার স্বামী ঈদের দিনে একটি ছাগী কুরবানী করেছিল। আমার দুটি সুশ্রী কচি সন্তান ছিল। তারা খেলাধুলা করতেছিল। একটি অন্যটিকে বলল, পিতা ছাগীটিকে কিভাবে কুরবানী করছে, তা কি তুমি দেখতে ইচ্ছা কর? সে বলল, হাঁ দেখতে ইচ্ছা করি। তখন সে তাকে ধরে জবাই করে ফেলল। তখন আমরা রক্ত দেখে তা' বুঝতে পারলাম। শোরগোল শুরু হয়ে গেলে ভাইকে জবাইকারী ছেলেটি ভয়ে পালিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিল, তথায় একটি ব্যাঘ্র তাকে ধরে খেয়ে ফেলল। তার পিতা তাকে অনুসন্ধান করতে করতে ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পাহাড়ে প্রাণত্যাগ করল। এখন আমি সংসারে একাকী রয়েছি।

যাদের সন্তান মারা যায়, তারা যদি ঐ রমণীর দুঃখের ঘটনা স্মরণ করে, তবে তাদের দুঃখের ভার নিশ্চয় কিছুটা লাগব হতে পারে। কেননা যে কোন ক্ষুদ্র বিপদ বড় বিপদের কাছে হালকা হয়ে যায় এবং তখন তা' সহ্য করে নেয়া সহজ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কবরের কথা বলা

মৃত ব্যক্তি রসনার দ্বারা বা অবস্থার রসনার দ্বারা কথা বলে। অবস্থার রসনার দ্বারা কথা বলা রসনার দ্বারা কথা বলার চেয়ে অধিক ফলপ্রদ। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে কবর বলে, হে আদম সন্তান! তোমার জন্য দুঃখ, তোমাকে আমার সম্বন্ধে কে ভুলিয়ে রেখেছিল? তুমি কি জান না যে, আমি দুঃখ-কষ্টের গৃহ, কীট-পতঙ্গের গৃহ, অন্ধকারপূর্ণ গৃহ, নির্জন গৃহ। আমার পার্শ্বে দিয়ে যাওয়ার সময় কেন এত ভয় করেছিলে? মহাত্মা সৎ-সাধু ব্যক্তি হলে তার পক্ষ থেকে কোন একটি ব্যক্তি উত্তর দেয়, তুমি কি দেখনি, সে সৎকার্য করতে উপদেশ দিত এবং মন্দকার্য করতে নিষেধ করত। তখন কবর বলে, তবে আমি তার বিচরণের জন্য বেহেশতকে উদ্যান করে দিচ্ছি। তখন তার শরীর উজ্জ্বল বর্ণ হয়ে যায় এবং আত্মা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওযায়ের বলেছেন, এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই, যার মৃত্যু হলে কবর তাকে না বলে যে, আমি অন্ধকার ও নির্জন গৃহ। যদি তোমার জীবদ্দশায় আল্লাহর ইবাদাত করে এসে থাক, তবে আমি তোমার উপর করুণার আগার হব। আর যদি তুমি পাপ করে এসে থাক, আজ আমি তোমার জন্য শাস্তির আগার হব। যে ব্যক্তি আমার মধ্যে আল্লাহর অনুগত বান্দারূপে প্রবেশ করে, সে আনন্দিত ও প্রফুল্লরূপে বের হবে। আর যে পাপী বান্দারূপে আমার মধ্যে প্রবেশ করে, সে অত্যন্ত দুঃখিত অবস্থায় বের হবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ছাবীহ (রহঃ) বলেছেন, আমরা শুনেছি যে যখন কোন লোককে তার কবরে রাখা হয়, সে যা ভালোবাসত না তখন তা-ই তাকে শাস্তি দেয়। তার কবরের প্রতিবেশি তাকে সম্বোধন করে বলে, হে আমার আত্মীয় প্রতিবেশি! তুমি তো আমার পরেও দুনিয়ায় থেকে গিয়েছিলে, তুমি আমার অবস্থা দেখে কোন উপদেশ গ্রহণ করলে না? তুমি আমাকে আসতে দেখেও কেন সতর্ক হলে না? আমার যে সৎকর্ম করার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে

www.pathagar.com

তা কি তুমি দেখনি? তুমি তো প্রচুর সময় পেয়েছিলে, তোমার অগ্রবর্তী ভ্রাতাগণ যা করতে পারেনি তুমি তো তা' করতে পারতে। মৃত্তিকা তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে, হে দুনিয়ার মদমত্ত ব্যক্তি! মাটির গর্ভে তোমার পরিবারের লোক প্রোথিত হওয়ায় কি তুমি কোন উপদেশ লাভ করতে পারলে না? তোমার পূর্বে কি দুনিয়া তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেনি? মৃত্যু তো তাদেরকেও কবরে নিয়ে এসেছে। তুমি তো তাদেরকে লোকগণ যে কবরে বহন করে নিয়ে এসেছে তা' দেখেছ, তুমি তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, তোমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে, যেখানে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হযরত ইয়াযিদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তার আমল তখন তাকে নির্জনে দেখতে পায়। আল্লাহ তায়ালা তখন আমলকে বাকশক্তি দেন এবং সে তখন বলে, হে নির্জন কবরে প্রোথিত বান্দা! তোমার বন্ধুগণও পরিজনবর্গ তোমার নিকট থেকে চলে গেছে, আমাদের নিকট তোমার আর কোন বন্ধু নেই। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছেন, যখন সৎ বান্দাকে কবরে রাখা হয়, তার সৎকার্যসমূহ যথা : নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, ছদকাহ ইত্যাদি তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। যখন শাস্তির ফিরেশতা তার পায়ের দিক থেকে আসে তখন নামায বলে, তার নিকট থেকে চলে যাও। তার কাছে যাবার তোমাদের কোন পথ নেই। সে আল্লাহর জন্য আমার ভয় করে বহু সময় দাঁড়িয়ে থাকত।

অতঃপর তারা তার মস্তকের দিক থেকে আসতে চাইলে রোযা বলে, তার কাছে যাবার তোমাদের কোন পথ নেই। কেননা সে দুনিয়ায় শুধু আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বহুদিন ধরে তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করছিল। তারপর শাস্তির ফিরেশতাগণ তার শরীরের দিক থেকে আসতে চাইলে হজ্জ এবং জিহাদ বলে, তোমরা এখান থেকে বহু দূরে সরে যাও। কেননা সে নিত্য বহু কষ্ট ভোগ করেছে, তার শরীরকে সে বহু কষ্ট দিয়েছে এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ ও জিহাদ করেছে; সুতরাং তার নিকট যাবার তোমাদের কোন পথ নেই। তারপর যখন শাস্তির ফিরেশতাগণ তার হস্তের দিক দিয়ে আসতে চায়। তখন হস্ত বলে, তোমরা আমার মালিক থেকে দূরে চলে যাও। এক সময় আমাদের দু'হস্তের মাধ্যমে সে বহু দান-খয়রাত করেছে এবং সে দান আল্লাহ তায়ালাই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণেই যে দান-খয়রাত করা হয়েছে; সুতরাং আমাদের মালিকের নিকট যাবার তোমাদের কোন পথ নেই। তখন মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তোমাকে অভ্যর্থনা, তুমি যেমন উত্তমরূপে জীবদ্দশায় ছিলে তেমনি উত্তরমরূপে মৃত অবস্থায়ও কালযাপন কর।

www.pathagar.com

তারপর রহমতের ফিরেশতা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তার জন্য সাজ শোভাময় সুসজ্জিত বেহেশতী শয্যা বিছিয়ে দেয় এবং তার কবরের অভ্যন্তর যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় ততদূর বিস্তৃত ও প্রসারিত করে দেয়। বেহেশত থেকে আলোক মালা এনে কবরের অভ্যন্তর আলোকোজ্জ্বল করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) কোন এক মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেণ, আমি শুনেছি যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তি কবরে উঠে বসে এবং জীবিত লোকের পদধ্বনি শুনতে পায়। সে তার সাথে কোন কথা বলে না। তবে তার কবর বলে, হে আদম সন্তান! তোমার জন্য আক্ষেপ! তোমাকে কি আমার বিষয়ে কেউ সতর্ক করেনি? আমার সংকীর্ণ স্থানের কথা কেউ কী স্মরণ করিয়ে দেয়নি? আমার পুঁতি গন্দময় ভয়াবহ অবস্থা ও আমার নিকট কীট-পতঙ্গের কথা কেউ কি তোমাকে জানিয়ে দেয়নি? তবে তুমি আমার জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছ?

কবর আযাব, মুনকার ও নবীরের প্রশ্ন : হযরত বারা' ইবনে আজেব (রাঃ) বলেছেন, একবার আমরা আনছার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জানাযায় হুযুরে পাক (সাঃ)-সহ শরীক হয়েছিলাম, তিনি তার কবরের পার্শ্বে বসে বিনীতিভাবে তিনবার বললেন, হে মাবুদ! কবর আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। তারপর তিনি বললেন, মু'মিন ব্যক্তি যখন আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে আল্লাহ তায়ালা সূর্যের অনুরূপ উজ্জ্বল মুখমণ্ডলবিশিষ্ট কয়েকজন ফিরেশতাকে তার নিকট পাঠিয়ে দেন। তাদের সাথে সুঘ্রাণযুক্ত কাফন থাকে। তারা এসে যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত আসন গ্রহণ করে। যখন মু'মিন ব্যক্তির প্রাণ বের হয়ে যায় স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রত্যেক ফিরেশতা তাকে আর্শীবাদ করে। স্বর্গের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এমন কোন দ্বার নেই যে, ঐ মু'মিন ব্যক্তির আত্মাকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে আগ্রহ না করে। বলা হয় যে, হে প্রভু! এ তোমার অমুক বান্দা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে দাও। কেননা তার জন্য যে সম্মান আমি তৈয়ার করে রেখেছি তা' তাকে দেখাও। কেননা আমি ওয়াদা করেছি, যা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব। সে তাদের পদধ্বনি শুনতে পায়, যখন তারা চলে যায়। অতঃপর তাকে বলা হয়, হে বান্দা! তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবী কে? সে বলে, আমার প্রভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত কঠোরভাবে করা হয় এবং তা-ই মৃত ব্যক্তির সম্মুখে শেষ বিপদরূপে উপস্থিত করা হয়। যখন সে উল্লিখিতরূপে জবাব দেয় তখন একজন ঘোষণাকারী বলে, তুমি সত্য এবং যথার্থ কথাই বলেছ। এই অর্থেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

www.pathagar.com

"ইয়ুছাব্বিতুল্লাহুল্লাযীনা আমানূ বিলক্বাওলিছ ছাবিতি"। অর্থাৎ যারা ঈমানদার, আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত কালেমা দ্বারা তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর তার নিকট সুন্দর আসন বিশিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত উত্তম বস্ত্র পরিহিত একজন এসে তাকে বলে, হে বান্দা! তোমার প্রভুর রহমতের এবং স্থায়ী সুখ বিশিষ্ট বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে ব্যক্তি বলে, তোমাকেও আল্লাহ সুসংবাদ দিন। তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার নেক আমল অর্থাৎ সৎকার্য। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, যদি তুমি আল্লাহর ইবাদাত কার্যে দ্রুততা এবং পাপকার্যে শিথিলতা অবলম্বন করে থাক, তবে আল্লাহ্ তোমাকে মঙ্গলময় পুরস্কার দান করুন। তারপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, বেহেশতের একটি সুন্দর শয্যা এর জন্য বিছিয়ে দাও এবং বেহেশতের দিকে এর জন্য একটি দরজা উন্মুক্ত করে দাও। তখন তার জন্য বেহেশতের একটি অত্যুত্তম শয্যা পেতে দেয়া হয় এবং বেহেশতের দিকে একটি দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয়। তখন সে ব্যক্তি বলে, হে মাবুদ! তুমি তাড়াতাড়ি কিয়ামত দাও যেন আমি আমার পরিজনবর্গের সাথে মিলিত হতে পারি।

যখন কাফির ব্যক্তি আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং তার সাথে দুনিয়ার সম্বন্ধ ছিন্ন হতে থাকে তখন তার নিকট বিকট ও ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট ফিরেশতা অবতীর্ণ হয়। তার শরীরে অগ্নির বস্ত্র ও আলকাতরা জামা পরিহিত থাকে। তারা এসে তাকে চার দিক থেকে ঘিরে ধরে। যখন তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী ফিরেশতাগণ এবং স্বর্গের প্রত্যেক ফিরেশতা তাকে অভিশাপ দিকে থাকে। স্বর্গের দরজাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। যখন তার জন্য এমন কোন দরজা থাকে না যা তার আত্মাকে গ্রহণ করতে পছন্দ করে। যখন তার আত্মাকে ঊর্ধ্বপানে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হঠাৎ নিম্নে পতিত হয়। তখন বলা হয়, হে প্রভু! তোমার অমুক বান্দাকে আসমান ও যমিন গ্রহণ করছে না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন তোমরা তাকে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য আমি কি শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি তা' দেখিয়ে দাও। আমি তার সাথে ওয়াদা করেছি, যা থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তাতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব। যখন তারা চলে যায় সে তাদের পদধ্বনি শুনতে পায়। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, হে বান্দা! তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? এবং তোমার নবী কে? সে বলে, আমি তা' জানি না। তাকে বলা হয়, তোমাকে কি এসব বিষয় বলা হয়নি? অতঃপর তার নিকট বিকট মূর্তি বিশিষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত এবং কুৎসিত বস্ত্র পরিচিত একজন ফিরেশতা এসে তাকে বলে, হে বান্দা! তুমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং স্থায়ী শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

তখন সে বলে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিন। তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার বদ আমল অর্থাৎ অসৎকর্ম। আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর অবাধ্যতায় দ্রুততা এবং আল্লাহর ইবাদাতে শিথিলতা করতে। আল্লাহ তোমার মন্দ করুন। তারপর তার নিকট একজন অন্ধ, মূক ও বধির ফিরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তার হস্তে ভীষণ লৌহ মুদগর থাকে। দুনিয়ার সব মানুষ ও জীবন এক যোগে যদি তা' উত্তোলন করতে চায় তা' পারবে না। যদি সে মুদগর দ্বারা দুনিয়ার কোন বিরাট পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তবে তা' খণ্ড-বিখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলার সাথে মিলে যায়। অতঃপর আত্মা পুনরায় তার শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত করা হয়। সে আঘাতের প্রচণ্ড আওয়াজ দুনিয়ার জীন ও মানুষ ব্যতীত সবাই-ই শুনতে পায়। তারপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, দোযখের দুটো তক্তা এর জন্য বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা এর জন্য উন্মুক্ত করে দাও। তখন দোযখ থেকে দুটো আগুনের তক্তা এনে তার জন্য পেতে দেয়া হয় এবং দোযখের দিকে একটি দুয়ার তার জন্য খুলে দেয়া হয়।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেছেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট মৃত্যুকালে তার সৎকার্য ও অসৎকর্মের আকৃতি তৈরি করে সামনে ধরে রাখা হয়। তখন সে তার সৎকর্মের আকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং অসৎকার্মের আকৃতির দিক থেকে চক্ষু ফিরিয়ে রাখে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে ফিরেশতাগণ মেস্‌ক এবং সুগন্ধিযুক্ত জরীর বস্ত্র নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে তার আত্মা দেহ পিঞ্জর থেকে এমনভাবে বের করে নেয়া হয় যেরূপভাবে আটার খামির থেকে একটি কেশ বের করে নেয়া হয়, হে নফসে মুৎমাইন্নাহ (সন্তুষ্ট আত্মা)! তুমি সন্তুষ্ট হয়ে এবং আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহর রূহ জগতের দিকে এবং তার সম্মানের দিকে বের হয়ে এসো। যখন তার আত্মা বের হয়ে আসে, তা' সেই মেশক ও সুগন্ধিযুক্ত জরীর বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে রাখা হয় এবং তদ্বারা তাকে ইল্লিয়্যনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কাফিরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তার নিকট ফিরেশতাগণ জ্বলন্ত অঙ্গারবিশিষ্ট লৌহ দণ্ডসহ এসে তার আত্মা বের করে নেয় এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তা' টেনে বের করে। আর তাকে বলা হয়, হে অপবিত্র আত্মা! তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহর অপমান ও শাস্তির দিকে বের হয়ে এসো। যখন তার আত্মা বের হয়ে আসে, তখন তা' অগ্নির লৌহ ভাণ্ডারে স্থাপন করে এবং তা' ছিজ্জীনে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে কা'ব (রাঃ) আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতেছিলেন, "যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে বলে, হে প্রভু! আমাকে তুমি পুনরায় পাঠিয়ে দাও যেন আমি সৎ কার্য করতে পারি" তিনি বলেন, তুমি কি ইচ্ছা কর? তুমি কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কর? তুমি কি ধন-দৌলত সংগ্রহ, বৃক্ষরাজি রোপণ এবং দালান-কোঠা নির্মাণের জন্য ফিরে যেতে চাও? সে বলে, কখনই নয়; বরং আমি যা' ত্যাগ করে এসেছি তথায় গিয়ে যেন সৎকার্য করতে পারি। তখন আল্লাহ্ বলেন, তা' কখনই হবে না। এটা কেবল এর বাক্যমাত্র অর্থাৎ মৃত্যুর সময় সে একথাই বলবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মু'মিন ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে বেহেশতের উদ্যানে থাকবে। তার কবর সত্তর গজ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং তা' উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত থাকবে। এমনকি তা' পূর্ণচন্দ্রের রাত্রির ন্যায় উজ্জ্বল করা হবে। তোমরা কি অবগত আছ যে, কোন বস্তু সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে? যথা : "তার জন্য সংকীর্ণ জীবিকা আছে"। তারা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয় উত্তম অবগত আছেন। তিনি বললেন, কাফিরের শাস্তি এই যে, তার কবরের মধ্যে নিরানব্বইটি বিষাক্ত অজগর তাকে দংশন করতে থাকবে। তোমরা কি জান ঐ অজগরগুলো কিরূপ? প্রত্যেকটি অজগরের সাতটি করে মস্তক থাকবে। তারা তার শরীরের দংশন, ফুৎকার এবং উৎপীড়ন করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না কিয়ামত সংঘটিত হয়। তোমরা অজগরের এই সংখ্যা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। অজগরের সংখ্যা এর বেশিও হতে পারে। কেননা এই সর্প ও অজগরের সংখ্যা নিন্দনীয় স্বভাবের সংখ্যা পরিমাণ অনুসারে হবে। অহংকার, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি অসৎ স্বভাবের অন্ত নেই। এই স্বভাবগুলো থেকে আবার তার শাখা-প্রশাখাও বের হয়ে থাকে। সেই সব দোষই ধ্বংসকর এবং তাই সর্প ও অজগররূপে পরিণত হবে। অধিক শক্তিশালী অজগরগুলো ভীষণভাবে দংশন করবে এবং দুর্বলগুলো তাদের শক্তি অনুসারে দংশন করবে। কলবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগত এবং অন্তদর্শী বুযুর্গগণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির আলোকে এসব ধ্বংসকর বস্তু দেখে থাকেন। আর এর শাখা-প্রশাখাসমূহও দেখতে পান তবে তাদের প্রকৃত সংখ্যার পরিমাণ নবুয়তের নূর ব্যতীত উপলব্ধি করা যায়না। সব বিষয়ের দৃষ্টান্তের বাহ্যিক অবস্থা বিশুদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা গুপ্ত। অবশ্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট তা' সুস্পষ্ট। যার নিকট এর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় না তার এগুলোর প্রকাশ পাওয়াকে অস্বীকার করা উচিত নয়; বরং ঈমানের স্বল্প স্তরের অর্থ তাছদীক করা এবং তাসলীম করা

www.pathagar.com

অর্থাৎ সত্য বলে জেনে নিয়ে তা' মান্য করা। আমরা অনবরতই কাফিরদের কবর দেখে আসছি এবং তার অবস্থাও লক্ষ্য করছি, কিন্তু আমরা তাতে কিছুই দেখতে পাই না; সুতরাং অদর্শনের বিরুদ্ধে সত্য ঘটনা সমর্থনের প্রমাণ কি? এর উত্তরে বলছি, প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, এই প্রকার দৃষ্টান্তে সত্য ঘটনা প্রমাণের তিনটি মাকাম আছে।

প্রথম মাকাম : তাছদীকের পক্ষে এই স্তর অধিক প্রকাশ্য, বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ। মৃত ব্যক্তিকে দংশন তোমার না দেখার কারণ এই যে, এই বাহ্যিক চক্ষু আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার দর্শনের পক্ষে উপযোগী নয়। আখেরাতের সাথে যে বস্তুর সম্বন্ধ আছে তা' আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্গত। তোমরা কি সাহাবীগণকে দেখনি যে, তারা কিরূপ জিব্রাইলের অবতরণ বিশ্বাস করেছেন? তাদের এই বিশ্বাসের কারণ এই যে, হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছেন। যদি তুমি তা' বিশ্বাস না কর, তাহলে ঈমানের মূল ফিরেশতা ও অহীর উপর বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। আর যদি তুমি তাতে বিশ্বাস কর এবং উম্মতগণ যা' দেখেনি নবী তা' সত্যরূপে দেখেছেন বলে মেনে নাও তবে মৃত ব্যক্তির বিষয়গুলোকে তোমাদের বিশ্বাস না করার যুক্তি কি? যেরূপ ফিরেশতা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় নয় তদ্রূপ যে সব সর্প ও অজগর কবরে দংশন করতে থাকবে তা' আমাদের জানা সর্প ও অজগরের শ্রেণীভুক্ত নয়; বরং তা' অন্য শ্রেণীভুক্ত যা' আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরা যায় না; বরং গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়।

দ্বিতীয় মাকাম : এটা হল নিদ্রিত অবস্থা স্মরণ করা। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে সর্প দংশন দেখে এবং তার যন্ত্রণাও সে অনুভব করে। এমনকি কখনও সে নিদ্রা থেকে চিৎকার দিয়ে জাগ্রত হয়ে যায় এবং তার ললাটদেশ থেকে ঘর্ম মুছতে থাকে। তার শয়নের স্থান থেকে দূরে সরে যায়। সে এসব তার নিজের মধ্যেই দেখতে পায় এবং কষ্ট ভোগ করতে থাকে যেরূপ জাগ্রত ব্যক্তি তা' দেখে কষ্ট ভোগ করে। তুমি নিদ্রায় তার বাহ্যিক অবয়ব প্রশান্ত দেখতে পাও এবং তার চার পার্শ্বে কোন সর্প দেখতে পাও না। অথচ যে স্বপ্ন দেখেছে তার বেলায় সর্প সত্য এবং তার শাস্তিও সত্য। কিন্তু তা' তোমার বেলায় সত্য নয়। যখন শাস্তি তার দংশনের যন্ত্রণার মধ্যে নিহিত তখন কল্পনার সর্প ও দর্শনজনিত সর্পের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তৃতীয় মাকাম : তুমি জান যে, সর্প স্বয়ং যন্ত্রণা দিতে পারে না; বরং সে যে বিষ তোমার মধ্যে ঢেলে দেয় তাই যন্ত্রণা দেয়। তারপর সেই বিষাক্ত যন্ত্রণা নয়; বরং উক্ত বিষের প্রভাবে তোমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাই তোমার শাস্তি। যদি বিষ ব্যতীত এই ক্রিয়া করা যায় তাহলে তা' শাস্তির

www.pathagar.com

পক্ষে যথেষ্ট হয়, এই প্রকার শাস্তির ব্যাখ্যা চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বস্তুর সাথে সম্পর্ক ব্যতীত করা সম্ভব হয় না। বস্তু দ্বারাই ব্যাখ্যার সম্পর্ক হয় এবং ফল অর্জন করা যায়, বস্তুর রূপ অর্জিত হয় না। বস্তু উপভোগের জন্য চাওয়া হয়, তার নিজস্ব আকৃতির জন্য নয়। এ সব ধবংসকর দোষ মৃত্যুর সময় কষ্ট প্রদানকারী যন্ত্র বা বস্তুতে পরিণত হয়। মৃত্যুর সময় প্রাণের উপর যে কষ্ট হয় তার যন্ত্রণা সর্প দংশনের যন্ত্রণাতুল্য, অথচ সর্পের আকৃতি সেখানে নেই। স্বভাবের পরিবর্তন কষ্টদায়ক যেরূপ ভালোবাসার বস্তুর বিচ্ছেদ বা তার মৃত্যুতে মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, কেননা তার পরিবর্তন কষ্টকর। তা' প্রেমাস্পদের মৃত্যুর সময় প্রেমের পরিবর্তনের কষ্টের ন্যায়। তা' প্রথমে সুস্বাদু থাকে। সেই স্বাদের উপর এমন অবস্থা ঘটে যে, সেই স্বাদ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি তা' মনের উপর শাস্তিতে পরিণত হয়। কেননা প্রেমিক তখন প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের স্বাদ হারিয়ে ফেলে, তা' মৃত ব্যক্তির নানাবিধ শাস্তির মধ্যে একটি শাস্তি। সংসারের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল প্রবল। ধন-দৌলত, বিষয়-সম্পত্তি, নাম-ধাম, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল গভীর। যদি তার পার্থিব জীবনে সে এই সুখ পায় সে তা' থেকে ফিরতে চায় না। সুতরাং মৃত্যুর সময় তার অবস্থা তুমি কি মনে কর? তার কি দুর্ভাগ্য গুরুতর হবে না এবং তার শাস্তি কি অধিক হবে না? সে কবরে বলতে থাকবে আমার যদি কোন ধন-সম্পদ না থাকত, কখনও আমার নাম-যশ না থাকত তবে তার বিচ্ছেদে আমার এত কষ্ট হতো না; সুতরাং মৃত্যুর অর্থ এসব পার্থিব বিষয় অল্প পূর্বেই প্রীতিকর ছিল এবং সেই প্রীতি তারই অভাবে এমন দুঃখে পরিণত হয়েছে।

যে ব্যক্তি শুধু সংসারে মত্ত, তার অবস্থা কিরূপ হবে? ঐ ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হবে যে, তার থেকে সমস্ত সংসার কেড়ে নিয়ে শত্রুদেরকে অর্পণ করা হবে। পারলৌকিক যে সুখ-সম্পদ সে হারিয়েছে এবং তার উপর আল্লাহ থেকে যে পর্দা পড়ে গেছে তার অনুতাপ ও বিক্ষোভ উপরোক্ত শাস্তির সাথে সংযুক্ত হবে।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তু আল্লাহর সাথে সাক্ষাত থেকে এবং তাঁর অমূল্য নিয়ামত থেকে দূরে রাখে। মোটকথা সব প্রিয় বস্তু থেকে বিচ্ছেদ এবং পারলৌকিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুতাপ ও ক্ষোভ এবং আল্লাহর নিকট থেকে দূরে থাকার অপমান তার ভোগ করতে হবে। এসব শাস্তি দ্বারা তাকে কষ্ট দেয়া হবে। দোযখের অগ্নি এই বিচ্ছেদের অগ্নির পিছনে পিছনে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "কাল্লা ইন্নাহুম আঁররাব্বিহিম ইয়াওমায়িযিল লা মাহহূবূন ছুম্মা ইন্নাহুম লা ছালুল জাহীম" অর্থাৎ কখনই

www.pathagar.com

নয়, সেই দিন তারা তাদের প্রভু থেকে দূরে সরে থাকবে। তারপর তারা নিশ্চয়ই দোযখে দগ্ধীভূত হতে থাকবে।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে আসক্তি রাখে না, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভালোবাসে না এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকে সে সংসাররূপ কারাগার থেকে এবং লোভের মন্দ থেকে মুক্তি পায় আর তার প্রিয়জনের নিকট চলে যায়। সংসার থেকে তার সব বন্ধন এবং সংসারের প্রতি তার মনের আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার উপর এমন সুখ-সম্পদ ও শান্তি পূর্ণরূপে বর্ষিত হয়, যার কখনও বিলুপ্তি নেই এবং যা' অনন্তকাল স্থায়ী।

আমাদের উদ্দেশ্য এরূপ। যেমন এক ব্যক্তি তার অশ্বকে অত্যন্ত ভালোবাসে যদি সে ব্যক্তিকে এরূপ দুটো বিষয়ের একটি পছন্দ করতে বলা হয় যে, হয় তোমার নিকট থেকে অশ্বটি নিয়ে যাওয়া হবে, না হয় তুমি সর্প দংশনের জ্বালা সহ্য করবে। ঐ ব্যক্তি সর্প দংশনের যন্ত্রণাই সহ্য করাকে পছন্দ করবে। কেননা সর্প দংশনের যাতনা থেকে তার নিকট অশ্বের বিচ্ছেদ যাতনা অধিক। যদি তার নিকট থেকে অশ্বটি নিয়ে যাওয়া হয় তবে অশ্বের প্রতি ভালোবাসাই তাকে দংশন করতে থাকে। সুতরাং এরূপ দংশন জ্বালা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কেননা মৃত্যু তার নিকট থেকে তার অশ্ব, অন্যান্য যানবাহন, বাসগৃহ, বিষয়-সম্পদ, পরিজনবর্গ, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্য পরিচিত লোকদের থেকে বিচ্ছেদ ঘটাবে। তার নিকট থেকে তার নাম-ধাম কেড়ে নেবে; বরং তার নিকট থেকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং অন্যান্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে যাবে। এগুলোর নিকট তার আর প্রত্যাবর্তন করা হবে না। যখন যে সব বস্তু সে ভালোবাসে সেগুলো তার নিকট থেকে পৃথক করে দেয়া হবে, তখন তা' তার নিকট সর্প ও বিচ্ছুর দংশনের চেয়ে অধিক যন্ত্রণাদায়ক হবে। তদ্রূপ যখন তার মৃত্যু হয় তখন তার উপর এরূপ শাস্তি হয়। কেননা যে আত্মা এই শাস্তি ভোগ করে তার মৃত্যু নেই। এজন্যই তার শাস্তি অতি কঠোর হবে ইহ জীবনে আত্মার জন্য এমন অনেক উপকরণ ছিল যার দ্বারা সে সান্ত্বনা লাভ করত। যেমন লোকের নিকট যাওয়া-আসা, তাদের সাথে উঠা-বসা ও তাদের সাথে বাক্যালাপ করা, তাদের থেকে সান্ত্বনা পাওয়া, অপহৃত বস্তুগুলো পুনরায় পাওয়া যাবে এরূপ আশা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়গুলো সান্ত্বনার উপকরণ। দুনিয়ায় এগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু মৃত্যুর পর তার কোন সান্ত্বনা নেই। সান্ত্বনার পথ তার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে এবং সে নিরাশা অর্জন করেছে; সুতরাং তার নিকট সান্ত্বনা কোথা থেকে আসবে? সে যে জামাটি ও রুমালটি ভালোবাসত তা' তার নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হবে এবং তজ্জন্য সে দুঃখিত হবে, আর তার

www.pathagar.com

ফলে অশান্তি ভোগ করতে থাকবে; কিন্তু যদি সে এই দুনিয়ায় বোঝা শূন্য অর্থাৎ মাল-সামান, অর্থ-সম্পদ এবং নাম-যশ শূন্য থাকত তবে সে নিরাপদ থাকত। প্রবাদ বাক্য এই যে; হাল্কা লোকগণ মুক্তি পায়। বিজ্ঞ লোকদের এ কথা নিশ্চয়ই নিরর্থক নয়। যে তার সংসারকে ভারি করে তার শাস্তি কঠোর হবে। কোন ব্যক্তির এক দীনার অপহরণ করা হলে তার যতটুকু কষ্ট হয় তার থেকে দশটি দীনার অপহৃত হলে সে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পাবে। তদ্রূপ এক দেরহাম অপহৃত হলে দু' দেরহাম অপহরণের কষ্ট থেকে কম কষ্ট হবে। এই মর্মেই হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, "ছাহিবু দিরহামিন আখাফ্‌ফু হিসাবাম মিন ছাহিবি দিরহামাইনি" অর্থাৎ দু' দেরহামের মালিকের চেয়ে এক দেরহামের মালিকের অল্প হিসাব হবে।

তুমি তোমার মৃত্যুর সময় যে বস্তুই রেখে যাবে তা' তোমার মৃত্যুর পর অনুশোচনার কারণ হবে; সুতরাং ইচ্ছা করলে পার্থিব ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করতে পার আর ইচ্ছা করলে তা' কমও করতে পার। যদি তা' বৃদ্ধি কর তবে তোমার অনুতাপ তুমিই বৃদ্ধি করবে। আর যদি তা' কম কর তোমার পৃষ্ঠ থেকে তা' নামিয়ে বোঝা হাল্কা করবে। যে সব ধনী লোক পরকালের চেয়ে ইহকালকে অধিক ভালোবাসে এবং পার্থিব ধন-সম্পদে বিভোর থাকে তারা তাদের কবরের মধ্যে সর্প ও বিচ্ছু অধিক সংগ্রহে করে রাখে। কবরের সর্প, বিচ্ছু ও অন্যান্য প্রকার শাস্তির বিষয়ে এটিই হল ঈমানের বিভিন্ন মাকাম বা স্তর।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি মৃত পুত্রকে একদা স্বপ্নে দেখে তাকে বললেন, হে প্রিয় পুত্র! তুমি আমাকে কিছু উপদেশের কথা শুনাও। পুত্র বলল, হে পিতঃ! আপনি যা' ইচ্ছা করেন তা' যেন আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী না হয়। তিনি আবার বললেন, হে পুত্র! আমাকে আরও উপদেশ দিয়ো। পুত্র বলল, আপনি তা' আমলে আনতে পারবেন না। তিনি বললেন, সে দেখা যাবে, তুমি বল। পুত্র বলল, পিতঃ! আল্লাহ এবং আপনার মধ্যে কোন পিরহান (পর্দা) রাখবেন না। অতঃপর সত্যিই একাধারে ত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি পিরহান পরিধান করেননি।

প্রশ্ন : এই তিনটি মাকামের বা স্তরের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মাকাম বা স্তর কি?

উত্তর : জেনে রাখ যে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম স্তরের উপর থাকে এবং অন্য স্তর অগ্রাহ্য করে। আবার কেউ কেউ প্রথম স্তর অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় স্তরের উপর থাকে। আবার কেউ কেউ তৃতীয় স্তরের উপরই থাকে। অন্তদৃষ্টির বলে আমাদের নিকট স্পষ্ট অবস্থা এই যে, তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিই স্থানভেদে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এই তিন স্তরের মধ্যে কোন

www.pathagar.com

একটি অস্বীকার করে সে তার গণ্ডি সংকীর্ণ করে এবং সে আল্লাহর শক্তির অসীমতা ও তাঁর আশ্চর্য কারুকার্যের প্রতি অজ্ঞ। যে পর্যন্ত আল্লাহর কারুকার্যের প্রতি আসক্তি ও ভালোবাসা তার না জন্মে সে আল্লাহর কারুকার্যকে অস্বীকার করে। এটাই তার অজ্ঞতা ও ত্রুটির কারণ; বরং শাস্তির বেলায় তিনটি স্তরই সম্ভব। তা' সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এর মধ্যে কোন একটির দ্বারা কাউকে শাস্তি দেয়া হয়। আবার কোন লোককে সব স্তর দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়। সব স্তর দ্বারা শাস্তি প্রদান থেকে আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। এটাই সত্য এবং একে বিনা প্রমাণে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। যে তা' প্রকৃতপক্ষে সত্য বলে জানে, সে এই দুনিয়ার প্রান্তরে সম্মান পায়। তা' বৃদ্ধির জন্যই অধিক দৃষ্টি করবে না এবং তার পরিচয় পাওয়ার জন্যও চেষ্টা করবে; যদি আমল ও ইবাদাত কার্যে অবহেলা কর এবং শুধু তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত থাক, তবে তুমি নিম্নোক্ত ব্যক্তির ন্যায় হবে। যেমন কোন ব্যক্তিকে বাদশাহ্ ধৃত করে তার হস্ত এবং কর্ণ কর্তন করার জন্য তাকে আবদ্ধ করে রেখে দেয়। সে সারা রাত্রি এই চিন্তা করে যে, বাদশাহ্ তার হস্ত ও কর্ণ অসি দ্বারা বা ছুরি দ্বারা বা ছুরি অথবা ক্ষুর দ্বারা কর্তন করবে। মূল শাস্তি এড়াবার জন্য সে কোন উপায় উদ্ভাবন করে না। এটাই তার চরম অজ্ঞতা। কিরূপে মৃত্যুর পর ভীষণ শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বা চিরস্থায়ী সুখ পাওয়া যাবে তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। শাস্তি ও পুণ্য কিভাবে দেয়া হবে এই বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা সময় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছু নয়।

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন কোন লোকের মৃত্যু হয় তার নিকট কৃষ্ণকায় ও কটা চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ফিরেশতা আসে। তাদের একজনকে মুনকার এবং অন্যজনকে নাকীর নামে অভিহিত করা হয়। তারা লোকটিকে বলে, এই নবী সম্বন্ধে তুমি কি বল? যদি লোকটি মুমিন হয় সে বলে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন ফিরেশতাদ্বয় বলে, আমরা জানতাম যে, সে তাই বলবে। তারপর তার কবর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সত্তর গজ বিস্তৃত করা হয় এবং তার কবর উজ্জ্বল করা হয়। অতঃপর তাকে বলা হয়, তুমি এখন নিদ্রা যাও। সে বলে, আমাকে আমার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে এই সংবাদ দিতে অনুমতি দাও। কিন্তু তখনও তাকে

www.pathagar.com

বলা হয়, তুমি নিদ্রা যাও। তখন সে নব বিবাহিত যুবকের ন্যায় নিদ্রা মগ্ন হয়। নব বিবাহিত যুবককে তার সব ভার্যাই জাগ্রত করে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তার পুনরুত্থান না করবেন তার এই অবস্থাই চলতে থাকবে।

আর যদি লোকটি মুনাফিক হয় সে ফিরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলে, আমি জানি না। তখন ফিরেশতাদ্বয় বলে, আমরা জানতাম যে, তুমি একথাই বলবে। তখন মৃত্তিকাকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, তুমি এর প্রতি চাপ দাও। নির্দেশ অনুযায়ী মৃত্তিকা দু'পার্শ্ব থেকে এমন জোরে চাপ দেবে যে, এক পাশের গ্রন্থি অন্য পাশে চলে যাবে। এভাবে তার উপর কঠোর শাস্তি হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাকে তার শয্যা থেকে রোজ কিয়ামতে পুনরুত্থান করবেন।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)- কে বলেছিলেন, হে ওমর! তোমার যখন মৃত্যু হবে তখন তোমার কি অবস্থা হবে? লোকগণ তোমাকে নিয়ে যাবে, তোমার জন্য তিন হাত দীর্ঘ এবং দেড় হাত প্রস্থ একটি গর্ত তৈয়ার করা হবে। তারপর তারা তোমাকে গোসল করাবে, কাফন পরাবে। তারপর তোমাকে খাটে বহন করে নিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাকে কবরে স্থাপন করে। কবরে স্থাপন করার পর তোমার উপরে তারা মাটি বিছিয়ে দেবে এবং তোমাকে দাফন করা হবে। দাফন করার পর তারা তোমার নিকট থেকে যার যার গৃহে চলে যাবে। তখন কবরের বিপদ স্বরূপ মুনকার ও নাকীর আগমন করবে। তাদের কণ্ঠের আওয়াজ বজ্র ধ্বনির ন্যায়। চক্ষুদ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, তাদের মস্তকে ঘন কেশরাজি, দু'পদ পর্যন্ত দীর্ঘ, তাদের দীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্তরাজি কবরের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে ফেলবে। কবরের মধ্যে অবতরণ করেই তারা তোমাকে হেলাতে-দোলাতে থাকবে। হে ওমর! বল তো তোমার সে সময় কি অবস্থা হবে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! তখন আল্লাহ প্রদত্ত আমার বুদ্ধি কি আমার সাথে থাকবে? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তা অবশ্যই থাকবে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তবে তা-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশও এই যে, মৃত্যুর দ্বারা মানুষের বুদ্ধির কোন পরিবর্তন হবে না, শুধু শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই পরিবর্তন হবে। সুতরাং মৃত ব্যক্তির বুদ্ধি, সুখ ও দুঃখের বিষয় জ্ঞান থাকবে। তার বুদ্ধির এতটুকুও পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুদ্ধিকে উপলব্ধি করতে পারে না। বুদ্ধি এমন এক গুপ্ত বস্তু যার কোন দৈর্ঘ্য প্রস্থ নেই; বরং যা' অবিভাজ্য তা-ই উপলব্ধি করা যায়। যদি মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলে যায় এবং শুধু অবিভাজ্য জ্ঞান

www.pathagar.com

শক্তি থাকে, তবে মানুষ পূর্ণ বুদ্ধিমানই থাকবে। মৃত্যুর পর তার এই অবস্থাই থাকবে। কেননা মানুষের এই অংশটি মৃত্যু বিলোপ করতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদের (রহঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি যে, কাফিরের কবরের মধ্যে একটি অন্ধ ও বধির প্রাণীকে অত্যন্ত প্রবল করে দেয়া হবে। তার হস্তে লৌহদণ্ড থাকবে। সে কিয়ামত পর্যন্ত সেই লৌহদণ্ড দ্বারা কাফির ব্যক্তিকে প্রহার করতে থাকবে। কিন্তু তার যন্ত্রণা ও করুণ অবস্থা দেখে এতটুক মাত্র দয়া করবে না এবং আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতি শুনে সামান্য করুণাও প্রদর্শন করবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তার নেক কার্যসমূহ এসে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এ সময় শাস্তির ফিরেশতাগণ যদি তার মস্তকের দিক দিয়ে আসতে থাকে, তখন কুরআন তিলাওয়াত এসে তাদেরকে প্রতিরোধ করে। তারপর যখন তারা তার পদদ্বয়ের দিক থেকে আসে, তার নামায এসে তাদেরকে বাধা দেয়। যদি তারা তারা হস্তদ্বয়ের দিক থেকে আসতে চায়, তাহলে হস্তদ্বয় বলে, আল্লাহর কসম! সে আমাদেরকে দানের জন্য ও দোয়ার জন্য বিস্তৃত করেছিল। সুতরাং এদিক থেকে তোমাদের কোন পথ নেই। যদি তারা তার মুখের দিক থেকে আসতে চায়, তখন তার যিকির ও রোযা এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে সামনে এগোতে দেব না, কেননা এ মুখে সে আল্লাহর বহু যিকির করেছে এবং এ মুখ বন্ধ করেই সে রোযা রেখে উপবাস ও তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করেছে।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, তার নেক কার্য শাস্তির ফিরেশতাদ্বয়কে এমনভাবে ভয় প্রদর্শন করে যেরূপ কোন ব্যক্তি তার অধীনস্ত স্ত্রী, ভ্রাতা বা সন্তান-সন্ততিকে ভয় প্রদর্শন করে। তখন মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তোমার শয্যাকে আল্লাহ তায়ালা বরকত দিন, দেখা যাচ্ছে তোমার বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীগণ তোমার অতীব শুভাকাঙ্ক্ষী। হযরত হোযায়ফাহ (রাঃ) বলেছেন, আমরা একদা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সাথে এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরের শিয়রে বসে তার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর তিনি বললেন, এই কবরের মধ্যে মুমিন ব্যক্তিকে এমন চাপ দেয়া হবে যে, তাতে তার অস্থি পঞ্জর চূর্ন-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কবরের একটি চাপ আছে, যদি কেউ তা' থেকে নিরাপদ হতো বা মুক্তি পেত তাহলে সা'দ ইবনে মুআয মুক্তি পেত। হযরত আনসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর কণ্যা

www.pathagar.com

জয়নাবের মৃত্যু হলে তিনি তার শবের অনুসরণ করলেন। তখন তাঁর অবস্থা দেখে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ হর। কবরের নিকট এসে তিনি তার মধ্যে অবতরণ করলেন। আমরা দেখলাম তখন তাঁর মুখমণ্ডল ধূসর বর্ণ হয়ে গেছে। তারপর যখন তিনি কবর থেকে উঠে এলেন, দেখা গেল তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমরা যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন দেখছি তার কারণ কি? তিনি বললেন, আমি আমার কন্যাকে মৃত্তিকা কর্তৃক চাপ প্রদান এবং কবরের শাস্তির ভয় করেছিলাম। তারপর আমি কবরে অবতরণ করলে আমাকে জানিয়ে দেয়া হল যে, আল্লাহ তায়ালা তা' হ্রাস করে দিয়েছেন। তাঁকে এমনভাবে চাপ দেয়ার আয়োজন করা হয়েছিল যে, পূর্বে ও পশ্চিমে যা' কিছু ছিল মানব ও জ্বিন ব্যতীত তার ভয়ংকর আওয়াজ প্রত্যেকেই শুনেছিল।

স্বপ্নে মৃতের অবস্থা প্রকাশ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত থেকে অর্জিত যে অন্তর্দৃষ্টির আলো অভিজ্ঞতার ফল লাভ করা যায় তা-ই আমাদেরকে মৃত লোকের অবস্থা এবং তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিষয় জানিয়ে দেয়। তবে সাধারণ লোকের যথা যায়েদ ও আমরের অবস্থা মূলতঃ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা জানা যায় না। কেননা যদি আমরা যায়েদ ও আমরের ঈমানের উপর বিশ্বাস করি আমরা জানি না তারা কোন অবস্থার উপর প্রাণত্যাগ করেছে এবং তাদের খাতেমা বিল খায়ের হয়েছে কিনা। যদিও আমরা তাদের প্রকাশ্য পুণ্য দেখি, তাদের আল্লাহ ভয়ের স্থানটি দেখি না। কেননা তার স্থান হৃদয়, তা' গুপ্ত। তা' এত গুপ্ত সূক্ষ্ম যে, তা' আল্লাহ ভীরু ব্যক্তির নিকটও গুপ্ত থাকে। অন্যের নিকট তো কথাই নেই। গুপ্ত আল্লাহ-ভয় ব্যতীত শুধু প্রকাশ্য আল্লাহ-ভয়ের উপর বিধান দেয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ইন্নামা ইয়াতাক্বাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাক্বীন" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আল্লাহভীরুদের নিকট থেকে কবুল করেন; সুতরাং যায়েদ ও আমরের অবস্থার বিধান তাদের আল্লাহ ভয়ের অবস্থা না দেখে দেয়া যায় না।

যখন কারও মৃত্যু হয় তখন জড় জগত থেকে অদৃশ্য করে তাকে আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা তা' দেখা যায় না। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সেই চক্ষু সৃষ্টি হয় এবং মানুষ তার উপর পর্দা মোহের ঘন বস্ত্র এবং পার্থিব আসক্তি দিয়ে তা' আবৃত করে রেখেছে, এজন্যই সে দেখতে পায় না। আধ্যাত্মিক জগতের কোন বস্তু এই

www.pathagar.com

বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, যে পর্যন্ত সে পর্দা কলবের চক্ষুর উপর থেকে অপসারিত না হয়। সেই পর্দা নবীদের হৃদয় চক্ষু থেকে অপসারিত হয় বলে তারা আধ্যাত্মিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন এবং আধ্যাত্মিক জগতের নানাবিধ আশ্চর্য বিষয়বস্তু এবং মৃতাত্মাদেরকে দেখে থাকেন। তারা তা' দেখে আমাদেরকে সংবাদ দেন। এজন্যই হুযুরে পাক (সাঃ) সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) এবং তার কন্যা জয়নবের ক্ষেত্রে মাটির চাপের বিষয় দেখেছিলেন। তদ্রূপ হযরত জাবেরের পিতা যখন শহীদ হয়েছিলেন, তখন তিনি জাবেরের অবস্থা দেখে বলে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে তাঁর সম্মুখে বসিয়েছিলেন এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। এরূপ চাক্ষুষ দর্শন নবীগণ এবং নবীগণের নিকটবর্তী আল্লাহর বন্ধুগণ ব্যতীত অন্য কারোরই নছীব হয় না।

স্বপ্নের দর্শন : প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমাদের ন্যায় লোকের স্বপ্নে দর্শন সম্ভব কিন্তু তা' দুর্বল। মূলতঃ স্বপ্নে দর্শন নবীদের দর্শনের একটি পন্থা। তা' নবুয়তের আলোর একটি অংশ। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছিচল্লিশ অংশের এক অংশ। তাও আবার হৃদয় থেকে পর্দা অপসারণ না করলে তা' অর্জিত হয় না। এজন্যই সৎ লোকের স্বপ্ন ব্যতীত বিশ্বাস করা যায় না। যার মিথ্যা অধিক, তার স্বপ্ন বিশ্বাস করা যায় না। যে অধিক অশান্তি সৃষ্টি করে ও যার পাপ অধিক, সে তার আত্মাকে অত্যাচার করে; সুতরাং সে যা' দেখে তা' বাজে ও এলোমেলো স্বপ্ন।

হুযুরে পাক (সাঃ) এ কারণেই অযু করে নিদ্রা যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন, যেন সে পবিত্রাবস্থায় নিদ্রা যেতে পারে। এতে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা-ই মূল পবিত্রতা। প্রকাশ্য পবিত্রতার উদ্দেশ্য আন্তরিক পবিত্রতা আনয়ন। যখন অন্তর পবিত্র হয়, তখন ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা' হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ পায়, যেরূপ হুযুরে পাক (সাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি মক্কা মুয়াযযামায় প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই প্রসঙ্গে বলেন : "লাক্বাদ ছাদাক্বাল্লাহু রাসূলাহুর রুইয়া বিল হাক্বক্বি।" অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করেছেন। অতি অল্প লোকই স্বপ্ন থেকে মুক্ত থাকে, এমন স্বপ্ন যা সত্যে পরিণত হয়। স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের বিষয় স্বপ্নে অবগত হওয়া আল্লাহর একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এবং মানুষের স্বাভাবিক একটি অলৌকিক ব্যাপার। এটাই আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্বের একটি স্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মানুষ তা' লক্ষ্য করে না, যেরূপ সে হৃদয়ের অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে লক্ষ্য করে না। স্বপ্নের প্রকৃত পরিচয় আধ্যাত্মিক বিদ্যার সূক্ষ্ম তত্ত্বের অন্তর্গত। এই ব্যবহারিক বিদ্যা দ্বারা তা'

www.pathagar.com

প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়; কিন্তু তার আংশিক ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত তা' আংশিক ব্যাখ্যা করতে পারে। তা এই :

আত্মা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ। প্রত্যেক ব্যাপারের প্রকৃত পরিচয় এবং আকৃতি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটবে তা' মহান আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তার নাম কখনও লাওহে মাহফুজ, কখনও প্রকাশ্য অদৃশ্য লিপি, কখনও প্রকাশ্য ঈমান বলে কুরআনে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দুনিয়ায় যা ঘটেছে বা ঘটবে, তা' সবই তাতে লিপিবদ্ধ আছে বা চিত্র করা আছে। তা এই বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। মনে করো না যে, সেই লাওহে মাহফুজ একটি তক্তা বা লৌহ দ্বারা নির্মিত অথবা তা' একটি কিতাব যা কাগজ বা পাতার দ্বারা পূর্ণ, সরাসরিভাবে বুঝে নাও যে, আল্লাহর লাওহে মাহফুজ এই জড় জগতের তক্তা নয়, অথবা আল্লাহর কিতাব নয়, যেরূপ তার অস্তিত্ব ও গুণাবলি মানুষের অস্তিত্ব ও গুণাবলির ন্যায় নয়। তবে যদি তার দৃষ্টান্ত তালাশ কর, তা' তোমার বুঝে আসার নিকটবর্তী হবে।

পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, লাওহে মাহফুজে অদৃষ্টলিপি মুখস্ত কারীর মস্তিষ্কের মধ্যে এবং মনের মধ্যে কুরআনে পাক এবং তার অক্ষরগুলি অঙ্কিত থাকার ন্যায়। যখন সে তা' পড়তে থাকে সে তার দিকে লক্ষ্য করে। যদি তার মস্তিষ্ক খুলে তন্নতন্ন করা হয় তার মধ্যে কোন চিত্র বা অক্ষরের অঙ্কন দেখতে পাবে না। যদি তার মধ্যে কোন অক্ষরের অঙ্কন না দেখা যায় তাহলেও বিশ্ব সংসারের সমস্ত ব্যাপার যে লাওহে মাহফুজে লিখিত আছে এ কথার অর্থ এরূপভাবে বুঝে নেবে, বাহ্যিক চিত্র যেরূপ আয়নার সম্মুখে রাখলে আয়নায় তা' দেখা যায়, লাওহে মাহফুজের চিত্র ও আয়নার সামনে রাখলে হৃদয় আয়নায় তা' প্রকাশিত হয়। তবে আয়নার উপর ময়লা বা পর্দা থাকলে যেরূপ তা' দেখা যায় না, তদ্রূপ হৃদয় আয়নার উপর মোহ বা সংসারাসক্তিরূপ বা পাপরূপ ময়লা লাওহে মাহফুজের চিত্র তার উপর প্রতিফলিত হয় না।

হৃদয় একটি আয়না স্বরূপ। তার মধ্যে জ্ঞানের প্রভাব পতিত হয়। লাওহে মাহফুজও একটি আয়না স্বরূপ। তার মধ্যে সমস্ত জ্ঞানের প্রভাব পতিত আছে। হৃদয়ের উপর লোভ ও মোহের প্রভাব এই দুই আয়নার মধ্যে পর্দার স্বরূপ। এজন্য লাওহে মাহফুজের মধ্যে কি আছে তা' এই আত্মার মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। তা' আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তর্গত। যদি বায়ু প্রবাহের দরুন এই পর্দা কিছু অপসারিত হয় তখন হৃদয় আয়নায় আধ্যাত্মিক জগত থেকে বিদ্যুতের ন্যায় কিছু প্রতিফলিত হয়। তবে

www.pathagar.com

প্রতিফলিত হয়ে দীর্ঘ সময় থাকে বা থাকে না। যে পর্যন্ত সে জাগ্রত থাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাকে এই জড়জগতের ব্যাপার দ্বারা ব্যস্ত রাখে, তা-ই আধ্যাত্মিক জগতের অন্তরায় বা পর্দা। নিদ্রার অর্থ এই ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হয়ে থাকা। তা' আত্মার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করে না। যখন হৃদয় এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং কল্পনা থেকে মুক্ত হয় আর তার মূল্যও পরিষ্কার ও নির্মল হয়, তখন লাওহে মাহফুজও তার মধ্যবর্তী পর্দা উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তার হৃদয়ে লাওহে মাহফুজ থেকে কিছু চিত্র পতিত হয়। যেরূপ এক আয়নার ছবি চিত্রহীন অন্য আয়নায় পড়লে ছবির কিছু দেখা যায়। নিদ্রা-প্রত্যঙ্গের কার্য থেকে মনকে অবসর রাখে। কিন্তু কার্যের খেয়াল থেকে মুক্ত রাখলে হৃদয়ে যা পতিত হয় কল্পনা তার দিকে ছুটে যায়। এর দৃষ্টান্ত এর নিকটবর্তী বস্তুর দ্বারা দেয়া যায়। এই কল্পনা মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তা' স্থায়ী আসন গ্রহণ করে। যখন সে জাগ্রত হয় তখন সেই কল্পনাকে স্মরণ করে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর এই কল্পনার দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যারা স্বপ্ন ব্যাখ্যা বিদ্যায় পারদর্শী তাদের নিকট এই দৃষ্টান্ত স্পষ্ট।

তোমার জন্য একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট হবে। তা এই : এক ব্যক্তি হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ)-কে বলেছিল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার হাতে একটি মোহর আছে। তদ্বারা আমি মানুষের মুখ এবংরমণীদের স্ত্রী অঙ্গ মোহর করছি। ইবনে সীরীন বললেন, তুমি মুয়াযযিন, ফজরের পূর্বে রমযানের মাসে আযান দেবে। সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। এখন লক্ষ্য কর, মোহরের প্রকৃত অর্থ নিষেধ করা। তজ্জন্যই তাকে মোহর বলা হয়। লাওহে মাহফুজে যা' আছে তা' থেকে লোকটির অবস্থা হৃদয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। লোকদেরকে পানাহার করতে নিষেধ করা-ই সেই বস্তু।

সীলমোহার দ্বারা আবদ্ধ করার অর্থ নিষেধ করা; সুতরাং ধারণাজনিত আকৃতির দ্বারা তার দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। তা-ই প্রকৃত অর্থ। এই ধারণাজনিত চিত্র ব্যতীত মস্তিষ্কের মধ্যে আর কিছুই তাকে না। স্বপ্ন জ্ঞানসমুদ্রের এটা-ই সামান্য ব্যাখ্যা। সেই সমুদ্রের আশ্চর্য ব্যাপার সীমাবদ্ধ নয়। তা' কেন সীমাবদ্ধ থাকবে, যখন নিদ্রা মৃত্যুর ভ্রাতা এবং মৃত্যু আশ্চর্য বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। স্বপ্ন এবং মৃত্যুর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। কেননা উভয়ের মধ্যে জগতের আভাস পাওয়া যায়। এমনকি নিদ্রিত ব্যক্তি ভবিষ্যতে কি হবে তা' জানতে পারে। মৃত্যুতে সম্পূর্ণরূপে সেই বস্তু উন্মোচিত হয়। এমনকি মানুষ নিজের প্রাণ যাবার সময় অতি দ্রুত নিজেকে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দেখতে পায়। আমরা আল্লাহর নিকট তা' থেকে আশ্রয় চাই। অথবা সে নিজেকে স্থায়ী সুখ এবং বিস্তৃত স্থানের মধ্যে দেখতে পায় যার

www.pathagar.com

শেষ নেই। এ সময় দুর্ভাগ্যশীলদেরকে বলা হয়, "লাক্বাদ কুনতা ফী গাফলাতিম মিন হাযা ফাকাশাফনা আনকা গিত্বায়াকা ফাবাছারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।" অর্থাৎ তুমি এই অবস্থা থেকে অসতর্ক ছিলে। তোমার নিকট থেকে পর্দা দূর করে দিয়েছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকে বলা হবে, এটা কি যাদু, না কি তোমরা দেখছ না? তোমরা তাতে প্রবেশ কর। তোমরা ধৈর্যধারণ কর বা নাই কর, তোমাদের জন্য সব সমান। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। এতে আল্লাহর এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত আছে। "ওয়া বাদা লাহুম মিনাল্লাহি মালাম ইয়াকূনূ ইয়াহতাসিবূন"। অর্থাৎ তারা যা কল্পনা করতে পারেনি আল্লাহর নিকট থেকে তা-ই তাদের নিকট প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিবেচক তার নিকট মৃত্যুর পর এমন আশ্চর্য বিষয় ও চিহ্নসমূহ প্রকাশ পাবে, যা সে কখনও কল্পনা করতে পারেনি বা কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। যদি কোন জ্ঞানী লোকের সেই বিপদের অবস্থায় চিন্তা ব্যতীত কোন দুঃখ ও কষ্ট না থাকে এবং অনুসন্ধান করে যে, পর্দা কোন বস্তু থেকে উঠবে, স্থায়ী দুর্ভাগ্য থেকে বা সৌভাগ্য থেকে। তাহলে এই চিন্তা-ই তার সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এই বিষয় আমার সম্মুখে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা উদাসীন।

এ থেকেও অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমরা আমাদের ধন-দৌলত, পরিজনবর্গ, বিষয়-সম্পত্তি সন্তান-সন্ততি নিয়ে মত্ত হয়ে আছি; বরং আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু ও কর্ণতেও লিপ্ত আছি। যদিও আমরা জানি যে, এসব বস্তুকে আমাদের নিশ্চয় ত্যাগ করতে হবে। ঐ ব্যক্তি কোথায় যার হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মার ফুৎকার দেয় এবং বলে, যা নবীশ্রেষ্ঠ বলেছেন, যা ইচ্ছা ভালোবাস কিন্তু তা' তোমার ত্যাগ করতেই হবে। যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাক, কিন্তু তোমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। যখন তোমার নিশ্চয়তার চোখের সামনে তা' প্রকাশ পাবে, তুমি দুনিয়ায় মুসাফিরের ন্যায় থাকবে। এক ইটের উপর এক ইট রাখবে না এবং এক কাষ্ঠের উপর অন্য কাষ্ঠ রাখবে না। দীনার ও দিরহাম রাখতে যাবে না। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে কাউকে গ্রহণ করবে না। সত্য বটে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছিলেন, আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবুবকরকে গ্রহণ করতাম, কিন্তু তোমাদের সঙ্গী করুণাময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এতে দেখা যায় করুণাময়ের বন্ধুত্ব তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থিত ছিল এবং তার ভালোবাসাই হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অন্তরের মধ্যে অন্যের জন্য ভালোবাসার স্থান বাকি রাখেনি। হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর উম্মতগণকে বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস আমার অনুসরণ কর। তাহলে

www.pathagar.com

আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। যেমন কুরআনে পাকে রয়েছে, "ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইয়ুহবিব্‌কুমুল্লাহ"।

যে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অনুসরণ করে, সে তাঁর উম্মত। যে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হয় সেই তাকে অনুসরণ করে। সে আল্লাহ ও আখেরাত ব্যতীত তা' ত্যাগ করে না এবং সংসার ও তার সুখ-সম্পদ যা সে ত্যাগ করে তা' ঐ পরিমাণ অনুযায়ী হয়, যে পরিমাণ সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হয়। তিনি যে পথে চলেছেন, সে সেই পথে চলে, যে পরিমাণ সে তাঁর পথে চলে সে সেই পরিমাণ তাঁর অনুসরণ করে, যে অনুসরণ করে না, সেই পরিমাণ সে তার পথ থেকে সরে পড়ে এবং তাঁর প্রতি অনাসক্ত হয় এবং "ঐ লোকের সাথে একত্র হয়; যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন", "ফাআম্মা মান ত্বাগা ওয়া আছারাল হাইওয়াতাদ্‌দুনিয়া ফাইন্নাল জাহীমা হিয়াল মা'ওয়া।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নাফরমানী করে এবং পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে তার বিশ্রামাগার দোযখ। যদি তুমি ভ্রান্ত পথ থেকে বের হও এবং নিজের সুবিবেচনা কর তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারবে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি এই পার্থিব সুখ-সম্পদের জন্য অনবরত চেষ্টা করছ। তোমার বিচরণ শুধু সংসারের জন্য। তুমি আশা কর যে, আগামীকল্য হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অনুসরণকারী এবং প্রকৃত উম্মত হতে পারবে। তোমার ধারণা কত দূরবর্তী, তোমার আশা কত মন্থর। আমি মুসলমানদেরকে অপরাধীর ন্যায় করিনি? তোমরা সুবিচার করছ না?

এখন আমরা আমাদের মুল কথায় প্রত্যাবর্তন করব। কেননা আমরা আমাদের আলোচনার মূল বিষয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছি। অতএব আমাদের বর্ণনার কলেবর আর দীর্ঘ না করে এবার আমরা আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসছি। আমরা মৃত ব্যক্তির অবস্থা স্বপ্নে প্রকাশ পাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর উপকার অনেক অধিক। কেননা নবুওত পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন শুধু সুসংবাদ অর্থাৎ সত্যস্বপ্ন অবশিষ্ট আছে।

মৃত ব্যক্তির অবস্থা স্বপ্নে প্রকাশ

হুযুরে পাক (সাঃ)-এর কবর যিয়ারত তাঁর বাস্তবে দেখার অন্তর্গত। তিনি বলেছেন, "ফামান রায়ানী ফিল মানামি ফাক্বাদ রায়ানী হাক্বক্বান ফাইন্নাশ শাইত্বানা লাইয়ামছছালু বী।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে সে আমাকে সত্যই দেখে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে হুযুরে পাক (সাঃ)-কে দেখলাম। তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করেছেন না বলে দেখলাম। আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমার অবস্থা কি? তারপর তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তুমি রোযা অবস্থায় চুম্বন করনি কি? তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি রোযা থাকাকালীন কখনও স্ত্রীলোককে চুম্বন করব না। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি ওমরকে ভালোবাসতাম এবং তাঁকে স্বপ্ন দেখতে আগ্রহান্বিত ছিলাম। প্রায় এক বছর অতিক্রমের পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি তাঁর ললাট মন্ডল থেকে ঘর্ম মুছতেছেন এবং বলছেন, এখন আমার অবসর সময়। আমি যদি করুণাময় ও দয়ালুর সাথে সাক্ষাত না করতাম আমার ক্ষমতার আসন ঝুঁকে পড়ত।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেছেন, আমাকে আমার পিতা বললেন, হুযুরে পাক (সাঃ) আমাকে স্বপ্নে সাক্ষাত দান করলে এবং তিনি আমার নিকট আগমন করলে আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের হাতে আমার মঙ্গল হল না। তিনি বললেন, তাদের জন্য দোয়া কর। আমি বললাম, হে মাবুদ! তাদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকে এসব অসৎ লোকের পরিবর্তে ক্ষমতা দাও। অতঃপর তিনি শয্যা থেকে উঠে বের হলে ইবনে মুলজেম তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। কোন বৃদ্ধ লোক বলেছেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি আমার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সুফিয়ান ইবনে আইনিয়া, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, কখনও কিছু চেয়ো না। আমি বললাম, চাইব না। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) আমার নিকট অগ্রসর হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেছেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আবু লাহাবের ভ্রাতা ও সঙ্গী ছিলাম। যখন তার মৃত্যু হল এবং আল্লাহ্ তার বিষয় সংবাদ দিলেন, তার জন্য আমি দুঃখিত হলাম এবং তার ব্যাপার আমার নিকট বোধ হল! আমি এক বছর পর্যন্ত তাকে স্বপ্নে দেখতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম। তৎপর আমি তাকে দোযখে অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হতে দেখলাম। আমি তাকে তার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, সে বলল, আমি দোযখের অগ্নি দ্বারা শাস্তি পাচ্ছি। তার হ্রাস নেই, সোমবার রাত্রি ব্যতীত তার বিরাম নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কেন? সে বলল, সোমবার রাত্রে মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উমাইমাহ আমার

www.pathagar.com

নিকট এসে আমেনা কর্তৃক তার সন্তান প্রসবের কথা আমাকে জানালে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম এবং আমার একটি দাসীকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তার ফলে আল্লাহ আমাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। প্রত্যেক সোমবার রাত্রে আমার নিকট থেকে শাস্তি তুলে নেয়া হয়।

হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ বলেছেন, একদা আমি সাথে একটি লোক নিয়ে হজ্জের সফরে রওয়ানা হলাম। লোকটি উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বদা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করত। এ বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে বলল, আমি তোমাকে এ বিষয়টি বলছি। আমি প্রথমবারে আমার পিতাসহ মক্কাশরীফ যাত্রা করেছিলাম। আমরা কয়েক মনজিল অতিক্রম করে এক মসজিদে গিয়ে নিদ্রা গেলাম। যখন আমি নিদ্রাভিভূত হলাম, কেউ আমার নিকট এসে বলল, উঠ আল্লাহ তোমার পিতার মৃত্যু দিয়েছেন এবং তার মুখমণ্ডলকে কৃষ্ণবর্ণ করেছেন। আমি ইচ্ছা করলাম যে, তার মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে তা দেখি। সত্যি-ই আমি তার মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে দেখলাম যে, তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ। তা' দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হল, আমি যখন এ বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলাম আমার চোখে আবার তন্দ্রা এল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। নিদ্রার মধ্যে আমি স্বপ্নযোগে দেখলাম যে, আমার পিতার মস্তকের নিকট চারজন কৃষ্ণকায় ফিরেশতা লৌহমুদগর হস্তে দণ্ডায়মান। ইতোমধ্যে সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি বিশিষ্ট শ্বেত বস্ত্র পরিহিত একব্যক্তি উপস্থিত হয়ে ফিরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা দূরে সরে যাও। অতঃপর তিনি তাঁর হস্ত দ্বারা আমার পিতার মুখমণ্ডল মুছে দিলেন, তারপর আমার নিকট এসে বললেন, ওঠ, আল্লাহ তোমার পিতার মুখ উজ্জ্বল করুন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে মহাত্মন? আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ। আমি উঠে আমার পিতার মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে ফেললাম। এবার দেখলাম যে, তার চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে গেছে। এরপর থেকে আমি কখনই হুযুরে পাক (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করতে ভুলিনি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উপবিষ্ট আছেন। আমিও তাঁদের নিকট উপবিষ্ট হলাম। আমার উপস্থিতিতেই হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে তথায় আনা হল এবং গৃহ মধ্যে রাখা হল। তারপর গৃহের দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। আমি দেখলাম যে, হযরত আলী (রাঃ) দ্রুত গৃহ থেকে বের

www.pathagar.com

হয়ে এলেন এবং বললেন, আমার বিচার করুন। কা'বার প্রভুর শপথ! তার কিছুক্ষণ পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বের হয়ে এসে বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা নিদ্রার মধ্যে থেকে বলে উঠলেন, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি আরও বললেন, হোসায়েন শহীদ হয়েছে আল্লাহর কসম, এটা তার হত্যার পূর্বেই হয়েছিল। তাঁর সাথীগণ তা' অস্বীকার করলে তিনি বললেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে দেখলাম, তাঁর সাথে এক ফোঁটা শোণিত। তিনি বললেন, তোমরা কি জান না যে, আমার উম্মতগণ কি করেছে? তারা আমার দৌহিত্র হোসায়নকে হত্যা করেছে। এর চব্বিশ দিন পর তার হত্যার সংবাদ দিনে এল, যে দিন তিনি সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে একবার স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি আপনার রসনায় বরাবর যে কথা বলতেছিলেন, তা' সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আমি বললাম যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারপর আল্লাহ আমাকে বেহেশতে নিয়ে গেলেন।

বুযর্গদের স্বপ্ন

একজন বুযর্গ বলেছেন, আমি মুতাম্মিমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে ভ্রাতঃ! আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? সে বলল, আল্লাহ আমাকে বেহেশতের মধ্যে ভ্রমণ করাচ্ছেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে মুতাম্মিম! বেহেশতের মধ্যে কি কোন বস্তুকে তোমার উত্তম বলে বোধ হয়েছে? সে বলল, না, তা মনে হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বললেন, যদি বেহেশতের কোন বস্তুকে তোমার উত্তম বলে বোধ হত, তবে তোমাকে তারই উপর ন্যস্ত করতাম এবং তুমি আমার সাথে মিলিত হতে না। একবার হযরত ইউসুফ ইবনে হোয়ায়েন (রহঃ)-কে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কাজের জন্য? তিনি বললেন, আমি কখনও সত্য কথাকে অনর্থক কথার সাথে মিশ্রিত করিনি।

হযরত মুনছুর ইবনে ইসমাইল (রাঃ) বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ বাজ্জারকে একদা স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে তাঁর সম্মুখে রেখে

www.pathagar.com

আমার সম্পূর্ণ পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। শুধু একটি পাপ ক্ষমা করেননি। আমি তাঁর নিকট দিয়ে যেতে লজ্জা বোধ করলাম। তিনি এজন্য আমাকে ঘর্মের মধ্যে দণ্ডায়মান করে রাখলেন। এর ফলে আমার মুখমণ্ডলের মাংস গলে পড়ল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই পাপটি কি? তিনি বললেন আমি একটি সুন্দর বালক দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম। তা' আল্লাহর নিকট উল্লেখ করতে আমার সঙ্কোচ হল।

হযরত আবু জাফর (রাঃ) বলেছেন, একদা আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর চারদিকে দরিদ্র লোকজন সমবেত ছিল। এমতাবস্থায় দেখতে পেলাম, আসমান দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। তার মধ্যে থেকে দুজন ফিরেশতা নেমে এল। একজনের হাতে তশতরী এবং অন্যজনের হাতে পানির পাত্র ছিল। তশতরীটি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সামনে রাখা হল। তিনি তাতে তাঁর হাত ধৌত করলেন এবং তারাও তাদের হাত ধৌত করল। তারপর তশতরীটি আমার সামনে রাখা হল। এ সময় এক ফিরেশতা অন্য ফিরেশতাকে বলল, এর হাতে পানি ঢেল না, কেননা এ ব্যক্তি এদের অন্তর্গত নয়। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট থেকে কি বর্ণিত হয়নি যে, যে যাকে ভালোবাসবে, সে তার সাথে থাকবে? তিনি বললেন যে, হাঁ বর্ণনা করা হয়েছে। আমি বললাম, আমি তো আপনাকে ভালোবাসি এবং দরিদ্রকেও ভালোবাসি। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, এর হস্তে পানি ঢাল। কেননা এও এদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি লোকদের সাথে কথা বলছি। একজন ফিরেশতা আমার নিকট এসে বলল যে, আল্লাহর নিকটবর্তী লোকগণ যে কাজের জন্য নৈকট্য লাভ করেছেন, আমি তার নিকটবর্তী হব। আমি বললাম, তা' কি? ফিরেশতা বলল, সম্পূর্ণতার সাথে গুপ্ত সৎকর্ম। ফিরেশতা এই কথা বলে চলে গেল। হযরত মাজমা (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখা হল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি ব্যাপার কিরূপ দেখলে? তিনি বললেন আমি দেখছি যে, সংসার বিরাগীগণ ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল নিয়ে গেছে।

শামবাসী একটি লোক আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বলল, আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি, তুমি বেহেশতের মধ্যে আছ। তখন তিনি তার মজলিস থেকে নেমে লোকটির দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, বোধ হয় শয়তান এই ব্যাপারটি করেছে। আমি তার নিকট থেকে রক্ষা পেয়েছি। সে এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিল যে, সে আমাকে হত্যা করবে। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বলেছেন, স্বপ্ন মুমিনকে সন্তোষ দান করে এবং তাকে প্রবঞ্চনা দেয় না।

www.pathagar.com

হযরত ছালেহ (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত আতা সালেমী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনার উপর করুণা বর্ষণ করুন। আপনি দুনিয়ায় বহু কষ্ট ক্লেশ ভোগ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তা' দীর্ঘ সুখ এবং চিরস্থায়ী আনন্দ রেখে গেছে। আমি বললাম, আপনি কোন মর্যাদার মধ্যে আছেন? তিনি বললেন, ঐসব নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে যাঁদের উপর আল্লাহ্ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন।

হযরত জারারাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ)-কে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার নিকট কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, সন্তোষ ও স্বপ্ন আশা। হযরত ইয়াযিদ ইবনে মাজউর (রহঃ) বলেছেন, আমি আওযায়ী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আমর! আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, যার দ্বারা আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। তিনি বললেন, আমি এখানে আলিমের মর্যাদার চেয়ে আর কারও মর্যাদা তত উচ্চ দেখি না, তারপর ব্যথিতদের মর্যাদা। তিনি বলেছেন, ইয়াযিদ একজন বৃদ্ধলোক ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চক্ষুদ্বয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবনে আইনিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, আমি আমার ভ্রাতাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে ভ্রাতঃ! আল্লাহ্ আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, যে পাপ সম্বন্ধে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি, তা' তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। যে পাপ সম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করিনি, তিনি তা' ক্ষমা করেননি।

হযরত আলী তালহী (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে একটি রমণীকে দেখলাম, যার তুলনা দুনিয়ায় নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমি হুর। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে সঙ্গী বলে গ্রহণ করবে? সে বলল, তা' তুমি আমার মালিকের নিকট আবেদন কর এবং আমার মোহরানা আদায় করে দাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মোহরানা কি? রমণী বলল, তোমার প্রবৃত্তি দমন করা।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে জোবায়দাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমি বললাম, মক্কা মুয়াযযমার পথে তুমি যা ব্যয় করেছ, তার দরুন? সে বলল, আমি যা' ব্যয় করেছি তার পুণ্য তার মালিকদের নিকট গিয়েছে। আল্লাহ্ আমার নিয়তের জন্য আমাকে ক্ষমা করেছেন। যখন হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মৃত্যু হল, তাঁকে কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আমি

www.pathagar.com

আমার প্রথম পদক্ষেপ পুলছিরাতের উপর রেখেছি এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ বেহেশতের মধ্যে। হযরত আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে একটি পরমা সুন্দরী বালিকা দেখলাম। তদপেক্ষা অধিক সুন্দরী রমণী আর দেখিনি। তার মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতি চমকাচ্ছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার মুখমণ্ডেলের এই জ্যোতির কারণ কি? সে বলল, যে রাত্রে তুমি রোদন করেছ, সেই রাত্রের কথা স্মরণ কর। আমি বললাম, হাঁ, মরণ আছে সে বালিকা বলল, আমি তোমার সেই অশ্রু সংগ্রহ করে তদ্বারা আমার মুখমণ্ডল মুছে ফেলেছি। আমার মুখমন্ডলের সৌন্দর্যের কারণ তা' ছাড়া অন্য কিছু নয়। হযরত কাত্তানী (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখে বললাম, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, সব ইবাদাত এবং ইশারা ব্যর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র রাত্রে যে দু রাকায়াত নামায পড়তাম, তাই আমার কাজে লেগেছে। কেউ জোবায়দাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? সে বলল, তিনি নিম্নোক্ত চারটি কালেমা পড়ার ও তার দ্বারা চিন্তার অভ্যাস থাকার দরুন আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন; যথা : (১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দ্বারা যেন আমি জীবন শেষ করতে পারি। (২) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দ্বারা আমি যেন কবরে প্রবেশ করতে পারি। (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দ্বারা আমি যেন নির্জনে থাকতে পারি। (৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দ্বারা আমি যেন আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করতে পারি।

কেউ হযরত বাশার (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে বলেছিলেন হে বাশার! তুমি কি আমাকে লজ্জা করনি? তুমি কি আমাকে ভয় করনি?

একদা কোন ব্যক্তি হযরত আবু সোলামান (রহঃ)-কে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমার উপর করুণা বর্ষণ করেছেন। মানুষ আমার প্রতি যে ইঙ্গিত করেছে, তার চেয়ে ক্ষতির বিষয় আমি আর কিছু দেখিনি। হযরত আবুবকর কাত্তান (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে একজন সুশ্রী যুবককে দেখে বললাম, তুমি কে? সে বলল– আমি আল্লাহর ভয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় থাক? সে বলল, প্রত্যেক দুঃখিত হৃদয়ের মধ্যে। তারপর আমি চক্ষু তুলে চাইতেই এক কৃষ্ণকায় রমণীকে দেখে আমি বললাম, তুমি কে? সে বলল, আমি ব্যাধি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কোথায় থাক? সে বলল, প্রত্যেক সুখী ও আনন্দিত হৃদয়ের মধ্যে। অতঃপর নিদ্রা থেকে

www.pathagar.com

জাগ্রত হয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, একান্ত বাধ্য না হলে আমি আর কখনও অট্টহাস্য করব না।

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, শয়তান লম্ফ দিয়ে আমার উপর উঠে পড়েছে। আমি তাকে প্রহার করার জন্য হস্তে একটি দণ্ড নিলাম। কিন্তু সে তাতে ভীত হল না। এ সময় কে যেন একজন অদৃশ্য থেকে বলল, সে এ দণ্ড দেখে ভীত হয় না, হৃদয়ের মধ্যে নূর থাকলে তা' দেখে সে ভয় পায়।

হযরত মাজুসী (রহঃ) বলেছেন, আমি শয়তানকে স্বপ্নে উলঙ্গাবস্থায় হাঁটতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম- তুমি কি মানুষকে লজ্জা কর না? সে বলল, আল্লাহর কসম! তারা কি মানুষ? যদি তারা মানুষ হতো, আমি প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে নিয়ে পুতুল খেলার ন্যায় খেলতে পারতাম না। যারা আমার খেলার পুতুল তাদেরকে ব্যতীত আর যারা আছে, তারা মানুষ বৈকি। তারা আমার শরীরে রোগ জন্মিয়ে দিয়েছে। এই কথা বলে হস্ত দ্বারা সে আমাদের সুফী-সাধকদের দিকে ইঙ্গিত করল। হযরত আবু সাঈদ (রহঃ) বলেছেন, আমি একবার দামেশকে থাকাকালীন স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম যে, হুযুরে পাক (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর ভর দিয়ে আমার নিকট তাশরীফ আনলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি যেন কি উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলাম এবং বক্ষের উপর হাত মারতে লাগলাম। তিনি বললেন এর মন্দ এর মঙ্গল অপেক্ষা অধিক।

হযরত ইবনে আইনিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা স্বপ্নে হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে বেহেশতের মধ্যে দেখলাম, তিনি এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে যাচ্ছেন এবং বলছেন, কর্মীগণ যেন কাজ করতে থাকে। আমি বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের সাথে পরিচয় কম করবে। হযরত কবীছাহ ইবনে ওকবাহ (রহঃ) থেকে আবু হাতেম রাজী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখে বললাম, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি তার উত্তরে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি আবৃত্তি করলেন :

তাকালাম যবে প্রভুর পানে, তিনি
বললেন আমায় লক্ষ্য করে
ইবনে সাঈদ! অশেষ মোবারকবাদ
জানাই আমি তোমার তরে

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদের নামায তুমি করতে আদায়
নিঝুম গভীর রাতে
কত যে গভীর আবেশ, কত যে প্রণয়
প্রাণঢালা কত ভালোবাসা ছিল তাতে
বিনিময়ে তার স্বর্গের এই হর্ম প্রসাদে
তৈরি তোমার জন্য থাকার স্থান
সবচেয়ে বড় নিয়ামত আছে প্রতিদিন
আমার অপূর্ব সাক্ষাত সুধাপান।

হযরত শিবলী (রহঃ)-এর মৃত্যুর তিনদিন পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমার নিকট এমন প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, তাতে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। যখন আল্লাহ্ আমার নৈরাশ্য দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর রহমতের দ্বারা আমাকে আবৃত করলেন। হযরত মজনুন ইবনে আমেরের মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং প্রেমিকদের জন্য আমাকে প্রমাণ স্বরূপ করেছেন।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমার উপর রহম করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আল্লাহর সাথে দৈনিক দুবার সাক্ষাত করেন। জনৈক বুযুর্গকে কেউ স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, সে বলল, আল্লাহ আমাদের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রহণ করেছেন, তারপর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। ইমাম মালেক ইবনে আশাসকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে একটি বাক্যের জন্য ক্ষমা করেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-ও জানাযা দেখে সেই বাক্য উচ্চারণ করতেন। তা' হল "সুবহানাল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ামুতূ।" অর্থাৎ যিনি চিরজীবী এবং যাঁর মৃত্যু নেই তিনি পবিত্র। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) যে রাত্রে প্রাণত্যাগ করলেন, সেই রাত্রে কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখল যে, আকাশের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে এবং একজন ঘোষণা করছে যে, হাসান বছরী (রহঃ) আল্লাহর নিকট এসেছেন। আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট। হযরত জাহেয (রহঃ)-কে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে লক্ষ্য করে যা' বললেন তার মর্ম

www.pathagar.com

এই যে, তোমার কাজ-কর্ম এমন হওয়া উচিত যা' রোজ হাশরে তোমার মুক্তি এবং শান্তির জন্য উছীলাস্বরূপ হয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) স্বপ্নে শয়তানকে উলঙ্গ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মানুষকে লজ্জা কর না? সে বলল, তারা কি মানুষ? যারা মানুষ তারা মসজিদে অবস্থান করছে, তারা আমার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে এবং আমার যকৃতকে দগ্ধ করেছে। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন যে, নিদ্রোত্থিত হয়ে আমি প্রত্যুষেই ঐ মসজিদে গিয়ে একদল লোককে মস্তক জানুদ্বয়ের মধ্যে রেখে চিন্তারত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে তারা বললেন, শয়তানের কথা যেন তোমাকে প্রবঞ্চিত না করে।

হযরত নাছরাবাদীকে মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল- আল্লাহ্ আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, প্রথমে আল্লাহ্ আমাকে কোন ব্যাপারে তিরস্কার করলেন। তারপর আমাকে বলা হল, হে আবুল কাসেম! মিলনের পর বিচ্ছেদ? আমি বললাম, তা নয়, হে গৌরবান্বিত আল্লাহ! আমাকে কবরে স্থাপন করা হলে আমি আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করলাম।

হযরত ওৎবাতুল গোলাম (রহঃ) স্বপ্নে একজন রূপসী হুরকে দেখতে পেলে সে তাকে বলল, হে ওতবাহ! আমি তোমার প্রেমে জড়িত। সুতরাং তুমি এমন কাজ করো না যা' তোমার ও আমার মধ্যে মিলনের প্রতিবন্ধক হয়। হযরত ওতবাহ্ বললেন, আমি সংসারকে তিনবার তালাক দিয়েছি। আমি তার মধ্যে আর ফিরে যাব না যে পর্যন্ত আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করতে পারি।

কথিত আছে যে, হযরত আইউব ছাখতিয়ানী (রহঃ) এক পাপী ব্যক্তির লাশ দেখে গৃহের মধ্যে প্রবেশ কররেন যেন ঐ লোকটির জানাজায় তার শরীক হতে না হয়। কেউ ঐ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আইউবকে বলে দাও, যদি আমার প্রভুর রহমতের কোষাগার তোমাদের হাতে থাকত তা' ব্যয়ের ভয়ে তোমরা তা' আবদ্ধ করে রাখতে। কোন বুযুর্গ বলেছেন, যে রাত্রে হযরত দাউদ তায়ীর মৃত্যু হয়েছিল, সেই রাত্রে আমি স্বপ্নে একটি নূর নিয়ে একদল ফিরেশতাকে নামতে এবং একদল ফিরেশতাকে উঠতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অদ্য কোন রাত্রি? তারা বলল, এই রাত্রে দাউদ তায়ীর মৃত্যু হয়েছে। তার আত্মার অভ্যর্থনার জন্য বেহশতকে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত আবু সাঈদ শাহহাম (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত ছহল তশতরী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে শায়খ! তিনি বললেন, শায়খ কথাটি পরিত্যাগ কর। আমি বললাম, আমি যে সেই অবস্থা দেখেছি। তিনি বললেন, তা' কোন কাজে আসেনি। আমি বললাম, বলুন, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে এমন একটি মাসয়ালার জন্য ক্ষমা করেছেন, যা' অন্য কেউ-ই সমাধান করতে পারেনি। হযরত আবুবকর রশীদী (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত তওছী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখলে, স্বপ্নের মধ্যে তিনি আমাকে বললেন, পুস্তক রচয়িতা আবু সাঈদ ছাফফারকে বলবে "ওয়া কাফা আলা আন তাহ্লা আনিল হাওয়া ফাক্বাদ ওয়াহীলাতুল হুব্বি হিলতুম ওয়ামা হালা।" নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে আমি তাকে একথা বললাম। তিনি বললেন, আমি তার কবর প্রত্যেক জুমমায় যিয়ারাত করি। কিন্তু এই জুময়ায় তা' পারিনি? হযরত ইবনে রাশেদ (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত ইবনুল মুবারককে তার মৃত্যুর পর দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি অগ্রসর হননি? তিনি বললেন, হাঁ হয়েছি। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে এমন ক্ষমা করেছেন যে, তা' পাপরাশিকে আবৃত করে রেখেছে। আমি বললাম, হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর অবস্থা কি? তিনি বললেন, উত্তম! উত্তম!! তিনি যে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত রবী ইবনে সোলায়মান (রহঃ) বলেছেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবদুল্লাহ! আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে স্বর্ণনির্মিত এক সিংহাসনে উপবেশন করিয়েছেন এবং আমাকে হীরকের পোশাক পরিয়েছেন।

একদা হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-এর মুরীদ তাঁর মৃত্যুর রাত্রে স্বপ্নে দেখল, যেন একদল ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হযরত আদম, হযরত নূহ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং হযরত ইমরান (আঃ)-এর বংশধরগণকে জগতের উপর পছন্দ করেছেন।

হযরত আবু ইয়াকুব কারী (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে একটি দীর্ঘকায় পিঙ্গলবর্ণের লোককে দেখলাম যে, লোকগণ তার অনুসরণ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে? তারা বলল, হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ)। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। আল্লাহ আপনার উপর রহমত করুন। তিনি আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে

www.pathagar.com

থাকলে আমি বললাম, হে শায়খ! আমাকে পথ বাতিয়ে দিন, আল্লাহ আপনাকে পথ বাতাবেন। তখন তিনি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, তোমার প্রভুর রহমত অন্বেষণ কর, তাঁর ভালোবাসার সময় এবং তাঁর নারাজির সময়ে শাস্তির ভয় কর। এর মধ্যে তোমার আশা কর্তন করো না। অতঃপর তিনি আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। হযরত আবুবকর (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত আরাফাক ইবনে বাশার হাজরী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি অবস্থা? তিনি বললেন, অনেক পরিশ্রমের পর আমি মুক্তি লাভ করেছি। আমি বললাম, আপনি কোন কার্য উত্তম দেখেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা।

হযরত ইয়াযিদ ইবনে নোয়ামাহ (রহঃ) বলেছেন, একটি বালিকা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার পিতা তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, হে প্রিয় কন্যা! তুমি আমাকে কিছু আখেরাত সম্পর্কিত সংবাদ বল। সে বলল, হে পিতঃ! আমরা একটি বিষয় জানি কিন্তু তদ্বারা আমাদের এখন আর কোন কাজ করার সময় নেই। আল্লাহর কসম, ঐ বিষয় হল এক বা দুই তাসবীহ এবং ছ' রাকায়াত নামায আমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হওয়া দুনিয়া ও তার ধন-রত্নের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

হযরত ওতবাতুল গোলামের কোন মুরীদ বলেছেন, আমি আমার মুর্শিদ হযরত ওতবাতুল গোলামকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, তোমার গৃহের মধ্যে সেই লিপিবদ্ধ দোয়ার দরুন আমি বেহেশতে প্রবেশ করেছি। যখন ভোর হল, আমি আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখলাম যে, গৃহের দেয়ালে ওতবাতুল গোলামের হাতে লিখা রয়েছে, হে পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শক! হে পাপীদের ত্রাণকর্তা! হে দোষীদের দোষ স্খলনকারী! তোমার বান্দাদের উপর এবং সমস্ত মুসলমানদের উপর করুণা বর্ষণ কর। আমাদেরকে জীবিকা-প্রাপ্ত জীবিত লোকের অন্তর্গত কর। যাদের মধ্যে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং ধার্মিক লোকগণ আছেন এবং যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছে, আমীন হে বিশ্বজগতের প্রভু!

হযরত মূসা ইবনে হাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে বেহেশতের মধ্যে এক খর্জুর বৃক্ষ থেকে অন্য খর্জুর বৃক্ষে গমনাগমন করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি আপনার কোন কাজের দরুন এই পুরস্কার পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমার পরহেজগারীর দরুন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

www.pathagar.com

বলুন তো হযরত ইবনে আছমের অবস্থা কি? তিনি বললেন, তাঁর অবস্থা তাঁর মতোই উজ্জ্বল। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সাহাবী হুযুরে পাক (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, হাঁ দিচ্ছি। যে ব্যক্তি ক্ষতিকে বড় মনে করে না, সে ক্ষতির মধ্যে থাকে, যে ব্যক্তি ক্ষতির মধ্যে থাকে তার জন্য মৃত্যুই উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন, এ যুগে আমার উপর এমন ব্যাপার এসে পড়েছে যে, তা' আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত এবং দুঃখিত করে তুলছে। তা' আল্লাহ ব্যতীত কেউই জানে না। গতরাত্রে স্বপ্ন যোগে এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস! বল, হে আল্লাহ! আমি আমার কোন উপকার বা ক্ষতি, জীবন বা মৃত্যু বা পুরুত্থানের মালিক নই। যা' আমাকে তুমি দিয়েছ তা' ব্যতীত অন্য কিছু আমি অর্জন করতে পারি না। তুমি যা' থেকে আমাকে রক্ষা করেছ, তা' ব্যতীত আমি অন্য কিছু হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারি না। হে মাবুদ! তুমি যা' ভালোবাস এবং যে কাজ ও যে বাক্যে, তুমি সন্তুষ্ট থাক, তার তাওফীক আমাদের দান কর। ভোর হলে আমায় তিনি তা' বললেন। দিন গত হলে যা চেয়েছিলাম, তা' আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। আমি যে অবস্থার মধ্যে ছিলাম, আল্লাহ সে অবস্থা দূর করে দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা এই দোয়াটি গ্রহণ করো, অবহেলা করো না। এ সব ধর্মকথায় মৃত ব্যক্তিগণের অবস্থা আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছাবার পথ দেখিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সিঙ্গার ফুৎকার

পূর্বে যা' আমরা উল্লেখ করেছি, তদ্বারা তোমরা জানতে পেরেছ যে, মৃত্যুযন্ত্রণা ও তার বিপদ খুবই ভয়াবহ এবং তার পরিণাম ফল বিশেষ ভয়প্রদ। কবরের অন্ধকার, তার মধ্যেকার কীট-পতঙ্গ, সর্প ও বিচ্ছুর দংশন, মুনকার ও নাকীরের সুয়াল, কবর আযাব ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অতীব ভীষণ। তারপর সিঙ্গার ফুৎকার, রোজ কিয়ামতে পুনরুত্থান, আল্লাহর নিকট উপস্তিতি, হিসাব প্রদান, তাকদীরের পরিচয়ের জন্য মীযান নির্দিষ্ট করে রাখা, পুলছিরাত অতিক্রম, তারপর বিচারের জন্য উপস্থিত এসব ব্যাপার ভীষণ এবং দারুন ভয়ংকর। এগুলোর বিষয় জানা একান্ত আগ্রহ জন্মাবে। অধিকাংশ লোকই নিজেদের মনের অন্তঃস্থল দিয়ে আখেরাতের কথা বিশ্বাস করে না। তাদের হৃদয় কালিমাময় হওয়ার কারণে বিশ্বাস হওয়া সম্ভব হয় না। সব মানুষই গ্রীষ্মের উষ্ণতা ও শীতকালের শৈত্যের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে রাখে। অথচ এই বিপদ সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টদায়ক। যখন তাদেরকে আখেরাতের কথা জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের রসনাই শুধু তা বলে; কিন্তু তাদের মন তার প্রতি গাফিল ও উদাসীন থাকে। যদি কাউকে বলা হয় যে, এই খাদ্যের মধ্যে বিষ আছে এবং যদি তা' শুনে বলে, তুমি সত্য বলেছ, তারপর সে-ই তা' গ্রহণ করে অর্থাৎ মুখে সে তার সত্যতা স্বীকার করলেও কার্যতঃ মিথ্যা সাব্যস্ত করে। এজন্যই রসনার মিথ্যার চেয়ে কার্যের মিথ্যা অধিক ভয়ংকর।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আদম সন্তান আমাকে তিরস্কার করে, কিন্তু আমাকে তিরস্কার করা তার শোভা পায় না। সে আমাকে মিথ্যাবাদী জানে, অথচ আমাকে তার মিথ্যাবাদী জানা শোভা পায় না। আমাকে তিরস্কার স্বরূপ বলে যে, আমার সন্তান আছে, আমাকে মিথ্যাবাদী স্বরূপ বলে যে, তাকে যেরূপ আমি প্রথম সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছি, সেরূপ আর কখনও আমি তার পুনরুত্থান করতে পারব না। তার ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অভাবের জন্য মনে এই বিশ্বাস জন্মে না। পুনরুত্থানের সত্যতা অস্বীকার করার কারণে এই দুনিয়ার মানুষের স্বল্প বুদ্ধি। যদি মানুষ প্রাণী জগতের জন্ম না দেখে এবং তাকে বলা যেত যে, একজন শিল্পী এক অপরিচিত শুক্রবিন্দু দ্বারা এমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যার বুদ্ধি আছে, যে কথা বলে, যে ব্যয় করে, তাহলে তার মন তা' সত্য বলে বিশ্বাস করত না।

এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে , আমি তাকে এক শুক্র বিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? তারপর সে প্রকাশ্য শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে অনর্থক ত্যাগ করা হবে? সে কি এক শুক্র বিন্দু ছিল না তারপর রক্ত খণ্ড? তারপর তিনি তাকে সমান অনুপাতে সৃষ্টি করলেন। তিনি তা' থেকে দুই শ্রেণী করেছেন- নর ও নারী। সুতরাং মানুষের সৃষ্টির মধ্যে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার আছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে বহু বিস্ময়কর ব্যাপার আছে। সুতরাং আল্লাহর শক্তিও কৌশলকে কিরূপে অস্বীকার করবে? তার কারুকার্যে ও শক্তিকে লক্ষ্য কর। যদি তোমার বিশ্বাস দুর্বল থাকে, ঈমানকে প্রথম জন্মের দিকে লক্ষ্য করে শক্তিশালী কর। দ্বিতীয় সৃষ্টিও তদ্রূপ এবং তা' থেকেও অধিক সহজ। যদি তোমার দৃঢ় ঈমান থাকে তোমার মনের মধ্যে সেই ভয় ও বিপদের কথা আন এবং সেই সম্বন্ধে অধিক চিন্তা কর, যেন তুমি তোমার হৃদয়ে শান্তি ও নিশ্চয়তার জ্ঞান পাও এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমগ্ন হও। প্রথমে চিন্তা করবে, বদরে শরীক লোকগণ সিঙ্গায় ফুৎকারের কঠিন ব্যাপার কিরূপে গ্রহণ করবে; কেননা তা' একটি ফুৎকার মাত্র। তদ্বারা কবরসমূহ মৃতের শিয়র দেশ থেকে ফেটে যাবে এবং তারা তা' একবার শুনবে। এখন মনে কর যে, তুমি কিরূপে পরিবর্তিত মুখমণ্ডল এবং পরিবর্তিত শরীর নিয়ে উঠবে। কবরের মাটি থেকে তোমার বিচ্ছেদ হয়ে তুমি পদদ্বয়ের উপর দাঁড়াবে। তুমি এই ফুৎকারের দরুন কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে, চক্ষু দ্বারা শব্দের দিকে দেখতে থাকবে। সমস্ত সৃষ্টি তাদের দীর্ঘকাল অবস্থানের পর কবর থেকে ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে থাকবে।

আল্লাহ বলেন, "ওয়া নুফিখা ফিছছুরি ফাছাইক্বা মান ফিস সামাওয়াতি অমান ফিল আরদ্বি ইল্লা মান শায়াল্লাহু ছুম্মা নুফিখা ফী উখরা ফারিয়া হুম ক্বিয়ামুন ইয়ানজুরু" অর্থাৎ সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত আসমান ও যমিনের মধ্যে যা' আছে তা' সমুদয় বেহুঁশ

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। তারপর অন্য একটি ফুৎকার দেয়া হবে। তখন তারা উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, "ফাইযা নুক্বিরা ফিন্নাক্বিরি ফাযালিকা ইয়াওমাইযিই ইয়াওমুন আসীরুন আলাল কাফিরীনা গাইরা ইয়াছীর" অর্থাৎ যখন সিঙ্গার আওয়াজ হবে, সে দিন বড়ই কঠিন দিন। কাফিরদের উপর তা' সহজ হবে না।

আল্লাহ বলেন, "তারা বলে, যদি তোমাদের কথা সহজ হয় (বল) কখনও এই শাস্তির অঙ্গীকার পূর্ণ হবে? তারা একটি মাত্র মহা প্রতিধ্বনির প্রতীক্ষা করছে। তাদেরকে অভিভূত করবে এবং তারা পরস্পরের সাথে বিবাদ করতে থাকবে তখন তারা অছিয়ত করতে পারবে না এবং তাদের পরিজনবর্গের নিকট ফিরে যেতে পারবে না। সিঙ্গার ফুৎকার দেয়া হবে। আর অমনি তাদের প্রভুর নিকট তারা কবর শয্যা থেকে উঠবে? (বলা হবে) করুণাময় এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং পুরুষগণ সত্যই বলেছেন।"

যদি মৃত লোকের নিকট সেই ফুৎকারের ভীষণ ব্যাপার ব্যতীত অন্য কিছু না থাকত, তা-ই ভয় করার উপযুক্ত বিষয় হতো। কেননা তা' একটি ফুৎকার বা চিৎকার মাত্র। তাতে আকাশ ও জমিনবাসী সবাই-ই অজ্ঞান হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা সবাই মৃত্যুবরণ করবে। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, সে-ই রক্ষা পেতে পারেন। যেমন কয়েকজন ফিরেশতা রক্ষা করতে পারেন। এজন্যই হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আমি কিরূপে সুখ ভোগ করব, যখন সিঙ্গার ফিরেশতা সিঙ্গা নিয়ে অপেক্ষা করছে এবং কপোল একদিকে কাত করে কান লাগিয়ে শুনছে কখন সিঙ্গার ফুৎকারের আদেশ দেয়া হবে এবং সাথে সাথে ফুৎকার দেবে।

সিঙ্গার অর্থ শৃঙ্গ ফিরেশতা ইস্রাফীল তাঁর মুখ রণ-সিঙ্গার ন্যায় ঐ সিঙ্গার সাথে লাগিয়ে রেখেছেন। এই সিঙ্গার শীর্ষভাগের বৃত্ত সমস্ত আসমান ও যমিনের বৃত্তের ন্যায়। তিনি আরশের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেবেন।

সিঙ্গার অর্থ শৃঙ্গ। ফিরেশতা ইস্রাফীল তাঁর মুখ রণ-সিঙ্গার ন্যায় ঐ সিঙ্গার সাথে লাগিয়ে রেখেছেন। এই সিঙ্গার শীর্ষভাগের বৃত্ত সমস্ত আসমান ও যমিনের বৃত্তের ন্যায়। তিনি আরশের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেবেন। প্রথম ফুৎকারের ফলে আসমান ও যমিনে যা আছে, তা' সবই প্রাণত্যাগ করবে। অর্থাৎ প্রথমে প্রাণীই এই ভয়াবহ ঘটনায় মৃত্যুবরণ

www.pathagar.com

করবে। তবে আল্লাহ তায়ালা ফিরেশতা জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফীল এবং আজরাইলকে রক্ষা করবেন। তারপর আল্লাহ আজরাইলকে প্রথমে তারপর জিব্রাইলকে তারপর মিকাইলের তারপর ইস্রাফীলের প্রাণ হরণ করার আদেশ দেবেন। তারপর আজরাইলকে তার নিজের প্রাণ নিজে হরণ করার নির্দেশ দেবেন। ফিরেশতা আজরাইল সে ভাবেই তার মৃত্যু ঘটাবেন। এই দ্বিতীয় বারের ফুৎকারের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত সব জীবের আত্মা আলমে বরজাখে অবস্থান করবে। তারপর আল্লাহ ফিরিশতা ইস্রাফীলকে জীবিত করে তাকে পুনর্বার সিঙ্গার ফুৎকার দিতে আদেশ দেবেন। এই দ্বিতীয় বারের ফুৎকার দেয়া হলে সমস্ত প্রাণী এক পায়ে দাঁড়িয়ে তাদের পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তখন সিঙ্গার মালিককেও তিনি পাঠিয়েছেন। তিনি তার মুখে তা' ধরে রেখেছেন এবং এক পদ অগ্রসর করে রেখেছেন এবং অন্য পদ পিছনে দিয়ে রেখেছেন ও কখন ফুৎকারের আদেশ হয় তজ্জন্য অপেক্ষা করছেন।

সতর্ক হও, এই ফুৎকারের ভয় কর এবং সৃষ্টজীব সম্বন্ধে চিন্তা কর। তাদের অপমান, ভগ্নোৎসাহ এই ঘটনার ভয়ে উত্থানের সময়ে তাদের মিনতি, তাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অদৃষ্টলিপির জন্য প্রতীক্ষা তাদের উপর তোমার হতভম্ব হয়ে তাদের ন্যায় তোমার অবস্থান এবং তাদের বিস্ময়ের ন্যায় তোমার বিস্ময়, এসব বিষয়ে চিন্তা করবে; বরং তুমি যদি দুনিয়ায় আমীর বা সুখে মদমত্ত ব্যক্তি হয়ে থাক, তখন তোমার দুনিয়ার সেই শান-শওকত, আমোদ-আনন্দ অত্যন্ত ঘৃণার এবং বিতৃষ্ণার বস্তুরূপে গণ্য হবে। তার প্রতি তোমার ধিক্কার এসে যাবে। সামান্য বস্তুর ন্যায় তা' পায়ে ঠেলে ফেলে দেবে। পাহাড় থেকে পশুকুল নত মস্তকে এসে মানুষের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের মধ্যেই মিলে যাবে। তাদের হিংস্র স্বভাব সেই দিনের ভয়াবহতায় তারা ভুলে যাবে। মানুষের নিকট থেকে তারা ভয়ে পালিয়ে যাবে না। এই মর্মেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, "ওয়া ইযাল উহুশু হুশিরাত" অর্থাৎ যখন বন্য পশুদেরকে একত্র করা হবে, তারপর বিতাড়িত শয়তান দল তাদের নাফরমানী সত্ত্বেও তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে গ্রীবা নত করে বৃহৎ দলের সাথে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতে তার ইঙ্গিত আছে। তোমার প্রভুর কসম! তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্র করবে যেন তাদেরকে দোযখের চারদিকে উপস্থিত করা যায়। তখন তোমার অবস্থা এবং তোমার হৃদয়ের অবস্থার বিষয় চিন্তা করবে।

www.pathagar.com

হাশরের ময়দান ও সমবেত প্রাণীগণ

পুনরুত্থানের পর লক্ষ্য কর, লোকদেরকে কিভাবে নগ্নপদে উলঙ্গ অবস্থায় হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। সেই সমবেত প্রাণীদের অবস্থান-স্থল হবে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, সমতল, তাতে উঁচু-নিচু থাকবে না। তার মধ্যে বক্রতা বা কোনরূপ ভাঁজও থাকবে না। যার পিছনে মানুষ পালিয়ে থাকতে পারে। হাশরের ময়দানে কোন গর্ত থাকবে না যাতে প্রবেশ করে কেউ চোখের আড়াল হয়ে থাকতে পারে; বরং তা' একই বিস্তৃত সমতল ভূমি হবে। ঐ ময়দানে দলে দলে লোকদেরকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি অসংখ্য শ্রেণীর সৃষ্ট জীবকে সেই বিরাট প্রান্তরে দুনিয়ার সব এলাকা থেকে এনে একত্র করবেন। এটা হবে তাঁর প্রথমবারের এক ফুৎকারে। তারপর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে। কুরআনে পাকের মধ্যে যে, 'রাজিফাহ' শব্দ এসেছে তার অর্থ প্রথম ফুৎকার। তারপর যে 'রাদিফাহ' শব্দ এসেছে, তার অর্থ দ্বিতীয় ফুৎকার। এই ফুৎকার পর সে দিন প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে এবং তাদের চোখের দৃষ্টি ভয়সঙ্কুল হবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, রোজ কিয়ামতে মানুষকে এমন ময়দানে একত্র করা হবে, যা' শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট, নির্মল এবং রুটির ন্যায় গোলাকার। এ সময় কারও নিকট কোন নিশান বা পতাকা থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, 'আফরার' অর্থ শ্বেত বর্ণ। কিন্তু তা' বরফের ন্যায় শুভ্র নয়। এখানে নির্মলতার অর্থ উক্ত হাশরের ময়দানে কোন আর্জনা, তরুলতা বা তৃণ, ঘাস ইত্যাদি থাকবে না। নিশান বা পতাকার অর্থ কারও কোন অট্টালিকা বা গৃহ ইত্যাদি থাকবে না। যার মধ্যে আশ্রয় নেয়া যায়। চক্ষুর অগ্রাহ্যকারী কোন দূরত্ব থাকবে না। তোমরা একথা মনে করো না যে, সেই যমিন দুনিয়ার যমিনের ন্যায় হবে; বরং দুনিয়ার যমিনের নাম ব্যতীত তার তুলনা করার কিছুই থাকবে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "ইয়াওমা তুবাদ্দালুল আরদু গাইরাল আরদ্বি ওয়াসসামাওয়াতু" অর্থাৎ এই যমিন ও আসমান বলেছেন যে, তা' বর্ধিত বা হ্রাস করা হবে। দুনিয়ার বৃক্ষরাজি, পাহাড়-পর্বত এবং যা' কিছু আছে তা' থাকবে না। আসমানের সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সবকিছুই চলে যাবে। ওহে বেচারা! সেইদিনের ভয়াবহ অবস্থার বিষয় চিন্তা কর, যেদিন সব সৃষ্টজীব সেই ভীষণ ময়দানে একত্র হবে, তাদের মাথার উপর আকাশে তারকারাজি বিস্তৃত করা হবে, কিন্তু সূর্য ও চন্দ্রের রশ্মি চলে যাবে, ঐ ময়দানে কোন আলো থাকবে না, সব কিছু

www.pathagar.com

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, যখন প্রাণীগণ এই অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে তখন তাদের মস্তকের উপর আসমানসমূহ ঘূর্ণিত হতে থাকবে। পাঁচশো বছর এই দুর্বিবহ অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হবে। এ সময় ফিরেশতাগণ কেউ বা তদের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকবে, আবার কেউ বা এদিকে- সেদিকে পায়চারি ও হাঁটাচলা করবে। তাদের পদশব্দে তোমার কর্ণকুহরে ভীষণ ও ভয়ংকর আওয়াজ উত্থিত হবে। সেদিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না। আসমান অত্যধিক কটিন বস্তু হওয়া সত্ত্বেও তা' খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং তা' বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকবে। ঐ বিগলিত বস্তু গলিত তাম্রের বর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হবে। আকাশের খণ্ডগুলো ধুনিত তুলার ন্যায় এবং পাহাড়-পবর্তগুলো ধুনিত পশমের ন্যায় শূন্যে উড়তে থাকবে। মানুষকে নগ্ন পদে এবং খাতনাশূন্য অবস্থায় উত্থান করা হবে। তাদের শরীর থেকে নির্গত ঘর্ম হাশরের ময়দানে পুঞ্জীভূত হবে এবং তা' প্রত্যেকের কর্ণের পাতা পর্যন্ত পৌঁছবে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাদা (রাঃ) বলেছেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমরা উলঙ্গাবস্থায় থাকলে একে অন্যের প্রতি কি লক্ষ্য করবে না? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, প্রত্যেক লোকেরই সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, নিজেকে ব্যতীত অন্যের সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করার কোন অবস্থা বা অবসর থাকবে না। সুতরাং সে দিনটি বড়ই ভয়াবহ। সেদিন সব গুপ্ত বস্তু প্রকাশ পাবে। তাই কেউ নিরাপদ থাকবে না। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, রোজ কিয়ামতে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে একত্র করা হবে। কেউ যানবাহনে, কেউ বা পদব্রজে, কেউ বা মুখের উপর হেঁটে আসবে। এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ)! মানুষ মুখমণ্ডলের উপর হাঁটবে কি করে? তিনি বললেন, যিনি মানুষকে তাদের পদদ্বয়ের দ্বারা হাঁটাতে পারেন, তিনি তাদের মুখমণ্ডলের উপরও তাদেরকে চালাতে পারবেন।

মানুষ যাতে অভ্যস্ত নয়, সে তা' অস্বীকার করে। যদি মানুষ সর্পকে তার বুকের উপর বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে চলতে না দেখত তাহলে কোন ইতর প্রাণী যে এত তেজে চলতে পারে তা' বিশ্বাস করত না। যে পদ দ্বারা চলে, সে-ও পদ দ্বারা চলাকে কষ্টকর মনে করত, যদি সে তা' না দেখত। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাকে অবিশ্বাস করো না। যদি তুমি এই দুনিয়ার আশ্চর্য বিষয়সমূহ না দেখতে এবং তা' দেখার পূর্বে তা' তোমার নিকট উপস্থিত করা হতো, তুমি তা' দৃঢ়ভাবে অস্বীকার

www.pathagar.com

করতে। তুমি একবার তোমার ছবিটি মনের মধ্যে উপস্থিত কর। যখন তুমি উলঙ্গাবস্থায় অপদস্থ হয়ে সন্ত্রস্ত ভীত এবং হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং তোমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের ফলাফল জানার জন্য উদগ্রীব থাকবে, এ অবস্থাকে তোমার অত্যন্ত ভয়ংকর মনে করা উচিত। কেননা কিয়ামতের ব্যাপারগুলো সত্যিই বড় ভয়াবহ।

শরীরের ঘর্ম প্রসঙ্গ

এখন তুমি দুনিয়ার সব সৃষ্টজীব সমবেত হওয়ার বিষয়টি চিন্তা কর। এমনকি সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমিনের যত রকমের জীব-জন্তু আছে, তা' সবই একই স্থানে সমবেত হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জ্বিন, মানব, শয়তান এবং পশু-পাক্ষী ইত্যাদি। দীর্ঘ দিন অর্থাৎ পাঁচশো বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় সূর্য আত্মপ্রকাশ করবে এবং তীব্র রশ্মি বিকিরণ করতে থাকবে। মোটকথা সূর্যের রশ্মির তাপ বহুগুণ বৃদ্ধি করা হবে। দুনিয়ার তাপের তার সাথে কোন তুলনা করা চলে না। সূর্যকে জীবসমূহের মস্তকের অতি নিকটবর্তী করা হবে। তা' মাত্র দুটো তীরের দূরত্বে থাকবে। যমিনের উপর কোন ছায়া থাকবে না। কেবল মাত্র বিশ্বপালকের আরশের ছায়া থাকবে। আল্লাহর নিকটবর্তীগণ ব্যতীত অন্য কারোই সে ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। যারা আরশের ছায়া ও সূর্যের রশ্মির উষ্ণতার মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে তারা সেই উষ্ণতার কারণে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাদের দুঃখ ও কষ্টের সীমা থাকবে না। মানুষের অসম্ভব ভীড়ের কারণে একজন অন্যজনকে হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাবে, তখন লজ্জা ও ভয়ের অগ্নিতে প্রত্যেকের হৃদয় দগ্ধীভূত হতে থাকবে। আর সবার শরীর থেকে অসম্ভব ঘর্ম নির্গত হতে থাকবে। এমনকি শরীরের প্রত্যেকটি লোমকূপ থেকে ঘর্মধারা প্রবাহিত হবে যা' স্রোতাকারে হাশরের ময়দানে প্রবাহিত এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করবে। প্রত্যেকের শরীর থেকে নির্গত সেই ঘর্মধারার পরিমাণ এত অধিক হবে যে, তা' ময়দানে পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষের কর্মের অবস্থানুসারে কারও জানুদ্বয়, কারও কোমর এবং কারও কর্ণ পর্যন্ত উত্থিত হবে। কেউ কেউ ঘর্মের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যাবে।

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে, কোথাও কোথাও ঘর্মের উচ্চতা সত্তর হাত পর্যন্ত উঠবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত আছে। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সমবেত লোকগণ একই স্থানে দাঁড়িয়ে চল্লিশ বছর

www.pathagar.com

পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ওকবাহ ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, রোজ কিয়ামতে সূর্য যমিনের অত্যন্ত নিকবর্তী হবে এবং অবিরল ধারে মানুষের ঘর্ম নির্গত হতে থাকবে। কারও ঘর্ম তার পদদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছবে, কারও জানুদ্বয় পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত এবং কারও বা ওষ্ঠদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এই কথা বলে তিনি স্বীয় মুখ ধরলেন। কাউকে আবার ঘর্ম সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে ফেলবে। এই কথা বলে স্বীয় মস্তকে হস্ত স্থাপন করলেন। এখন হে বেচারা! তুমি কিয়ামতের ময়দানের এরূপ অকল্পনীয় ঘর্মধারা নির্গত হওয়ার কারণটি চিন্তা কর। কোন কোন লোক এ সময় ঘর্মের মধ্যে অবস্থান করে দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে বলে উঠবে, হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে এরূপ কষ্টের মধ্যে না রেখে মুক্তি দান কর। যদি আমাদেরকে দোযখে প্রবেশ করতে হয় তা-ও আমাদের জন্য ভালো। এই ঘটনা মানুষের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তির পূর্বে হবে। হে বেচারা! তুমি জান না যে, তোমার ঘর্ম কোন পর্যন্ত উঠবে। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর পথে হজ্জ, জিহাদ, রোযা, নামায এবং মুসলমানের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের চেষ্টা বা সৎ কার্যে উপদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করার চেষ্টায় ঘর্ম নির্গত না করে কিয়ামতের ময়দানে তার এভাবে ঘর্ম নির্গত হতে থাকবে এবং তাতে তার অসহ্যকর কষ্ট ও ক্লেশ পোহাতে হবে। যদি আদম সন্তান অজ্ঞতা ও ভ্রম থেকে নিরাপদ থাকে তাহলে তারা জেনে রাখুক যে, ইবাদাতে কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করা এবং তজ্জন্য কিছু ঘর্ম নির্গত করা খুবই স্বল্প সময়ের ব্যাপার মাত্র এবং তা' সহ্য করে নেয়া অতি সহজ। কিন্তু হাশরের ময়দানের উক্ত দুঃখ-ক্লেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী।

কিয়ামতের ময়দানে সব জীব-জন্তুই উর্ধ্বদিকে তাকিয়ে থাকবে। প্রত্যেকেরই অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। কেউ কোন কথা বলবে না। অনেকের নিজেদের ব্যাপার সম্বন্ধেই লক্ষ্য থাকবে না। একাধারে তিনশো বছর পর্যন্ত তদবস্থায় সেখানে অপেক্ষা করতে থাকবে। তথায় তারা খাদ্য ভক্ষণ করবে না, কোন কিছু পান করবে না, কতটুকু মাত্র বাতাস উপভোগ করবে না।

হযরত কা'ব (রাঃ) ও হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন, যেদিন মানুষ বিশ্ব প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, তারা তিনশো বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন যে, "কাইফা বিকুম ইযা জামাআকুমুল্লাহু" অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদেরকে একত্র করবেন।" তারপর তিনি বললেন, তখন তোমাদের কি

www.pathagar.com

অবস্থা হবে? তোমাদেরকে একত্র করা হবে, যেরূপ তীর তুনের মধ্যে একত্র করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত এই দিনটির দীর্ঘতা হবে। তিনি তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, ঐ দিনটি সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা, যেদিন লোকগণ তাদের পায়ের উপর পঞ্চাম হাজার বছর দণ্ডায়মান থাকবে? তথায় তারা কোন কিছু ভক্ষণ করবে না, কোন কিছু পান করবে না, এমনকি যখন পানির তৃষ্ণায় তাদের গ্রীবাদেশ ভেঙ্গে যাবে এবং ক্ষুধায় উদর জ্বলে যাবে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাবেন। তখন তারা উত্তপ্ত ফোয়ারার পানি পান করবে। তখন তাদের যে অবস্থা হবে, তা' বর্ণনা করা যায় না। তারা সে কঠোর শাস্তি সহ্য করতে না পেরে একে অপরকে বলবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সম্মানিত এবং সুপারিশ করতে পারবে, চল আমরা তাঁর নিকট যাই। এই কথা বলে তারা একে একে সব নবীর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু যে নবীর নিকটই তারা যাবে, প্রত্যেকেই তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন যে, আমরা আজ তোমাদের জন্য সুপারিশ করব কি করে, প্রত্যেকেই আমরা নিজ নিজ ভাবনায় আছি। এই কথা বলে সত্যিই তাঁরা 'ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী' অর্থাৎ আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও আওয়াজ করতে থাকবেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর শাস্তির ভয়ে কম্পিত হতে থাকবেন। তাঁরা বলবেন যে, আজ আল্লাহ্ আমাদের উপর এত অসন্তুষ্ট, এর পূর্বে কোন দিন তিনি এত অসন্তুষ্ট হননি এবং পরেও কোন দিন হবেন না। পরিশেষে আমাদের নবী হুযুরে পাক (সাঃ) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। যার জন্য সুপারিশ করতে অনুমতি দেয়া হবে। রহমান যাকে অনুমতি দেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কারও সুপারিশের ক্ষমতা থাকবে না। যেমন কুরআনে পাকে রয়েছে, "লাইয়ামলিকুনাশ শাফায়াতা ইল্লা মান আযিনা লাহুররাহমানু ওয়া রাদ্বিয়া লাহু ক্বাওলা"।

এখন এই দিবসের দীর্ঘতা এবং অত্যাধিক কষ্ট-ক্লেশের সাথে দীর্ঘ অপেক্ষার বিষয় চিন্তা কর। যদি এই দুনিয়ায় তোমার সংক্ষিপ্ত জীবনে তুমি পাপ থেকে বিরত থাক, তাহলে তা' তোমার উপর সহজ হবে। জেনে রাখ যে, যে ব্যক্তি মোহ ও খাহেশ থেকে ধৈর্যের কষ্টের দরুন দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুর অপেক্ষা করতেছিল সেদিন তার প্রতীক্ষা কম হবে। হুযুরে পাক (সাঃ)-কে যখন সেই দিনের দীর্ঘতার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, যাঁর হস্তে আমার জীবন তাঁর শপথ! ঐ দীর্ঘতা মুমিনের জন্য সহজ করা হবে। এমনকি তা' ফজর নামায অপেক্ষা ও সহজ ও সংক্ষেপ হবে। এখন তুমি ঐসব মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা কর। কেননা যে পর্যন্ত

www.pathagar.com

তোমার জীবনের একটি নিশ্বাসও বাকি থাকে, সে পর্যন্ত ব্যাপার তোমার স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে আছে এবং তজ্জন্য প্রস্তুতির লাগামও তোমার হস্তে রয়েছে; সুতরাং সেই ভয়াবহ দিনের জন্য দ্রুত সম্বল গ্রহণ কর। তাতে তোমার এমন উপকার হবে যে, তার আনন্দের সীমা থাকবে না। যার তুলনায় দুনিয়ার সাত হাজার বছর বয়সকেও তুচ্ছ মনে করবে। যদি তুমি এই সাত হাজার বছর ধৈর্যধারণ করে থাকতে পার তবে সেই দিনের পঞ্চাশ হাজার বছরের কষ্ট থেকে তুমি মুক্তি পাবে। তখন তোমার উপকার হবে অনেক কিন্তু কষ্ট হবে কম।

রোজ কিয়ামতের ভীষণ কষ্ট

হে বেচারা! সেই ভীষণ দিনের জন্য প্রস্তুত হও। যেদিনের ব্যাপারটি অতি ভয়াবহ, যার সময় দীর্ঘ, যার বিচারক কঠোর এবং যা' অতি নিকটবর্তী। সেই দিন তুমি আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখবে, তারকারাজি আল্লাহর ভয়ে চারদিকে বিক্ষিপ্ত, উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো অন্ধকারপূর্ণ, সূর্য উল্টানো, পাহাড়-পর্বত স্থানচ্যুত, উষ্ট্রগুলো বিচ্ছিন্ন, জীবজন্তু একত্রিত, সমুদ্র উত্থলিত, প্রাণ ওষ্ঠাগত, দোযখের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, বেহেশত নিকটবর্তী, দুনিয়া প্রলম্বিত। সেদিন দেখতে পাবে দুনিয়ায় প্রবল ভূমিকম্প। দুনিয়া তার ভার-বোঝা বের করে দেবে। সেদিন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলে আসতে দেখবে, যেন তাদের কার্যসমূহ তারা দেখতে পায়। সেদিন সারা জগত ও পাহাড়-পর্বতসমূহকে একটি মাত্র ধাক্কা দেয়া হবে। সেদিন আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। সে দিনটি অতীব ভয়ংকর দিন। ফিরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার নিকটর্তী অবস্থান করবে এবং তোমার প্রভুর আরশ বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। সেদিন কোন বিষয় গুপ্ত থাকবে না। সেদিন পাহাড়-পর্বত শূন্যে উড়তে থাকবে। যমিনকে বিস্তৃত ময়দানরূপে দেখতে পাবে, দুনিয়ায় প্রবল ভূমিকম্প হবে। পাহাড়-পর্বতগুলো ধুনিত তুলার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত মক্ষিকার ন্যায় হবে। সেদিন স্তন্য দানকারিনী স্ত্রীলোক তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হবে। লোকদেরকে উন্মত্ত ও মত্ত অবস্থায় দেখা যাবে। এসব ব্যাপার যা' হবে তা তো অতি সামান্য। আল্লাহর কঠোর শাস্তি হবে সর্বাপেক্ষা ভীষন ও ভয়ংকর।

সেদিন এই দুনিয়া অন্য দুনিয়ায় পরিবর্তিত হবে। আসমানগুলো পরাক্রমশালী আল্লাহর ভয়ে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হবে। সবকিছু একাকার হয়ে

www.pathagar.com

এক বিশাল প্রান্তরে পরিণত হবে। তাতে কোন বক্রতা বা অসমতা দেখতে পাবে না। পাহাড়-পর্বতগুলো স্থির মনে হবে কিন্তু তা' মেঘের চলাচলের ন্যায় দ্রুতবেগে উড়ে চলবে। সেই দিন এমনি অবস্থার মধ্যে আকাশ ভেঙে পড়বে এবং তা' লোহিত বর্ণের চর্মের ন্যায় হবে। সেদিন কোন মানুষ বা জিনকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হবে না। কোন পাপীকে কোন কথা বলতে দেয়া হবে না এবং তার ত্রুটি সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হবে না। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যে সৎকার্য বা অসৎকার্য করেছিল তা' সমস্তই তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যা' উপস্থিত করা হবে তা' দেখতে পাবে এবং যা তারা অগ্রে পাঠিয়েছিল তা' তারা সাক্ষ্য দেবে। সেদিন মানুষের রসনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কথা বলবে। সেই দিনটির কথা শুনেই মহানবী হুযুরে পাক (সাঃ) পক্ককেশবিশিষ্ট হয়েছিলেন। একদা হযরত আবুবকর (রাঃ) হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি আপনার মস্তকে পক্ক কেশ দেখেছি। তিনি বললেন, কুরআনে পাকের সূরা হূদ এবং এ জাতীয় অন্যান্য সূরা যেমন : সূরা ওয়াক্বিয়া, সূরা মুরসিলাত, সূরা আম্মা ইয়াতাসায়ালুন, সূরা ইযাশ শামসু কুব্বিয়রাত ইত্যাদি আমাকে পক্ক কেশবিশিষ্ট করেছে।

হে ব্যর্থ পাঠক! তুমি কিরাত পড়তেছ, কুরআন শরীফ সুর করে তিলাওয়াত করতেছ, তোমার রসনাকে নাড়াচাড়া করছ, তবে যা' তুমি পড়ছ যদি তার বিষয়গুলো চিন্তা করতে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কলিজা ফেঁটে চৌচির হয়ে যেত। তোমার মস্তকের কেশরাশি দণ্ডায়মান হয়ে যেত। তোমার সর্বশরীর শিউরে উঠত। কিন্তু তোমার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, তাই তুমি কুরআন পাঠের ফল থেকে বঞ্চিত। যা' তুমি পড়ছ তন্মধ্যে কিয়ামত একটি বিষয় আল্লাহ তায়ালা তন্মধ্যে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং কিয়ামতের বহু গুণ বাচক নাম দিয়েছেন। যাতে করে তুমি তার বহু নাম দ্বারা তার ভীষণ ও ভয়ংকর অবস্থা সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পার। এছাড়া বহু নাম ব্যবহার করার আল্লাহ তায়ালার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানী লোকদের সজাগ ও সতর্ক করা। কিয়ামতের নামগুলোর নাম প্রত্যেকটি নামেরই একটি গুপ্ত তত্ত্ব উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক নামেরই একটি ভিন্ন অর্থ আছে; সুতরাং সেই অর্থগুলোর পরিচয় জানার চেষ্টা কর।

এখন আমরা কিয়ামতের নামগুলো সংগ্রহ করে তা' উল্লেখ করব। কিয়ামতের উক্ত নামগুলো হল-উত্থানের দিন, অনুতাপের দিন, ক্ষোভের দিন, হিসাবের দিন, প্রশ্নের দিন, প্রতিযোগিতার দিন, কড়াকাড়ি হিসাবের

www.pathagar.com

দিন, ঈর্ষার দিন, ভূমিকম্পের দিন, ধ্বংসের দিন, সংজ্ঞাহীনতার দিন, ভীষণ ঘটনার দিন, আঘাতকারীর দিন, বিপদের দিন, ভয়ংকর বিপদের দিন, চিৎকারের দিন, প্রথম সিঙ্গায় ফুঁকের দিন, ভয়াবহ দিন, হঠাৎ দুঃখ আগমনের দিন, সাক্ষাতের দিন, বিচ্ছেদের দিন, বিতাড়নের দিন, প্রত্যাবর্তনের দিন, শাস্তির দিন, পলায়নের দিন, স্থায়ী দিন, চিরস্থায়ী দিন, ফল ভোগের দিন, পুরস্কার লাভের দিন, ক্রন্দনের দিন, একত্র হবার দিন, প্রতিজ্ঞাকৃত দিন, উপস্থিতির দিন, ওজনের দিন, ন্যায় বিচারের দিন, বিচারের দিন, পৃথক হবার দিন, অপমানের দিন, কষ্টের দিন, নিশ্চয় বিশ্বাসের দিন, প্রত্যাগমনের দিন, ফুৎকারের দিন, হঠাৎ আঘাতের দিন, প্রকাশিত দিন, ধমকির দিন, উষ্ণতার দিন, ভয়ের দিন, অস্থিরতার দিন, শেষ সীমার দিন, আশ্রয়ের দিন, প্রতিজ্ঞার দিন, প্রতীক্ষার দিন, দুশ্চিন্তার দিন, ঘর্মের দিন, অভাবের দিন, অন্ধকারের দিন, আলোর দিন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার দিন, অপেক্ষার দিন, বহির্গমনের দিন, চিরস্থায়ী বসবাসের দিন, প্রমাণের দিন, সন্দেহাতীত দিন, গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হবার দিন, সেদিন যখন লোক অন্য কোন লোকের কাজে আসবে না, সেদিন যখন দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে, সেদিন যখন কোন বন্ধু কাজে আসবে না, সেদিন যখন কোন লোকের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, সেদিন যখন দোযখের দিকে আহ্বান করা হবে, সেদিন যখন তারা মুখমণ্ডলের উপর হেঁটে দোযখে আসবে, সেদিন যখন তাদের মুখমণ্ডল দোযখের মধ্যে উল্টানো হবে, সেদিন যখন কোন সন্তান তার পিতার কোন কাজে আসবে না, সেদিন যখন লোকগণ তাদের মাতা-পিতা থেকে পলায়ন করবে, সেদিন যখন তারা কথা বলতে পারবে না, সেদিন যখন তাদেরকে ওজর-আপত্তির অনুমতি দেয়া হবে না, সেদিন যখন আল্লাহর কথার অগ্রাহ্যকারী থাকবে না, সেদিন যখন তারা বের হয়ে যাবে, সেদিন যখন তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে, সেদিন যখন কোন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, সেদিন যখন অত্যাচারীদের কোন আপত্তি উপকার করবে না, সেদিন যখন আপত্তি অগ্রাহ্য করা হবে, গুপ্ত কথা প্রকাশ করা হবে, দৃষ্টিশক্তি কম হবে, দোষত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেদিন যখন বান্দাগণকে তাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের সাথে সাক্ষী থাকবে, বালকগণ বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং বৃদ্ধগণ তন্ময়তাপ্রাপ্ত হবে, সেদিন যখন দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। অদৃষ্টলিপি বিস্তার করা হবে, নরকাগ্নি প্রজ্বলিত হবে, উত্তপ্ত সলিল উথলে উঠবে; অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে, কাফিরগণ নিরাশ হবে; মানুষের বর্ণ পরিবর্তিত হবে; রসনা অবশ এবং বাকরুদ্ধ হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জবান খুলে যাবে।

www.pathagar.com

হে মানব! তোমাকে করুণাময় প্রভু থেকে কে প্রবঞ্চিত করেছে? তুমি যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, পর্দা লটকিয়ে দিয়েছ এবং পাপকার্যে নিমগ্ন আছ। এ তুমি কি করছ? তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে; সুতরাং তোমার জন্য শত সহস্র দুঃখ। হে অমনোযোগীদের দল! আল্লাহ তোমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবী প্রেরণ করেছেন এবং প্রকাশ্য কিতাব পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের উল্লিখিত অবস্থানসমূহের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি মানুষের অমনোযোগীতার বিষয়ও জানিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মানুষের হিসাব নিকটবর্তী। কিন্তু তারা তারপরও অমনোযোগিতায় নিমগ্ন। এ কোন অবস্থা? তাদের প্রভুর নিকট থেকে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা কি তার থেকে কোন কথা শুনেনি? নিশ্চয়ই শুনেছে অথচ তারা খেলাধুলায় লিপ্ত আছে। কিয়ামত নিকটবর্তী তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামত নিকটবর্তী, হিসাব নিকটবর্তী, কিন্তু মানুষ তাকে দূরবর্তী মনে করছে। মানুষের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, কুরআন পাঠ করে সাথে সাথে তদনুযায়ী কাজ শুরু করে দেয়া। কিন্তু মানুষ যেন কুরআনের আয়াতের অর্থের দিকে লক্ষ্যই করে না, চিন্তাও করে না। যে বিভিন্ন নামে কিয়ামতের দিনটির পরিচয় দেয়া হয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করে তারা প্রস্তুত হয় না। আমরা আল্লাহর নিকট এই গাফলতী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় যেন আমাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন।

পার্থিব কাজ-কর্মের হিসাব প্রদান

হে বেচারা! তারপর চিন্তা কর, এসব ভয়াবহ ঘটনার পর তোমার নিকট প্রশ্ন করা হবে। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। সরাসরি তোমার ব্যাপার তোমাকেই জিজ্ঞেস করা হবে, অল্প-অধিক, ছোট-বড় সবকিছু জিজ্ঞেস করা হবে এবং তোমাকেই তার জবাব দিতে হবে। যখন তুমি কিয়ামতের নানাবিধ ক্লেশ এবং ঘর্মের মধ্যে নিমজ্জিত প্রায় হয়ে অবস্থান করবে, তখন আকাশের একদিক থেকে ভীষণ মূর্তি ফিরেশতাগণ নেমে আসবে। তাদের একেকজনের শরীর ভীষণ স্থূল এবং অসম্ভব বৃহৎ আকৃতিবিশিষ্ট। দোষখীদেরকে তাদের কেশের গুচ্ছ ধরে আল্লাহর সম্মুখে হাজির করার জন্য এই ফিরেশতার প্রতি আদেশ হবে।

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহর কোন কোন এমন ফিরেশতা আছে যে, তাদের দুই চক্ষুর মধ্যকার দূরত্ব একশো বছরের পথের দূরত্বের সমান। এখন তুমি নিজের সম্বন্ধে কি মনে কর, যদি তুমি সেদিন এই সব ফিরেশতাকে তোমার নিকট পাঠান হয়েছে বলে মনে কর, তোমার অবস্থা তখন কেমন হবে? একথা এখনই চিন্তা করে ঐসব ফিরেশতা যাতে তোমাকে আল্লাহর নিকট ঐভাবে ধরে নিয়ে যাবার জন্য না আসে, তজ্জন্য তোমার প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন নয় কি?

ঐসব ফিরেশতা দর্শন করে লোকগণ ভয়ের আধিক্যে তাদের নিকট প্রশ্ন করবে ওহে! তোমাদের মধ্যে কি আমাদের প্রভুও আছেন? তাদের এ প্রশ্ন শুনে ফিরেশতাগণও ভয়ে ভীত হবে, কেননা তাদের প্রভুর গৌরব অসীম, অনন্ত। তিনি তাদের মধ্যে থাকার কথা নয়, তখন তারা অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বলবে, আমাদের প্রভু পবিত্র। তিনি আমাদের মধ্যে থাকতে পারবে না। তবে তিনি পরে আগমন করবেন। এ সময় ফিরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সব মানুষকে বেষ্টন করে রাখবে। মানুষ তখন অতিশয় অপমান, অপদস্থতা ও দীন-হীন অবস্থার মধ্যে থাকবে। আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার প্রেরিত ফিরেশতাদেরকে মানুষের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞেস করব এবং নবী-রাসূলদেরও কোন কোন বিষয় জিজ্ঞেস করব। আল্লাহ বলেন যে, আমিও যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে যাব। আমার শপথ আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করব যে, তোমরা কে কি করেছিলে? সর্বপ্রথম আল্লাহ নবীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি বলবেন, বল, আমার এ প্রশ্নের উত্তর কি? তাঁরা বলবেন, হে প্রভু! আমাদের এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই; বরং তুমিই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব কিছু জান। আক্ষেপের বিষয় যে, অবস্থা এবং পরিস্থিতির প্রভাবে নবীদের জ্ঞান-বুদ্ধিও বহাল থাকবে না। যখন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমাদেরকে মানুষের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তোমরা দুনিয়ায় গিয়ে কে কি কাজ করে এসেছ? একথার জবাব যদিও তাঁদের জানা থাকবে, তবু অত্যাধিক ভয়ের কারণে তাঁরা জানা বিষয়ও আল্লাহর নিকট বলতে পারবেন না, তাই তাঁরা বলে ফেলবেন, হে মাবুদ! আমাদের কোন জ্ঞান নেই; বরং সব কিছু তুমি সর্বাধিক জ্ঞাত। তাঁরা তখন একথা সত্যই বলবেন। কেননা সত্যিই তাঁদের তখন বুদ্ধি-জ্ঞান স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে না; বরং তা লোপ পেয়ে যাবে।

হযরত নূহ (আঃ) কে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি মানুষের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হাঁ পৌঁছিয়েছি। তখন তাঁর উম্মতগণকে জিজ্ঞেস করা হবে-কি, তোমরা কি বল? সেকি তোমাদের নিকট আমার বাণী

www.pathagar.com

পৌঁছিয়েছে? তারা বলবে যে, না, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী যায়নি। হযরত ঈসা (আঃ)-কে উপস্থিত করে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি লোকদেরকে বলেছ, তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহীরূপে গ্রহণ কর? হযরত ঈসা (আঃ) এই প্রশ্নের দরুন কয়েক বছর পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে থাকবেন। চিন্তা কর দিনটি কি ভয়ংকর! এই ধরণের প্রশ্নের দ্বারা নবীদেরকে পর্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলা হবে।

এ সময় ফিরেশতাগণ এসে একেক ব্যক্তিকে নাম ধরে ডাকবে, হে অমুকের পুত্র অমুক! হিসাবের মাঠে এস, তখন তাদের হৃদয় থর থর করে কেঁপে উঠবে। এমনকি সর্ব শরীরে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহও প্রকম্পিত হতে থাকবে। বুদ্ধি-জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। তখন পর্যন্তও তাদের অসৎ কার্যগুলো মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে না, তাদের গোপনীয় ব্যাপারসমূহ সবার সামনে পেশ করা হবে না। লোকদের নিকট তাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হওয়ার পূর্বেই সর্বস্থান পরাক্রমশালী আল্লাহর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখন প্রত্যেক বান্দা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারবে যে, স্বয়ং প্রভু তাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এসে পড়ছেন।

ইতোমধ্যে আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত হয়ে ফিরেশতা জিব্রাইলকে বলবেন, দোযখকে আমার নিকটে নিয়ে এস। জিব্রাইল দোযখের নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, হে দোযখ! তোমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের হুকুম পালন কর। দোযখ এসময় ভয়ংকর ক্রুদ্ধ এবং অগ্নিমূর্তি থাকা সত্ত্বেও জিব্রাইল তার নিকট যেতে ইতস্তত : করবে না, কেননা আল্লাহর নির্দেশ তাঁকে পালন করতে হবে। জিব্রাইল জাহান্নামকে বলবে, তুমি সম্পূর্ণরূপে স্বমূর্তি ধারণ করে তোমার প্রভুর নিকট চল। এসময় দোযখ যে তর্জন-গর্জন এবং ডাক-চিৎকার শুরু করবে, লোকগণ তা' শুনতে পাবে। আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য, পাপীদেরকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে তখন দোযখ প্রস্তুত হয়ে স্বক্রোধে অগ্রসর হবে। এ সময় বান্দাদের মনের অবস্থা কিরূপ হবে তা' চিন্তা কর। তারা তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকেই নতজানু হয়ে পড়ে পিছনে হটে যাবে। কুরআনে পাকে উক্ত হয়েছে : "ইয়াওমা তারা কুল্লা উম্মাতিন জাসিয়াহ"। অর্থাৎ সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তুমি নতজানু হয়ে পড়ে যেতে দেখবে। কেউ কেউ তাদের নিজ নিজ মুখের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এ সময় পাপীগণ আক্ষেপ, অনুতাপ এবং হা-হুতাশ শুরু করে দেবে এবং সিদ্দীকগণ ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও বলতে থাকবে।

www.pathagar.com

যখন বান্দাগণ এরূপ অবস্থার মধ্যে পতিত হবে, ওদিকে তখন দোযখের অগ্নিরাশি ভীষণরূপে তার শিখা বিস্তার করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তখন সব বান্দার দেহের শক্তি খর্ব হয়ে যাবে, তাদের মনে হবে যে, এই বুঝি এখনি তাদেকে ধরে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর আবার যখন দোযখে আগুন ভীষণ মূর্তিতে ভয়ংকর গর্জনে জ্বলে উঠবে, তখন সমস্ত প্রাণী সেই দৃশ্য দর্শন করে প্রবল কম্পনে নিজ নিজ মুখের উপর পড়ে যাবে। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে দেখার দৃষ্টি শক্তিও তারা তখন হারিয়ে ফেলবে। কেবল এক দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। যারা পার্থিব জীবনে শুধু অন্যের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের হৃদয় তখন থর থর করে কাঁপতে থাকবে, প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। দুর্ভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবান প্রত্যেকেরই এসময় বুদ্ধি বিলোপ হবে।

এসময় আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। লোকগণ দেখবে যে, নবীদের থেকেও অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে হিসাব নেয়া হচ্ছে। তা' দেখে পাপীদের আত্মা ভয়ের আধিক্যে উড়ে যেতে চাইবে। এসময় প্রত্যেকেই যার যার চিন্তায় এতই সন্ত্রস্ত হবে যে, পিতা পুত্র থেকে দূরে চলে যাবে, ভ্রাতা ভ্রাতা থেকে, স্বামী স্ত্রী থেকে, স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং কার উপর কি আদেশ হয় তার অপেক্ষায় ও চিন্তায় থাকবে। তখন একজন করে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা শুরু হবে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের অল্প বা অধিক এবং প্রকাশ্য বা গুপ্ত আমল সম্পর্কে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করবেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমরা কি প্রভু আল্লাহ তায়ালাকে রোজ কিয়ামতে দেখতে পাব? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে দ্বিপ্রহরে কি তোমরা সূর্যের দিকে তাকাতে পার? তাঁরা বললেন, না। তিনি আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের দিকে কি তোমরা তাকাতে পার? তাঁরা বললেন, হাঁ, তা' পারি। তিনি বললেন, যাঁরা হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমাদের প্রভুকে দেখতে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট হবে না। আল্লাহ বান্দার সাথে সাক্ষাত করে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্মান দেইনি, শক্তি সামর্থ্য দেইনি, তোমাকে স্ত্রী-পুত্র দেইনি, অশ্ব, উট ইত্যাদি তোমার অধীন করে দেইনি, তোমাকে কি প্রভুত্ব প্রদান করিনি? তখন বান্দা বলবে, হাঁ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমিকি মনে করেছিলে যে, আমার সাথে

www.pathagar.com

কখনও তোমার সাক্ষাত করতে হবে না? বান্দা বলবে, হে প্রভু! তাই মনে করেছিলাম। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যেরূপ আমাকে ভুলে রয়েছিলে, এখন আমিও তদ্রূপ তোমাকে ভুলে থাকব।

হে দুর্ভাগা! এখন তুমি তোমার বিষয় চিন্তা কর, ফিরেশতাগণ তোমার দুটি বাহু ধরবে, তখন তুমি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান থাকবে। তখন তিনি তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে যৌবন রূপ সম্পদ দান করিনি? তুমি তার কিরূপ সদ্ব্যবহার করেছ? আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দেইনি? তুমি তা' কিভাবে নিঃশেষ করেছ? আমি কি তোমাকে দীর্ঘ জীবন দেইনি? তুমি তা' কিভাবে অতিবাহিত করেছ? তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছি, তা' কোথায় কিভাবে ব্যয় করেছ? আমি কি তোমাকে জ্ঞান দান করে সম্মানিত করিনি? তুমি যা' জানতে, তা' জেনে তুমি কিভাবে কি আমল করেছ? হে দুর্ভাগা! তুমি সেদিনের এ অবস্থার কথা চিন্তা কর, ঐ দিন তোমার লজ্জা-শরম কোথায় রাখবে, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা একটি একটি করে তোমাকে প্রদত্ত তার নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তোমার সমস্ত পাপ ও অসৎ কার্যের কথা মনে জাগিয়ে দেবেন এবং সামনে উপস্থিত করবেন। যদি তুমি তার একটিও অস্বীকার কর, সাথে সাথে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা একদা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকাকালে তিনি মৃদু হাস্য করে বললেন, তোমরা কি জান আমি কি জন্য হাস্য করলাম? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল-ই তা' বলতে পারেন। তিনি বললেন, বান্দা তার প্রভুর নিকট যে উত্তর দেবে সেই কথা স্মরণ করে হাস্য করলাম। বান্দা বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করনি? আল্লাহ্ বলবেন, হাঁ করেছি। তখন বান্দা বলবে, আমার সাক্ষ্য ব্যতীত যেন আমার উপর কোন দোষারোপ করা না হয়। তখন আল্লাহ্ বলবেন, অদ্য তোমার আত্মা এবং কিরামুন-কাতেবীন ফিরেশতাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট। ঐ সময়ে বান্দার মুখকে বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমার কথা বল। তখন বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তার আমলসমূহের কথা প্রকাশ করবে। তারা যখন বান্দার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে, তখন বান্দা নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলবে, তোমরা দূর হও। তোমাদের জন্যই তো আমি কত কষ্ট স্বীকার করেছি। আর এখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ।

www.pathagar.com

আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ঐরূপ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং আমরা যেন ঐরূপ অপমানিত ও অপদস্থ না হই। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর মুমিন বান্দার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার দোষ গোপন রাখবেন এবং অন্যের নিকট প্রকাশ করবেন না।

এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে বললেন, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তার প্রভুর নিকটবর্তী হবে। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর অতি নিকটে বসিয়ে তার নিকট জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এই ত্রুটি করেছ? সে বলবে, হাঁ প্রভু! আমি এই ত্রুটি করেছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, দুনিয়ায় আমি তোমাদের এই ত্রুটি গোপন রেখেছি, আজ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখবেন। অতএব মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখা মুমিনের কর্তব্য। এ হাদীস ঐ সব লোক পছন্দ করবে, যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে নিজেদের রসনা নাড়াচাড়া করে না এবং যারা অন্যের গীবত প্রচার করে না। এই প্রকার লোকগণ রোজ কিয়ামতে এই উপকার পাবে যে, রোজ কিয়ামতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা হবে।

রোজ কিয়ামতে বান্দার নিকট জিজ্ঞেস করা হবে, কিয়ামতের এই সিঙ্গার আওয়াজের কথা দুনিয়ায় তুমি কি একবারও মনে করনি? তোমার কেশগুচ্ছ ধরে টানা-হেঁচরা করে তোমাকে যে নিয়ে যাওয়া হবে, একথা কি মনে জেগে উঠেনি? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে, হৃদয় মধ্যে ভয়ংকর কম্পন সৃষ্টি হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো থর থর কাঁপতে থাকবে, তোমার শরীরের বর্ণ পরিবর্তিত হবে, হাশরের ময়দান সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে, এসব কথা কি তোমার মোটেই স্মরণ হয়নি? এখন তুমি তোমার পার্থিব কাজগুলোর কথা স্মরণ কর। এখন তোমাকে মুখমণ্ডল অথবা গ্রীবাদেশের উপর হাঁটতে হবে। অশ্বপালের মধ্যে থেকে একটি অশ্বকে যেভাবে পৃথক করে নেয়া হয়, তোমাকে তদ্রূপ জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেয়া হবে আর সবার দৃষ্টি তোমার উপর পতিত হবে। তোমাকে সেই সব ফিরেশতার হাতে সোপর্দ করা হবে, যাদেরকে তোমার জন্য ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা তোমাকে প্রভু আল্লাহ তায়ালার আসনের নিকটবর্তী করে দোযখের দিকে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার নিকট এস। তখন অত্যন্ত ভগ্ন মনে সন্ত্রস্ত অবস্থায়

www.pathagar.com

তুমি আল্লাহর নিকটবর্তী হবে। তখন তোমার হস্তে এমন আমলনামা দেয়া হবে, যার মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোন কাজই বাদ থাকবে না; সবই লিপিবদ্ধ থাকবে। কত অশ্লীল কার্য তুমি ভুলে গেছ ঐ আমলনামা তা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। কত ইবাদাতে তুমি গাফলতী করেছ, তার মন্দ তোমার নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে। এসব তোমার নিকট কত রকমের অন্যায় ও অপরাধমূলক কার্যের কথাও স্মরণে এসে যাবে। তুমি তখন আল্লাহর দরবারে কিভাবে যে দাঁড়াবে তা-ই পাওয়া যায় না। তারপর যখন তোমার পাপরাশি তোমার সম্মুখে তুলে ধরা হবে, তখন সে লজ্জা তুমি কোথায় রাখবে? আল্লাহ্ তায়ালা তখন বলবেন, হে বান্দা! তুমি কি আমার সামনে লজ্জিত হও না? তোমার সম্পূর্ণ অপরাধ ও দোষের কাজগুলো আমার নিকট পেশ করা হয়েছে। তুমি কি আমার সৃষ্টজীবকেও লজ্জা কর না? আমি তোমার পার্থিব জীবনে সদা-সর্বদা তোমার প্রতি দৃষ্টি রেখেছি, কিন্তু তুমি তো মোটেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করনি; বরং তোমার লক্ষ্য ছিল অন্যদিকে। আমি কি তোমাকে নানাবিধ নিয়ামত দান করিনি? তা' সত্ত্বেও কে তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রবঞ্চিত করেছে? তুমি কি এরূপ ভেবেছিলে যে, আমি তোমাকে দেখছি না এবং কখনও আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে না? হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, এমন কোন বান্দা নেই যাকে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তার নিকট কোন পর্দা অথবা দোভাষী মাধ্যম থাকবে। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবে। তার এবং তার প্রভুর মধ্যে পর্দা থাকবে না। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি কি তোমাকে নিয়ামত দেইনি, আমি কি তোমাকে ধন-দৌলত দেইনি? বান্দা বলবে, হাঁ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল পাঠাইনি? বান্দা বলবে, হাঁ পাঠিয়েছেন। তখন বান্দা তার ডান পার্শ্বে উভয় দিকেই দোযখ দেখতে পাবে। সেই দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে তখন দুষ্কর হয়ে পড়বে। সুতরাং সেদিনকার সেই ঘটনার কথা মনে করে তোমরা এখন অন্তত একটি খেজুর হলেও তা' দান কর, আর তা' না পারলেও অন্তত একটি মিষ্ট কথা বলে উক্ত দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে থাক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, সেদিন সেই বিচারের ময়দানে প্রত্যেক বান্দাই আল্লাহর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার ছেষ্টা করবে, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্র থেকে গোপন থাকার চেষ্টার নামান্তর। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর এক এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আমার বান্দা! বল, তোমাকে কে আমার সম্বন্ধে প্রবঞ্চিত করেছে? হে বান্দা! তোমাকে যে

www.pathagar.com

সব কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে তুমি কি করে এসেছ? আমি কি তোমার বদকাজে সতর্ক দৃষ্টি রাখিনি? তুমি যখন কোন হারাম দ্রব্যের দিকে লালায়িত ছিলে এবং তা' গ্রহণ করেছিলে তা' কি আমি দেখিনি? এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে তার সমস্ত পার্থিব কাজ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বান্দাকে লা-জওয়াব করে দেবেন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, রোজ কিয়ামতে আল্লাহর সম্মুখে এমন কোন বান্দা দণ্ডায়মান হবে না যে, চারটি বিষয় আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস না করবেন। বিষয়গুলো হল, সে তার জীবনকে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? সে তার বিদ্যা ও জ্ঞান-বুদ্ধি কি কাজে খাটিয়েছে? সে তার শরীরকে কি কাজে লাগিয়েছে? আর সে তার ধন-সম্পদকে কোন পথে ব্যয় করেছে? হে দুর্ভাগা! এই প্রশ্নের সময় যদি তোমার উত্তর যথাযোগ্য না হয়, তবে তোমার লজ্জা, অপমান এবং যে শাস্তি পেতে হবে তা' অকল্পনীয়। পক্ষান্তরে, যাদের উত্তর এক্ষেত্রে যথাযোগ্য হবে, তাদের কোন দোষ-ত্রুটি থাকলেও আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছিলাম, আজও তা' প্রকাশ না করে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি তুমি তোমার কার্যাবলির দ্বারা এদের দপ্তরে নাম লিপিবদ্ধ করতে পার, তবে সেদিন তোমার কত সুখ ও আনন্দ হবে! লোকগণ তখন তোমার অবস্থা দেখে তোমাকে ঈর্ষা করবে। পক্ষান্তরে হতভাগ্য লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফিরেশতাদেরকে বলবেন, এদেরকে ধৃত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং দোযখে নিক্ষেপ কর। তুমি যদি এই শ্রেণীর লোকদের দপ্তরভুক্ত হও, আর তোমার দুরবস্থা দেখে আসমান-যমিনও তোমার জন্য রোদন করতে থাকে তা' তোমার জন্য কোন উপকারে আসবে না।

মীযান প্রসঙ্গ

হে দুর্ভাগা! তুমি মীযান সম্বন্ধে চিন্তা করতেও ভুল করো না। তারপর দক্ষিণ হস্তে অথবা বাম হস্তে আমলনামা প্রদান করার বিষয়ও ভুলে থেকো না। মানুষ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের কোন পুণ্য থাকবে না। এদের গ্রীবাদেশ ধৃত করে এদেরকে দোযখের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। দোযখ এদেরকে মুহূর্তে তার আয়ত্তের মধ্যে টেনে নেবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের কোন পাপ থাকবে না। একজন ঘোষণাকারী তখন ঘোষনা করবে যে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা

www.pathagar.com

করেছে তারা উঠ। তখন তারা উঠে বেহেশতের দিকে গমন করবে। যারা রাত্রে নামায আদায় করত, তাদের বেলায়ও এই অবস্থা হবে। যারা দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করত, কিন্তু তার মধ্যেও আল্লাহর নাম স্মরণে তারা অবহেলা করেনি, তাদের বেলায়ও ঠিক এই একই অবস্থা হবে। সৌভাগ্য এদেরকে অভ্যর্থনা করবে। এদের নিকট আর কখনও দুর্ভাগ্য আসবে না। তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের সংখ্যাই অধিক হবে। তারা সৎ ও অসৎ কার্য মিশ্রিত করে ফেলেছে। অসৎ কার্য তাদের ক্ষেত্রে গোপন করে রাখা হয়েছে। তাদের পুণ্য বা পাপ অধিক তা' আল্লাহর নিকট গুপ্ত নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেদিন তা' জানিয়ে দেবেন যেন ক্ষমার সময় তাঁর গৌরব এবং শাস্তির সময় তাঁর সুবিচার প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীর লোকদের আমলনামা শূন্যে উড়তে থাকবে, অথচ তা' পাপ ও পুণ্যে জড়িত থাকবে। তখন মীযান বা দাঁড়ি-পাল্লা যথারূপে স্থাপন করা হবে। এ সময় সব লোকের দৃষ্টি আমলনামার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। তা' কার দক্ষিণ হস্তে এবং কার বাম হস্তে আসে তা' নিয়ে সবার হৃদয় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তারপর কার পুণ্যের পাল্লা ভারি হয় এবং কার পাপের পাল্লা ভারি হয়, প্রত্যেকের মনে এই দারুন ভাবনা উপস্থিত হবে। এমনকি এ সময় প্রত্যকের বুদ্ধি জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে যে, একদা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মস্তক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ক্রোড়ে স্থাপিত থাকা অবস্থায় হযরত আয়েশা (রাঃ) আখেরাতের কথা স্মরণ করে রোদন করতে লাগলেন। এমনকি তাঁর নয়নদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দুটো ফোঁটা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর গণ্ডদেশে পতিত হল। তাতে তিনি জাগ্রত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, আমার আখেরাতের কথা স্মরণ হয়েছে। ইয় রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! বলুন, রোজ কিয়ামতে আপনি কি আপনার পরিবারবর্গের কথা স্মরণ করবেন? তিনি বললেন, হে আয়েশা! যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, রোজ কিয়ামতে তিনটি সময় কারও কথা কেউ স্মরণ করবে না। তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনায় অস্থির থাকবে। তার একটি সময় হল, যখন মীযান স্থাপন করা হবে এবং আমল ওজন করা হবে। কার পুণ্যের পাল্লা ভারি হল অথবা পাপের পাল্লা ভারি হল তা, না জানা পর্যন্ত এই অবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় সময় হল, আমলনামা প্রদান করার সময়। তখন সবাই এই চিন্তায় অধীর থাকবে যে, কার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে আসে আর কার আমলনামা বাম হস্তে আসে। তৃতীয় সময়টি হল, পুলছিরাতে আরোহণ করার সময়। তখন প্রত্যেকেরই মনে এই ভাবনা

www.pathagar.com

থাকবে যে, সে পুল পার হয়ে ওপারে যেতে পারবে কিনা, না সে পুলের উপর থেকে দোযখের অভ্যন্তরে পতিত হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, রোজ কিয়ামতে আমলনামা ওজন করার সময় বান্দাকে মীযানের নিকটে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। একজন ফিরেশতা তারজন্য ন্যস্ত করা হবে। যদি তার পুণ্যের পাল্লা ভারি হয়, তখন ঐ ফিরেশতা এমন জোরে আওয়াজ করে উঠবে যে, তা' হাশর ময়দানের সব মানুষই শুনতে পাবে। ফিরেশতা বলবে যে, অমুক লোকটির এমন সৌভাগ্য যে, তার আর কোনদিন দুর্ভাগ্যের মুখ দেখতে হবে না। আর যদি তার পাপের পাল্লা ভারি হয়, তবে সে ফিরেশতা এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠবে যে, তা-ও হাশর ময়দানের সব মানুষ শুনতে পাবে। ফিরেশতা বলবে যে, অমুক ব্যক্তির এমন দুর্ভাগ্য যে, সে আর কখনও সৌভাগ্যবান হবে না। পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হওয়ার সময় দোযখের এক ফিরেশতা লৌহ মুদগর ও দোযখের অগ্নি-বস্ত্র হস্তে নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করবে এবং তাকে দোযখে নিয়ে যাবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে ডেকে বলবেন, হে আদম! তুমি এসে দেখ, তোমার কি পরিমাণ সন্তান দোযখবাসী হবে তা' স্বচক্ষে দেখে যাও। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করবেন, হে আল্লাহ! আমার কি পরিমাণ সন্তান দোযখবাসী হবে? আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেক হাজারে নয়শো নিরানব্বই জন করে। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর মুখে সাহাবীগণ যখন একথা শুনলেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তাঁদের মুখের হাসি সম্পূর্ণরূপে উধাও হল। তা' দেখে হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তোমরা নিজ নিজ কাজ করে যাও এবং সুসংবাদ শুনে নাও। সুসংবাদ হল তোমরা দুটো মুখলুক রয়েছে। তোমরা ব্যতীত ইয়াজুজ-মাজুজও তোমাদের সাথে রয়েছে। তাদের সংখ্যা তোমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এবার সাহাবীদের মুখে আনন্দের রেখা ফুটে উঠল।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

জুলুম বা অত্যাচারের প্রতিশোধ

তুমি মীযানের ব্যাপারটি এখন বুঝতে পারলে অর্থাৎ যার নেকীর পাল্লা ভারি হবে, যে সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করবে আর যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, তার হাবিয়াহ্ দোযখে স্থান হবে। সে হাবিয়াহ্ দোযখ হল ভীষণ আগুনের কুণ্ড। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত কেউই এই মীযানের বিপদ থেকে রক্ষা পাবে না। মীযান থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার কার্য ও কথা শরীয়তের তুলাদণ্ডে মেপে কাজ করে ও কথা বলে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের হিসাব গ্রহণ করার পূর্বে নিজেদের হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর। নিজেদের হিসাব নিজেরা গ্রহণ করার অর্থ মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক পাপ থেকে খালেছ হৃদয়ে তাওবাহ্ করা এবং আল্লাহর ফরয কার্যগুলোর মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি, হয়েছে, তার অনুসন্ধান করা, তন্ন তন্ন করে অন্যায়ভাবে গ্রহণকৃত মাল যারটা তাকে ফিরিয়ে দেয়া, রসনা বা হস্ত দ্বারা যার ক্ষতি করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ বাকি না থাকা, কোন ফরয কার্যের ত্রুটি বাকি না থাকা। এরূপ ব্যক্তি বেহেশতে বিনা হিসাবে যেতে পারবে। যদি এই অন্যায় কাজের প্রতিকার না করে কেউ প্রাণ ত্যাগ করে, তার শত্রুগণ তাকে ঘিরে ধরবে। কেউ তার হাতে ধরবে, কেউ তার কেশগুচ্ছ ধরবে, কেউ বলবে, তুমি আমাকে অত্যাচার করেছ। কেউ বলবে, তুমি আমাকে তিরস্কার করেছ।

কেউ বলবে, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করেছ, ঠাট্টা করেছ, আমাকে নিন্দা করেছ। কেউ বলবে, আমি তোমার প্রতিবেশি ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছ। কেউ বলবে, তুমি আমাকে মজুর নিযুক্ত করেছিলে, কিন্তু আমার পাওনা আদায় করনি। কেউ বলবে, তুমি অমুক মাল আমার নিকট বিক্রয় করেছ বটে, কিন্তু তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ এবং তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছ। কেউ বলবে, তুমি আমাকে অভাবগ্রস্ত দেখেছিলে এবং তুমি ছিলে অভাবশূন্য। কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য

www.pathagar.com

দাওনি। কেউ বলবে, তুমি আমাকে অত্যাচারিত দেখেছিলে এবং সে অত্যাচার দূর করার মতো তোমার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তুমি তা' না করে বরং অত্যাচারীর খোশামোদ করেছ এবং আমার দিকে এতটুকু লক্ষ্য করনি। যখন তুমি এই অবস্থায় থাকবে এবং তোমার পাওনাদারগণ তাদের নখাগ্র বিস্তার করবে, তারা তাদের হস্ত তোমাকে আক্রমণ করারজন্য প্রসার করবে, তখন তুমি সম্পূর্ণ হস্তভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। মোটকথা এমন একটি লোকও বাকি থাকবে না, যাদের সাথে তোমার মাত্র একটি দেরহামের লেনদেন হয়েছে, সেও তোমার নিকট তার ব্যাপার নিয়ে হাজির হবে। যাকে তুমি নিন্দা করেছ, যার সাথে তুমি সামান্য বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ বা যাকে ঘৃণার চোখে দেখেছ, তারাও তাদের ব্যাপার নিয়ে উপস্থিত হতে কছুর করবে না। এই অবস্থা থেকে আল্লাহ তোমাকে কিছুতেই মুক্ত করবেন না, যে পর্যন্ত না তারা তোমাকে মুক্তি প্রদান করে। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "অলা তাহসাবান্নাল্লাহু গাফিলান আম্মাইয়া'মালুজ জালিমুনা ইন্নামা ইয়ুয়াখ্‌খিরুহুম লিইয়াওমিন তাশখাছু ফাহিল আবছারু মুহত্বিঈনা মুক্বনিঈ রুউসিহিম লা ইয়াতাদ্দু ইলাইহিম ত্বারফুহুম ওয়াফয়িদাতুহুম হাওয়ায়ুন" অর্থাৎ অত্যাচারীগণ যা' করে, সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে অমনোযোগী বলে ধারণা করো না। তাদেরকে ঐ দিনের জন্য সময় দেয়া হচ্ছে, যে দিন তাদের চক্ষুর দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হয়ে যাবে। তারা মস্তকোত্তলন করে প্রভাবিত হবে। তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে থাকবে না এবং তাদের অন্তর পেরেশান হয়ে যাবে।

ওহে! দুনিয়ার সম্মান নষ্ট করতে এবং তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে তোমরা উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিলে, সেদিন আবার তোমাদের এ ব্যাপারটিও ঠিক তদ্রূপ জোরে-শোরে গুরুত্ব দিয়ে ধরা হবে, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর ন্যায় বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং তাঁর শাসনদণ্ড দ্বারা তোমাদের বিচার করবেন। সেদিন তুমি নিঃস্ব, অসহায় এবং দরিদ্রাবস্থায় থাকবে। তখন তোমার পুণ্য থেকে পুণ্য গ্রহণ করে তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। যে পুণ্য দুনিয়ায় তুমি বহু কষ্টে অর্জন করেছিলে, তার মালিক তোমার শত্রুগণ হয়ে যাবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছিলেন, দরিদ্র কে তা' তোমরা জান কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দরিদ্র, যার অর্থ-সম্পদ নেই। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, (না, সে নয় বরং) আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র সেই ব্যক্তি যে রোজ কিয়ামতে নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু অন্যকে তিরস্কার করার

www.pathagar.com

দরুন বা নিন্দা করার দরুন বা অন্যের মাল আত্মসাৎ করার দরুন বা অন্যায়ভাবে রক্তপাত করার দরুন বা অন্যকে প্রহার করার দরুন তাদেরকে তার পুণ্যসমূহ দিয়ে নিজেকে খালি হাত হয়ে যেতে হবে। যদি তাদের দেনা শোধ করতে গিয়ে তার পুণ্যে কুলিয়ে না ওঠে, তখন তাদের পাপসমূহ তার উপর বর্তাবে ও তার ফলে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এখন তুমি সেই দিনটির দিকে লক্ষ্য কর, তোমার সৎকার্যসমূহ রিয়া, শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং অন্যান্য বিপদ থেকে নিরাপদ নয়, তারপর যদি বা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তোমার একটি সৎকার্য ঐসব থেকে নিরাপদ হয়, তাও তোমার পাওনাদারগণ তোমার থেকে নিয়ে যাবে। হয়ত যদি তুমি তোমার নিজের কাজের হিসাব কর তবে দেখবে যে, তোমার রাত্রে নামায আছে, দিবসে রোযা আছে কিন্তু এমন একটি দিন পাবে না যে, তুমি কারও না কারও নিন্দা করনি, তখন তোমার সমস্ত পুণ্য উক্ত নিন্দাকৃত ব্যক্তিকে দিলেও তোমার সেই নিন্দার ক্ষতিপূরণ হবে না। এই অবস্থায় হারাম ভক্ষণ সন্দেহপূর্ণ দ্রব্য ভক্ষণ, ইবাদাতের ক্রটি এসব তো আছেই। এগুলোর অবস্থা কি হবে? সেদিন তোমার এসব জুলুম বা অত্যাচারমূলক কাজ থেকে কিভাবে মুক্তি লাভের আশা কর যখন শিংবিশিষ্ট ও শিংহীন নিম্নশ্রেনীর জন্তুর পর্যন্ত বিচার হবে?

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) দুটি ছাগলকে লড়াই করতে দেখে বললেন, হে আবু যর! এরা কোন বিষয় নিয়ে লড়াই করছে, তুমি বলতে পার কি? আমি বললাম, বলতে পারি না ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! তিনি বললেন, তুমি বলতে পার না কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা' বলতে পারেন। এ লড়াইর কারণ তাঁর অজানা নয়। রোজ কিয়ামতে নিশ্চয়ই আল্লাহ এর বিচার করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, দুনিয়ায় এমন কোন প্রাণী নেই বা এমন কোন পাখি নেই যে, পাখা দ্বারা উড়তে পারে, যা' তোমাদের ন্যায় উম্মত বা এক শ্রেণীর প্রাণীনয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর অর্থে বলেছেন, সৃষ্ট জীব সবই যথা : পশু-পাখি, জীব-জন্তু-প্রাণী রোজ কিয়ামতে একত্র করা হবে। তারা আল্লাহর ন্যায়বিচারে অত্যাচারিত পশু অত্যাচারী পশুকে শিং দিয়ে গুতিয়ে তার দুনিয়ায় গুতানোর বদলা নেবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, এখন তোমরা মাটি হয়ে যাও। তখন এ বিচার দেখে কাফির বলবে, আফসুস! যদি আমিও এভাবে মাটি হয়ে যেতে পারতাম!

www.pathagar.com

হে দুর্ভাগা! তুমি ভেবে দেখেছ কি সে দিন কিরূপ হবে, যে দিন তুমি তোমার আমলনামা পুণ্য-শূন্য দেখতে পাবে? যে পুণ্যের জন্য তুমি সারা জীবন কাটিয়ে যাবে, তখন তুমি বলবে, আমার পুণ্য কোথায়? তোমাকে বলা হবে, তোমার পাওনাদারদের আমলনামায় তা' চলে গেছে আর তোমার আমলনামা পাপে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। অথচ তুমি সারা জীবন সে পাপ থেকে বিরত রয়েছ এবং পাপ থেকে ধৈর্য ধারণ করে থাকার জন্য কত কষ্ট বরণ করেছ। তুমি তখন বলবে, হে প্রভু! আমি এসব পাপ তো কখনও করিনি। তখন তোমাকে বলা হবে, এসব পাপ ঐ লোকদের, তুমি যাদের অগোচরে নিন্দা করেছ, যাদেরকে তুমি তিরস্কার করেছ, যদের অনিষ্টের ইচ্ছা করেছ, যাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে, আচরণে এবং তর্ক-বিতর্কে ও অন্যান্য কাজ-কর্মে অন্যায় ব্যবহার করেছ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, শয়তান আরবে মূর্তি পূজা হবে না বলে নিরাশ হয়েছে কিন্তু অচিরেই সে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে। কেননা তোমরা জঘন্য শ্রেণীর নিন্দনীয় ও অনিষ্টকারী কার্য করবে। তুমি যতদূর পার নিজেকে অন্যায় থেকে রক্ষা কর। কেননা কোন বান্দা রোজ কিয়ামতে পাহাড় সমান পুণ্য নিয়ে আসবে। কিন্তু তা' শীঘ্রই তাকে ত্যাগ করে যাবে। তখন বান্দা বলতে থাকবে, হে প্রভু! অমুক ব্যক্তি আমাকে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করেছে। আল্লাহ বলবেন, তার পুণ্য থেকে ঐ অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করে লও। এইভাবে তার পুণ্য শেষ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। তারপর রোজ কিয়ামতে তোমাদের প্রভুর নিকট তোমরা বিবাদ করতে থাকবে। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল, হযরত জোবায়ের (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পরস্পরের মধ্যে দুনিয়ায় যা' ঘটেছে তার সাথে পাপের সম্পর্ক কি? তিনি বললেন, হাঁ, সম্পর্ক আছে; যে পর্যন্ত তোমরা পরস্পরে হক আদায় না করবে। তখন হযরত জোবায়ের (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! তা' হলে তো অবস্থা ভীষণ হবে। তুমি এখন সেই কঠিন দিনের বিষয় চিন্তা কর, যেদিন এক পদক্ষেপও ক্ষমা করা হবে না এবং এক চপেটাঘাত এবং একটি বাক্যও বিচার ব্যতীত যাবে না, যে পর্যন্ত জালিম থেকে মজলুমের জন্য ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা না হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সমস্ত লোককে উলঙ্গ, ধূলি-ধূসরিত এবং মালমাত্তাহীন অবস্থায় একত্র করবেন। আমরা জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলাম, মালমাত্তা বা বস্তুশূন্য অবস্থা কি? তিনি বললেন, তা' হল, তাদের সাথে কোন ব্যক্তিবা কোন বস্তু-ই থাকবে না। তারপর তাদের প্রভু তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলবেনএবং সেই ডাকের আওয়াজ নিকট বা দূর থেকে একই সমান শ্রবণ করা যাবে। আমি অধিপতি (দাইয়্যান) প্রতিশোধ গ্রহণকারী। বেহেশতীদের একজনও বেহেশতে যেতে পারবে না, যে পর্যন্ত দোযখীদের মধ্যে একজনেরও তার উপর হক থাকে এবং তা' আদায় না করে। দোযখীদের মধ্যে একজনও দোযখে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত বেহেশতবাসীদের মধ্যে একজনের নিকটও তার হক থাকে এবং সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ না করে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তা' কিরূপে হবে, যখন আমরা আল্লাহর নিকট উলঙ্গ এবং ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় উপস্থিত হব? তিনি বললেন, পাপ ও পুণ্য নিয়ে হে আল্লাহর বন্দাগণ! উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে। মানুষের ধন-দৌলত আত্মসাৎ করা, তাদের সম্মান নষ্ট করা, তাদের মনকে সংকীর্ণ করে দেয়া এবং তাদের সংসর্গে এসে তাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজগুলোকে ভয় করবে। কেননা বান্দা আল্লাহর প্রতি যে গুনাহ করে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তা' মাফ করিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করলে তা' ক্ষমা পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি বহু মানুষের হক নষ্ট করে তাকে এবং সে যদি তাওবাহ করে, তাতে সেই হক নষ্টের ক্ষতিপূরণ হয় না; বরং সে যেন বহু পুণ্য কার্য করে, যাতে প্রতিশোধের দিন ঐ পুণ্যের দ্বারা তার উপকার হয়। কোন কোন ইবাদাত পূর্ণ ইখলাছের সাথে শুধু আল্লাহর জন্য করবে। যেন আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ-ই তা' না জানে। হয়তো তা-ই তোমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হুযুরে পাক (সাঃ) যখন তাঁর দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমরা তাকে হাস্য করতে দেখলাম। এমনকি তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি দেখা যেতে লাগল। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনার হাস্য করার কারণ কি? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুই ব্যক্তি মহান প্রভুর নিকট নতজানু হয়ে বলবে, হে প্রভু! আমার ভ্রাতার নিকট থেকে আমার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমার ভ্রাতাকে তার হক দাও। সে বলবে, আমার নিকট আর কোন পুণ্য বাকি নেই, এখন তুমি কি করবে? সে বলবে, হে প্রভু! তাহলে সে আমার পাপ বহন করবে। তখন

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর তিনি বললেন, সে দিনটি বড়ই ভীষণ দিন। যেদিন মানুষ তাদের বোঝা নামিয়ে রাখার আবশ্যকতা দেখবে। তখন আল্লাহ দাবিদারকে বলবেন, তুমি তোমার মস্তক উত্তোলন কর এবং বেহেশতের দিকে লক্ষ্য কর। তখন সে তার মস্তক উঠিয়ে বলবে, হে প্রভু! আমি রৌপের উচ্চ শরহসমূহ দেখছি। স্বর্ণ ও রত্নখচিত প্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছি। এগুলো কি কোন নবীর জন্য, না কোন সিদ্দীকের জন্য, না কোন শহীদের জন্য? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এগুলো ঐ লোকদের জন্য, যে আমাকে এগুলোর মূল্য আদায় করে। সে বলবে, হে প্রভু! কে এগুলোর মূল্য দিতে পারে? আল্লাহ বলবেন, ইচ্ছা করলে তুমিও এর মূল্য দিতে পার। সে জিজ্ঞেস করবে, এগুলোর মূল্য কি? তিনি বলবেন, এগুলোর মূল্য তোমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করে দেয়া। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি তোমার ভ্রাতার হস্তধারণ করে তাকে বেহেশতে নিয়ে যাও। তারপর হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে নাও। কেননা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেবেন। আল্লাহ তায়ালার গুণ অনুসরণ করলে এই পুরস্কার পাওয়া যায়। তাই এটা এক সতর্কবাণী। দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করাই এই গুণ।

এখন চিন্তা কর, তোমার আমলনামা এসব অন্যায় ও অত্যাচার থেকে মুক্ত কিনা বা আল্লাহ তোমাকে তা' ক্ষমা করে দেন এরূপ করুণা তুমি তার নিকট প্রার্থনা কর কিনা। চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের বিষয় নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস কর। বিচারের স্থান থেকে যদি তুমি এই অবস্থায় যাও যে, সন্তুষ্টির পরিচ্ছদ তোমার উপর পতিত হয় এবং সৌভাগ্য অর্জন কর, যারপর আর কখনও দুর্ভাগ্য হবে না এবং এমন সুখ উপভোগ কর যার কোন শেষ নেই। তখন তোমার কিরূপ আনন্দ হবে? তখন তোমার মন আনন্দে উথলে উঠবে। তোমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তোমার সর্বশরীর দীপ্তিময় হয়ে যাবে। যেরূপ পূর্ণ চন্দ্রের রাত্রে চন্দ্র উজ্জ্বল হয়। এখন চিন্তা কর, সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে তুমি কি তোমার মস্তক উচ্চ করে তোমার পৃষ্ঠ বোঝামুক্ত করতে চাও এবং সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়ে তোমার দুই পার্শ্বে সন্তুষ্টির দ্যুতি নিরীক্ষন করতে চাও? তাহলে সবাই তোমাকে ও তোমার অবস্থাকে অবলোকন করতে থাকবে এবং তোমার রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য দেখে তারা ঈর্ষা করবে। ফিরেশতাগণ তোমার সম্মুখে ও পিছনে চলতে থাকবে এবং তারা

www.pathagar.com

সমস্ত জীবের সম্মুখে ঘোষণা করবে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক। আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট এবং সেও আল্লাহ্ তায়ালার উপর সন্তুষ্ট। সে এমন সৌভাগ্য লাভ করেছে যারপর আর কখনও কোন দুর্ভাগ্য হবে না। তুমি দেখ না যে, এই পদমর্যাদা ঐ পদমর্যাদার চেয়ে কি অধিক নয়? যা' তুমি দুনিয়ায় মানুষের নিকট তোমার কার্য প্রদর্শন করে, তাদেরকে খোশামোদ করে ও তোয়াজ করে অর্জন কর, যদি তুমি জান যে, তা' এ থেকে উত্তম অথচ তার সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই, তাহলে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য সাধনে নির্মল ইখলাছ ও সত্য নিয়ত দ্বারা এই পদমর্যাদা অর্জন কর। তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই পদমর্যাদা অর্জন করা যাবে না। যদি অন্যথা হয় এবং তোমার আমলনামায় এমন পাপ বের হয় যাকে তুমি সহজ মনে কর, অথচ আল্লাহ্র নিকট তা' বড়, তার জন্যই তোমার উপর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবেন, হে অসৎ বান্দা! তোমার উপর আমার অভিশাপ! তোমার ইবাদত আমি কবুল করব না। এই কথা শ্রবণ মাত্র তার মুখমণ্ডল কালিমাময় হয়ে যাবে। তারপর ফিরেশতাগণ আল্লাহ্র ক্রোধের জন্য ক্রোধান্বিত হবে এবং বলবে, তোমার উপর আমাদেরও অভিশাপ এবং সমস্ত জীবেরও অভিশাপ। তখন তোমার নিকট মুদগরসহ্ ফিরেশতাগণ উপস্থিত হবে। সৃষ্টিকর্তার ক্রোধের কারণে তারাও ক্রোধান্বিত থাকবে। তারা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে তোমার উপর অর্থাৎ উপুড় করে তোমাকে ফেলে দেবে। তখন সব লোক তোমার মলিন মুখ এবং তোমার এরূপ অপদস্ততা তাকিয়ে দেখবে। আর তুমি তখন আর্তনাদ এবং আক্ষেপ করতে থাকবে, তারা তোমাকে বলবে, আজ তুমি এক মৃত্যুকে ডেক না; বরং বহু মৃত্যুকে ডাক। ফিরেশতাগণ তখন ঘোষণা করে বলবে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক, আল্লাহ তার অপমান ও অসম্মান প্রকাশ করে দেবেন এবং তার জঘন্য পাপের দরুন তাকে লা'নত করবেন। সে এমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে পতিত হবে, যারপর আর কোন সৌভাগ্য হবে না। এই পাপ কখনও এমনভাবে করা হয়, যা' কেউ জানে না, অথচ মানুষের মনে তার প্রতি ভক্তি আকর্ষণের অন্বেষণ বা তাদের নিকট অপমানিত হওয়ার ভয় করা হয়। তোমার অজ্ঞতা কত বেশি যে, তুমি দুনিয়ায় একদল মানুষের নিকট অপমানিত হওয়ার ভয়ে সতর্ক হচ্ছ, অথচ সমস্ত লোকের সামনে আল্লাহর নিকট অপমানিত, তাঁর কঠিন শাস্তি ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন এবং মুদ্গারধারী ফিরেশতার দ্বারা বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামের দিকে যাওয়ার অপমানকে বড় মনে করছ না। এই অবস্থা পুলছিলাতের নিকট বুঝতে পারবে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত ভয়াবহ ঘটনার পরে আল্লাহর এই আয়াতের বিষয় চিন্তা কর। স্মরণ কর, যেদিন রহমানের নিকট আল্লাহ-ভীরুগণকে দলে দলে একত্র করা হবে এবং পাপীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তাদেরকে দোযখের পথে চালিয়ে নিয়ে একটি স্থানে বসিয়ে রাখ, কেননা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এই ঘটনার পর তাদেরকে পুলছিরাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। দোযখের উপরিভাগে এটা একটা দীর্ঘ সেতু বা পুল। তা' তীক্ষ্ণ ধারাল অসি থেকেও অধিক ধারাল এবং কেশ থেকেও বেশি সূক্ষ্ম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সরল-সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে আখেরাতের ঐ সেতু সহজে পার হয়ে যাবে এবং মুক্তি লাভ করবে। আর যে এই দুনিয়ায় সোজা পথ থেকে বিপথে যায়, আর যার পৃষ্ঠদেশ পাপের বোঝায় ভারি হয়ে যায়, সে ঐ পুলের উপর তার পা রাখার সাথে সাথেই তার পা পিছলে সে নিম্নে পতিত হবে। তুমি এখন চিন্তা কর, যখন তুমি ঐ পুলের ধারে তীক্ষ্ণতা দেখবে, তখন তোমার মনে কি ভয় এবং ত্রাসের উদ্রেক হবে, তারপর তুমি সেই পুলের নিম্নদেশ থেকে জাহান্নামের ধূম্র উদ্গীরণ হতে দেখবে এবং তাছাড়া জাহান্নামের আগুনে দাউ দাউ শব্দ তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে। কিন্তু তোমার মনের এই নাজুক অবস্থা সত্ত্বেও তোমাকে ঐ পুল পার হয়ে যেতে বলা হবে। তখন তেমাার পদদ্বয় প্রকম্পিত হতে থাকবে। পৃষ্ঠে পাপের বোঝা থাকবে। যখন তুমি পুলের উপর তোমার এক পা রাখবে এবং পুলের ধারের তীক্ষ্ণতা অনুভব করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? তোমার সম্মুখে অন্যান্য লোক পুলের উপর দিয়ে পদস্খলিত হয়ে গেলে দোযখের ফিরেশতাগণ সাঁড়াশী দিয়ে তাদেকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি তাদের দিকে চেয়ে থাকবে। তুমি দেখতে পাবে যে, কিরূপে তারা পড়ে যাচ্ছে এবং তাদের মস্তক নিচের দিকে ও পদদ্বয় উপর দিকে থাকবে।

এখন তুমি তোমার নিজের অবস্থা চিন্তা কর, যখন তুমি পুলের উপর আরোহণ করবে, তোমার পৃষ্ঠদেশে ভারি বোঝা, তুমি দক্ষিণ ও বাম দিকের লোকদের প্রতি লক্ষ্য করছ যে, তারা পুলের উপর দিয়ে গড়িয়ে দোযখে পতিত হচ্ছে। হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, হে প্রভু! সাল্লিম, সাল্লিম (নিরাপদ নিরাপদ) তাদের আক্ষেপ ও হা-হুতাশ ধ্বনি জাহান্নামের তলদেশ থেকে তোমার নিকট পৌঁছবে। তখন যদি তোমার পদস্খলন হয়, তবে তোমার অবস্থা কি হবে? তখন তোমার অনুতাপে কোন ফল হবে না যদিও

www.pathagar.com

তুমি আক্ষেপ এবং হা-হুতাশ কর। তখন তুমি বলবে, আমি একে ভয় করেছিলাম, হায় আফসুস! আমার জন্য আমি কি পাঠিয়েছি! আপেক্ষ! আমি যদি আল্লাহর রাসূলের পথ ধরতাম। হায় আফসুস! আমি যদি অমুককে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। হায় আফসুস! আমি যদি মৃত্তিকায় পরিণত হতাম। হায়! আমার মাতা যদি আমাকে প্রসব না করত! এ সময় দোযখের অগ্নি শিখা তোমায় হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। এ সময় একজন ঘোষণাকরী ঘোষণা করবে, এর মধ্যে প্রবেশ কর, কথা বলো না। তখন চিৎকার, হা-হুতাশ এবং করুণ আবেদন ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না। উক্ত বিষয়গুলো তোমার সম্মুখে আছে, যদি তুমি এসব বিশ্বাস না কর, তুমি দোযখের অতল তলে কাফিরদের সাথে কত দীর্ঘকাল অবস্থান করবে, তা' জানা নেই, যদি তুমি তা' বিশ্বাস করে তাতে উদাসীন থাক এবং তজ্জন্য প্রস্তুত না হও, তবে তোমার ক্ষতি ও নাফরমানী কত বড়। তোমার ঈমান তোমার কি উপকার করবে, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে এবং পাপ ত্যাগে তা' তোমাকে কষ্টের জন্য উৎসাহ না দেয়। যদি তোমার সম্মুখে পুলছিরাতের ভয় এবং ভীষণ শাস্তিতে মন পেরেশান থাকে, তা-ই তোমার শাস্তির পক্ষে যথেষ্ট।

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের পৃষ্ঠে পুলছিরাতকে স্থাপন করা হবে। আমিই আমার উম্মতসহ রাসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তা' অতিক্রম করব। রাসূলগণ ব্যতীত সেই দিনে আর কেউই কথা বলতে পারবে না। তখন রাসূলগণের ধ্বনি হবে, "আল্লাহুম্মা সাল্লিম, আল্লাহুম্মা সাল্লিম" (হে আল্লাহ! মুক্তি দাও) জাহান্নামের মধ্যে ছা'দানের কাঁটার ন্যায় কাঁটা থাকবে। তোমরা ছা'দানের কাঁটা দেখেছ? সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! দেখেছি। তিনি বললেন, তা' ছা'দানের কাঁটার ন্যায়। তবে আল্লাহ ব্যতীত তাদের বৃহত্তম কেউই জানেনা, মানুষের আমল অনুসারে তারা মানুষকে ধরে নিয়ে যাবে। কেউ কেউ তাদের আমলসহ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ কেউ হোঁচট খেতে খেতে মুক্তি পাবে।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের সেতুর উপর দিয়ে লোকজন চলে যাবে, তার উপর কাঁটা, সাঁড়াশী এবং লৌহ পেরেক থাকবে তা' ডানে ও বামে মানুষদের ধরে নেবে। তার দুই পার্শ্বে ফিরেশতাগণ থাকবে। তারা বলবে, হে মাবুদ! মুক্তি দাও। কেউ কেউ তা' বিদ্যুতের ন্যায় অতিক্রম করবে। কেউ কেউ বায়ু প্রবাহের ন্যায়, কেউ অশ্বের ন্যায়, কেউ দৌড়িয়ে, কেউ হেঁটে হেঁটে, কেউ কেউ বুকে হামাগুরি দিয়ে তা' পার হবে। দোযখীগণ জীবিত থাকবে না,

www.pathagar.com

তাদের মৃত্যুও হবে না। মানুষকে তাদের পাপ এবং দোষের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আগুনে দগ্ধীভূত করা হবে, তার ফলে তারা অঙ্গারের ন্যায় ভস্মীভূত হবে। তারপর শাফায়াতের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা পূর্বাপর সবাইকেই নির্দিষ্ট দিনের জন্য সমবেত করবেন। এই অবস্থায় সবাই-ই চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বিচারের জন্য অপেক্ষা করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সমগ্র হাদীসটি মুমিনদের সিজদাহ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, তারপর মুমিনদেরকে বলা হবে যে, তোমরা মস্তক উত্তোলন কর। তখন তারা তাদের মস্তক উত্তোলন করবে। তখন তাদেরকে তাদের আমল অনুসারে নূর দেয়া হবে। কাউকে একটি বৃহৎ পর্বত তুল্য নূর দেয়া হবে। তা' তাদের সম্মুখে দৌড়াতে থাকবে। আবার কাউকে তা' থেকে কম নূর দেয়া হবে। কাউকে একটি খেজুর তুল্য নূর দেয়া হবে। কাউকে তার চেয়েও কম নূর দেয়া হবে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তিকে তার পায়ের আঙ্গুল পরিমাণ নূর দেয়া হবে। তা' কখনও জ্বলে উঠবে, আবার কখনও আলো ক্ষীণ হয়ে যাবে। যখন আলো জ্বলে উঠবে, তখন সে হাঁটবে। যখন আলো ক্ষীণ হয়ে যাবে, তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর তিনি পুলছিরাতের উপর তাদের অতিক্রমের বিবরণ দিলেন। মোটকথা যার যার নূর অনুসারে সে পুলছিরাতের উপর চলবে। কেউ চক্ষুর নিমিষে চলে যাবে। কেউ বিদ্যুৎ বেগে, কেউ মেঘ চলাচলের ন্যায়, কেউ তারা পতিত হওয়র ন্যায়, কেউ অশ্ববেগে, কেউ মানুষের দৌড়াবার ন্যায় পুল পার হবে। এমনকি যাকে পায়ের আঙ্গুল পরিমাণ নূর দেয়া হবে, সে তার মুখ, হস্ত ও পায়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে পুল পার হবে। যেমন সে এক পায়ে চলবে, অন্য পা লটকান থাকবে। এক হাতে চলবে, অন্য হাত লটকান থাকবে। যার দুই পার্শ্ব অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবে, সে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকবে। যখন সে মুক্তি পাবে, তখন সে বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অন্যকে যা দেননি বরং আমাকে দিয়েছেন। তিনি আমাকে মুক্তিদান করেছেন। তারপর তাকে বেহেশতের দরজায় একটি পুষ্করিণীতে নেয়া হবে এবং তথায় তাকে গোসল করানো হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (সাঃ)- কে বলতে শুনেছি, পুলছিলাত তরবারীর ন্যায় ধারাল এবং কেশের অনুরূপ চিকন। ফিরেশতাগণ মুমিন নর ও নারীদেরকে মুক্তি দেবে। জিব্রাইল আমার কোমর ধরে থাকবে আর আমি বলতে থাকব, প্রভু! আমাকে মুক্তি দাও। যাদের পদস্খলন ঘটবে, তাদের সংখ্যাই অধিক।

www.pathagar.com

যা' বলা হল, তা-ই পুলছিরাতের ঘটনা। এ সম্বন্ধে তোমার অধিক চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যে ব্যক্তি রোজ কিয়ামতের কথা অধিক চিন্তা করে, সে সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার জন্য দুটি ভয় একত্র করবেন না। যে ব্যক্তির দুনিয়ায়ই এই বিপদাপদের ভয় থেকে থাকে, সে আখেরাতের নিরাপদ থাকবে। এ ভয়ের দ্বারা আমি তোমাদের স্ত্রীলোকদের ন্যায় কোমল চিত্ত হওয়া বা সর্বদা চোখ থেকে অশ্রু বিসর্জন করা বুঝাতে চাচ্ছি না। কারণ একে ভয় বলে না। ভয়ের অর্থ হল, যে যা করে, সে তা' থেকে পালিয়ে যায় বা তা' থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ অন্বেষণ করে। আর যে ব্যক্তি যার আশা করে, সে তা' তালাশ করে। ভয় ব্যতীত কারোরই মুক্তি নেই। সেই ভয় তোমাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্য থেকে বিরত রাখবে এবং তাঁর ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করবে।

নির্বোধ ব্যক্তি ভয় থেকেও অধিক, কেননা তারা ঘটনা শুনে তাদের রসনা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেউ বলে, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, হে আল্লাহ! তুমি মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, অথচ সে আবার পাপ কার্যে রত হয়। যা' তার মুক্তি দূরের কথা ধ্বংসের কারণ হয়। শয়তান তার এরূপ প্রার্থনায় হাস্য করতে থাকে। আর আশ্রয় প্রার্থনা ঐ ব্যক্তির আশ্রয় প্রার্থনার ন্যায়, যে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে হিংস্র জন্তু দেখে এবং তার দন্ত ও নখর দেখে দূরে থেকে তার রসনার দ্বারা বলে, আমি এই পর্বতের আড়ালের আশ্রয় চাচ্ছি বা কোন সুদৃঢ় ও সুউচ্চ প্রাচীরের আশ্রয় চাচ্ছি। অথচ সে তা' শুধু মুখেই বলে কিন্তু সে সেখান থেকে আশ্রয় স্থানের দিকে দ্রুত ছুটে না গিয়ে যথাস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এমতাবস্থায় সে হিংস্র জন্তু থেকে কিরূপে রক্ষা পাবে? আখেরাতের ঘটনাও তদ্রূপ। কালেমা তাইয়্যেব লাইলাহা ইল্লাল্লাহুকে মুখে বলে তা' অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং ঐ কারেমার প্রকৃত অর্থ তার কার্যের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে; কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না রেখে কাজের প্রমাণ না করে শুধু মুখে বললে তাতে কোন ফল হবে না। ঐ কালেমাকে সত্য জানা ও অন্তরে বিশ্বাস করার নিদর্শন হল, সত্যিই ঐ কালেমা পাঠকারীর জন্য কোন উপাস্য থাকবে না। এক আল্লাহ ব্যতীত তার আর কেউ উপাস্য থাকবে না।

যদি তুমি মনকে ঐভাবে তৈরি করতে না পার, তবে হুযুরে পাক (সাঃ)-কে মনে-প্রাণে প্রিয় করে নাও, তাঁর সুন্নতকে অবলম্বন কর। তাঁর প্রিয় উম্মতদের অনুসরণ কর ও তাঁদের থেকে দোয়া গ্রহণ কর। তাতে হয়ত তুমি তাঁদের সুপারিশ লাভ করতে পারবে এবং যার দরুন তোমার মুক্তি লাভের উপায় হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

শাফায়াত (সুপারিশ) প্রসঙ্গ

জেনে রাখ, যখন কোন একদল মুমিনের দোযখে প্রবেশ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে নবী-রাসূল ও সিদ্দীকগণের শাফায়াত স্বীয় করুণায় গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া খাঁটি আলিম এবং ধার্মিকগণের শাফায়াতও তিনি গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহর নিকট যারা প্রিয় ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাদের শাফায়াতও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বটে। তারা তাঁদের পরিজনবর্গ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত ও সম্পর্কিত লোকদের জন্য শাফায়াত করবেন; সুতরাং তুমি তোমার নিজের জন্য তাদের নিকট শাফায়াত লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য চেষ্টা কর। মানুষকে ঘৃণা করো না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে তাঁর বেলায়েতের কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। হয়ত তোমার দৃষ্টি যার দিকে পতিত হয়নি, তিনিই আল্লাহর বন্ধু এবং অলী। কোন পাপকেই ক্ষুদ্র মনে করো না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে তাঁর ক্রোধ নিহিত রেখেছেন। তারই মধ্যে তাঁর ঘৃণা রয়েছে। পক্ষান্তরে কোন ইবাদাতকেই ক্ষুদ্র মনে করো না, কেননা আল্লাহ তায়ালা ইবাদাতের মধ্যেই তাঁর সন্তুষ্টি নিহিত রেখেছেন যদিও তা' একটি উত্তম বাক্য বা একটি খাদ্যের গ্রাস দান করা হয় বা একটি উত্তম নিয়ত বা এই শ্রেণীর কোন কাজ হয়। শাফায়াতের প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে অনেক। আল্লাহ বলেন, তোমার প্রভু শীঘ্রই তোমাকে দেবেন এবং তাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

হযরত আমর ইবনে আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, হে প্রভু! তারা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত। যে আমাকে অমাণ্য করে, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তারা তোমার দাস মাত্র। তারপর তিনি তাঁর হস্ত উত্তোলন করে আমার উম্মত, আমার উম্মত বলে রোদন করতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে জিব্রাইল! মুহাম্মদের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কর, সে কেন রোদন করছে? জিব্রাইল এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা তা' উত্তম জ্ঞাত আছেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে জিব্রাইল! তুমি আবার মুহাম্মদের নিকট গিয়ে তাঁকে বল, আমি তাঁকে তাঁর উম্মত সম্বন্ধে সন্তুষ্ট করব এবং তাঁকে ভুলব না।

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বস্তু দেয়া হয়েছে। তা' আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। (১) একমাস দূরের পথ থেকে ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, (২) যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী আমার জন্য হালাল করা হয়েছে এবং আমার পূর্বে অন্য কারও জন্য তা' হালাল করা হয়নি, (৩) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য নামাযের স্থান করা হয়েছে, তার মাটি পবিত্র সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির নিকট যদি নামাযের সময় উপস্থিত হয় সে যেন নামায পড়ে, (৪) আমাকে শাফায়াতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, (৫) প্রত্যেক নবীকে যার যার উম্মতের জন্য খাছ করে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, রোজ কিয়ামতে আমি নবীদের নেতা, তাঁদের মুখপাত্র এবং তাঁদের শাফায়াতের অধিকারী হব। এতে কোন অহংকার নেই। তিনি আরও বলেছেন, আমি আদম সন্তানের নেতা! তাতে কোন অহংকার নেই। আমি-ই সর্বপ্রথম যমিন থেকে উত্থিত হব। আমি-ই সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী হব। আমার হস্তে প্রশংসার ধ্বজা থাকবে, তার নিচে আদম ও অন্যান্য নবীগণ থাকবেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই গৃহীত দোয়া থাকে। আমি ইচ্ছা করি রোজকিয়ামতে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত আমার দোয়ার বিষয় হবে। তিনি আরও বলেছেন, নবীদের জন্য স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসন থাকবে। তাঁরা তাতে উপবেশন করবেন। কিন্তু আমার সিংহাসন শূন্য থাকবে। আমি তাতে উপবেশন করব না। কেননা আমার প্রভুর নিকট এই ভয়ে আমি দণ্ডায়মান থাকব যে, তিনি আমাকে বেহেশতে পাঠিয়ে আমার পরে আমার উম্মতকে তথায় নাও পাঠাতে পারেন। তখন আমি বলব, হে প্রভু! উম্মতী উম্মতী! তখন মহান আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মত সম্বন্ধে আমি কি করব বলে তুমি ইচ্ছা কর? আমি বলব, হে প্রভু! তাদের হিসাব ত্বরান্বিত কর। আমি শাফায়াত করতে থাকব যে পর্যন্ত যাদের দোযখে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে আমি মুক্ত না করতে পারি। দোযখের খাজাঞ্চী বলবে, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ ক্রোধের জন্য আপনার উম্মতের মধ্যে কোন লোককে আপনি দোযখের মধ্যে রাখেননি।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, রোজ কিয়ামতে দুনিয়ার অধিকাংশ প্রস্তর ও টিলার জন্য আমি সুপারিশ করব। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট কিছু মাংস আনা হলে, তাঁকে বকরীর রান দেয়া হল। এতে তিনি পরম সন্তুষ্ট হয়ে তা' থেকে কিছু কর্তন করে নিয়ে বললেন, আমি রোজ কিয়ামতে নবীদের নেতা

www.pathagar.com

হব। তোমরা কি জান এটা কি জন্য হবে? আল্লাহ্ তায়ালা পূর্বাপর সবাইকেই একটি বিস্তৃত ময়দানে একত্র করবেন। তিনি ঘোষণাকারীর ঘোষণা তাদেরকে শুনিয়ে দেবেন। দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ধ রাখবেন, সূর্য নিকটবর্তী হবে, লোকদের এত দুঃখ ও কষ্ট হবে যে, তা' তাদের সহ্যের সীমার বাইরে যাবে। তারা পরস্পরকে বলতে থাকবে, তোমাদের কি বিপদ উপস্থিত হয়েছে তা' কি তোমরা দেখ না? তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নিকট কে সুপারিশ করবে, তা কি তোমরা লক্ষ্য করছ না?

তখন একজন অন্যজনকে বলবে, চল, আমরা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট যাই। তারা সব একত্র হয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট এসে বলবে, আপনি আমাদের আদি পিতা। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে তাঁর নিজ হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রূহ থেকে ফুৎকার দিয়েছেন। তাঁরই আদেশে ফিরেশতাগণ আপনাকে সিজদাহ্ করেছে। অতএব আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না? তাদের এ কথার জবাবে হযরত আদম (আঃ) তাদেরকে বলবেন, অদ্য আমার প্রভু এত বেশি ক্রোধান্বিত যে, এর পূর্বে কখনও তিনি এত ক্রোধান্বিত হননি এবং পরেও তিনি কখনও এত ক্রোধান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে বেহেশতে একটি বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর সে আদেশ অমান্য করেছি; সুতরাং আমি এখন নাফসী নাফসী অর্থাৎ আমার নিজকে নিয়েই ব্যস্ত আছি।

তারপর তারা সবে মিলে হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট এসে বলবে, হে নবী! আপনিই দুনিয়ায় রাসূলদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলে নাম দিয়েছেন। অনুগ্রহ করে আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কি বিপদের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি, আপনি কি তা' প্রত্যক্ষ করছেন না? তখন তিনি বলবেন, অদ্য আমার প্রভুর এত ক্রোধ হয়েছে যে, এর পূর্বে কোনদিন তাঁর এত অধিক ক্রোধ হয়নি। পরেও আর কোনদিন তাঁর এত অধিক ক্রোধ হবে না। আমার উপর তিনি ধর্ম প্রচারের ভার দিয়েছিলেন। আমি তাঁর বান্দাদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেছিলাম। সুতরাং আজ আমি ঐ ত্রুটির জন্য অত্যন্ত ভীত আছি এবং নাফসী নাফসী করছি অর্থাৎ আমি নিজেকে নিয়েই এমন ব্যস্ত আছি যে, অন্য কোন কিছু করা আমার জন্য যেমন শোভনীয় নয় তদ্রূপ সম্ভবও নয়। অতএব তোমরা অন্য কারও নিকট চলে যাও; বরং আল্লাহর খাছ বন্ধু ইব্রাহীমের নিকট যেতে পার। তখন আল্লাহ্র বান্দাগণ

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, হে আল্লাহর খাছ বন্ধু! আপনি দুনিয়ায় আল্লাহর এক প্রধান নবী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কি কঠিন বিপদে জর্জরিত আছি? তখন তিনি তাদেরকে বলবেন, আজ আমার প্রভু যেরূপ ক্রোধান্বিত আছেন তদ্রূপ ক্রোধান্বিত তাঁকে কেউ কোন দিন দেখেনি এবং কোনদিন দেখবেও না। আমি আমার জীবনে তিনটি মিত্যা কথা বলেছি; সুতরাং সেই ভয়েই আমি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত। আমি আল্লাহর নিকট মুক্তি পাব কি না সেই ভাবনায় অস্থির আছি। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। তোমরা বরং হযরত মুসার নিকট চলে যাও।

তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট গমেন করে তাঁকে বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর রেসালাত এবং সম্মানিত কিতাব দিয়ে মর্যাদাশালী করেছেন। আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কি কঠিন বিপদাপন্ন তা' আপনি স্বচক্ষেই দেখছেন। তাদের কথার জবাবে হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আজ অত্যাধিক ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন। তাঁর সেই ক্রোধের অবস্থা কল্পনা করা যায় না। সম্ভবতঃ কোন দিনই তিনি এরূপ ক্রোধান্বিত হননি আর কোন দিন হবেন কিনা তাও বলা যায় না। তারপর আমি আমার পার্থিব জীবনে একটি লোককে হত্যা করেছি। অথচ তাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ ছিল না। এ কারণে আমি নিজেই আজ নাফসী নাফসী করছি। আমি নিজেই আজ এই ঘোর বিপদের দিনে আল্লাহর নিকট মুক্তি পাব কিনা তা' নিয়ে চিন্তায় আছি; সুতরাং আমার দ্বারা তোমাদের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না। তোমরা বরং হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট চলে যাও।

তারপর আল্লাহর বান্দাগণ নিরাশ হয়ে ঈসা (আঃ)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হবে এবং বলবে; হে ঈসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাক্য। 'তিনি তা' হযরত মরিয়মের উদরে নিক্ষেপ করেছেন। আপনি আল্লাহর রূহ। আপনি শৈশবেই মানুষের সাথে জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের এই চরম দুর্যোগ ও কঠিন বিপদ প্রত্যক্ষ করছেন না? তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন, অদ্য আমি আমার ক্রোধান্বিত প্রভুর সম্মুখে গিয়ে কোন কথা বলতে পারব না। তাঁর কথা শুনে বান্দাগণ বলবে, দেখুন, হে রাসূল! আল্লাহ আপনাকে তাঁর রেসালাত এবং

www.pathagar.com

পবিত্র কিতাব দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তদুপরি আপনার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে; কেননা আল্লাহ্ আপনার মাতাকে কোন পুরুষের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র রেখে এক বিশেষ বিধানে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আপনার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে নবী-রাসূলদের মধ্যে আপনার একটি খাছ্ মর্যাদা আছে। অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ আল্লাহর দরবারে আমাদের মুক্তির জন্য একটু চেষ্টা করুন। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে উঠবেন, নাফসী নাফসী! অর্থাৎ হে মাবুদ! আমাকে বাঁচাও হে মাবুদ! আমাকে বাঁচাও। তারপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, আজ এ কঠিন দুর্দিনে আমার দ্বারা তোমাদের কোন উপকার হবে না; বরং তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট চলে যাও।

এভাবে একজন একজন করে প্রায় সমস্ত প্রধান নবী-রাসূলদের নিকট থেকে নিজেদের মুক্তির জন্য সুপারিশের ব্যাপারে ব্যর্থ মনোরত হয়ে অবশেষে তারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে দণ্ডায়মান হবে এবং বলবে হে আখেরী নবী! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন। আপনি আমাদের দুরবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তাদের অবস্থা দেখে ও কথা শুনে দয়ালু নবীর কোমল হৃদয় আকুল হয়ে উঠবে। সুতরাং তিনি আর কালবিলম্ব না করে তখনই আল্লাহ্ তায়ালার আরশের পাদদেশে পৌঁছে তার প্রভুর দরবারে সিজদায় পতিত হবেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার দুর্দশাগ্রস্ত বান্দাদের জন্য আকুলভাবে ক্রন্দন করতে থাকবেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার মস্তক উত্তোলন কর এবং আমার নিকট প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেন, তখন আমি আমার মস্তক উত্তোলন করে বলব, উম্মতী উম্মতী অর্থাৎ হে প্রভু! আমার উম্মত, হে প্রভু! আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের হিসাব দেয়া লাগবে না তাদেরকে বেহেশতের দক্ষিণ দরজা দিয়ে নিয়ে যাও। তারপর হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, বেহেশতের দুই দরজার দূরত্ব এমন হবে, যেমন মক্কা থেকে হামির বা মক্কা থেকে বছরার দূরত্ব। হাদীস শরীফে আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর যে দোষ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, তার প্রথম দোষ তারকা সম্বন্ধে, তাঁর এই কথা যে, এই-ই আমার প্রভু। তাঁর অন্য দোষ

www.pathagar.com

তাঁর এই কথা যে, বরং তাদের (মূর্তির) মধ্যে বড়টাকে জিজ্ঞেস কর। অন্য দোষ এই কথা যে, আমি পীড়িত আছি।

হুযুরে পাক (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে আলিম এবং সৎলোকগণও শাফায়াত করবেন। এমনকি হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি শাফায়াতের দরুন রবী এবং মুজার গোত্রের ন্যায় অধিকসংখ্যক লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। তিনি আরও বলেছেন যে, কোন লোককে বলা হবে যে, হে অমুক ব্যক্তি; উঠ এবং শাফায়াত কর। তখন লোকটি উঠে তার আমল অনুসারে একটি সম্প্রদায়ের জন্য সুপারিশ করবে বা একটি দলের জন্য বা একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন পুনরুত্থান হবে, আমিই সর্বপ্রথম (কবর থেকে) বের হব। যখন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে, আমিই তাদের মুখপাত্র হব, যখন তারা নিরাশ হবে, আমিই তাদেরকে সুসংবাদ দেব। সেদিন আল্লাহর প্রশংসার নিশান আমারই হাতে থাকবে। আমার প্রভুর নিকট আমিই আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হব। এতে কোন অহংকার নেই। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আমি মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহর নিকট দণ্ডায়মান থাকব। বেহেশতের একটি পরিচ্ছদ আমাকে পরিধান করানো হবে। আমি আরশের দক্ষিণে দণ্ডায়মান থাকব। তথায় অন্য কোন লোক থাকবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবী বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে ছিলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে তাদের নিকটবর্তী হয়ে দেখলেন যে, তারা পরস্পর কথাবার্তা বলছে। তিনি তাদের কিছু কথা শুনলেন। তারা কেউ বললেন যে, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, মহান প্রভু তাঁর সৃষ্ট জীব থেকে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করেছেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অন্ত রঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। আর একজন বললেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর একটা কথা থেকে তা' অধিক আশ্চর্যজনক নয়। আর একজন বললেন, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা ও রূহ। অন্য একজন বললেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে পছন্দ করেছেন। এমন সময় হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁদের নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনেছি এবং তোমরা যে বিভিন্ন বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছ তাও শুনেছি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সত্যিই তিনি তদ্রূপ। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর মুক্তি প্রাপ্ত, সত্যিই তিনি তদ্রূপ। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা ও রূহ তিনি তদ্রূপ। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ

www.pathagar.com

পছন্দ করেছেন, হাঁ তিনিও তদ্রূপ। তোমরা লক্ষ্য কর, আমি আল্লাহর হাবীব বা প্রেমাস্পদ। এতে কোন অহংকার নেই। আমিই রোজ কিয়ামতে প্রথম শাফায়াত করব এবং প্রথমেই আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, এতে কোন অহংকার নেই। আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজায় খটখটি দেব এবং বেহেশতে প্রবেশ করব। আর আমার সাথে দরিদ্র মুমিনগণ থাকবে। এতে কোন অহংকার নেই। আমিই পূর্বাপর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হব, এতে কোন অহংকার নেই।

হাউজে কাওছার প্রসঙ্গ

জেনে রাখ যে, হাউজ অতি সম্মানিত বস্তু। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীকে এ বস্তু তাঁর বিশেষ মর্যাদা হিসেবে এনায়েত করেছেন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। আমরা আশা করি যে, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ইহলোকে এ হাউজ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করবেন পরলোকেও তাদেরকে এর স্বাদ উপভোগ করাবেন। এই হাউজের বিশেষ গুণ এই যে, যে ব্যক্তি এর পানি পান করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হুযুরে পাক (সাঃ) নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে হাস্য করতে লাগলেন। তা' দেখে সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, আমি হাসছি একটি আয়াতের জন্য যা' এই মাত্র আমার উপর অবতীর্ণ হল। এই কথা বলে তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করতে লাগলেন। "রহমান ও রাহীমের নামে আরম্ভ করছি, আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর জন্য নামায পড় এবং কুরবানী কর।" অতঃপর তিনি বললেন, কাওছার কি তা' তোমরা জান কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা' উত্তম জানেন। তিনি বললেন, তা' একটি স্রোতস্বিনী। আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে তা' আমাকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রভূত মঙ্গল রয়েছে। রোজ কিয়ামতে আমার উম্মতগণ ঐ স্বোতস্বিনীর নিকট পানি পান করতে আসবে। তার নিকট আকাশের তারকার ন্যায় অসংখ্য পান-পিয়ালা থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন আমি বেহেশতের মধ্যে ভ্রমণ করতেছিলাম, তখন আমি একটি স্রোতস্বিনীর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। তার দু'পার্শ্ব হীরক

www.pathagar.com

খচিত। আমি আমার সঙ্গী জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রাইল! এটা কি? জিব্রাইল বলল, এর নাম হাউজে কাওছার। আপনার প্রভু আপনাকে এই হাউজ দান করেছেন। তখন ফিরেশতা জিব্রাইল তার হস্ত দ্বারা উক্ত হাওজের উপর আঘাত করলে দেখা গেল যে, তার নিম্নস্থল মেশক নির্মিত। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, আমার উক্ত হাউজের উভয় তীরের দুরত্ব মদীনা থেকে ছানআর দূরত্বের ন্যায় অথবা মদীনা থেকে ওমানের দূরত্বের ন্যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল হল, "আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি" তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তা' বেহেশতের মধ্যে একটি স্রোতস্বিনী, তার দু' তীর স্বর্ণ ও হীরক নির্মিত। তার পানি দুগ্ধ থেকেও শুভ্র। মধু থেকেও সুগন্ধিবিশিষ্ট। তার পানি মণি-মুক্তা ও হীরকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমার হাউজ আদন থেকে ওমান পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায় বিস্তৃত। তার পানি দুগ্ধ থেকেও শুভ্র এবং মধু থেকেও মিষ্টি। হাউজের পাত্রগুলো আকাশের তারকারাজির ন্যায় অসংখ্য। যে ইহার পানি একবার পান করবে সে কখনও আর পিপাসার্ত হবে না। হাওজে কাওছারের পানি পান করার সৌভাগ্য লাভ করা রোজ হাশরে আল্লাহ পাকের একটি বড় নেয়ামত প্রাপ্তির পরিচায়ক। মহান রাব্বুল আলামীন এই হাউজের পানি যাদের নসীবে রেখেছেন, তারা প্রকৃতই ভাগ্যবান ও সফল হবে।

মানুষের পার্থিব ভালোবাসার কারণ

জেনে রাখ! মানুষ চারিটি উপাদনের দ্বারা গঠিত। এই চারটি উপাদান হলো আগুন, পানি, বাতাস এবং মাটি। এজন্য এই দুনিয়ার ভালোবাসা এবং আকর্ষণে সে সর্বদাই বিভোর থাকে, মত্ত থাকে। এর আকর্ষণ ও মত্ততা হতে তাকে বিরত রাখা বা ফিরিয়ে আনা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সকল নবী এবং রাসূলগণ পার্থিব ভালোবাসার মোহ থেকে মানুষকে বিমুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সকল আসমানী কিতাবেই বস্তুময় জগতের বেড়াজাল ছিন্ন করে চিরস্থায়ী জগতের প্রতি অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবিনশ্বর জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মানব জীবন ও উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে এমন এক নীবিঢ় সম্পর্ক বিদ্যামান, যার একান্ত অনুরাগ নিবেদিত আছে। আগুন তাকে তার জীবনী শক্তির বিকাশে সহায়তা করে এবং বাতাসের হিন্দোর দোলায় আলোড়িত হতে স্বভাবতই সে উন্মুখ হয়ে থাকে। সে এগুলোর সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে কৃতার্থ হতে চায় এবং সুখ ও আনন্দ অনুভব করে। তাই বেঁচে থাকার প্রত্যাশা তার প্রতিটি শিরায়, প্রতিটি অনুকণায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অহরহ। মানুষ বাঁচতে চায় এবং জীবিত থাকতে চায় এবং মৃত্যু ও মানব হত্যাকে ঘৃণা করে। মৃত্যুর পরে কি হবে শুধু সেই ভয়ে মৃত্যুকে ঘৃনা করে না; মৃত্যুর তন্ময়তার ভয়ে মৃত্যুকে ঘৃণা করে না; বরং যদি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা ব্যতীত তার প্রাণ ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং পুণ্য ও শান্তি ব্যতীত তার প্রাণ হরণ করা হয় সে তাতে সন্তুষ্ট হবে না; সে তা' ঘৃণা করবে। মৃত্যুকে সে ভালোবাসবে না। হ্যাঁ, যদি সে পার্থিব জীবনে কষ্ট ভোগ করতে থাকে তখন সে হয়ত মৃত্যু কামনা করতে পারে।

যখন সে বিপদাপদ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সে তখন চায় যে, তা' তার নিকট থেকে চলে যাক। যদি বিপদ না থাকা সে ভালোবাসে সে বিপদ না থাকার দরুন তা' ভালোবাসে না; বরং বিপদ চলে যাওয়াকে সে ভালোবাসে; সুতরাং বিনাশ এবং সত্য ঘৃণার বিষয় এবং জীবন তার নিকট প্রিয়। যেরূপ তার চিরস্থায়ী বেঁচে থাকা প্রিয়। তদ্রূপ পূর্ণতার সাথে বেঁচে থাকাও তার নিকট প্রিয়। কম থাকলে পূর্ণ হয় না। পূর্ণতার তুলনায় কম থাকা না থাকারই অনুরূপ। আবার না থাকার চেয়ে কম থাকা উত্তম; সুতরাং না থাকার অর্থ ধ্বংস না থাকা এবং ধ্বংস পূর্ণতার তুলনায় ঘৃণার্হ। যেরূপ মূল বিষয়েও তা' ঘৃণার্হ। পূর্ণ গুণেরই অধিকারী হওয়া প্রিয়। যেরূপ মূল বিষয় থাকা প্রিয়। এটা আল্লাহর বিধান অনুসারে মানব প্রকৃতির মধ্যে অঙ্কিত। আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই সুতরাং মানুষের প্রাথমিক প্রিয় বস্তু নিজের প্রাণ, তারপর তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা। তারপর তার ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব; সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিকট প্রিয় এবং তার সুস্থতা অন্বেষণের বিষয়। কেননা পূর্ণতার সাথে জীবিত থাকা এবং বহুদিন বেঁচে থাকা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। ধন-সম্পদ বহুদিন বেঁচে থাকার এবং পূর্ণতা লাভ করার উপকরণ বলে তা' প্রিয়। অবশিষ্ট উপকরণগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ।

মানুষ এসব বস্তুকে শুধু তাদের জন্য ভালোবাসে না; বরং এসব বস্তু তার বহুদিন বেঁচে থাকার ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য সাহায্য করে বলে ভালোবাসে। এমনকি তজ্জন্য তার সন্তানকে ভালোবাসে। যদিও সে তার

www.pathagar.com

নিকট থেকে কোন কিছু পায় এবং তার জন্য নানা প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকে। এর কারণ তার মৃত্যুর পর সে এমন একজনকে রেখে যেতে চায় যার দরুন তার বংশ স্থায়ী থাকবে। এটাও তার স্থায়ী থাকার একটি রূপ। সন্তানের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের অনুরূপ বলে সে মনে করে; সুতরাং নিজেকে স্থায়ী রাখবার জন্য তার স্থলবর্তীকে সে ভালোবাসে। সে যেন তারই একটি অংশ। সে বরাবর থাকতে পারবে না বলে তার স্থলবর্তী রাখার এই লোভ থাকে। সত্যবটে যে, যদি তার হত্যা এবং তার সন্তানের হত্যার মধ্যে একটি পছন্দ করতে বলা হতো এবং যদি তার প্রকৃতি মধ্যপন্থার উপর থাকত সে নিজের পুত্রের প্রাণের চেয়ে নিজের প্রাণকে অধিক ভালোবাসত। তার পুত্রের বেঁচে থাকা একদিক দিয়ে তারই বেঁচে থাকার ন্যায়; কিন্তু তবুও তা' তার বেঁচে থাকা নয়। তার আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসাও তদ্রূপ। তার নিজের পূর্ণতার জন্য তাদের প্রতি তার ভালোবাসা প্রত্যাবর্তন করে। কেননা তাদের মারফতে নিজেকে অনেক শক্তিশালী দেখে এবং তাদের পূর্ণতার জন্য নিজেকে সুসজ্জিত দেখে। কেননা আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং বাহ্যিক কারণগুলো মানুসের জন্য পূর্ণ ডানার ন্যায়। পূর্ণ অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়; সুতরাং প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর নিকট প্রথম প্রিয় বস্তু তার জীবন থাকা। তার গুণের পূর্ণতা এবং জীবন স্থায়ী থাকা। এটাই ভালোবাসার প্রথম কারণ।

ভালোবাসার দ্বিতীয় কারণ : যার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায় তাকে মানুষ প্রাণের সাথে ভালোবাসে। কেননা মানুষ উপকারের গোলাম। যে ব্যক্তি উপকার করে তার দিকেই মন আকর্ষিত হয় এবং যে অপকার করে তার প্রতি ঘৃণা হয়। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, হে মাবুদ! কোন পাপীকে আমার উপকার করতে দিয়ো না। কেননা আমার মন তাকে ভালোবাসতে চাইবে। এতে দেখা যায় উপকারীর প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তা' দূর করা যায়না। তা' আপনা আপনিই জন্মায়, বলপূর্বক আনতে হয় না। তা' পরিবর্তন করার উপায় নেই। এজন্যই মানুষ কোন আগন্তুক ব্যক্তিকে ভালোবাসে যার সাথে তার কোন সম্বন্ধ এবং আত্মীয়তা নেই। এটা প্রকৃতভাবে দেখতে গেলে প্রথম কারণের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। পরোপকারী ঐ ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ নিত্যাবশ্যকীয় বস্তু এবং ঐসব বস্তুর দ্বারা সাহায্য করে যা জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী এবং পূর্ণ করে। আর জীবন ধারণের জন্য যে সুখ-সমৃদ্ধি প্রয়োজন তা' অর্জন করে দেয়। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিকট প্রিয়। কেননা তাদেরই সাহায্যে তার জীবন পূর্ণ হয় এবং তা-ই অন্বেষণের বিষয়

www.pathagar.com

কিন্তু পরোপকারী ব্যক্তি পূর্ণ অন্বেষণের বিষয় নয়। সে ঐ চিকিৎসকের ন্যায় একটি কারণে পরিণত হয়। যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যের জন্য একটি কারণ হয়; স্বাস্থ্যকে ভালোবাসা এবং চিকিৎসককে ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য আছে। চিকিৎসক স্বাস্থ্যের কারণ এবং স্বাস্থ্যের কারণে চিকিৎসককে অন্বেষণ করা হয়। চিকিৎসক তার অস্তিত্বের জন্য প্রিয় নয়; বরং সে স্বাস্থ্যের কারণ বলে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বিদ্যা প্রিয় এবং শিক্ষকও প্রিয়; কিন্তু বিদ্যা তার নিজস্ব গুণের জন্য প্রিয় এবং শিক্ষক বিদ্যা অর্জনের কারণ বলে প্রিয়। তদ্রূপ পানাহার প্রিয় এবং অর্থ প্রিয় কিন্তু পানাহার তার নিজস্ব গুণের জন্য প্রিয় আর অর্থ পানাহারের উপকরণ বলে প্রিয়। সুতরাং এ দু' দ্রব্যের মধ্যে ভালোবাসার স্তরের পার্থক্য আছে। অন্যথায় প্রত্যেকেই এই দু' দ্রব্যের মধ্যে নিজের জন্য ভালোবাসা পায়। যে ব্যক্তি পরোপকারীকে তার উপকারের জন্য ভালোবাসে সে তার প্রকৃত জাতকে ভালোবাসে না; বরং তার উপকারকে ভালোবাসে। তা' তার কার্যের মধ্যে একটি কার্য। যদি সেই কার্য অর্থাৎ উপকার চলে যায় তবে ভালোবাসাও চলে যায়; কিন্তু উপকারের লাভ বা অস্তিত্ব থেকে যায়। যদি উপকার হ্রাস পায় তার ভালোবাসাও হ্রাস পায়। যদি তা' বৃদ্ধি পায় তার ভালোবাসারও বৃদ্ধি পায়। মোটকথা তার উপকারের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য তার ভালোবাসারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

ভালোবাসার তৃতীয় কারণ : নিজস্ব গুণের জন্য কোন পদার্থকে ভালোবাসা, তার অস্তিত্বের পিছনে কোন উপকারের জন্য নয়। তার অস্তিত্ব অন্বেষণও ভালোবাসার বিষয়। তা-ই প্রকৃত ভালোবাসা যা স্থায়ী হওয়ার বিশ্বাস করা যায়। তা' সৌন্দর্য ও গুণ ভালোবাসার ন্যায় প্রত্যেক সৌন্দর্যই উপলব্ধিকতার নিকট প্রিয়। তাই সৌন্দর্যই নিজস্ব গুণের জন্যই প্রিয় হয়। কেননা সৌন্দর্য উপলব্ধির মধ্যেই পরম তৃপ্তি আছে। তৃপ্তির জন্যই তৃপ্তি প্রিয়, অন্য জিনিসের জন্য নয়। কখনও ভেবো না যে, সুন্দর আকৃতি কামরিপুকে পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। কেননা কামরিপুর তৃপ্তি অন্য একটি আনন্দ। সুন্দর আকৃতিকে তার নিজস্ব গুণের জন্যই ভালোবাসা হয়। সুন্দর দৃশ্যও আনন্দদায়ক এবং সুমধুর। আর তজ্জন্যই তা' প্রিয়। এটা কিরূপে অস্বীকার করা যায়? সবুজ বর্ণ দুর্বাক্ষেত্র ও স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বিনী প্রিয়। তার পানি পানযোগ্য তজ্জন্য নয় বা তা' থেকে কোন আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়; বরং এর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখেই আনন্দ হয়। হুযুরে পাক (সাঃ) শ্যামল তরু-লতা, প্রবাহিতা স্রোতস্বিনী সুন্দর ও সুস্থ আকৃতি অবলোকন করে আনন্দ লাভ করতেন। প্রস্ফুটিত ফুল-সুন্দর কারুকার্য খচিত ও রং-

www.pathagar.com

বেরঙের পক্ষি এবং সুন্দর আকৃতি ও গঠনবিশিষ্ট লোক দেখে তৃপ্তিলাভ করতেন। এমন কি এসব সুন্দর বস্তু দর্শন করে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, শোক-দুঃখ অনেকটাই লাগব হয়। এই দর্শনের পশ্চাতে কোন সম্ভোগের উদ্দেশ্য নেই; সৌন্দর্যের গুনের জন্যই ঐ আনন্দ হয়ে থাকে। এসব তৃপ্তিদায়ক চক্ষু তৃপ্তির কারণ এবং প্রত্যেক তৃপ্তিদায়ক বস্তুই প্রিয়। সৌন্দর্য যে স্বাভাবিকভাবেই তৃপ্তিদায়ক তা' কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যদি নিশ্চিতরূপে মনে করা হয় যে, আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর তবে নিশ্চয়ই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় হওয়া একান্ত অপরিহার্য ব্যাপার। ভালোবাসার দু'টি রূপ আছে। হাকিকী অর্থাৎ আসল ও মুল ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই নির্ধারিত। দ্বিতীয় হচ্ছে মাজাজী বা প্রতীকী ভালোবাসা। এই ভালোবাসা সৃষ্টি জগতের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের মধ্যে প্রথমে মাজাজী ভালোবাসা আপন আস্তানা গাড়তে যত্নবান হয়। আর সেই মাজাজী ভালোবাসাই শেষ পর্যন্ত তাকে হাকিকী ভালোবাসার দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয় এবং প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সেতু বন্ধন রচনা করে দেয়। যা কোন দিনই ছিন্ন হয় না বা ছিন্ন হবার নয়। উত্তরোত্তর তার বৃদ্ধিই ঘটতে থাকে প্রতিনিয়ত। সময়, কাল ও মহাকালের অস্থির আবর্তন, তার যাত্রা পথকে কখনো কণ্টকাকীর্ণ করতে সক্ষম হয় না।

উপকারী উপদেশ

জেনে রাখ! উপকারী উপদেশ মানবজীবনে চাঁদের কিরণের ন্যায় কোমল ও প্রাণস্পর্শী। শীতের প্রবল বাত্যার তাড়নায় জীবনের মুকুলসমূহ যখন নিষ্প্রভ, ম্রিয়মাণ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তখন উপকারী নসীহতের স্নিগ্ধ বসন্ত প্রবাহে ফিরে আসে নব জীবনের মধুর কোলাহল। প্রাণস্পন্দনের দিগন্ত ছোয়া আনন্দ হিল্লোল। এই মুহূর্তেও তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে, তুমি যদি বিচারের কাঠগড়ায় অপরাধী সাব্যস্ত হও তাহলে জ্বলন্ত আগুনের লোলিহান শিখার ছোবল হতে তুমি কখনো নিস্তার লাভ করতে পারবে না। আগুনের তীব্র দহনে তোমার দেহের চামড়া গলিত তামার ন্যায় তরল হয়ে খসে পড়বে। কিন্তু যখনই দেহের চর্ম খসে পড়বে অন্য চর্ম এনে লাগিয়ে দেয়া হবে। তাদের অস্থিতে তখন মাংস থাকবে না। এ সময় দোযখের শাস্তি অসহ্য হওয়ায় তারা তাদের মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু কোন কিছুতেই তাদের মৃত্যু হবে না।

www.pathagar.com

ওহে! যদি তুমি তাদেরকে দেখতে পেতে, চিন্তা কর, তাহলে তোমার অবস্থা কেমন হতো? তাদের মুখমণ্ডল জ্বলে-পুড়ে অঙ্গারের ন্যায় হয়ে যাবে, তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যাবে, পৃষ্ঠদেশ কুব্জ হয়ে যাবে, অস্থিসমূহ ভেঙ্গে যাবে। চর্ম, মাংস খণ্ডিত, স্খলিত ও বিগলিত হয়ে যাবে। তদুপরি তাদেরকে লৌহদণ্ডের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নেয়া হবে। অগ্নির লেলিহান শিখা তাদের দেহাভ্যন্তরে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করবে। এরই মধ্যে আবার দোযখের ভীষণ বিষাক্ত সর্প ও বিচ্ছু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ দংশন করতে থাকবে। দোযখের শাস্তির বিষয় এটুকুই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

তুমি বর্ণিত অবস্থাগুলোর বিষয় চিন্তা করার পর দোযখের উপত্যকার বিষয় চিন্তা কর। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, দোযখের মধ্যে সত্তর হাজার উপত্যকা রয়েছে। তার প্রত্যেকটি উপত্যকায় সত্তর হাজার সর্প এবং বিচ্ছু আছে। কাফির ও মুনাফিকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এদেরকে রাখা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! 'জুব্বল হুযন' কি? তিনি বললেন, 'জুব্বল হুযন' দোযখের একটি উপত্যকা। খোদ দোযখ সত্তরবার তা' থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা তা' রিয়াকার অর্থাৎ লোক-প্রদর্শনকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটাই দোযখের মধ্যে ভয়ংকর স্থান। দোযখে মানুষের স্থান তার দুনিয়ার খাহেশ এবং কাজ-কর্মের পরিমাণ ও অবস্থানুসারে হবে। দোযখগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ জাহান্নাম, তারপর সাক্বার, তারপর জাহি, তারপর হুতামা, তারপর সাঈর, তারপর জাহীম তারপর হাবিয়াহ। হাবিয়াহ সবগুলো দোযখের নিম্নস্থলে অবস্থিত। এখন লক্ষ্য কর, হাবিয়াহ দোযখের গভীরতা কত অধিক? দোযখের গভীরতা মানুষের পার্থিব খাহেশের আধিক্যের পরিমাণ অনুসারে হবে, যেরূপ দুনিয়ার খাহেশের সীমা নেই, তদ্রুপ হাবিয়াহ দোযখের গভীরতারও সীমা নেই।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, একদা আমরা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ আমরা সবাই একটা ভীষণ শব্দ শুনতে পেলাম। হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, তোমরা কি জান এ শব্দটা কিসের? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয় উত্তম অবগত। তিনি বললেন, এ একটি প্রস্তর পতনের শব্দ। দোযখের উপরিভাগ থেকে সত্তর বছর ধরে নিম্নে পতিত হতে হতে সর্বনিম্নস্থলে এই মাত্র প্রস্তরটি গিয়ে পৌঁছল এবং তাতে এই শব্দ হল। এখন তুমি এর দ্বারা দোযখের গভীরতা

www.pathagar.com

সম্বন্ধে ধারণা করতে পার। অতঃপর তুমি দোযখের স্তরের তারতম্য সম্পর্কিত চিন্তা কর। দুনিয়ায় যেরূপ মানুষের পুণ্য ও পাপের অবস্থার তারতম্য থাকে, পারলৌকিক পুরস্কার এবং শাস্তির অবস্থায় মধ্যেও তদ্রূপ তারতম্য হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার উপর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচার করেন না; সুতরাং দোযখীদের প্রত্যেকেরই একইরূপ শাস্তি হবে না; বরং প্রত্যেকেরই পাপ ও দোযখের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি হবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, পরকালে যে দোযখীর সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি হবে তারও দুটো অগ্নির পাদুকা থাকবে। ঐ পাদুকা তাকে জবরদস্তি পরিয়ে দেয়া হবে। তার উত্তাপে ঐ ব্যক্তির মস্তক টগবগ করতে থাকবে। এখন চিন্তা কর, সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির যদি এই অবস্থা হয়, তবে সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কি অবস্থা হতে পারে? তুমি দোযখের এই শাস্তির বর্ণনা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। হে উদাসীন ব্যক্তি! যদি তুমি দোযখের শাস্তিকে সামান্য বস্তু মনে কর, তাহলে অগ্নির মধ্যে একটি অঙ্গুলি স্থাপন কর। তারপর ধারণা কর যে, দোযখের শাস্তি কিরূপ? তারপর মনে রেখ, দুনিয়ার অগ্নির তুলনা হয় না। দুনিয়ার মধ্যে দেহের জন্য সর্বাপেক্ষা শাস্তির বস্ত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি; তা-ই দোযখের শাস্তি বুঝাতে গিয়ে অগ্নির কথা বলা হয়ে থাকে। অবশ্য দোযখে বিশেষ শাস্তি অগ্নির দ্বারাই দেয়া হবে, কিন্তু সে অগ্নি দুনিয়ার অগ্নি নয়; বরং দোযখের অগ্নির সামনে দুনিয়ার অগ্নি উপস্থিত করা হলে তা' ভয়ে অস্থির হয়ে পালিয়ে যাবে। হাদীস শরীফে আছে যে, দোযখের অগ্নিকে রহমতের পানি দ্বারা সত্তর বার ধৌত করার পর তা' দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। তারপর সেই অগ্নির যে অবস্থা হয়েছে দুনিয়ার অগ্নি সেই অবস্থারই নামান্তর, যা' এখন দুনিয়াবাসীর জন্য বিভিন্ন কার্যে ব্যবহারোপযোগী হয়েছে।

হুযুরে পাক (সাঃ) দোযখের অগ্নি সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা' হল এক সময় আল্লাহ তায়ালা দোযখের অগ্নিকে একাধারে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হতে আদেশ করলেন। এভাবে তা' প্রজ্জ্বলিত হয়ে অগ্নি লোহিত বর্ণ ধারণ করল। তারপর তার প্রতি আর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত হওয়ার নির্দেশ হল। সেই নির্দেশ পালন করে অগ্নি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল। তারপর অগ্নির প্রতি পুনরায় একইরূপ নির্দেশ হল। অগ্নি পুনরায় এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয়ে এবার সে কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করল। তখন দোযখের অগ্নি সেই অন্ধকারকপূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ অবস্থায়ই আছে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, একবার দোযখের অগ্নি আল্লাহর নিকট অভিযোগ করলো যে, হে প্রভু! আমার কিছু অংশ অন্য অংশকে ভক্ষণ

www.pathagar.com

করেছে, তখন আল্লাহ তাকে দুটো নিশ্বাসের আদেশ দিলেন। তার একটি নিশ্বাস শীতকালে এবং আর একটি নিশ্বাস গ্রীষ্মকালে। যার ফলে গ্রীষ্মকালে এত বেশি তাপ হয় এবং শীতকালে এত বেশি শীত হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কাফিরদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ভোগে লিপ্ত ছিল, তাদের ডেকে বলা হবে, দোযখের অগ্নিতে ঐগুলি ডুবিয়ে দাও। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি সুখ-সম্পদ কখনও দেখেছ? তখন সে বলবে যে, না দেখিনি। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ছিল, তাকে ডেকে এনে বলা হবে, তোমার সেই কাজগুলো দোযখের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি কি কখনও অনিষ্ট দেখেছ? সে বলবে, না দেখিনি। হযরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যদি দুনিয়ায় লক্ষাধিকও লোক থাকে এবং তারপর একজন দোযখবাসী একটি নিশ্বাস ত্যাগ করে, তবে তারা প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করবে। কোন আলিম বলেছেন, আল্লাহর এই আয়াতের অর্থ "তাদের মুখমণ্ডলকে দোযখের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবে" একবারই দোযখের অগ্নি স্পর্শ করলে তাতে তার অস্থির উপর এমন মাংষ থাকবে না, যা' তার পশ্চাতে ফেলে না দেবে। এরপর তুমি পুঁজের গন্ধের বিষয় চিন্তা কর। তা' তাদের শরীর থেকে প্রবাহিত হয়ে তাদেরকে নিমজ্জিত করে ফেলবে। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যদি জাহান্নামের এক বালতি পুঁতি গন্ধময় পুঁজ এই দুনিয়ায় ফেলে দেয়া হয়, তবে দুনিয়ার সব কিছুই পুঁতি গন্ধময় হয়ে যাবে। আর এই পুঁজই হবে দোযখীদের পানীয়। যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা পানীয়ের জন্য চিৎকার করতে থাকবে, তখন তাদেরকে এই পুঁজ পান করতে দেয়া হবে। আবার কখনও বা তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে উত্তপ্ত গলিত সীসার ন্যায় পানীয় পান করতে দেয়া হবে। এ পানীয় মুখে দেয়া মাত্র তাদের মুখ জ্বালিয়ে দেবে।

দোযখীদের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য কর। যাক্কুম হবে দোযখের প্রধান খাদ্য। যেরূপ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল! তারপর তোমাদেরকে যাক্কুম বৃক্ষের ফল, ভক্ষণ করতে দেয়া হবে। তার কাঁদি শয়তানের মস্তকের ন্যায়। দোযখীরা তা' ভক্ষণ করবে। তাতে তাদের উদর পূর্ণ হবে। তাদেরকে উত্তপ্ত পানীয় পান করতে দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তা একটি বৃক্ষ। যা' জাহান্নামের মূল থেকে বের হবে, যে, তার কাঁদি শয়তানের মস্তক। তা' থেকে তারা ভক্ষণ করবে এবং তাদের উদর পূর্ণ হবে। তারপর তাদের উপর উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে। তারপর তাদেরকে জাহীম নামক দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

www.pathagar.com

উত্তপ্ত অগ্নি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে এবং অগ্নির পিয়ালায় তা পান করতে দেয়া হবে। আল্লাহ বলেছেন, আমার নিকট শৃঙ্খল এবং জাহীম আছে এবং কণ্ঠরোধকারী খাদ্য এবং কঠিন শাস্তি আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরশাদ করেছেন, যদি যাক্কুমের এক বিন্দু এই দুনিয়ার সাগরে পতিত হতো, তবে দুনিয়াবাসীর জীবন ধারণ দুর্বিষহ হয়ে পড়ত। এখন চিন্তা কর, যাদের খাদ্য সেই যাক্কুম হবে, তাদের অবস্থা কিরূপ হবে?

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ যা' ভালোবাসেন, তা-ই ভালোবাসবে। আল্লাহ তায়ালা যে শাস্তি ও বিপদ এবং জাহান্নামের কথা বলে ভয় দেখিয়েছেন, তার প্রতি সতর্ক হবে এবং তা' ভয় করবে। বেহেশতের বিন্দুমাত্র সুখও যদি তোমার এ দুনিয়ায় ভোগ করতে তাহলে তোমাদের সারাজীবন সুখময় হয়ে যেত এবং দোযখের এক বিন্দু শাস্তিও যদি তোমরা এ দুনিয়ায় ভোগ করতে, তাহলে তোমাদের সমগ্র পার্থিব জীবনই দুর্বিষহ হয়ে যেত। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, দোযখবাসীকে ক্ষুদা দেয়া হবে। তারা খাদ্য চাইলে তাদেরকে বিষ কণ্টক খাদ্য দেয়া হবে। তা' তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না। উদরে শান্তি আনবে না; বরং উদের মধ্যে প্রবল অশান্তি ও জ্বালার সৃষ্টি করবে। তখন তারা আবার খাদ্য চাইবে। কিন্তু এবার তাদেরকে গ্রীবা আবদ্ধকারী খাদ্য দেয়া হবে। তখন তারা দুনিয়ার পানীয় দ্রব্য চাইবে। কিন্তু এবার তাদের সামনে উত্তপ্ত পানি ধরা হবে, যখন তা' তাদের মুখ দগ্ধ করে ফেলবে, যখন তা' উদরে যাবে, উদরের তন্ত্রীসমূহ কর্তিত হয়ে যাবে। তখন তারা দোযখের দারোগাকে ডেকে বলবে, ওহে! তোমাদের প্রভুকে অন্ততঃ একটি দিনের জন্য আমাদের শাস্তি লাঘব করতে বল। দারোগা বলবে তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূল আসেনি? তারা বলবে, হাঁ এসেছিল। তখন দারোগা বলবে, তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেরাই প্রার্থনা কর। তখন দোযখবাসীরা প্রার্থনা করবে; কিন্তু কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তখন দোযখী ফিরেশতা মালেককে ডেকে বলবে, ওহে মালেক! তোমার প্রভু আমাদের সম্বন্ধে তোমাকে বিচার করতে বলেছেন। তখন সে বলবে, তোমরা এই দোযখেই কাল কাটাবে।

হযরত আ'মাশ (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, তুমি জেনে রাখ, তাদের প্রার্থনা এবং তাদের প্রভুর উত্তরের মধ্যবর্তী সময় এক হাজার বছরের দূরত্ব হবে। ফিরেশতাগণ বলবে, তোমাদের

www.pathagar.com

প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর। তোমাদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই কষ্ট আমাদেরকে পরাভূত করে ফেলেছে। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করে নাও। যদি আমরা আবার ফিরে আসি নিশ্চয়ই আমরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসব। আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের একথা সত্য নয়, তোমরা দোযখ থেকে বের হয়ে দুনিয়ায় গিয়ে আবার ফিরে আসলেও অত্যাচারী হবে। এই কথা বলে তিনি ফিরেশতাদেরকে বলবেন, তোমরা এদেরকে যথোচিত অভ্যর্থনা কর। আর এদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলবেন, তোমরা এখানেই অপদস্থ হয়ে থাক। আর কোন কথা বলো না। তার প্রভুর মুখে এরূপ কথা শুনে সে কোনরূপ মঙ্গলের আশা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হবে এবং তাদের সেই নৈরাশ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ বলেন, উত্তপ্ত সলিল তাদের পান করানো হবে। সে তা' গলাধঃকরণ করবে। যদিও তার মন চাইবে না। তিনি বলেছেন, উত্তপ্ত পানি তার নিকট উপস্থিত করা হবে কিন্তু সে তা' পছন্দ করবে না। যখন তা' তার নিকট উপস্থিত করা হবে এবং তার মুখে ঢেলে দেয়া হবে, তার মুখ জ্বলে-পুড়ে যাবে এবং উত্তপ্ত পানির তাপে তার মস্তকের মগজ বিগলিত হয়ে পড়ে যাবে। তার উদরের তন্ত্রীসহ্ কর্তিত হয়ে যাবে এবং তা' তার মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তাদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে। তা' তাদের পাকস্থলি কর্তন করে ফেলবে। আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন, যদি তারা পানি পান করতে চায়, তারা তাম্র গলানো উত্তপ্ত পানির ন্যায় পানি পাবে। তাতে তাদের মুখ জ্বলে-পুড়ে ভস্মিভূত হবে। এখন তুমি জাহান্নামের সর্প, বিচ্ছু এবং তাদের বিষ দংশন ও তাদের শারীরিক আকৃতির বিষয় লক্ষ্য কর। এগুলো দোযখবাসীর চির সহচর রূপে সর্বদাই নিকটে থাকবে। দোযখবাসীরা এক মুহূর্তও তাদের দংশন থেকে অব্যাহতি পাবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং যে তার যাকাত আদায় করেনি, রোজ কিয়ামতে সেই ধন-সম্পদ সর্পে পরিণত হবে। ঐ সর্পের চোখ দুটোতে কৃষ্ণ দাগ থাকবে। রোজ কিয়ামতে তা' তাদের গ্রীবাদেশ জড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় সর্প তাদেরকে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার গুপ্তধন। এই পর্যন্ত বলে হুযুরে পাক (সাঃ) অত্র আয়াত পাঠ করলেন,

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তায়ালা যাদেরকে তাঁর ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তারা তাদের কৃপণতা করলে ভেব না যে, তাতে তাদের মঙ্গল হবে; বরং তা' তাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে। রোজ কিয়ামতে তাদের সঞ্চয়কৃত ধন-সম্পদ গ্রীবাদেশে সংযুক্ত করে দেয়া হবে।" হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, দোযখে বিরাট উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় সুবৃহৎ বহু সর্প রয়েছে। তা' একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়া স্থায়ী থাকবে। তাছাড়া দোযখে বহু বড় বড় বিচ্ছু আছে। তা' এত মারাত্মক যে, একবার দংশন করলে সর্পবিষের ন্যায় তার বিষের ক্রিয়াও চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এসব সর্প ও বিচ্ছু ঐসব লোককে দংশন করতে থাকবে যারা দুনিয়ায় কৃপণতা করেছে। মানুষের সাথে অসৎ ব্যবহার করেছে এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। যারা দুনিয়ায় এসব কাজ থেকে বিরত থাকে তারা দোযখের ঐসব সর্প ও বিচ্ছু থেকে রক্ষা পাবে।

এখন তুমি দোযখবাসীর শরীরের দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা সম্বন্ধে লক্ষ্য কর। আল্লাহ এদের প্রত্যেকের শরীরের দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন। যাতে করে তাদের শাস্তি বৃদ্ধি পায় এবং দোযখের লেলিহান অগ্নিশিখা এবং সর্প ও বিচ্ছুর দংশন জ্বালা দোযখবাসী বেশি করে অনুভব করতে পারে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, দোযখে কাফিরের সম্মুখের দন্ত ওহোদ পর্বতের ন্যায় বৃহৎ হবে এবং তার চর্মের ঘনত্ব বা পুরুত্ব তিন দিনের পথের সমান হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, তার মুখের উচ্চ অধর তার উচ্চ বক্ষের উপর পড়ে থাকবে। অধরযুগল তার মুখকে আবৃত করে রাখবে। হুযুরে পাক (সাঃ) আরও বলেছেন, সিজ্জীনের মধ্যে কাফির ব্যক্তি তার রসনা টানতে থাকবে। অন্যান্য দোযখবাসী বিশালাকৃতি বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ঐ রসনার উপর দিয়ে গমনাগমন করবে। দোযখের অগ্নি বিশালাকৃতি দোযখবাসীকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একাকার করে দেবে। তাদের চর্ম ও মাংস অগ্নি দহনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সাথে সাথে আবার তাকে নতুন চর্ম ও মাংস এনে দেয়া হবে। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) আল্লাহ তায়ালার এই আয়াত, "যখন তাদের চর্ম নষ্ট হবে, তাদেরকে আমি অন্য চর্ম দেব" পাঠ করে বলেন, অগ্নি ঐ চর্মকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার ভক্ষণ করবে। যখনই ভক্ষণ করবে তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা ফিরে যাও। তার ফিরে যাওয়া মাত্রই দোযখবাসী আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পাবে।

www.pathagar.com

এখন তুমি দোযখবাসীদের আর্তনাদ, আর্ত-চিৎকার, ক্রন্দন, বিলাপ এবং হা-হুতাশের বিষয় চিন্তা কর। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, সেদিন জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরেশতা থাকবে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, ক্রন্দন হবে প্রত্যেক দোযখবাসীর জন্য অপরিহার্য। তারা কেবলই ক্রন্দন করতে থাকবে। ক্রন্দন করতে করতে চক্ষু থেকে তাদের অশ্রুর বদলে রক্ত ঝরতে থাকবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, দোযখবাসীর পাঁচটি প্রার্থনা থাকবে; আল্লাহ্ তায়ালা তন্মধ্যে চারটি প্রার্থনার উত্তর দেবেন। পঞ্চম প্রার্থনা করার পর তারা আর কোন কথা বলতে পারবে না। তারা তাদের প্রভুর নিকট বলবে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুবার মৃতু দিয়েছ এবং দু'বার জীবন দান করেছ। এখন আমরা আমাদের পাপ ও অন্যায় চিনতে পেরেছি। আমাদের এখান থেকে বের হবার কি কোন পথ আছে? আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন– অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের কথার উত্তর দিচ্ছি। এর কারণ এই যে, দুনিয়ায় কেউ যখন আল্লাহ্ তায়ালাকে ডাকত, এরা তা' অস্বীকার ও অপছন্দ করত। আর যখন কেউ আল্লাহর সাথে শরীকদার স্থাপন করত এরা তা' স্বীকার করত ও পছন্দ করত; সুতরাং মহান আল্লাহ্ তায়ালার বিধান এরূপ। তারপর তারা তাদের প্রভুকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে এ কঠিন দোযখ থেকে বের করে নাও। এরপর আমরা নিশ্চয়ই সৎকাজ করব । যা' আমরা পূর্বে করেছি তা' আর কখনও করব না। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বলবে, তোমরা কি তার পূর্বেও আমার সাথে এরূপ প্রতিজ্ঞা করনি? এখন আমি তোমাদের কোন কথাই শুনতে চাই না। কিন্তু তারপরও দোযখবাসীরা তাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করবে, হে প্রভু! অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করে নাও। সত্যিই আমরা এবার সৎকাজ করব। পূর্বে আমরা যা' করেছি এবার আমার তা' নিশ্চয় করব না। তখন আল্লাহ্ তাদের এই প্রার্থনার উত্তরে বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তোমরা আমাকে স্মরণ করতে পারতে। তোমাদের নিকট আমি সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা সেদিকে লক্ষ্যই করনি। অতএব এখন তোমরা দোযখের কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। তারপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের উপর প্রবল আকার ধারণ করেছে। অবশ্যই আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। এখন আমরা আমাদের সেই ভুল বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার অনুগ্রহবশতঃ

www.pathagar.com

আমাদেরকে এ দোযখ থেকে বের করে নাও। যদি আমরা আবার অসৎ কার্য করি, নিশ্চয়ই তখন আমরা অত্যাচারীরূপে প্রতিপন্ন হব। তখন আল্লাহ তাদেরকে জবাব দেবেন, তোমরা এখন কোন কথাই বলো না; বরং অপদস্থরূপে এই দোযখে বসবাস কর। এরপর দোযখীরা আর কোন কথাই বলতে পারবে না। এই কথা বলতে না পারাই হবে তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) আল্লাহর এই আয়াত সম্বন্ধে বলেছেন, (আমরা অস্থির চিত্তেরই হই বা ধৈর্য ধারণ করি, আমাদের কোন মুক্তি নেই) তারা একশো বছর পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেছিল। তারপর তারা একশো বছর পর্যন্ত অস্থিরচিত্ত ছিল। তারপর একশো বছর পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেছিল। তারপর তারা বলল, আমরা অস্থিরচিত্ত হই বা ধৈর্য ধরি তা' আমাদের নিকট একই সমান। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, রোজ কিয়ামতে মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে। তা' যেন শ্বেত বর্ণের মেঘ বিশিষ্ট। মৃত্যুকে উপস্থিত করে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে জবাই করা হবে তারপর বলা হবে, হে বেহেশতবাসীগণ! এখানে তোমাদের মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী বসবাস। অতঃপর দোযখবাসীদেরকেও লক্ষ্য করে বলা হবে; হে দোযখবাসীগণ! এখানে তোমাদের মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী বসবাস।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, দোযখ থেকে এক হাজার বছর পর এক ব্যক্তি বের হবে, আমি যদি সেই ব্যক্ত হতাম! (তবু তো আমার সৌভাগ্য বলা যেত) একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-কে গৃহের কোনায় বসে রোদন করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি রোদন করছেন কেন? তিনি বললেন, আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয় নাকি এবং তারপর আল্লাহ আমার প্রতি আর লক্ষ্য করেন কি না সেই চিন্তায় রোদন করছি।

আমি এতক্ষণ যা' বর্ণনা করলাম, জাহান্নাম ও তার শাস্তি সম্পর্কিত এটা হল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এর বিশদ বর্ণনার কোন শেষ নেই। মোটকথা জানান্নামীদের শাস্তি বড়ই ভয়ংকর ও ভয়াবহ হবে। তদুপরি তাদের প্রতি আরও শাস্তি এই যে, তারা আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হবে, বেহেশতের সুখ থেকে বঞ্চিত হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি না পাওয়াজনিত আক্ষেপ করতে হবে, নৈরাশ্যজনিত অনলে দগ্ধিভূত হতে হবে। তাদের তখন এ জ্ঞান থাকবে যে, তারা সামান্য অর্থ-সম্পদ ও সুখ-সম্ভোগের বিনিময়ে এই স্থায়ী এবং অনন্তকালীন সুখ বিক্রয় করে দিয়েছিল। তাও নিষ্কণ্টক ছিল না; বরং কণ্টক ও বিপদাপদে পরিপূর্ণ ছিল। তারা তাদের মনে মনে বলবে, হায়

www.pathagar.com

আক্ষেপ! আমরা আমাদের প্রভুকে অমান্য করে আমাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছি, আমরা কেন ও কিরূপে কয়টি দিন ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না? সে অল্প কয়েকটি দিন নিঃশেষ হয়ে যেত এবং এখন আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে সুখে থাকতাম। এসব লোকের জন্য আক্ষেপ। তারা যা' হারিয়েছে এবং সে বিপদে পড়েছে। পার্থিব সম্পদের কিছুই এখন তাদের নিকট নেই। যদি তারা বেহেশতের সুখ না দেখত, তাদের আক্ষেপ তত বড় হতো না, কিন্তু তবুও তা' তাদের নিকট বড় আকারে উপস্থিত হবে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, রোজ কিয়ামতে বেহেশতের কিছু সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে আনা হবে। যখন তারা বেহেশতের নিকটবর্তী হবে এবং বেহেশতের সুঘ্রাণ উপভোগ করতে থাকবে, তার প্রসাদসমূহ এবং বেহেশতবাসীদের জন্য যে সুখের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা' তাদের দৃষ্টিপথে পতিত হবে, তাদেরকে বলা হবে, এখান থেকে ফিরে যাও, এতে তোমাদের কোন অংশ নেই। তখন তারা হতাশ হয়ে মনোকষ্টে চলে যাবে। পূর্বাপর কেউ-ই এরূপ হতাশ হয়ে ফিরে যাবে না। তারা বলবে, হে প্রভু! তোমার পুরস্কার দেখার পূর্বে এবং তুমি তোমার বন্ধুগণের জন্য যে সুখ প্রস্তুত করেছ, তা দেখার পূর্বে যদি তুমি আমাদেরকে দোযখে ফিরিয়ে দিতে তা' আমাদের পক্ষে সহজ হতো। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এটাই তোমাদর সম্বন্ধে আমি ইচ্ছা করেছিলাম, কেননা তোমরা যখন দুনিয়ায় নির্জনে ছিলে, তোমরা আমার সম্মুখে বড় বড় পাপ করেছিলে, যখন লোকদের সংসর্গে থাকতে তাদের সাথে নির্দোষভাবে সাক্ষাত করতে, আমার জন্য তোমাদের মনে যা' ইচ্ছা না করতে, তার বিপরীতে লোকদের প্রদর্শনের জন্য তা' করতে। তোমরা মানুষকে ভয় করেছ; কিন্তু আমাকে সম্মান করনি। তোমরা লোকদের সন্তুষ্টির জন্য কর্তব্য ত্যাগ করেছ। কিন্তু আমার সন্তুষ্টির জন্য পাপ ত্যাগ করনি। আজ আমি তোমাদেরকে ভীষণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব এবং তোমাদেরকে স্থায়ী পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করব।

হযরত আহমদ ইবনে হারব বলেছেন, আমরা রোদের মধ্যে ছায়াকে পছন্দ করি, কিন্তু অগ্নির মধ্যে উদ্যানকে পছন্দ করি না। কারণ, অগ্নি যদি উদ্যানকে গ্রাস করে তাহলে আমাদেরও নিস্তার মিলবে না। আমরাও অগ্নিদগ্ধ হতে বাধ্য হব। দেখা যায়, তুমি উপকারীকে তার নিজস্ব গুণের জন্য ভালোবেসে থাক যদিও তার উপকার তোমার নিকট পৌঁছেনি। এটাও মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস। যদি তুমি কোন দরবেশের বাদশাহর কথা শ্রবণ কর যে, সে ধার্মিক, সুবিচারক, জ্ঞানী, মানুষের উপর দয়ালু,

www.pathagar.com

দয়ার্দ্রচিত্ত, সর্বসাধারণের সাথে ব্যবহারে উত্তম, তবে তাকে তুমি ভালোবাস। যদি তুমি শ্রবণ কর যে, বহু দূরদেশে অবস্থিত অন্য একজন বাদশাহ অত্যাচারী, অহংকারী, পাপাচারী, সর্বদা মন্দ কার্যে রত, তখন তাকে তুমি ভালোবাস না। তখন এ দু'জন বাদশাহর বিষয় তোমার মনে তারতম্য সৃষ্টি হবে। প্রথমোক্ত বাদশাহর প্রতি তোমার মনে একটি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার উদয় হবে। এই বিতৃষ্ণার অপর নামই ঘৃণা। প্রথমোক্ত বাদশাহর নিকট থেকে তোমার উপকার পাওয়া এবং দ্বিতীয় বাদশাহর নিকট থেকে তোমার অপকার পাওয়ার সাথে এখানে ভালোবাসা ও ঘৃণার কোন প্রশ্ন নেই। এই ভালোবাসার অর্থ দয়ালূ ও উপকারী লোককে ভালোবাসা এবং ঘৃণার অর্থ অত্যাচারী ও নির্দয় লোককে খারাপ জানা, তোমার প্রতি তাদের উপকার বা অপকারের জন্য তাদেরকে ভালেবাসা বা ঘৃণা করা নয়। এই কারণেই এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার আবশ্যক হয়।

উপরোক্ত বর্ণনার মর্মে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মূলতঃ ভালোবাসা যায় না। তবে যার সাথে কোন কারণের সম্পর্ক থাকরে তাকে ভালোবাসা যায়। আল্লাহ তায়ালা সবারই উপকারকর্তা এবং সৃষ্টিসমূহের উপর করুণাশীল। তিনিই প্রথমতঃ তাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণতা দিয়েছেন এবং যা কিছু তাদের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় তা' দান করেছেন। তৃতীয়ত : তিনি তাদের প্রয়োজন অনুসারে সমগ্র দ্রব্যাদি সৃষ্টি করে তাদের জন্য তা' রেখে দিয়েছেন। চতুর্থতঃ তিনি তাদেরকে সৌন্দর্য দান করেছেন। অবশ্য এই সৌন্দর্য আবশ্যকীয় বস্তুসমূহের অন্তর্গত নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে আবশ্যকীয় বস্তুর অর্থ মস্তক, হৃদয়, যকৃত এবং তদসম্পর্কিত আবশ্যকীয় বস্তু অর্থ চক্ষু, হস্ত পদ। সৌন্দর্যের অর্থ চক্ষুর ভ্রূযুগলের বক্রতা, অধরোষ্ঠের রক্তিমাভ বর্ণ, খঞ্জন নিন্দিত চক্ষু তথা আয়ত লোচন এবং বদনমণ্ডলের লাবণ্য ইত্যাদি। উল্লিখিত সৌন্দর্য বিলুপ্ত হলে আবশ্যকীয় বস্তুগুলো অবশিষ্ট থাকে। যেসব আবশ্যকীয় সম্পদ মানুষের শরীর রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় তা' খাদ্য ও পানীয় এবং যা সাধারণ আবশ্যকীয় তা' ওষুধ, ফল-ফলাদি ও মাছ-মাংস ইত্যাদি। যে সব দ্রব্য অতিরিক্ত তা' শাক-সব্জি ও তৃণ-লতার অপূর্ব বর্ণ। ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য, ফল-ফলাদি ও খাদ্য-দ্রব্যের স্বাদ ইত্যাদি। এগুলো না থাকলেও আবশ্যকীয় দ্রব্য চলে যায় না। এই তিনটি শ্রেণী প্রত্যেক প্রাণীর জন্য এবং প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য আবশ্যক; বরং উচ্চতম আরশ থেকে অতল তল পর্যন্ত প্রত্যেক প্রকার বস্তুর জন্যই এগুলোর প্রয়োজন

www.pathagar.com

রয়েছে। আর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এই প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে অনুভূত হয় যে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র উপকারকর্তা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপকারকর্তা নয়। অন্য কেউ যদি কোনরূপ উপকার করে তবে তা' আল্লাহর শক্তিরই বিকাশ মাত্র। কেননা তিনিই উপকারের সৃষ্টিকর্তা এবং উপকারের উপকরণগুলোর সৃষ্টিকর্তা। একারণেই আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভালোবাসা অজ্ঞতা মাত্র। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে সে আল্লাহ ব্যতীত মধ্যবর্তী কোন কারণকে ভালোবাসে না।

মূলতঃ এটা হল সৌন্দর্যের জন্যই জিনিসকে ভালোবাসা। সৌন্দর্য ব্যতীত অন্য কোন উপকারের জন্য তাকে ভালোবাসা হয় না। আমরা বর্ণনা করেছি যে, সৌন্দর্য প্রকৃতির মধ্যে অঙ্কিত। সৌন্দর্য দু'ভাগে বিভক্ত। যথা : বাহ্যিক আকৃতির সৌন্দর্য। বা বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখা যায় এবং আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য যা অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা দৃষ্টিগোচার হয়। প্রথম প্রকার সৌন্দর্য সাধারণ লোক এমনকি বালক-বালিকা এবং নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীগণও দেখতে পায়। আর দ্বিতীয় প্রকার সৌন্দর্য তত্ত্বাভিজ্ঞ লোকগণই শুধু দেখে থাকেন। যারা শুধু পার্থিক জীবনের বাহ্যিক বস্তুগুলোই দেখে থাকে তাদের এতে কোন দখল নেই। যে ব্যক্তি সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার জন্য প্রত্যেক সুন্দর জিনিসই প্রিয়। যদি হৃদয় দ্বারা সৌন্দর্য উপলব্ধি করা হয় সেই বস্তু হৃদয়ের প্রিয় হয়। এর দৃষ্টান্ত নবী-রাসূল, সৎ স্বভাববিশিষ্ট আলিম এবং ধার্মিক লোকদের প্রতি ভালোবাসা। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বদনমণ্ডল দেখার জন্য মন উদগ্রীব হয় না; বরং তাদের গুপ্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যই তাদেরকে ভালোবাসার জন্য মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করে। গুপ্ত সৌন্দর্যের দরুন মানুষের উপর প্রভাব পড়ে এবং মানুষের মনকে তা' আকৃষ্ট করে। যে কারণে মানুষ সে গুপ্ত সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি হযরত রাসূলে করীম (সাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত আবু হানীফা (রাঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-কে ভালোবাসে সে তাঁদের আন্তরিক সৌন্দর্যের কথা শ্রবণ করেই সে তাদেরকে ভালোবাসে। তাঁদের বাহ্যিক আকৃতি বা সুন্দর গঠনের জন্য নয়; বরং তাঁদের উত্তম ও সুন্দর কার্য তাঁদের সুন্দর গুণের পথ দেখিয়ে দেয় এবং তা-ই তাদের কার্যের উৎস। কেননা কার্যের ফল তা থেকেই জন্মে। যে ব্যক্তি সুলিখকের সুন্দর লিখা, সুকবির সুন্দর কাব্য, নিপুণ চিত্রকরের মনোরম চিত্র এবং অট্টালিকার নিখুঁত কার্য দেখে দর্শকের দৃষ্টি তখন তাদের জ্ঞান ও শক্তির দিকে ফিরে যায়।

www.pathagar.com

তারপর জ্ঞাতব্য বিষয় সম্মান ও পূর্ণতায় যতই সুন্দর ও মহৎ হবে ততই জ্ঞান সম্মানিত ও সুন্দর হবে। তদ্রূপ শক্তির বস্তু যতই মর্যাদায় বড় এবং সম্মানে উচ্চ হবে ততই তার উপর শক্তি মহৎ ও উচ্চ হবে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ হলেন আল্লাহ তায়ালা; সুতরাং সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং উত্তম জ্ঞান মারেফাতে ইলাহী বা আল্লাহর পরিচয়। যারা নিকটবর্তী থাকে তারাও অদ্রূপ। তার সাথে যত বেশি সম্বন্ধ থাকবে ততই তার সম্মান বৃদ্ধি হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, সিদ্দিকীগণের গুণের সৌন্দর্যকে স্বাভাবিকভাবেই লোকগণ ভালোবাসে এবং তার তিনটি কারণ রয়েছে। একটি কারণ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং তাঁর নবী-রাসূলদের শরীয়ত সম্বন্ধে তাদের পরিপক্ক জ্ঞান। দ্বিতীয় কারণ তাদের নিজেদের সংশোধনের জন্য এবং আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাদের পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের শক্তি প্রয়োগ। তৃতীয় কারণ সব অপবিত্র চিন্তা এবং প্রবল লোভ-লালসা থেকে তাদের নির্মলতা ও পবিত্রতা-যে লোভ-লালসা উত্তম ও সোজা-সরল পথ থেকে মানুষকে মন্দ পথের দিকে নিয়ে যায় এরূপ ব্যক্তিই নবী-রাসূল, আলিম সুশাসক, ন্যায়বিচারক, দানশীল বাদশাহকে ভালোবাসে। আল্লাহর গুণের সাথে এসব গুণের সম্পর্ক রয়েছে।

কারণ, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় দুনিয়ার সমগ্র লোকের জ্ঞানও নগণ্যতম। আল্লাহর জ্ঞান সমগ্র ব্যক্তি ও বস্তুকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। সারা জগতের জ্ঞানের শেষ সীমা ও আল্লাহর জ্ঞানের ক্ষুদ্রতম অণু মাত্র। এমন কি স্বর্গ ও মর্ত্যের ক্ষুদ্র এক কণিকাও তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত নয়, তিনি সমস্ত সৃষ্ট জীবকে সম্বোধন করে বলেছেন, "ওয়ামা উতীতুম মিনাল ইলমি ইল্লা ক্বালীলা" অর্থাৎ তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই প্রদত্ত হয়েছে। একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা বা মশকের চক্ষুর সৃষ্টি কার্যের মধ্যে আল্লাহর যে জ্ঞান ও কৌশল নিহিত তা' যদি আসমান ও যমিনের অধিবাসীবৃন্দ একত্র হয়েও অর্জন করতে চায় তবে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও তারা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। তারা আল্লাহর জ্ঞানের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত জানতে পারবে না। আর যদিও বা তারা সামান্য কিছুমাত্র জানতে পারে তবে তারা জগতের সৃষ্ট জীবের জন্য যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা' থেকে আহরণ করে তা' জানতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "খালাক্বাল ইনসানা আল্লামাহুল বাইয়ান" অর্থাৎ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে প্রকাশ করার জ্ঞান দিয়েছেন। সুতরাং জ্ঞানের সৌন্দর্য এবং সম্মান প্রিয় বস্তু হয় এবং তা' যদি সৌন্দর্য ও পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে তজ্জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নয়।

www.pathagar.com

আলিমদের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অজ্ঞতার শামিল; বরং ক্ষণভঙ্গুর বস্তুকে কিরূপে চিরস্থায়ী বস্তুর বদলে প্রিয় মনে করা যায়। আল্লাহর কসম, যদি বেহেশতের মধ্যে শুধু শারীরিক সুস্থতা থাকে মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শারীরিক অন্যান্য আবশ্যকতা না থাকে তবে শুধু তারই জন্য অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগের উপযোগী হবে। যে সব বস্তু ত্যাগ করে যেতে হবে, আখেরাতের স্থায়ী সুখকে পরিত্যাগ করে তা' কিরূপে পছন্দ করা যায়। দুনিয়ায় দু দণ্ড সময়, তাও নানারূপ দুঃখ ক্লেশ, অভাব-অভিযোগ, বিপদ-আপদপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কি করে স্থায়ী সুখের আগার বেহেশতের পরিবর্তে ভালোবাসা যায়, যেখানে মানুষ রাজ-রাজন্যের ন্যায় স্থায়ী কাল পরম সুখে ও নির্ভাবনায় বসবাস করবে? বেহেশতীগণ আল্লাহর আরশে মুআল্লাহর কাছে দিয়ে আল্লাহর মুখশন্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের এই দৃষ্টিপাতে তারা এমন অনুপম সুখ লাভ করবে, যার তুলনায় বেহেশতের অতুলনীয় সুখ-সম্পদও তাদের নিকট অতি নগণ্য মনে হবে। আল্লাহর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাতকালে অন্য কোন দিকে এক পলকের তরেও ফিরে তাকাবে না। তারা সর্বদা এমন নিয়ামতসমূহের মধ্যে বসবাস করবে, যা কখনই বিলোপ হবে, না বিলোপ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, রোজ কিয়ামতে কোন এক ঘোষণাকারী এরূপ ঘোষণা করবে যে, হে বেহেশতবাসী! এই বেহেশতের মধ্যে তোমরা চির সুস্থ থাকবে। এর মধ্যে প্রবেশের পর আর তোমাদের কোন রোগ-ব্যাধি বা কোনরূপ অসুস্থতা দেখা দেবে না। এখানে অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবে। আর কোন দিন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হবে না। এখানে তোমরা সারা জীবনকাল যৌবন-সুখ উপভোগ করবে, কোন দিন বার্ধক্যে উপনীত হতে হবে না। এতে তোমরা বরাবার সুখ ও শান্তির মধ্যে বসবাস করবে, কোন দিনই কোনরূপ দুঃখ তোমাদেকে স্পর্শ করবে না। এই-ই মহান আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য ঘোষণা। বেহেশতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এই-ই তোমাদের প্রতিশ্রুত বেহেশত-আগার। দুনিয়ায় তোমরা যে সৎকার্য করে এসেছ, এ তারই পুরস্কার।

যদি তোমরা বেহেশতের আরও বর্ণনা জানতে ইচ্ছা কর, তবে পবিত্র কুরআন তিলওয়াত কর। বেহেশত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার চেয়ে উত্তম বর্ননা আর হতে পারে না। আল্লাহ বলেন যে, তার প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় কর, তার জন্য দুটো উদ্যান। সূরা আর রাহমানের শেষ পর্যন্ত। তাছাড়া সূরা ওয়াক্বিয়াহ এবং অন্যান্য সূরা পাঠ

www.pathagar.com

কর। যদি এসব ব্যাপার পুরাপুরি জানতে চাও, তাহলে নিম্নোক্তরূপে চিন্তা ও ফিকির করবে। প্রথমে চিন্তা করবে, বেহেশতের সংখ্যা কত! হুযুরে পাক (সাঃ) এ আয়াত সম্বন্ধে বলেছেন (যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য দুটো বেহেশত) বেহেশত দুটোর পাত্র এবং তার মধ্যে যা আছে, তা' রৌপ্য নির্মিত দুটো পাত্র এবং তন্মধ্যে যা' আছে তা' স্বর্ণ নির্মিত। তারপর বেহেশতের দরজার দিকে লক্ষ্য কর। তার সংখ্যা অগণিত। ইবাদাতের পরিমাণ অনুসারে ঐ সব দরজার সংখ্যা হয়ে থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দুপ্রকার মাল ব্যয় করে থাকে, তাকে বেহেশতের সব দরজা থেকে অভ্যর্থনা করা হবে। বেহেশতের আটটি দরজা আছে। যে ব্যক্তি নামাযী, তাকে নামাযের দরজা থেকে অভ্যর্থনা করা হবে, যে ব্যক্তি রোযাদার, তাকে রোযার দরজা থেকে অভ্যর্থনা করা হবে, যে ব্যক্তি যাকাতদাতা, তাকে যাকাতের দরজা থেকে অভ্যর্থনা করা হবে। যে ব্যক্তি যোদ্ধা তাকে জিহাদের দরজা থেকে অভ্যর্থনা করা হবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! তাহলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকেই এক এক দরজা থেকে অভ্যর্থনা লাভ করবে। কিন্তু এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে, সে সব দরজা থেকেই অভ্যর্থনা পাবে? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, হাঁ, এমন ব্যক্তিও আছে যে, সব দরজা থেকেই অভ্যর্থনা পাবে। আমি আশা করি যে, সেই লোকদের অন্যতম আমিও হব।

হযরত আছেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আলী (রাঃ)-এর নিকট দোযখের বিষয় উল্লেখ করা হল, তাঁর নিকট তা-ই গুরুতর ব্যাপার বলে বোধ হল। তারপর তিনি বললেন, দুনিয়ায় যারা তাদের প্রভু আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছিল, তাদেরকে একত্র করে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন বেহেশতের দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হবে, তথায় তারা একটি বৃক্ষ দেখতে পাবে। ঐ বৃক্ষের মূল দেশ থেকে দুটো প্রস্রবণ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের প্রস্রবণ থেকে পানি পান করতে আদেশ দেয়া হবে। তদনুযায়ী তারা ঐ প্রস্রবণের পানি প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণ পান করবে। যার ফলে তাদের মধ্যে যত রকমের বেদনা ও অন্য কোন রোগ থাকে এবং হৃদয়ের মধ্যে যদি কোন রোগ, দুঃখ, শোক বা ভাবনা-চিন্তা থাকে তা' সবই দুর হয়ে যাবে। তারপর তারা অন্য একটি প্রস্রবণের নিকট গিয়ে তার পানি দ্বারা অযু-গোসল করতঃ পবিত্রতা অর্জন করবে। এর ফলে তাদের চেহারার লাবণ্য ফুটে উঠবে এবং সর্বশরীর উজ্জ্বল হয়ে যাবে। তাছাড়া এরপর থেকে তাদের মস্তকের কেশ আর কখনও পরিবর্তন হবে না;

www.pathagar.com

অর্থাৎ তা' কখনও বৃদ্ধি পাবে না বা হ্রাস পাবে না। যার মস্তকে যে পরিমাণ কেশ থাকে সব সময় তা-ই থাকবে আর কেশরাজি কখনও নিজের হস্তে বিন্যস্ত করতে হবে না; বরং আপনা আপনি তা' সুবিন্যস্ত হয়ে যাবে এবং সর্বদা তদ্রূপই থাকবে। আর কেশরাজিতে তেল মর্দন করার কোন প্রয়োজন হবে না; বরং তেল মর্দন ব্যতীতই কেশরাজী মসৃণ ও উজ্জ্বল। অতঃপর তাদেরকে বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। বেহেশতের দারোগা ফিরেশতা রেদোয়ান তাদেরকে পরম যত্নে অভ্যর্থনা করবে। আর বলবে, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এখন থেকে আপনারা চিরদিনের জন্য এই বেহেশতে বসবাস করতে থাকুন।

অতঃপর এই বেহেশতীদের সন্তান-সন্ততি যারা এর পূর্বেই বেহেশতে প্রবেশ করেছে তারা এসে এদের সাথে সাক্ষাত করবে। এদের ছোট ছোট সন্তানগণ এসে এদের চার পার্শ্বে ঘুরাফেরা করতে থাকবে। যেরূপ দুনিয়ায় শিশু ও কিশোর সন্তান-সন্ততিগণ তাদের মাতা-পিতার চারপাশে ঘুরাফেরা করে। তারা না জানা কোন অজানা স্থান থেকে এসে তাদের সাথে সাক্ষাত করবে। পূর্বোক্ত ফিরেশতার ন্যায় তারাও তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাদের জন্য এই সম্মান নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঐসব সন্তানদের মধ্যে থেকে একটি বালক জনৈকা কৃষ্ণনয়না এক হুরের নিকট গিয়ে বলবে, অমুক ব্যক্তি আগমন করেছে। দুনিয়ায় যা' তার নাম ছিল সে নামেই তার পরিচয় দেবে। হুর তার নিকট জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি তাকে সত্যিই দেখেছ? সে বলবে, হাঁ, আমি নিশ্চয়ই তাকে দেখেছি। এই তো এখনই সে এসে পড়ল বলে। তখন সে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে এবং তার গৃহ-দরজায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। যখন সে ব্যক্তি এসে তার গৃহদরজায় পৌঁছবে, সে ঐ প্রসাদের ভিত্তিমূলের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। তারপর তার মস্তক উত্তোলন করে প্রসাদের ছাদের দিকে লক্ষ্য করবে। তা' যেন বিদ্যুতের চমকের নায় মনে হতে থাকবে। যদি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কৃপাগুণে তার নেত্রদ্বয়কে রক্ষা না করতেন তবে ঐ চমকের প্রভাবে তার দৃষ্টিশক্তি ঝলসে যাবার উপক্রম হতো। অতঃপর সে তার মস্তক ঘুরিয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত, করে দেখতে পাবে যে, সে তার স্বয়ং স্ত্রী। দুনিয়ায় যে স্ত্রীর সাথে সে একত্রে ঘরকন্না ও বসবাস করে এসেছে। বলাবাহুল্য যে, বেহেশতের অকল্পনীয় সুখের প্রভাবেই তার স্ত্রীর এরূপ সুখ-সম্পদ ও রূপ-লাবণ্য সৃষ্টি হয়েছে। তারপর সে বেহেশতী পুরুষটি হেলান দিয়ে বসে বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে দুনিয়ায় হেদায়েত দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না যদি আল্লাহ্ তায়ালা দয়া পরবশ হয়ে আমাদেরকে হেদায়েত না দিতেন। এসময় একজন ঘোষণাকারী তাদেরকে এরূপ ঘোষণা জানিয়ে দেবে যে, তোমরা এখানে চিরদিন জীবিত থাকবে। আর কোন দিনই তোমাদের কারোর মৃত্যুর কোলে আশ্রয় দিতে হবে না। তোমরা চিরদিন এই চিরসুখময় বেহেশতে বসবাস করবে। এখান থেকে তোমাদের আর কোথাও কোনদিনই যেতে হবে না। তোমরা এখানে সারাজীবন সুস্বাস্থ্য নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থরূপে কাল কাটাতে থাকবে কোনদিন আর তোমাদের কারোরই অসুস্থ হতে হবে না এবং কাউকে কখনও স্বাস্থ্যহানীর জন্য উদ্বেগ পোহাতে হবে না।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, রোজ কিয়ামতে আমি বেহেশতের দরজায় উপস্থিত হয়ে বন্ধ দরজা খুলে দেয়ার জন্য আদেশ করলে দরজায় নিয়োজিত দারোয়ান এসে বলবে, আপনি কে আপনার পরিচয় দিন। আমি বলব, মুহাম্মদ আমার নাম। তা' শুনে দারোয়ান বলবে, আপনার পূর্বে আর কারোর জন্য এই দরজা খুলে দিতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

তুমি এখন বেহেশতের জানালা, কপাট এবং বিভিন্ন দরজার আয়তন ও উচ্চতার পার্থক্য সম্বন্ধে লক্ষ্য কর। কেননা আখেরাতে বিভিন্ন দিক থেকেই উচ্চ ও নিম্ন মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। যেরূপ এই দুনিয়ায় প্রকাশ্য ইবাদাত ও অপ্রকাশ্য উত্তম স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। একইভাবে আখেরাতেও মর্যাদার তারতম্য হবে। যদি তুমি আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা কর, তাহলে তা' লাভের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম কর। যেন অন্য কেউ-ই তোমাকে আল্লাহর ইবাদাত ও অন্যান্য সৎ কার্যসমূহে এবং উত্তম স্বভাব-চরিত্রে অতিক্রম করতে না পারে। জেনে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা এক্ষেত্রে তোমাকে প্রতিযোগিতার জন্য আদেশ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "সাবিক্বু ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম" অর্থাৎ তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, "ওয়া ফী যালিকা ফালইাতানাফসিল মুতানাফিসূন"। অর্থাৎ এই সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীগণ যেন প্রতিযোগিতা করে।

এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, যদি এ সংসারে তোমার চেয়ে তোমার বন্ধুবান্ধবগণ এবং তোমার প্রতি বেশিগণ অধিক অর্থ সম্পদ উপার্জন করে বা জাঁকজমকপূর্ন সুরম্য দালান-কোঠা নির্মাণ করে এবং সেদিক থেকে তারা তোমার চেয়ে অগ্রগণ্য হয় তা' তোমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর এবং অসহ্যকর হয়ে পড়ে। তোমার মন তাতে খুবই সংকীর্ণ এবং অসন্তুষ্ট হয়;

www.pathagar.com

বরং তোমার মনের মধ্যে অসহ্যকর হিংসা এবং ঈর্ষা সৃষ্টির কারণে তুমি জ্বলে-পুড়ে মরতে থাক এবং তোমার জীবন-যাপন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, কিভাবে তুমি তাদেরকে ঐদিক থেকে অতিক্রম করে তাদের অগ্রবর্তী হবে। তজ্জন্য উঠে-পড়ে লেগে যাও। অথচ আখেরাতে বেহেশতে তুমি কিরূপে তাদের চেয়ে মান-মর্যাদা ও সুখ-সম্পদে অগ্রগবর্তী হবে সেদিকে তোমার সামান্য সময়ের জন্যও খেয়াল হয় না। পক্ষান্তরে বেহেশতের সুখ-সম্পদ দীর্ঘ দিনের জন্য, দীর্ঘ দিনই নয় বরং অনন্তকালের জন্য। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতবাসীগণ তাদেরকে উচ্চস্থানে বসবাসকারীদেরকে তাদের মস্তকের উপর এরূপভাবে দেখবে যে, দুনিয়ায় তোমরা যেরূপ তোমাদের মস্তকের বহু উপরে আকাশের তারকারাজি দেখছ। বেহেশতে এরূপ উচ্চস্থানে বসবাস করা একমাত্র তাদের মর্যাদার কারণেই সম্ভব হবে। আল্লাহর ইবাদাত, নানারূপ সৎকার্য এবং উত্তম স্বভাব-চরিত্র দ্বারাই এই মর্যাদা অর্জিত হয়। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর এই হাদীস শুনে সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ মর্যাদা কারা অর্জন করবে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর নবী ও রাসূলগণই এই মর্যাদা লাভ করবেন। তাঁরা ব্যতীত এই মর্যাদার অধিকারী অন্য কেউ হতে পারবে না। হুযুরে পাক (সাঃ) আরও বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে সত্য জেনেছে তারাও অসীম মর্যাদার অধিকারী হবে। তিনি আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই এই শ্রেণীর মর্যাদাধারীদেরকে নিচে থেকে অবলোকন করা যাবে। নবী, রাসূলদের পরে যাদের মর্যাদা হবে, তারা হবেন আবুবকর, ওমর এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য লোকগণ।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হুযুরে পাক (সাঃ) আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার সহচরগণ! আমি কি তোমাদেরকে বেহেশতের খিড়কী সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেব না? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই দেবেন। তখন তিনি বললেন, বেহেশতের গৃহপ্রাচীর ও বহির্দেয়ালসমূহে বহু খিড়কী থাকবে। এগুলো বহু মূল্যবান মণি-মুক্তো দ্বারা নির্মাণ করা হবে। এ খিড়কীর কপাটসমূহ এমনই স্বচ্ছ ও নির্মল থাকবে যে, তার অভ্যন্তর ভাগ থেকে বহির্ভাগ স্পষ্টরূপে দেখা যাবে এবং বহির্ভাগ থেকে অভ্যন্তরভাগ একইভাবে স্পষ্টরূপে দেখা যাবে। এর অভ্যন্তর ভাগে অর্থাৎ প্রকোষ্ঠসমূহে অনবরত আনন্দ, স্ফূর্তি, সুখ সৌন্দর্য এত অধিক বিরাজ করবে যে, তা' কোন চক্ষু কোনদিনই দর্শন

www.pathagar.com

করেনি এবং কোন কর্ণ তা' কোনদিনই শ্রবণ করেনি। এমনকি কোন হৃদয়ও তা' কোনদিন কল্পনা করেনি। তখন আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আপনি বলুন, এসব খিড়কীযুক্ত কক্ষসমূহের অধিকারী কারা হবে? তিনি জবাবে বললেন, যারা এই দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে শান্তি বিস্তার করে, অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে খাদ্য দান করে, নিজেরা দিবসে রোযা রাখে এবং রাত্রে যখন সবলোক নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে তখন উঠে নামায আদায় করে ও রাতভর তাতে লিপ্ত থাকে। তখন আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কারা এসব কাজ করতে সমর্থ হবে? তিনি জবাব দিলেন, আমার প্রকৃত উম্মতগণই এসব কাজ করতে সমর্থ হবে। একাজগুলো তাদের দ্বারা কিভাবে আদায় হবে এবার তা' তোমরা শোন। যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত হওয়া মাত্র তাকে সালাম দেয় বা তার সালামের জবাব দেয়, সে-ই দুনিয়ায় শান্তি বিস্তার করে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজনকে তার হালার রুজির দ্বারা তৃপ্তি সহকারে জীবিকা দেয় সেই মানুষকে খাদ্য দান করে। যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা ও অন্যান্য মাসে তিনদিন রোযা রাখে এবং শাওয়াল মাসে দুটি রোযা রাখে সে-ই যেন সারা বছর রোযা রাখল। যে ব্যক্তি এশার নামায ও ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করে সে যেন সারারাত নামায আদায় করল।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আদন বেহেশতের মধ্যে উত্তম প্রসাদসমূহ"! আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতের অর্থে হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, এসব প্রাসাদ ও অট্টালিকা বিভিন্ন রত্ন ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত। এর প্রত্যেকটি লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট ইয়াকুতের সত্তরটি করে গৃহ থাকবে। প্রত্যেক গৃহে সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট জমররদের তৈরি সত্তরটি করে কক্ষ থাকবে। প্রত্যেক কক্ষে একটি করে রাজ-সিংহাসন স্থাপিত থাকবে। প্রত্যেক সিংহাসনের উপর বিভিন্ন বর্ণের সত্তরটি করে সুকোমল শয্যা বিছানো থাকবে। প্রত্যেক শয্যার উপর কৃষ্ণনয়না অতীব রূপসী বিশিষ্টা এক রমণী সুসজ্জিতাবস্থায় উপবিষ্ট থাকবে। তাছাড়া প্রত্যেক কক্ষে সত্তরটি করে দস্তরখান থাকবে। প্রত্যেক দস্তরখানে সত্তর প্রকার করে অতি উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত থাকবে। তাছাড়া প্রত্যেক কক্ষে উক্ত রমণী ব্যতীত আরও সত্তরটি করে রূপসী সুবেশা রমণী মোতায়েন থাকবে। যে ব্যক্তি এই কক্ষের অধিকারী হবে আল্লাহ তায়ালা তাকে এত অধিক শক্তি ও স্বাস্থ্য দান করবেন যে, সে এই সমস্ত প্রত্যেক রমনীর সাথেই সহবাসে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

বেহেশতের দেয়াল, যমিন, বৃক্ষ, ঝরণা ও দীদারে ইলাহী

এবার তুমি বেহেশতের আকার-আকৃতি সম্বন্ধে লক্ষ্য কর এবং তার অধিবাসীদের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ সম্বন্ধে চিন্তা কর। যারা এই বেহেশতের সুখ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের বিনিময়ে পার্থিব সুখ-সম্পদ গ্রহণ করেছে, তাদের বিষয়ও ভেবে দেখ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতের দেয়াল রৌপ্য এবং স্বর্ণের ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। তার ধূলিকণা জাফরানের তৈরি এবং মৃত্তিকা মেশক দ্বারা নির্মিত। একবার সাহাবায়ে কিরাম হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট বেহেশতের ধূলিকণা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন যে, বেহেশতের ধূলিকণা মক্কার শ্বেতবর্ণের মোতি এবং খালেছ মেশক দ্বারা তৈয়ার করা হয়েছে। হুযুরে পাক (সাঃ) আরও এরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি আশা করে যে, বেহেশতের শরাব পান করে তৃপ্তি লাভ করবে সে যেন এই দুনিয়ায় শরাব পান ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি আশা করে যে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে তাকে জরির পোশাক পরিধান করতে দেবেন, সে যেন এই দুনিয়ায় জরি ও রেশম নির্মিত পোশাকসমূহ পরিধান করা ত্যাগ করে। বেহেশতের স্রোতস্বিনীসমূহ তার মেশকের পর্বতের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে। যদি বেহেশতীদেরকে বেহেশতির কোন একটি অলঙ্কার মাত্র পরিধান করানো হয়, তবে তা-ই দুনিয়ার নানাবিধ অলঙ্কার এক সাথে পরিধান করলে যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় তার চেয়ে বহুগুণ সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতের মধ্যে বৃক্ষ রয়েছে। তার কোন কোন বৃক্ষ এরূপ বিশাল যে, তার ছায়ায় কোন যানবাহনারোহী পথিক একশো বছরের পথ অতিক্রম করতে পারবে। এর মধ্যে তাকে রোদের তাপ ভোগ করতে হবে না। যদি তোমরা ইচ্ছা কর, কুরআনে পাকের "অ জিল্লিম মামদূদ" আয়াতটি পাঠ করতে পার। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বলতেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে গ্রাম্য আরবদের প্রস্রবণ দ্বারা সাহায্য করেছেন। একদা জনৈক গ্রাম্য আরব এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কষ্টপ্রদানকারী কন্টক বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন, আমি জানি না বেহেশতের মধ্যে কষ্টপ্রদানকারী কোন কাঁটাদার বৃক্ষ আছে কি না! হুযুরে পাক (সাঃ) তার কথা শুনে বললেন, তা কি? লোকটি বলল, ছেদর অর্থাৎ

www.pathagar.com

কাঁটাদার বৃক্ষ। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, কাঁটাদার বৃক্ষ নয়, তবে কাঁটাশূন্য বৃক্ষ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার কাঁটাগুলোকে দূর করে প্রত্যেক কাঁটার স্থলে একটি করে ফল উদ্গাত করবেন এবং ঐ ফলগুলো দ্বারা বাহাত্তর রকম খানা প্রস্তুত করা হবে এবং তা' এমন সুস্বাদু ও উপাদেয় খানা, যার সাথে দুনিয়ার অন্য কোন খানারই তুলনা হয় না।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, আমরা একদা ছেফার নামক একটি স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, একব্যক্তি একটি বৃক্ষের ছায়ায় শায়িত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। সূর্যরশ্মি তার অতি নিকটবর্তী হয়েছে। আমি তখন একটি গোলামকে বললাম যে, এই চর্মের চাদর দ্বারা তার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা কর। সে ঐ চাদর দ্বারা তার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করল। অতঃপর ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হলে দেখা গেল, তিনি সালমান ফারসী। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং বললেন, হে জারীর! আল্লাহর জন্য বিনম্র হও। যদি তুমি দুনিয়ায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনম্র হও, তবে রোজ কিয়ামতে জান্নাতে উন্নীত করবেন। তিনি কি কিয়ামতের দিন অত্যাচারের বিষয় চিন্তা করেছ? আমি বললাম, তা' আমি চিন্তা করিনি। তিনি বললেন, মানুষের পরস্পরের উপর অত্যাচার। তারপর তিনি একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠের টুকরা হস্তে নিলেন। তা' এত ক্ষুদ্র যে, ক্ষুদ্রতার জন্য রাখা কষ্টকর। কাষ্ঠের টুকরোটি হাতে নিয়ে তিনি বললেন, হে জারীর! যদি তুমি এরূপ একটি ক্ষুদ্র কাঠ টুকরোও বেহেশতের মধ্যে অনুসন্ধান কর, তবে তাও কোথাও পাবে না। আমি বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ! খুরমা ও অন্যান্য বৃক্ষ তাহলে কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, ঐ বৃক্ষসমূহের মূল, কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা হবে স্বর্ণ এবং মণিমুক্তার; কিন্তু তাতে স্বাভাবিকভাবেই ফল ধরবে।

(ক) বেহেশতবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও শয্যা

আল্লাহ তায়ালা বলেন, বেহেশতের মধ্যে বেহেশতবাসীদেরকে স্বর্ণ এবং মুক্তা বালা পরিধান করতে দেয়া হবে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে জরির তৈরি। এই সম্বন্ধে কুরআনে পাকে বহু আয়াত রয়েছে। আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে, সে বহু সুখে কালযাপন করবে। তার কোনরূপ অভাব-অভিযোগ থাকবে না। তার পোশাক-পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন হবে না। তার যৌবন নিঃশেষ হবে না।

www.pathagar.com

বেহেশতে সে এমন বস্তুসমূহ পাবে, যা' তার পূর্বে কখনও তার নয়নযুগল দর্শন করেনি। যার কথা কোনদিন তার কর্ণযুগল শ্রবণ করেনি এবং যা' কারও হৃদয় কখনও তার কথা কল্পনা করেনি।

এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! বেহেশতীদের পোশাক কিরূপ হবে, আমাদেরকে বলুন। পোশাক-পরিচ্ছদ কি সেলাই করা পুরাতন বস্ত্র হবে না বুনট করা বস্ত্র? হুযুরে পাক (সাঃ) এই প্রশ্নে কিছু সময় নীরব থাকলে কতক লোক হেসে উঠলেন। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হাসলে কেন? যে জানে না, সে যে জানে তার নিকট অবশ্যই জিজ্ঞেস করে। তারপর অন্যান্য আরও অনেক বিষয় জিজ্ঞেস করা হল। বেহেশতের বৃক্ষসমূহের বিষয়ও জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, বেহেশতের বৃক্ষসমূহ দুনিয়ার বৃক্ষগুলোর ন্যায় হবে না। তার নানা ধরণের বৈশিষ্ট্য হবে, দুনিয়ার যেসব ফল দেখতে পাওয়া যায়, বেহেশতে সে সব ফলের বৃক্ষও থাকবে। তবে ফলগুলোর স্বাদ দুনিয়ার ফলের তুলনায় বহুগুণ বেশি হবে। যে স্বাদের বিষয় দুনিয়ার লোক কল্পনাও করতে পারে না। ফলদার বৃক্ষগুলো বছরে দুবার করে ফল দেবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রথম দলের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার রাত্রের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আলোকোদ্ভাসিত হবে। তারা বেহেশতে মুখের থুথু, কফ এবং নাসিকার সর্দি ফেলবে না। মূলতঃ এগুলোর উদ্ভবই হবে না। বেহেশতবাসীদের মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে না, কখনও তার বেগও হবে না। বেহেশতবাসীদের তৈজসপত্র, প্রয়োজনীয় পাত্র, চিরণী ইত্যাদি স্বর্ন ও রৌপ্য নির্মিত হবে। তাদের প্রত্যেকেরই দুজন করে স্ত্রী থাকবে। তাদের দেহের চামড়ার সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য এত অধিক হবে যে, তাদের পিছন থেকে সম্মুখ ভাগ স্পষ্টরূপে দেখা যাবে। এদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ দ্বেষ, হিংসা, মনোমালিন্য, কলহ, কোন্দল বা ঝগড়া-বিবাদ থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ মতবিরোধ বা মতভেদ থাকবে না। মোটকথা বেহেশতের অধিবাসী প্রত্যেকেরই মনে একরূপ ধ্যান ধারণা থাকবে ও পরস্পরের মধ্যে গভীর সৌন্দর্য ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে। বেহেশতে তাদেরকে দুনিয়ার ন্যায় আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতে হবে না। অবশ্য তারা প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করবে।

কোন এক হাদীসে আছে যে, বেহেশতের প্রত্যেক রমণীর সত্তর রকমের পোশাক থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তাদেরকে বেহেশতের

www.pathagar.com

স্বর্ণের বালা পরানো হবে। তাদের মস্তকে এক বিশেষ ধরণের টুপী ব্যবহার করতে দেয়া হবে তা' অমূল্য রত্ন খচিত থাকবে, তার একটি ক্ষুদ্র রত্নের এমন দীপ্তি থাকবে যার আলোকে মাশরেক থেকে মাগরের পর্যন্ত সব কিছু চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতোদ্যানের মধ্যে মাঝে মাঝে যে তাঁবুসমূহ স্থাপিত থাকবে, তা' মুক্তার দ্বারা নির্মিত হবে। ঐ তাঁবুগুলোর প্রত্যেকটির উচ্চতা হবে ষাট মাইল। প্রত্যেক তাঁবুর নিরিবিলি প্রকোষ্ঠসমূহে বেহেশতী পুরুষদের জন্য বহু রূপসী রমণী বিবদ্যমান থাকবে। এদেরকে বাইরের অন্য রমণীগণ দেখতে পাবে না।

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতের তাঁবুগুলো মুক্তার দ্বারা তৈয়ার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি তাঁবুতে চার হাজার করে স্বর্ণনির্মিত গবাক্ষ থাকবে। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার এই আয়াত "উচ্চ সিংহাসন" সম্বন্ধে বলেছেন, দুই সিংহাসনের দূরত্ব আসমান ও যমিনের দূরত্বের সমান।

(খ) বেহেশতীদের খাদ্য

বেহেশতীদের খাদ্য সম্পর্কে কুরআনে পাকে উল্লেখ আছে যে, ফল, পাখির মাংস, মান্না-সালওয়া, মধু, দুগ্ধ এবং নানাবিধ অসংখ্য রকম খাদ্য তারা ভক্ষণ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যখনই তাদেরকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তারা বলবে যে, "এরূপ ফল তো আমাদেরকে পূর্বেও দেয়া হয়েছে।" আসলে একইরূপ দেখতে হলেও তার স্বাদ বিভিন্ন হবে। খাবার পরে তা' বেহেশতীগণ উপলব্ধি করবেন। আল্লাহ তায়ালা বেহেশতীদের পানীয় সম্বন্ধে কুরআনে পাকের অনেক স্থানেই উল্লেখ করেছেন।

হুযুরে পাক (সাঃ)-এর খাদেম হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেছেন, আমি একদা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকাকালীন জনৈক ইয়াহুদী বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে কতকগুলো প্রশ্ন করল। যথা : পুলছিরাত প্রথম কোন লোকগণ অতিক্রম করবে? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহুদী আবার প্রশ্ন করল, তারা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের সর্বপ্রথম কি খাদ্য ভক্ষণ করতে দেয়া হবে? তিনি বললেন, মৎস্যের গুর্দার কাবাব। ইয়াহুদী আবার প্রশ্ন করল পরদিন ভোরে

www.pathagar.com

তাদেরকে কি খাদ্য ভক্ষণ করতে দেয়া হবে? তিনি বললেন, বেহেশতের গরুর মাংস, বেহেশতের গরু তাদের খাওয়ার জন্য জবাই করা হবে। এই গরু বেহেশতের মধ্যে বিচরণ করত। ইয়াহুদী ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তাদেরকে কোন পানীয় পান করতে দেয়া হবে? তিনি বললেন, বেহেশতের খাছ প্রস্রবণ হতে তাদরেকে পানীয় পান করতে দেয়া হবে, তার নাম ছালছাবীল। ইয়াহুদী লোকটি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর জবাবগুলো শুনে বলল, আপনি সত্য কথাই বলেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেছেন, একদা এক ইয়াহুদী যুবক হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি কি মনে করেন যে, বেহেশতীগণ বেহেশতে পানাহার করবে? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, হাঁ, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তাদের প্রত্যেকেই বেহেশতে খাদ্য ভক্ষণ করবে এবং পানীয় পান করবে। তাদের প্রত্যেককেই খাদ্য ভক্ষণ, পানীয় পান এবং সঙ্গমের জন্য আল্লাহ তায়ালা একশো জনের শক্তি প্রদান করবেন। ইয়াহুদী জিজ্ঞেস করল, যারা পানাহার করবে তাদের কি মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, না, তাদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না; বরং তার বদলে শরীর থেকে ঘর্ম নির্গত হবে। ঐ ঘর্ম থেকে মেশকের সুঘ্রাণ বহির্গত হবে। ঘর্ম নির্গত হওয়ার ফলে তাদের উদর পরিষ্কার হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতের মধ্যে কোন পাখি দেখে তুমি যদি তার মাংস ভক্ষণ করতে চাও, তবে তখনই তা' আপনা থেকে ভুনা হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। হযরত হোযায়ফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, বেহেশতে এক প্রকার বিশেষ পক্ষী আছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! তা' কি আল্লাহর কোন খাছ নিয়ামত? যে তা' ভক্ষণ করবে, সে সেই নিয়ামত পাবে। তুমি তা' ভক্ষণকারীদের অন্যতম।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তারা পিয়ালা নিয়ে চারদিকে ঘুরতে থাকবে" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই আয়াতের অর্থে বলেছেন, স্বর্ণ নির্মিত সত্তরটি পিয়ালা নিয়ে তারা ঘুরতে থাকবে। প্রত্যেক পিয়ালার এমন ব্যঞ্জন থাকবে, অন্য পিয়ালায় তা' থাকবে না অর্থাৎ সত্তরটি পিয়ালার মোট সত্তর রকম ব্যঞ্জন থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর আয়াত : "তার সংমিশ্রণ হবে তাছনীম থেকে

www.pathagar.com

সৌভাগ্যশীলদের জন্য তা' মিশ্রিত করা হবে এবং নিকটবর্তীগণ তা' পান করবে এর দ্বারা বেহেশতীদের পানাহার করা সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহর আয়াত : "রৌপের ন্যায় শ্বেত বর্ণের শরবত, যার মুখ বন্ধ থাকবে" যদি দুনিয়ার কোন লোক তার মধ্যে নিজের হস্ত প্রবশে করিয়ে দিয়ে তারপর তা' বের করে লয়, তবে দুনিয়ার এমন কোন প্রাণী থাকবে না, যে তার সুগন্ধি উপভোগ করবে না।

(গ) হূর ও গেলমান প্রসঙ্গ

পরিবত্র কুরআনে একাধিক বার বেহেশতের ও গেলমান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে হাদীসও উক্ত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে সকালে ও সন্ধ্যায় যাত্রা করা দুনিয়া ও তার ধন-সম্পদ থেকে উত্তম। তোমাদের মধ্যে কারও বেহেশতে একটি তৃণের পরিমাণ স্থান ও সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ ধন-সম্পদ থেকে বহুগুণে উত্তম। যদি বেহেশতের একটি রমণী দুনিয়ায় থুথু ফেলত তবে সবকিছু সুঘ্রাণে আমোদিত হয়ে যেত, ঐ রমণীর মস্তকের এক গুচ্ছ কেশও দুনিয়া ও তার সব সম্পদ থেকে অধিক উত্তম।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা, বলেছেন তারা যেন ইয়াকুত এবং মারজান, পর্দার আড়াল থেকে তাদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে আয়নার চেয়েও অধিক স্বচ্ছ এবং পরিহিত একটি রত্নের অলঙ্কার ও মাশরেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত আলোকোদ্ভাসিত করে বের হয়ে আসবে। এমনকি তার শরীরের সম্মুখ ভাগ পশ্চাদ্ভাগ থেকে দেখা যাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে যে রাত্রে মেরাজের সফর করানো হয়েছিল, আমি তখন বেহেশতের বায়দাখ নামক স্থানে প্রবেশ করেছিলাম, তার তাঁবুগুলো লাল বর্ণের ইয়াকুত নির্মিত। ফিরেশতাগণ আমাকে সালাম করল, আমি বললাম, হে জিব্রাইল! কাদের আওয়াজ শুনা যাচ্ছে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! তাঁবুর অভ্যন্তরস্থ সুন্দরী হুরী ও অপ্সরীগণের শব্দ শুনা যাচ্ছে। তারা আপনার প্রতি সালাম করার অনুমতি চাইছে। সুতরাং আপনি তাদেরকে সালাম করার অনুমতি দিন। তারা বলতে থাকবে আমরা সন্তুষ্ট

www.pathagar.com

আছি; কখনও আমরা অসন্তুষ্ট হব না। আমরা সর্বদাই এখানে থাকব, বাইরে আমরা কখনই ঘুরব না। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) কুরআনে পাকের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, "হুরুম মাক্বছূরাতুন ফিল খিয়াম" অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আবদ্ধ হুরগণ। আল্লাহ্ তায়ালা আয়াতে বলেছেন, "আযওয়াজুম মুত্বাহ্হারাতুন" অর্থাৎ পবিত্র রমণীগণ। মুজাহিদ বলেছেন, তারা হায়েজ, মল-মূত্র, মণি ও সন্তান প্রসব থেকে পবিত্র থাকবে।

হযরত আওজায়ী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ফী শুগুলিন ফাকিহূন" অর্থাৎ তারা তাদের কর্মে ব্যস্ত থাকবে। কুমারী রমণীদের সাথে সঙ্গম সহবাস ব্যতীত তাদের অন্য কোন কাজ নেই। এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! বেহেশতবাসীগণ কি সঙ্গম করবে? তিনি বললেন, বেহেশতীদের যে কোন ব্যক্তিকে তোমাদের ন্যায় সত্তরজন লোকের সঙ্গম শক্তি দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, বেহেশতে যে ব্যক্তির মর্যাদা সর্বাপেক্ষা কম হবে তার জন্য এক হাজার খাদেম নিয়োজিত থাকবে এবং তন্মধ্যে একজনের কাজ অন্য জনে করবে না। প্রত্যেক খাদেম নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতে প্রত্যেক অধিবাসীদের পাঁচশো হুর, চার হজার কুমারী এবং আট হাজার বিধবা রমণী থাকবে। তন্মধ্যে প্রত্যেকেরই সাথে তার আলিঙ্গন হবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতের মধ্যে হাঁট-বাজার থাকবে। তাতে কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে না। শুধু নর ও নারীদের ভীড় থাকবে। যখন কোন নরের নারীকে পছন্দ হবে এবং তার সাথে সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা হবে, সে তখনই বিনা বাধায় তার সাথে সঙ্গম সুখ ভোগ করতে পারবে। এসময় সমবেত হুরগণ এমন এক মন মুগ্ধকর আওয়াজ করবে যে, তদ্রূপ আওয়াজ কোন ব্যক্তিই কোনদিন শ্রবণ করেনি। হুরগণ বলবে, আমরা সর্বদাই আছি। আমরা কোনদিনই চলে যাব না। আমরা বেহশেতীদেরকে সুখদান করি। তাদের কাউকেই নিরাশ করি না। আমরা সর্বদাই সন্তুষ্ট এবং কখনই অসন্তুষ্ট নই। যারা আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য তাদের ধন্যবাদ।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন বেহেশতের মধ্যে হুরগণ নৃত্যগীত করবে এবং বলবে, আমরা পরমা সুন্দরী হুর। আমরা আমাদের সম্মানিত স্বামীদের জন্য নির্ধারিত। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা

www.pathagar.com

বলেন, এসব হুর বেহেশতের উদ্যানে বিচরণ করবে। হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে তার মস্তক ও পদদ্বয়ের নিকট দুজন হুর মোতায়েন থাকবে। তারা এমন সুমদুর সুরে গান করবে যে, তা' মানুষ ও জ্বিনগণ তন্ময় হয়ে শ্রবণ করবে। শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান করবে না বরং আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতার সাথে গান গাইবে।

(ঘ) বেহেশত সম্পর্কিত আরও কিছু বর্ণনা

হযরত উমামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) একদা তাঁর সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে, বেহেশতে দ্রুত বিচরণ করতে চাইবে? জেনে রাখ, বেহেশত নির্মাণে কোন ত্রুটি নেই। কারণ প্রভুর শপথ! বেহেশতের মধ্যে আছে এমন নূর যা' সর্বদা চমকিতে থাকবে। আছে এমন সুগন্ধি যা সদাসর্বদা বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। আছে সুরম্য প্রাসাদ ও সৌধাবলি, প্রবাহিত ঝরণা ও স্রোতস্বিনী, আছে অসংখ্য সুস্বাদু পক্ক ফল, আছে অপরূপ সুন্দরী ও রূপসী রমণী, হুরী অপ্সরী, আছে স্থায়ী সুখ-শান্তি, অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামত এবং নিরাপদ উচ্চ অট্টালিকারাজি। বেহেশতবাসীগণ তাতে পরম সুখে বসবাস করবে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা বল, যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়। তারপর তিনি জিহাদের কথা উল্লেখ করে সাহাবীদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন।

একদা ব্যক্তি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশেতের মধ্যে কি অশ্ব আছে? আর থাকলে তা কি আমাকে সন্তোষ দান করতে পারবে? হুযুরে পাক (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি অশ্ব অত্যন্ত ভালোবাস? তাহলে তোমাকে লালবর্ণ ইয়াকুতের অশ্ব প্রদান করা হবে।

তা' তোমাকে নিয়ে বেহেশতের মধ্যে যথায় ইচ্ছা তথায় ভ্রমণ করবে। এসময় অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উষ্ট্র পেলে অত্যন্ত খুশি হই। বেহেশতের মধ্যে কি উষ্ট্র পাওয়া যাবে? হুযুরে পাক (সাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! যদি তোমার বেহেশত নছীব হয় এবং তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পার তবে তোমার প্রবৃত্তি যা' চায় এবং চক্ষু যা' তৃপ্তিকর মনে করবে তাই তুমি বেহেশতে পাবে। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ

www.pathagar.com

করেছেন, বেহেশতী লোকদের ইচ্ছা হলে, তারা সন্তান লাভ করবে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সন্তানের গর্ভে অবস্থান, মাতৃস্তন্য পান ও তা থেকে বিরতি এবং তার মাতার পূর্ণ পবিত্র যৌবন একই মুহূর্তে সবকিছু হয়ে যাবে।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশতবাসীগণ যথারীতি বেহেশতে বসবাস শুরু করার পর এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত করতে চাইবে। তখন সে যে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবে, সেই সিংহাসনই তাকে নিয়ে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে সাক্ষাত হবে। বহুদিন পর দুই ভ্রাতার মধ্যে সাক্ষাত ঘটলে তারা দুনিয়ায় যেরূপ নানা বিষয় আলাপালোচনা করত, বেহেশতেও দুই ভ্রাতার মধ্যে তদ্রূপ আলাপালোচনা হবে। তখন এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতাকে বলবে, হে ভ্রাতঃ! অমুক মজলিস ও অমুক দিনের কথা স্মরণ কর। যখন আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করে তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যার ফলে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা প্রদান করেছেন। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, বেহেশতবাসী পুরুষদের মুখে শ্মশ্রু ও গুম্ফ থাকবে না। তাদের বর্ণ হবে উজ্জ্বল শুভ্র, তাদের দু' নয়নে থাকবে সুমরা। বেহেশতের পুরুষদের প্রত্যেকেই তেত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক হবে। তাদের প্রত্যেকের শারীরিক দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত এবং প্রস্থ হবে সাত হাত।

হুযুরে পাক (সাঃ) আরও বলেছেন, বেহেশতবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা কম মর্যাদাসম্পন্ন হবে তার খাদেম থাকবে আশি হাজার এবং স্ত্রী থাকবে বাহাত্তর জন। তার জন্য জবরজাদ এবং ইয়াকুত নির্মিত পরম শোভাময় তাঁবু স্থাপিত থাকবে, একেকটি তাঁবুর একপার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্বের দূরত্ব হবে জাবিবা থেকে ছানয়ার দূরত্বের সমান। তাদের মস্তকে যে অপূর্ব সুন্দর টুপি শোভা বিস্তার করে থাকবে। সেই টুপিগুলো থাকবে বহু মূল্যবান রত্ন ও মণি-মুক্তা খচিত। তার মধ্যে যে রত্নটি হবে সর্বাপেক্ষা মামুলী ধরণের তারই ঔজ্জ্বল্যে মাশরেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত সবকিছুই আলোকোদ্ভাসিত হয়ে যাবে। হুযুরে পাক (সাঃ) আরও বলেছেন, আমি বেহেশতের মধ্যে আনার দেখতে পেয়েছি। তার একেকটি উটের পৃষ্ঠের মাংসখণ্ডের ন্যায়। বেহেশতের মধ্যে একটি বালিকা দেখতে পেলাম। আমি তাকে বললাম হে বালিকা! তুমি কার জন্য! সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যায়েদ ইবনে হারেছার জন্য। হুযুরে পাক (সাঃ) সবশেষে বললেন, বেহেশতের মধ্যে এমন অমূল্য নিয়ামত থাকবে, যা' কোন দিন কোন চক্ষু

www.pathagar.com

দর্শন করেনি, যার কথা কোনদিন কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার বিষয় কোনদিন কারও হৃদয়ে কল্পনায়ও আসেনি।

হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁর নিজ হস্ত দ্বারা তৈরি করেছেন, তিনি তাওরাত কিতাব তাঁর নিজ হস্ত দ্বারা লিখেছেন। তিনি বেহেশতে নিজ হস্তে বৃক্ষ রোপন করেছেন। তারপর তিনি বেহেশতকে বললেন হে বেহেশত! তুমি আমার সাথে কথা বল। তখন বেহেশত বলল, মুমিনগণ মুক্তি লাভ করেছে। এ পর্যন্তই বেহেশতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এর বিশদ বিবরণ পেশ করা মানুষ্য শক্তির বহির্ভূত। আমরা আমাদের সাধ্যমতো অতি সংক্ষেপে এতটুকু বর্ণনা করলাম।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) একদা বেহেশতের বিষয় কিছু সংক্ষেপে আলোচনা করে বললেন, বেহেশতের আনারগুলো একেকটি ডোলের ন্যায়। তার কোন কোন ঝরণা লবণযুক্ত পানিপূর্ণ। কোন কোন ঝরণা দুগ্ধপূর্ণ। এ সমস্ত ঝরণা পানীয়ের স্বাদে কোন পরিবর্তন নেই। কোন কোন নির্ঝরিনী মধুপূর্ণ। আবার কোন কোন ঝরণা শরাবান তাহুরা অর্থাৎ পবিত্র ও বিশুদ্ধ শরাবপূর্ণ। সে শরাব দুনিয়ার শরাবের ন্যায় নয়; বরং এক বিশেষ ধরণের পানীয় যা' অতিশয় সুপেয় ও সুস্বাদু। সে শরাব পানে মানুষের অস্বস্তি আসে না। অচৈতন্যতা দেখা দেয় না। মাথা ব্যথার সৃষ্টি হয় না। ঐ শরাবের মধ্যে এমন বস্তু আছে, যা' কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) সবশেষে বললেন, বেহেশতের অভাবনীয় নিয়ামতসমূহের কথা বলে বুঝানো যায় না; বরং এক কথায় বলতে হয় যে, বেহেশতের নিয়ামতসমূহ ইতঃপূর্বে কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি।

যারা বেহশেতবাসী হবে, তারা হবে দুনিয়ার একেকজন প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহর চেয়েও অধিক মর্যাদাবান ও প্রতিপত্তিশীল। তারা পরম সুখে জীবন যাপন করবে। তাদের প্রত্যেকেই তেত্রিশ বছর বয়স্ক আর সর্বদা তারা এই বয়সেই থাকবে। তাদের শরীরের দীর্ঘতা হবে ষাট হাত। তাদের চক্ষু হবে সুরমা যুক্ত, দাড়ি ও গুম্ফদেশ হবে কেশশূন্য। তারা হবে যে কোন রকম শোক-দুঃখ-কষ্ট-ক্লেশ, ভাবনা-চিন্তা ও বিপদমুক্ত। বেহেশতের ঝরণাগুলো হবে ইয়াকুত এবং জবরজদ নামক মহামূল্যবান প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। বেহেশতের বৃক্ষরাজি বিশেষতঃ আঙ্গুর, খুরমা ও খেজুর বৃক্ষসমূহ হবে মণি-মুক্ত নির্মিত। এর ফলগুলো যে কিরূপ হবেও তার স্বাদ কিরূপ হবে তা' শুধু আল্লাহ তায়ালাই বলতে পারেন। তিনি ব্যতীত আর

www.pathagar.com

কারুরই তা' বলার সাধ্য নেই। বেহেশত থেকে অনবরত যে সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হতে থাকবে পাঁচশো বছরের দূরত্বে থেকেও তা' অনুভব করা যাবে। বেহেশতের মধ্যে বেহেশতবাসীদের জন্য অনুপম, সুদৃশ্য ও সুন্দর অশ্ব এবং উষ্ট্রসমূহ থাকবে। এগুলো হবে মহামূল্যবান ইয়াকুত নির্মিত। তারা বেহেশতের উদ্যানসমূহে যেখানে সেখানে বিচরণ করবে। বেহেশতী পুরুষদের স্ত্রীগণ হবে আয়ত লোচনা ও কৃষ্ণনয়না। দেখে মনে হবে যেন তারা গুপ্ত ডিম্বকোষ সদৃশ। এদের প্রত্যেকেরই দুটো আঙ্গুলের মধ্যে সত্তরটি অলঙ্কার থাকবে। ঐ অলঙ্কারগুলো এরূপ যে, তার পশ্চাৎ থেকে সম্মুখভাগ দেখা যাবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশতীদের স্বভাবকে মন্দ থেকে এবং শরীরকে মৃত্যু থেকে মুক্ত এবং পবিত্র করবেন। তারা বেহেশতে তাদের নাসিকার সর্দি ফেলবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না; বরং মল-মূত্রের বদলে তাদের শরীর ঘর্মাক্ত হবে মাত্র। ঘর্ম থেকে সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হবে। সকাল ও সন্ধ্যায় তারা বেহেশতে খাদ্য গ্রহণ করবে। তোমরা জেনে রাখ, বেহেশতে রাত্র থাকবে না, দুনিয়ায় যেরূপ দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন আসে বেহেশতে তদ্রূপ হবে না। যে ব্যক্তি সর্বশেষ বেহেশতে প্রবেশ করবে, সে সর্বাপেক্ষা কম মর্যাদা পাবে। তবে তারও বেহেশতে এই পরিমাণ স্থান হবে, যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় এবং তার রাজত্ব একশো বছরের দূরত্বের সমান হবে। বেহেশতবাসীদের প্রসাদসমূহ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত হবে, তার দৃষ্টিশক্তি এতদূর বর্ধিত হবে যে, তার রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সে দেখতে পাবে। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বস্তু সে একই রূপ দেখতে পাবে। সকালে আহার্যের সময়ে তার নিকট সত্তর হাজার স্বর্ণের পিয়ালা উপস্থিত করা হবে এবং সন্ধ্যায়ও এই পিয়ালা উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেক পিয়ালায় যে শ্রেণীর খাদ্য থাকবে, অন্য পিয়ালায় তা' থাকবে না। তবে প্রথম খাদ্যে যে উৎকৃষ্ট স্বাদ পাওয়া যাবে, পরবর্তী খাদ্যেও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট স্বাদ পাওয়া যাবে। বেহেশতের মধ্যে ইয়াকুতের স্তূপ রয়েছে। তার মধ্যে এক হাজার গৃহ থাকবে। প্রত্যেক গৃহে সত্তর হাজার করে প্রকোষ্ঠ আছে। তার মধ্যে গর্ত বা অসমতা নেই। হযরত মুজাহিদ বলেছেন, বেহেশতে যার মর্যাদা কম হবে তার এক হাজার এই শ্রেণীর রাজ্য হবে, যার প্রত্যেকটির একপার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্বের দূরত্ব এক বছরের দূরত্বের সমান হবে। কিন্তু সে তার সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থানসমূহও সর্বাধিক নিকটবর্তী স্থানের ন্যায় দেখতে পাবে। বেহেশতবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত লোকগণ প্রত্যেহ

www.pathagar.com

সকাল-বিকাল তাদের প্রভুর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দীদার ইলাহীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করতে থাকবে। হযরত সাইয়্যিদ মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার হস্তে তিনটি করে বালা থাকবে না, তার একটি স্বর্ণের নির্মিত, একটি মুক্তার নির্মিত এবং আর একটি রৌপ্যের নির্মিত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে হুরগণ রয়েছে, তাদেরকে কৃষ্ণনয়না রমণী বলা হয়। যখন তারা বেহেশতের মধ্যে পদচারণা করবে, তখন তাদের প্রত্যেকের দক্ষিণে ও বামে সত্তর হাজার করে অজাতশ্মশ্রু গেলমান থাকবে। এ সময় ঐ রমণীদের প্রত্যেকেই বলতে থাকবে, যারা সৎকার্যে আদেশ দিত ও মন্দ কার্যে নিষেধ করত, তারা কোথায়? হযরত ইয়াইহয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেছেন, সংসার ত্যাগ করা কঠোর কার্য, কিন্তু বেহেশত থেকে বঞ্চিত হওয়া তদপেক্ষাও কঠোর ও এবং দুঃখব্যঞ্জক। মূলত সংসার ত্যাগই আখেরাত লাভের মোহরানা। তিনি আরও বলেছেন, সংসার অন্বেষণের মধ্যে রয়েছে নিজের অপমান নিহিত এবং আখেরাতের অন্বেষণের মধ্যে রয়েছে নিজের সম্মান ও মর্যাদা নিহিত। তার জন্য বড়ই আশ্চর্য যে, যাতে সে বিনাশ হবে তারই অন্বেষণ সে ভালোবাসে এবং যাতে চিরস্থায়ী সুখে থাকবে, তার অন্বেষণ ত্যাগ করে।

(ঙ) দীদারে ইলাহী

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা সৎকার্য করে, তাদের জন্য পুণ্য এবং অতিরিক্ত আরও কিছু রয়েছে। এই অতিরিক্ত বস্তুই হল মহান আল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত। এ বিষয়ই হল সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাদবিশিষ্ট। দীদারে ইলাহী হয়ে গেলে বেহেশতের সব সুখ ও আনন্দ ভুলে যাবে। আল্লাহর সাথে প্রেম ও ভালোবাসার অধ্যায়ে আমরা তা' উল্লেখ করেছি। বেদয়াতপন্থীগণ যা' বিশ্বাস করে, কুরআন ও হাদীস তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, একদা আমরা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকাকালীন তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমরা এই চন্দ্রকে যেরূপ দেখছ, তদ্রূপ তোমাদের প্রভুকেও দেখতে পাবে। তা' দেখে তোমাদের কোনরূপ ক্লান্ত বা শ্রান্ত হতে হবে না। সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে যে নামায পড়তে পার তা' পড়বে। তারপর তিনি আল্লাহ পাকের এই আয়াত পাঠ করলেন, "তোমার প্রভুর প্রশংসা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘোষণা কর।" এই

www.pathagar.com

হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সোহায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন, "যারা সৎকার্য করে, তাদের জন্য এই অতিরিক্ত পুরস্কার আছে।" তিনি বলেছেন, যখন বেহেশতীগণ বেহেশতে প্রবেশ করবে, একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে বেহেশতীগণ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিকট যা' প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি তা' পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন। সাহাবীগণ আরজ করলেন, তিনি সেই প্রতিজ্ঞা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)? আমাদের মীযান কি তিনি ভারী করেননি? আমাদের মুখমণ্ডল কি তিনি উজ্জ্বল করেননি এবং আমাদেরকে কি বেহেশতে প্রবেশ করাননি? তিনি কি আমাদেরকে দোযখ হতে রক্ষা করেননি? তখন পর্দা উত্তোলিত হবে এবং তারা মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকবে। তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত অপেক্ষা তাদের নিকট অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই নেই। বহু সংখ্যক সাহাবী এই দীদারের কথা বর্ণনা করেছেন। এই দীদারে ইলাহীই সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার এবং বড় নিয়ামত। আমি যে সুখ ও সম্পদের কথা বর্ণনা করেছি, তা' সবই বেহেশতীগণ উক্ত বড় পুরস্কার পেয়ে ভুলে যাবে। এই দীদারে ইলাহী লাভ করে বেহেশতীদের যে আনন্দ, উল্লাস ও স্ফূর্তি হবে, তার শেষ নেই, ক্ষয় নেই বা কমতি নেই; বরং সত্যি কথা এই যে, বেহেশতের সর্বরকম সুখ দীদারে এলাহীর সুখের তুলনায় অতীব নগণ্য।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ভুল বা ভ্রমের নিন্দা

জেনে রাখ, মানব জীবনে যা ব্যাপকভাবে বিপর্যয়ের পথ ও পাথেয়কে সহজলভ্য করে তোলে তা' হল ভুল। একটি মাত্র ভুলের জন্য খেসারতের দায়ভার বহন করে চলতে হয় দিনের পর দিন এবং বছরের পর বছর। জীবন ও জগতের পাতায় পাতায় কত যে ভুলের জ্বলন্ত স্বাক্ষর জ্বল জ্বল করে নিজের পরিচয় তুলে ধরছে তার ইয়ত্তা নেই।

জীবন চলার পথে মানুষ যত ভুল করে, তন্মধ্যে বড় ভুল হচ্ছে 'মৃত্যু চিন্তা' পরিহার করা। মৃত্যুর মতো অমোঘ ও চিরন্তন সত্যকে ভুলে থাকার পেছনে যে সকল প্রেরণা কাজ করে, সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং এগুলোর প্রতিরোধও প্রতিবিধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা। আর এই সফলতার মূলে রয়েছে ঐকান্তিক আন্তরিক প্রেরণা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই সৌভাগ্যের কুঞ্জি। আর ভ্রম ও উদাসীনতাই দুর্ভোগের উৎস। ঈমান ও মারেফাত ব্যতীত আল্লাহর বান্দাদের উপর আর কোন শ্রেষ্ঠ সম্পদ নেই। অন্তর্দৃষ্টির নূরের সাহায্যে বক্ষ সম্প্রসারণ ব্যতীত তা অর্জন করার দ্বিতীয় উপায় নেই। কুফরী ও আল্লাহর অবাধ্যতার চেয়ে আর কোন অধিক মন্দ নেই। মূর্খতার অন্ধকার দ্বারা অন্ধ হৃদয় ব্যতীত কুফরী ও পাপের কোন আহ্বানকারী নেই। ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও হৃদয়ের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তি প্রদীপ দণ্ড সদৃশ তার মধ্যে প্রদীপ রয়েছে এবং তা' স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে অবস্থিত। সেই কাঁচ নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। আর উক্ত প্রদীপ এরূপ কল্যাণযুক্ত যার তৈল স্বতঃপ্রজ্বলিত। যদিও তাকে অগ্নি স্পর্শ না করে। তা' যেন জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা স্বীয় জ্যোতির দ্বারা পথম প্রদর্শন করেন।

যাদের হৃদয় ভ্রমে নিপতিত, তারা গভীর সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার সদৃশ্য। তার উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। তার উপর আবার অন্ধকারময় মেঘমণ্ডল। এক মেঘের উপর অন্য মেঘ বিরাজিত। যখন সে

www.pathagar.com

তার হস্ত তন্মধ্যে বিস্তার করে সে তা' অল্পই দেখতে পায়। আল্লাহ যাকে জ্যোতি প্রদান করেননি তার কোন জ্যোতি নেই। আল্লাহ ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানীগণকে হেদায়েত দেয়ার বাসনা করেছেন; সুতরাং তিনি তাদের বক্ষকে ইসলাম ধর্মের ও হেদায়েতের জন্য সম্প্রসারিত করেছেন। পক্ষান্তরে, যারা ভ্রমে নিপতিত, তাদেরকে আল্লাহ গোমরাহ অর্থাৎ পথভ্রান্তকরবার জন্য ইচ্ছা করেছেন; সুতরাং তিনি তাদের বক্ষকে ও সংকীর্ণ করেছেন। ভ্রমান্ধ ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি নেই। সে অন্ধরূপে জীনযাপন করে। সে শয়তানকে প্রমাণস্বরূপ অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ এবং পথভ্রষ্ট হবে। যখন সে জানতে পারে যে, ভ্রম দুর্ভাগ্যের মূল এবং ধ্বংসের উৎস তখন ভ্রমের পথ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক। যেন ধর্মপথের পথিক তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাত অর্জন করার পর পরহেজগারী অবলম্বন করতে পারে; সুতরাং তাউফীকপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে অপকার ও অনিষ্টের পথগুলো চিনে নিয়ে তা থেকে সতর্ক হতে পারে এবং দৃঢ় সংকল্প ও অন্তর্দৃষ্টির উপর তার কর্মসৌধ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার ভ্রমের বিষয় আলোচনা করব। বিচারক, বিদ্বান, ধার্মিক লোক সবাই-ই কার্যের প্রারম্ভেই যে ভ্রমে পতিত হয় তা বর্ণনা করব। তাদের ভ্রম এবং উদাসীনতার কারণ তুলে ধরব। এই ভ্রমের সংখ্যা অগণিত। এ বিষয়গুলোতে বিশেষভাবে সতর্ক হলে অন্য বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

ভ্রমপূর্ণ লোকদের চার শ্রেণী : ভ্রমপূর্ণ লোকদের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। তবে তাদেরকে মোটামুটিভাবে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা : (১) ভ্রমে পতিত বিদ্বান লোক। (২) ভ্রমে পতিত ধার্মিক লোক। (৩) ভ্রমে পতিত সুফী দরবেশগণ এবং (৪) ভ্রমে পতিত ধনী লোকগণ। প্রত্যেক শ্রেণীর ভ্রমে পতিত লোকের সংখ্যা অধিক এবং ভ্রমের দিকও বিভিন্ন। কেউ কেউ মন্দ কার্যকে সৎকার্য মনে করে। যেমন কেউ কোন মসজিদের সৌন্দর্য হারাম ধন দ্বারা বৃদ্ধি করে। কেউ কেউ নিজের জন্য যা চেষ্টা করে এবং আল্লাহর জন্য যা চেষ্টা করে তার মধ্যে পার্থক্য করে না। যথাঃ বক্তা হিসেবে তার উদ্দেশ্য মানুষের ভক্তি আকর্ষণ এবং যশঃ ও খ্যাতি লাভ করা। কেউ কেউ বিশেষ জরুরি কার্য পরিত্যাগ করে অন্যান্য কার্যে লিপ্ত হয়। কেউ কেউ ফরজ ত্যাগ করে সুন্নত ও নফলে ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ শাঁস ত্যাগ করে বাহ্যিক খোসা নিয়ে ঐ ব্যক্তির ন্যায় লিপ্ত থাকে, যে শব্দের উচ্চারণ নিয়ে নামাযের মধ্যে ব্যস্ত থাকে। এসব বিষয়ের দরকার পার্থক্যসমূহ বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা।

www.pathagar.com

ভুলের অকল্যাণ, পরিচয় এবং দৃষ্টান্ত

জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন : "ফালা তাগুররান্নাকুমুল হাইয়াতুদ্দুনইয়া অলা ইয়াগুররান্নাকুম বিল্লাহিল গারুর" অর্থাৎ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে এবং ভ্রম যেন আল্লাহর বিষয়ে তোমাদরকে ভ্রান্ত পথে না নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেছেন, কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে পরীক্ষা করেছ, তোমরা অপেক্ষা করেছ এবং সন্দেহ করেছ কিন্তু তোমাদেরকে বিনষ্ট করেছে। এসব আয়াতই ভ্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, খোদাভীরুদের মধ্যে সরিষা পরিমাণ খোদাভীতি ও ঈমান ভ্রমের শিকার লোকদের দুনিয়া জোড়া ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। তিনি আরও বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি, যে নিজেকে বিনম্র রাখে এবং মৃত্যুর পরে কি হবে, তজ্জন্য নেককাজ করে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছা পোষণ করে। যে সব হাদীস বিদ্যার কল্যাণ এবং অজ্ঞতার অকল্যাণ সম্বন্ধে এসেছে তা' সবই ভ্রমের অকল্যাণের প্রমাণ। কেননা ভ্রান্তি একপ্রকার অজ্ঞতা। ভ্রান্তি বা ভ্রমও এক প্রকার অজ্ঞতা। কোন বিষয়কে বিশ্বাস করা এবং তার বিপরীত সে বিষয়কে দেখার নামই অজ্ঞতা। তবে সব অজ্ঞতাই ভ্রান্তি নয়; কিন্তু ভ্রান্তির জন্য ভ্রান্তির বিষয় এবং ভ্রান্তির পথে যা নয় তার আবশ্যকতা-ই তাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। সেখানেই অজ্ঞতার বিষয়বস্তু প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয় এবং সত্য, সন্দেহ ও ধারণাকে প্রমাণ বলে মনে করে নেয়া হয় এবং সেখানেই অজ্ঞতার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি প্রকৃতপক্ষে সেই সন্দেহ ও ধারণা সত্য না হয় তার নামই অজ্ঞতা। আর তা' ভ্রান্তি থেকেই অর্জিত হয়; সুতরাং যা প্রবৃত্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিজের মনে শান্তি আনয়ন করে তারই নাম ভ্রান্তি। প্রকৃতি সন্দেহ করে এবং শয়তানের প্রবঞ্চনায় নিপতিত হয়ে তারই দিকে অনুরক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্যর্থ সন্দেহের বশে বিশ্বাস করে যে, সে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক মঙ্গলজনক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে ভ্রান্তিপূর্ণ। অধিকাংশ লোকই মনে করে যে, তারা ঠিক মঙ্গলজনক পথে আছে। অথচ তারা ভ্রান্তির মধ্যে আছে; সুতরাং অধিকাংশ মানবই ভ্রান্তির মধ্যে কাল কাটাচ্ছে। তাদের ভ্রমের শ্রেণি বিভিন্ন এবং তাদের স্তর ও পৃথক পৃথক। কারও ভ্রান্তি অন্যান্যের চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও কঠিন। সর্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও কঠিন এসব লোকের ভ্রান্তি যারা মহাপাপী, কাফির এবং ফাসিক। তাদের দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরব।

কাফিরদের ভ্রম : পার্থিব জীবন কাফিরদেরকে প্রবঞ্চিত করে রেখেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে তারা বলে যে, নগদ বাকি থেকে উত্তম। নগদের অর্থ

www.pathagar.com

ইহকাল এবং বাকির অর্থ পরকাল। যখন ইহকাল উত্তম তখন তাই পছন্দ করা উচিত। তারা বলে যে, সন্দেহের বিষয়বস্তুর চেয়ে দৃঢ়বিশ্বাসই উত্তম। পার্থিব সুখ-সম্পদ দৃঢ়বিশ্বাসের বিষয়বস্তু এবং পরকালের সুখ-সম্ভোগ সন্দেহের বিষয়বস্তু; সুতরাং আমরা সন্দেহের বিষয়বস্তুর বিনিময়ে দৃঢ়বিশ্বাসের বিষয়বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি না। এটাই তাদের ভ্রান্ত ধারণা। এটা ইবলীসের ধারণার অনুরূপ। কেননা সে বলেছিল, আমি আদম থেকে উত্তম। তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা এবং আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ। এই কথার দিকে নিম্নোক্ত আয়াতের ইঙ্গিত রয়েছে। যথা : "উলায়িকাল্লাযীনাশ তারাউল হাইয়াতাদ্দুনইয়া বিল আখিরাতি ফালা ইউখাফফাফু আনহুমুল আযাবু ওয়ালাহুম ইউনছারূন" অর্থাৎ তারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছে; সুতরাং তাদের শাস্তি কম করা হবে না এবং তাদেকে সাহায্যও করা হবে না।

এই ভ্রান্ত মতের দাওয়াই ঈমান এবং প্রমাণ। ঈমানের দাওয়াই শুধু ঈমানের দ্বারা যে তাছদীক করা হয় তা আল্লাহর এই কথায় বিশ্বাস করা : "তোমাদের নিকট যা আছে তা' নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তাই বাকি থাকবে।" আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম।" তিনি আরও বলেন, "আখেরাত অধিক উত্তম ও চিরস্থায়ী।" তিনি আরও বলেন, "প্রবঞ্চনার সম্পদ ব্যতীত দুনিয়া আর কি?" তিনি আরও বলেন, "পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করতে পারে।" হুযুরে পাক (সাঃ) কয়েকদল কাফিরকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন। তার ফলে তারা তাঁকে বিশ্বাস করে ঈমান এনেছিল। তাঁর থেকে তারা প্রমাণ চায়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, আমরা জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহ কি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বলতেন, হাঁ। তিনি তা তাছদীক করতেন। এটাই সাধারণ লোকের ঈমান। তা-ই ভ্রান্তি থেকে তাদেরকে বের করে আনত। তাদের তাছদীক এরূপ ছিল যেরূপ পুত্র পিতার কথা সত্য জানে। যখন পিতা বলে যে, মক্তবে যাওয়া খেল-তামাশার চেয়ে উত্তম। তখন পুত্র তা সত্য বলে বিশ্বাস করে যদিও তা সে উত্তম হওয়ার অবগত নয়।

প্রমাণের দাওয়াই : এই ভ্রান্ত মতের অন্য দাওয়াইর প্রমাণ। প্রমাণ দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায়। শয়তান হৃদয়ের মধ্যে যে ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেয় সেই ধারণা অসত্য বলে জানা। কেননা প্রত্যেক ভ্রান্ত লোকের ভ্রান্তির একটা কারণ থাকে এবং এই ধারণাকেই সে প্রমাণ বলে জানে। প্রত্যেক প্রমাণই হৃদয়ে নিহিত এক প্রকার ধারণা এবং এই ধারণাই তার মনে শান্তি জন্মিয়ে দেয় যদিও সে তা বুঝতে পারে না এবং আলিমদের বাক্য দ্বারা তা সাজিয়ে দিতে সক্ষম হয় না। শয়তান প্ররোচিত ধারণার দুটো মূল বিষয় আছে। ঐ

www.pathagar.com

দুটো বিষয়ের একটি এই যে, ইহকাল নগদ এবং পরকাল বাকি। তার তা-ই বিশুদ্ধ মত। আর অন্য বিষয় এই যে, নগদ বাকি থেকে উত্তম। এই মূল বিষয় দুটো অনুসন্ধানের বস্তু। কেননা মূলত : তা তদ্রূপ নয়। যদি ওজন ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে নগদ বাকির সমান হয় তাহলে নগদ উত্তম। আর যদি নগদ বাকির চেয়ে কম হয় তাহলে বাকিই উত্তম। ভ্রান্ত কাফির ব্যবসায়ের মধ্যে বাকি দশটা টাকা পাওয়ার জন্য একটি টাকা ব্যয় করে। সে বলে না যে, বাকি থেকে নগদ উত্তম এবং দশটা টাকা পাওয়ার জন্য একটি টাকা নষ্ট করব? তদ্রূপ যদি কোন চিকিৎসক কোন রোগীকে উত্তম উপাদেয় খাদ্য বা ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করে রোগী ভবিষ্যত রোগের কষ্টের ভয়ে তা উপভোগ করা থেকে বিরত হয়। এতে দেখা যায় যে, সে নগদকে ত্যাগ করে ভবিষ্যতের উপর সন্তুষ্ট থাকে। ব্যবসায়ীগণ সমুদ্র পাড়ি দেয় এবং নানাদেশে পরিভ্রমণ করে, যেন ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসায়ে মুনাফা আসে। তাদের নিকট বর্তমান একটি টাকা থেকে ভবিষ্যতে দশ টাকার লাভ উত্তম। তদ্রূপ সংসারের সুখ-সম্পদ আখেরাতের সুখ-সম্পদের তুলনায় অতি অল্প ও ক্ষণস্থায়ী। খুব বেশী হলে মানুষ একশো কিংবা শতাধিক বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে; কিন্তু তা আখেরাতের তুলনায় কোটি অংশের এক অংশও নয়। এতে দেখা যায় যে, এক অংশ ত্যাগ করে কোটি অংশ গ্রহণ করা অর্থাৎ যে অংশের শেষ নেই, তার আশা করা কর্তব্য।

যদি সুখের শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য কর তবে তুমি সংসারের সুখ-সম্পদকে কর্দমাক্ত ও বিপদাপদ জড়িত দেখতে পাবে। কিন্তু আখেরাতের সুখ-সম্পদ নির্মল ও বিপদাপদহীন। সুতরাং কাফিরের কথা : নগদ বাকি থেকে উত্তম, ভ্রান্ত, ভুল এবং প্রবঞ্চনা মাত্র। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ এই যে, সে লোকের নিকট থেকে যা শুনেছে তাই বিশ্বাস করেছে। সে এটা বুঝে না যে, তার অর্থ এই যে, নগদ ও বাকি যদি পরিমাণ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সমান হয় তাহলে নগদ উত্তম।

এ সময় শয়তান অন্য ধারণা জন্মায় এবং বলে যে, দৃঢ়বিশ্বাস সন্দেহ থেকে উত্তম এবং আখেরাত সন্দেহজনক ও দুনিয়া প্রত্যক্ষ সত্য। এরূপ ধারণা প্রথম ধারণার চেয়ে অধিক বিপদ সৃষ্টি করে। কেননা এতে তার উভয় মূলই পণ্ড হয়। কেননা নিশ্চিত বিষয় অনিশ্চিত বিষয় থেকে উত্তম হয় যদি তা অনিশ্চিতের ন্যায় হয়। এর বিপরীত হলে ব্যাপার অনুরূপ হয়। ব্যবসায়ী নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর পরিশ্রম করে কিন্তু লাভের বিষয়ে তার নিশ্চয়তা থাকে না। তদ্রূপ আলিম নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে পরিশ্রম করে কিন্তু তার বিদ্যার মর্যাদা অর্জনের বিষয় অনিশ্চিত থাকে। কেবল শিকারী শিকার করার বিষয়ে

www.pathagar.com

নিশ্চিত থাকে কিন্তু শিকার পাওয়ার বিষয় অনিশ্চিত থাকে। বুদ্ধিমানের নিকট ব্যাপারটি এরূপই হয়ে থাকে; সুতরাং অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য নিশ্চিত বিষয়কে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ী বলে, যদি আমি ব্যবসা না করি আমার কষ্ট অল্প হয় বটে, কিন্তু ব্যবসায়ে আমার লাভ হয় অধিক। তদ্রূপ কোন রোগী তিক্ত ওষুধ সেবন করে বটে, কিন্তু সে আরোগের বিষয়ে নিশ্চিত থাকে না। যথা ওষুধের তিক্ততার বিষয় সে নিশ্চিত থাকে। সে বলে, ওষুধের তিক্ততা ব্যাধির মৃত্যুর ভয়ের তুলনায় অল্প।

আখেরাতের অনিশ্চয়তার বিষয়ে এই নিয়মটিই প্রযোজ্য। ধৈর্যের বিধান অনুযায়ী এই কথা বলা কর্তব্য। সংসারের ধৈর্যের দিনগুলো আখেরাতের তুলনায় অল্প এবং তা জীবনের শেষ পর্যন্ত থাকে কিন্তু যদি আখেরাত সম্বন্ধে মানুষের কথা মিথ্যা হয় আমার কোন ক্ষতি হবে না। তবে আমার ইহজীবনের সুখ-সম্পদ নষ্ট হবে। আমার আদিম সময়ে অনস্তিত্ব থেকে আজ পর্যন্ত কোন সুখ-সম্পদ ভোগ করিনি একইরূপে আছি। আমি মনে করি আমি অনস্তিত্বের মধ্যেই রয়েছি। আর তারা যা বলে তা যদি সত্য হয় আমি বরাবর দোযখে বসবাস করব। তার কোনদিন শেষ নেই। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যা তারা বলে তা যদি সত্য হয় তাহলে তোমার ও আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আর যদি আমার কথা সত্য হয় তাহলে আমি মুক্তি পাব তুমি ধ্বংস হবে। আখেরাতের বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল বলে তিনি এই কথা বলেননি; বরং তার বুদ্ধি অনুযায়ী তার তর্কের উত্তর দিয়ে তাকে বুঝাবার জন্যই এ কথা বলেছিলেন। কেননা সে ভ্রান্ত পথে চলতেছিল।

দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় : কাফিরদের তর্কের দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় এই যে, আখেরাত সন্দেহজনক। এই তর্কও ভ্রান্ত। মুমিনদের নিকট আখেরাত সুনিশ্চিত। তার সুনিশ্চিত বিশ্বাসের দুটো কারণ রয়েছে। একটি কারণ ঈমান এবং নবী ও আলিমদের প্রতি আনুগত্যের সমর্থন। এতেও ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। এটাই সাধারণ লোকের এবং অধিকাংশ বিশেষ লোকের সুনিশ্চিত বিশ্বাস। সে কোন রোগী সদৃশ, যে তার রোগের ওষুধ জানে না। অথচ চিকিৎসকগণ ও বিশেষজ্ঞগণ সবাই একমত হয়ে যে দাওয়াই তার জন্য ব্যবস্থা করে দেয় সে তাই ব্যবহার করে রোগমুক্ত হয়। তার মন তা' সত্য কিনা তা অনুসন্ধানের জন্য এবং উত্তম প্রমাণ দ্বারা তার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য সে ছুটে বেড়ায় না; বরং সে তাদের কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করে; কিন্তু বিকারগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকদের কথা মিথ্যা বলে। রোগী ঘটনা পরম্পরায় এবং নিকটবর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জানে যে, চিকিৎসকগণ সংখ্যায় অধিক। কল্যাণ প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে, চিকিৎসা শাস্ত্রে ঐ ব্যক্তির কোন জ্ঞান নেই বললেও চলে। তাই তার বাক্য দ্বারা সে নিজেই মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়; সুতরাং তার কথার দরুন রোগী ব্যক্তি চিকিৎসকদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করে না এবং তাদের বাক্যকে প্রবঞ্চনা স্বরূপও ভাবে না। যদি সে ঐ বিকারগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত লোকের কথায় বিশ্বাস করে চিকিৎসকদের উপদেশ ত্যাগ করে তবে সে নিজেই বিকারগ্রস্ত, বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হয়ে ভ্রান্তিতে পতিত হয়। তদ্রূপ যে ব্যক্তি এমন লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে যারা আখেরাতের নিকটবর্তী এবং তদসম্বন্ধে সংবাদ দেয় যে, আল্লাহর ভয় সৌভাগ্যের তীরে উপনীত হওয়ার জন্য উপকারী দাওয়াই। যারা তজ্জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তারাই সৃষ্টির সেরা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধির মর্যাদা গুণে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। তারাই নবী, আউলিয়া, বিজ্ঞ এবং আলিমগণ। সর্বশ্রেণীর লোক তাদের অনুসরণ করে; কিন্তু যেসব লোক প্রবৃত্তির বশীভূত এবং যাদের প্রবৃত্তি সংসার মোহে মত্ত তারা তাদের নিকট থেকে দূরে রয়েছে। মোহ ত্যাগ করা কষ্টকর এবং তারা যে দোযখবাসী তা স্বীকার করা তারা কষ্টকর মনে করে; সুতরাং তারা আখেরাতকে অস্বীকার করে, নবীগণকে অস্বীকার করে এবং তাদেরকে মিথ্যা জানে। যেরূপ কোন বালক এবং কোন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি চিকিৎসকগণ এক বাক্যে যা বলেছে মনের সেই স্থির বিশ্বাসকে দূর করতে পারে না। তদ্রূপ এই অর্বাচীন ব্যক্তি যাকে মোহ আচ্ছন্ন করে রেখেছে সে নবী, আউলিয়া ও আলিমগণের বাণীর সুস্থতার মধ্যে তোমার সন্দেহ জন্মাতে পারে না। এই পরিমাণ ঈমান সব মানুষেরই রয়েছে। তা-ই সুনিশ্চিত বিষয় এবং তা-ই বিনা সন্দেহে তাকে কাজ করতে উৎসাহ দেয় এবং ভ্রান্ত মত দূরীভূত করে। আখেরাতের পরিচয়ের দ্বিতীয় কারণ নবীদের উপর অহী অবতরণ এবং আউলিয়াদের মনে এলহামের উদয়। তুমি ভেবো না যে, আখেরাত এবং ধর্মের ব্যাপার নবী করীম (সাঃ) ফিরেশতা জিব্রাইল থেকে শ্রবণ করেই তা মেনে নিয়েছেন। যেরূপ তুমি হুযুরে পাক (সাঃ) থেকে শ্রবণ করে তা মেনে নাও। তাঁর পরিচয় জ্ঞান এবং তোমার পরিচয় জ্ঞান এক নয়। তোমার তাকলীদ বা অন্ধ বিশ্বাস তার পরিচয় জ্ঞানের তুল্য নয়। তাকলীদ একটি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের নাম। নবীগণ তত্ত্বজ্ঞানী। তাদের পরিচয় জ্ঞানের অর্থ হল, তাঁদের নিকট সব জিনিসের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তা প্রত্যক্ষ করেছেন। যেরূপ তুমি বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা জড় পদার্থসমূহ দেখতে পাও এবং তা দেখে তার বিষয়ে বল, শ্রবণ করে নয় বা বিশ্বাস করে নয়। এর কারণ এই যে, রূহের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁদের নিকট প্রকাশ পায়। রূহ আল্লাহর আদেশ বা আধ্যাত্মিক পদার্থ। আল্লাহর আদেশ অর্থ এই নয় যে, তা আল্লাহর নিষেধের বিপরীত। কেননা সেই আদেশ বাক্যের আদেশ; কিন্তু রূহ বাক্য নয়। এই আদেশ একটি সম্মানিত পদার্থ নয়

www.pathagar.com

যদ্বারা আল্লাহর একটি সৃষ্ট পদার্থ বুঝা যায়। সব সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তা (রূহ) সাধারণতঃ বিদ্যমান আছে।

জগৎ দু'প্রকার। যথা : জড় জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা আদেশের জগৎ। জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ উভয়ই আল্লাহর জন্য। যে বস্তুর পরিধি, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে তা জড় জগতের অন্তর্গত। তার বিশদ ব্যাখ্যা আত্মার গুপ্ত ব্যাপার। সে বিষয় অধিকাংশ লোকের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তা বর্ণনা করবার অনুমতি নেই। যেরূপ তাকদীরের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আত্মা বা রূহের গুপ্ত তত্ত্ব জানতে পেরেছে সে নিজেকে চিনতে পেরেছে। যখন সে নিজেকে চিনতে পারে সে তখন খোদাকে চিনতে পারে। যখন সে খোদকে (নিজকে) ও খোদাকে চিনতে পারে তখন সে জানতে পারে আত্মা প্রকৃতিগত ও জন্মগত আধ্যাত্মিক খোদায়ী আমর বা স্রষ্টার হুকুমজনিত বস্তু বিশেষ। সে এই জড় জগতে আগন্তুক। এই জগতে তার অতরণ তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী হয়নি; বরং তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ একটি ব্যাপারের জন্য সে ভিন্ন দেশী হয়েছে। তা হযরত আদম (আঃ)-এর উপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তাকে একটি পাপের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল। যে বেহেশত তার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল তাঁকে তা থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর আত্মা আল্লাহর নিকটবর্তী ছিল। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহরই আমর বা আধ্যাত্মিক পদার্থ ছিল এবং তাঁর বসবাস স্বাভাবিক এং প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর নিকটবর্তী ছিল। যখন তিনি নিজেকে ও তাঁর প্রভুকে ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধ অপরিচিত দুয়িয়ার দিকে তাঁকে অবতরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল। যখন তিনি একটি কার্য করেছিলেন, নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হল, ঐসব লোকের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তৎপর তিনি তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারাই মহাপাপী। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে : "ওয়ালা তাকুনূ কাল্লাযীনা নাসুল্লাহা ফাআনসাহুম আনফুসাহুম উলায়িকা হুমুল ফাছিকুন" অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনের বিরুদ্ধে এবং তাদের সত্য ধারণার বিরুদ্ধে তারা বের হয়ে গিয়েছিল।

যখন শাঁস তার স্বাভাবিক খোসা বা মূলাধার থেকে বের হয় তখন বলা হয় শাঁস খোসা থেকে বের হয়ে গেছে। একথার দ্বারা বুঝা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানীগণ আত্মার মূল ঘ্রাণ বের করে তাতে প্রীতি লাভ করে; কিন্তু যারা অল্প জ্ঞানী তারা শুধু শব্দ শ্রবণ করে প্রফুল্ল হয়। তারা ঘ্রাণ নিয়ে প্রফুল্ল হয় না। কেননা তা তাদেরকে ক্ষতি করে। যেরূপ গোলাপের ঘ্রাণ গোবরে পোকার ক্ষতি হয়। তাদের দুর্বল চক্ষু বিভ্রান্ত হয়। যেরূপ সূর্য দর্শনে

www.pathagar.com

বাঁদুরের চক্ষু বিভ্রান্ত হয়। হৃদয়ের এই গুপ্ত তত্ত্ব থেকে এ বিষয় উন্মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যের দিকে চলে যায়। তারই নাম মারেফাত ও বেলায়েত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। যিনি এ বিষয় দুটো অর্জন করেন তাকে অলী বা আল্লাহর বন্ধু বা আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানী বলা হয়। এটাই নবীদের পদমর্যাদার প্রথম সোপান। যা আওলিয়াদের শেষ সোপান।

আখেরাত সন্দেহজনক বলে শয়তানের কুমন্ত্রণা : আখেরাত সন্দেহজনক বলে শয়তান যে কুমন্ত্রণা দেয় তা তাক্‌লীদ বা নিশ্চিত বিশ্বাস বা অন্তদৃষ্টির ও অন্তরের প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা দূর করা যায়। মুমিনগণ তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস দ্বারা যখন আল্লাহর আদেশকে বিনাশ করে এবং কার্যাবলী পরিত্যাগ করে। তাছাড়া লোভ ও পাপে নিমগ্ন হয় তখন তারা উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণায় কাফিরদের সাথে শরীক হয়ে যায়। কেননা তারা তখন আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন পছন্দ করে লয়। সত্য বটে যে, এসব মুমিনদের ব্যাপার সহজ, কেননা ঈমানের মূল বিষয় তাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং তারা কিছুকাল পর দোযখ হতে বের হতে পারবে; কিন্তু তবু তারা ভ্রান্ত পথে চলছে। পরলোক ইহকাল থেকে উত্তম তা তারা বুঝতে পেরেও ইহলোকের দিকে অনুগত হয়ে তা পছন্দ করে নিয়েছে; সুতরাং শুধু ঈমান তাদের পূর্ণ কৃতকার্যের জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি তাওবাহ করে, ঈমান আনে, সৎকাজ করে তারপর ঠিকপথে চলে তাকে আমি ক্ষমা করি। আল্লাহ আরও বলেন, "ইন্না রাহমাতাল্লাহি ক্বারীবুম মিনাল মুহসিনীন।" অর্থাৎ আল্লাহর রহমত সৎকার্যশীলদের অতি নিকটবর্তী। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, "আল ইহসানু আন তা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু" অর্থাৎ তুমি আল্লাহকে যেন দেখছ এরূপভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নামই ইহসান বা সৎকার্য। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, "ওয়াল আছরি ইন্নাল ইনসানা লাফী খুছরিন ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া আমিলুচ্ছালিহাতি ওয়া তাওয়া ছাওবিল হাক্কি ওয়া তাওয়া ছাওবিচ্ছাবরি" অর্থাৎ সময়ের শপথ! মানুষ নিশ্চয়ই ক্ষতির মধ্যে আছে। শুধু ঐসব লোক ব্যতীত যারা ঈমান এনে সৎকার্য করে এবং পরস্পরকে সত্য বিষয়ে উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলে; সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন যার মধ্যে ঈমান ও সৎকার্যের সমন্বয় আছে শুধু ঈমানই যথেষ্ট নয়।

নিম্নোক্ত ব্যক্তি ভ্রান্তপথে চলছে। অর্থাৎ যারা সংসার নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে ও সংসারে যারা আনন্দে লিপ্ত এবং সংসারের সুখ-সম্পদ ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে। তারা মনে করে যে, এসব না করলে তারা পার্থিব আমোদ-প্রমোদ থেকে বঞ্চিত হবে; কিন্তু তার পরে কি হবে তারা তা-ও

www.pathagar.com

ভয় করে। মহাপাপী মুমিনগণ দুনিয়া সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মত পোষণ করে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ :

আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা : আল্লাহ্ সম্বন্ধে কাফির ও মহাপাপীগণ যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তার দুটো দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব। আল্লাহর প্রতি কাফিরদের ভ্রান্ত ধারণার দৃষ্টান্ত এই যে, কাফিরদের কেউ কেউ মনে মনে ও রসনার দ্বারা বলে, যদি সে (নবী) প্রথম থেকে আল্লাহর জন্য হয় তবে আমরা অন্যান্য ব্যক্তি থেকে এ বিষয়ের অধিক উপযুক্ত, অধিক সম্পদ পাওয়ার অধিকারী এবং অধিক সৌভাগ্যশালী। আল্লাহ্ তায়ালা দু'ব্যক্তির তর্কের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি বলেছেন, যথা : "ওয়ামা আজুননুস সাআতা ক্বায়িমাতান ওয়ালাইন রুদিত্তু ইলা রাব্বি লাআজিদান্না খাইরাম মিনহা মুনক্বালাবা" অর্থাৎ এক ব্যক্তি বলল, সে সময় উপস্থিত হবে বলে আমি মনে করিনি, যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট ফিরতে হয়, আমি নিশ্চয়ই তার চেয়ে উত্তম স্থান পাব। তাফসীরে এ আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন কাফির এক হাজার দীনার ব্যয়ে একটি প্রাসাদ তৈরি করে তন্মধ্যে আরও একহাজার দীনার ব্যয়ে একটি উদ্যান তৈরি করেছিল। আরও একহাজার দীনার ব্যয়ে সে বহু চাকর-বাকর ক্রয় করল এবং আর এক সহস্র দীনার ব্যয়ে সে একটি সুন্দরী রমনী বিবাহ করল। এর প্রত্যেকটি ব্যাপারে এক মুমিন ব্যক্তি তাকে উপদেশ দিয়ে বলল, তুমি এমন এক প্রাসাদ নির্মাণ করেছ যা বিনষ্ট হবে বরং তুমি কেন বেহেশতে এমন প্রাসাদ খরিদ করলে না যার বিলুপ্তি নেই? তুমি এমন এক উদ্যান তৈরি করেছ যা ধ্বংস হবে। তুমি বেহেশতে এমন এক উদ্যান কেন খরিদ করলে না যা কখনও নষ্ট হবার নয়? তুমি কেন এমন চাকর-বাকর খরিদ করলে যা স্থায়ী থাকবে না? তা না করে কেন এমন চাকর-বাকর খরিদ করলে না যা চিরস্থায়ী থাকবে? তারপর তুমি কেন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী রূপসী রমণী বিবাহ করলে? তা না করে কেন তুমি এমন কোন সুন্দরী কৃষ্ণলোচনা বেহেশতের হুরী বিবাহ করলে না যার কখনও মৃত্যু নেই? কাফির ব্যক্তি মুমিন ব্যক্তির প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করে বলল, এখানে সে বেহেশতের অস্তিত্ব কোথায় যে বেহেশতের কথা তোমরা বল? মূলতঃ তোমরা এসব মিথ্যে কথাই বলছ। আর যদি তা সত্যও হয় তাহলে বেহেশতে আমি যা পাব তা কারও চেয়ে কম হবে না।

তদ্রূপ আল্লাহ্ তায়ালা আস ইবনে ওয়ায়েলের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সে বলেছিল, আমি নিশ্চয় আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে বেহেশতে আসব। তখন আল্লাহ বললেন, তা তার নিকট ফিরিয়ে দাও। সে কি অদৃশ্যের অনুসন্ধান করেছে বা রহমানের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে?

www.pathagar.com

তা' কখনই নয়। হযরত খাব্বার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আস ইবনে ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু ঋণ পাওনা ছিল। তার তাগাদায় আমি তার নিকট উপস্থিত হলে সে তা আদায় করল না। তখন আমি বললাম, আমি তা আখেরাতে আদায় করব। তা শুনে সে আমাকে বলল, যখন তুমি আখেরাতে যাবে তখন তথায় আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। আমি তখন তোমার ঋণ আদায় করে দেব। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ, যে আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে? সে বলে, আমি আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে আসব। আল্লাহ বলেন, তার উপর বিপদ আপতিত হবার পর যদি আমি তার প্রতি আমার করুণা বর্ষণ করি সে নিশ্চয়ই বলে যে, এটা আমার জন্য এবং আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত হবে। তবে যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট যেতেই হয় তাহলে যা আমার জন্য মঙ্গলজনক তা-ই তাঁর নিকট আছে।

এসব কথা আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এর কারণ ইবলীসের কুমন্ত্রণা। আমরা আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এর আর একটি কারণ তারা এক সময় তাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব সুখ-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং সেই দৃষ্টিতেই আখেরাতের শান্তির বিষয়ও ধারণা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারা তাদের উপর শাস্তির বিলম্বতার দিকে লক্ষ্য করে আখেরাতের শান্তির বিষয়ও ধারণা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারা তাদের মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তজ্জন্য আল্লাহ বলেন, দোযখই তাদের জন্য যথেষ্ট তাতে তারা প্রবেশ করবে। তা' কি মন্দ স্থান! অন্য সময় তারা দেখে যে, মুমিনগণ দরিদ্র, ধূলিধূসরিত, কেশ বিন্যাসহীন। তারা তাদেরকে হেয় মনে করে ও অবজ্ঞা করে এবং বলে, আমাদের মধ্যে এই দরিদ্রের উপর (বেহেশতের) এই সব সম্পদ। তারা বলে, যদি সে (নবী) উত্তম হতো তাহলে তার উপর আমরা সুখ-সম্পদের ব্যাপারে এরূপ অগ্রবর্তী হতাম না। এভাবে তারা পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি আল্লাহর উপর অবিশ্বাস ও অনাস্থামূলক বাক্যোচ্চারণ করতে থাকে। তারা মনে করে যে, আল্লাহ পার্থিব ধন-সম্পদ দ্বারা আমাদের উপর করুণা করেছেন। প্রত্যেক সৎকর্মীই করুণা ও ভালোবাসার পাত্র এবং প্রত্যেক ভালোবাসার পাত্রকেই ভবিষ্যতেও করুণা করা হবে। তারা বলে, আমরা যদি আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও প্রিয় না হতাম তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের উপর করুণা করতেন না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা বলে যে, প্রত্যেক করুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই আল্লাহর প্রিয়। তাদের মতে পার্থিব ধন-সম্পদ প্রাপ্তির অর্থই তাদের উপর আল্লাহর করুণার প্রকাশ। এটাই আল্লাহ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা। কেননা সে এই প্রমাণ দ্বারা মনে করে যে, আল্লাহর নিকট

www.pathagar.com

তারা সম্মানিত। অথচ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গ লোকদের নিকট পার্থিব ধন-সম্পদপ্রাপ্তি ধন-সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য অপমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

এক ব্যক্তির দুটো অল্প বয়স্ক গোলাম ছিল। লোকটি তার একটি গোলামকে ভালোবাসত এবং অন্যটিকে ঘৃণা করত। যাকে সে ভালোবাসত তাকে সে অনর্থক খেল-তামাশায় রত হতে দিত না; বরং তাকে কোন ওস্তাদের নিকট এজন্য পাঠাত যেন সে তার নিকট থেকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা করতে পারে। কোন অনিষ্টকারী ফল এবং বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য-খাদক থেকে তাকে বিরত রাখত এবং তিক্ত ও কষ্টকর হলেও তাকে সে উপকারী দাওয়াইসমূহ সেবন করাত। পক্ষান্তরে যে গোলামটিকে সে অপছন্দ করত তার প্রতি সে মোটেই লক্ষ্য করত না। সে যেরূপ ইচ্ছা তদ্রূপ খেল-তামাশায় কাটিয়ে দিত। কোন মক্তবে বা শিক্ষকের নিকট সে যেত না এবং যা ইচ্ছা তা সে ভক্ষণ করত। অথচ এই অবহেলিত গোলামটি মনে করত যে, সে তার মনিবের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত। কেননা সে তাকে কোন কাজে বাধা দেয় না। তার প্রতি কোনরূপ কর্কশ ব্যবহার করে না; বরং তার প্রত্যেক কাজেই সে তাকে সাহায্য করে। উক্ত গোলামের এই ধারণা যে একেবারেই ভ্রান্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তদ্রূপ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অতীব অনিষ্টকর এবং এগুলো মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরবর্তী করে রাখে। আল্লাহ তাঁর ধার্মিক বান্দাকে দুনিয়া থেকে রক্ষা করেন। কেননা তিনি তাকে ভালোবাসেন। যেমন কোন ব্যক্তি তার আপন রোগী ব্যক্তিকে অবাঞ্ছনীয় খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রাখে। হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর উম্মতগণকে এভাবেই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি অন্তর্দর্শী বুযুর্গদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। যখন এরূপ বুযুর্গদের নিকট সংসারের সুখ-সম্পদ এসে যেত তখন তারা অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলতেন, পাপের শাস্তি এই দুনিয়াতেই আমাদের নিকট এসেছে। তারা দুনিয়ার ধন-সম্পদকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। পক্ষান্তরে যখন তাদের নিকট অভাবও দরিদ্রতা আসত তারা বলতেন, ধার্মিক লোকদের নিদর্শনকে অভ্যর্থনা। যখন ভ্রান্ত লোকদের নিকট দুনিয়া উপস্থিত হয় তারা মনে করে যে, তা আল্লাহর দান। যখন তা চলে যায় তখন তারা ভাবে, যেরূপ আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ পরীক্ষা করেন তিনি তাকে সম্মানিত করেন ও তার উপর নিয়ামত বর্ষণ করেন। তখন সে বলে, আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং যখন আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করেন ও তার জীবিকাকে সংকীর্ণ করেন তখন সে বলে,

www.pathagar.com

আমার প্রভু আমাকে অপমানিত করেছেন। আল্লাহ্ তার উত্তরে বলেন তা কখনই নয়। অর্থাৎ সে যেরূপ বলে তদ্রূপ নয়। তিনি তাকে পরীক্ষা করেন। আমরা আল্লাহর নিকট এই বিপদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহর নিকট দৃঢ়পদ এবং অবিচলতা কামনা করছি।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের উভয়কেই "তা কখনই নয়"এই কথার দ্বারা মিথ্যাবাদী বলেছেন। তিনি বলেন, এটা সম্মানের জন্য নয় বা অপমানের জন্যও নয়; কিন্তু সম্মানিত ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হোক বা ধনী হোক যাকে আমি আমার ইবাদাত দ্বারা সম্মানিত করেছি এবং অপমানিত ঐ ব্যক্তি ধনী হোক বা দরিদ্র হোক যাকে পাপ দ্বারা অপমানিত করেছি; এই ভ্রান্ত ধারণার দাওয়াই অন্তর্দৃষ্টির আলো ও আনুগত্যের সাহায্যে সম্মান ও অপমানের পরিচয় জ্ঞান। দুনিয়ার লোভ যে আল্লাহ্ থেকে দূরবর্তী এবং লোভকে দূরে রাখলেই আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায় তার কারণ জানাই অন্তর্দৃষ্টির ফল। আওলিয়া ও আরেফীনগণ এটা এলহাম দ্বারা উপলীব্ধ করতে পারেন। এর বিশদ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্তর্গত। ব্যবহারিক বিদ্যার উপযোগী নয়। তাকলীদ ও তাছদীক দ্বারা যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আল্লাহর পাক কালামের উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলকে সত্য জানা থেকে জন্মে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করি তদ্বারা তাদের জন্য সত্বর মঙ্গল নিয়ে আসি কিন্তু তারা তা বুঝে না। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে : "আইয়াহসিবূনা আন্নামা নুমিদ্দুহুম বিহী মালিউ ওয়াবানীনা নুসারিউ লাহুম ফিল খাইরাতি লা ইয়াশউরূন।" আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেছেন : "ফাতাহ্না আলাইহিম আবওয়াবা কুল্লি শাইয়িন ইযা ফারিহূ বিমা উতু আখাযনাহুম বাগতাতান ফাইযা হুম মুবলিসূন" অর্থাৎ তাদের উপর আমি সব জিনিসের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম এমনকি যখন তাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাতে তারা খুবই আনন্দলিপ্ত ছিল। আমি তাদের উপর হঠাৎ শাস্তি পাঠিয়ে দিলাম। তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ল।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তাদেরকে আমি কোথা হতে যে তাদের সূত্র দীর্ঘ করব তা তারা জানবে না।" আল্লাহর এই আয়াতের অর্থ এই যে, যখনই তারা একটি পাপ করত আমি তাদের জন্য একটি নিয়ামত পাঠাতাম যেন তাদের ভ্রান্ত মত আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন, আমি তাদেরকে অবকাশ দেই যেন তাদের পাপ আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, পাপীগণ যা করে আল্লাহ্ যে সে বিষয়ে উদাসীন তা' মনে করো না; কিন্তু তিনি এমন এক দিনের জন্য বিলম্ব করেন যেদিন দৃষ্টিশক্তি অন্যদিকে নিবদ্ধ থাকবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুন্নতের মধ্যে যে সব বাণী এসেছে তাতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে ভ্রান্ত মত থেকে মুক্তি পেয়েছে। কেননা এই ভ্রান্ত মতের উৎপত্তি আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলীর অজ্ঞতা। যে তার পরিচয় পেয়েছে সে তাঁর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়েছে এবং ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়নি। সে ফিরাউন, হামান, কারুন এবং দুনিয়ার অন্যান্যরাজ-রাজন্যের দিকে লক্ষ্য করে ভাবে যে, তাদের উপর কিরূপ বিপদাপদ আপতিত হয়েছিল, আল্লাহ কিরূপে প্রথম তাদের উপর সম্পদ বর্ষণ করেছিলেন। অবশেষে তাদেরকে নির্মূল করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেন, "তাদের থেকে তুমি কি উপদেশ গ্রহণ কর না? আল্লাহ্ তাঁর কৌশল এবং তাঁর অবকাশ দান থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত লোক ব্যতীত আল্লাহ্র কৌশল থেকে কেউ-ই নিরাপদ হয় না। আল্লাহ্ আরও বলেন, তারা চক্রান্ত করেছিল আমিও চক্রান্ত করেছিলাম, কিন্তু তারা তা জানত না। তিনি আরও বলেন, তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আল্লাহ্ চক্রান্ত করেছিলেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ চক্রান্তকারী। আল্লাহ্ বলেন, তারা কৌশল রচনা করে এবং আমিও কৌশল রচনা করি তবে কাফিরদেরকে দীর্ঘ সময় দেই; সুতরাং অবহেলিত কোন গোলামের পক্ষে মনিবের কার্যে অমনোযোগী হওয়া উচিত নয় এবং তার মনিব প্রদত্ত ধন-সম্পদের বিষয়ও নিরাপদ হওয়া সঙ্গত নয়। আল্লাহর বেলায়ও তদ্রূপ তাঁর অবকাশ দেয়ার বিষয়ে সতর্ক হবে। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর কৌশলের বিষয়ে নিজেকে নিরাপদ ভাবে সে প্রবঞ্চিত। এই প্রবঞ্চনার কারণ তার পার্থিব সম্পদের জন্য তার এরূপ ধারণা হয় যে, আল্লাহর নিকট সে সম্মানিত; কিন্তু সে জানে না যে, তা অপমানের প্রমাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়এবং মোহের মাধ্যমে শয়তান তার হৃদয়কে স্বীয় মতের দিকে অনুরক্ত করে। এটাই ভ্রান্ত ধারণার সীমা।

পাপী মুমিনদের ভ্রান্ত ধারণা : তারা বলে, আমরা করুণাময় আল্লাহ্ থেকে ক্ষমার আশা করি। তারা এর উপর ভরসা করে ইবাদাতকে অবহেলা করে। এই ভ্রান্ত ধারণার নাম রেজা বা আশা। তারা ভাবে যে, এই আশা ধর্মের ক্ষেত্রে একটি উত্তম স্তর এবং আল্লাহর নিয়ামত সুদূরপ্রসারী ও তাঁর রহমত সুবিস্তৃত এবং তাঁর দান সর্বব্যাপক। তাঁর করুণার মহাসমুদ্রে বান্দার পাপ কোথায় থাকতে পারে। আমরা তাওহীদপন্থী মুমিন। আমরা আমাদের ঈমানের উছীলায় তাঁর রহমতের আশা করি। তাছাড়া তাদের পূর্বপুরুষদের পদমর্যাদার জন্যও কখনও কখনও তারা আল্লাহর করুণা আশা করে; কিন্তু তারা ভাবে না যে, তাদের পূর্বপুরুষদের খোদাভীতি, তাকওয়া এবং পরহেজগারী অত্যন্ত উচ্চস্তরের ছিল; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধাচারণ করে প্রবঞ্চিত হচ্ছে। তারা এরূপ

www.pathagar.com

ধারণা করে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের কল্যাণে তারা আল্লাহর নিকট সম্মানিত; কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষগণ নিজেদের অতিরিক্ত পরহেজগারী এবং আল্লাহর ভয় থাকা সত্ত্বেও ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতেন; কিন্তু বর্তমানে তাদের অতিরিক্ত পাপ ও দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তারা নিরাপদ আছে। এটাই আল্লাহর উপর অতিরিক্ত ভ্রান্ত ধারণা। শয়তান তাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সন্তান-সন্ততিকেও ভালোবাসে; সুতরাং তোমাদের ইবাদাত করার তেমন প্রয়োজন নেই; কিন্তু ভ্রান্ত পথিক একথা ভুলে যায় যে, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে তাঁর কিশতীতে উঠাবার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু তাঁর পুত্রের তা ইচ্ছা ছিল না ও সে কিশতীতে উঠল না এবং তজ্জন্য পরিশেষে সে ধ্বংস হয়েছিল। তখন হযরত নূহ (আঃ) বলেছিলেন, হে প্রভু! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে ধর্মবিধান পালন করে না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়নি।

আমাদের নবী (সাঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট তাঁর মাতার কবর যিয়ারত ও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁর কবর যিয়ারাতের অনুমতি দিলেন তবে ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি দিলেন না। তখন তিনি তাঁর মাতার কবরের পার্শ্বে বসে রক্তের সম্বন্ধের জন্য কোমল হৃদয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন তাতে তাঁর চতুর্দিকে যে সব ছাহাবী দিলেন, তাঁরাও অঝোরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এই-ই হল আল্লাহর প্রতি ধারণার বর্ণনা। প্রকতৃপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ধার্মিক লোককে ভালোবাসেন এবং পাপীদের ঘৃণা করেন, যেরূপ ধার্মিক পিতা তার পাপী সন্তানের প্রতি ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঘৃণা করে না। তদ্রূপ পাপী সন্তানের তার ধার্মিক পিতার প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও তাকে ভালোবাসে না যদিও সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা অধিক, তবুও এতে সন্দেহ নেই যে, ঘৃণাও অধিক; বরং সত্য এই যে, কোন ব্যক্তি অন্যের বোঝা বহন করবে না। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সন্তান পিতার পরহেজগারীর জন্য মুক্তি লাভ করবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ভাবে যে, তার পিতার দরুন তাকেও আলিম বলা যায়; তার পিতার হজ্জ আদায় করার দরুন তাকেও হাজী বলা যায়; সুতরাং তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় ফরজে আইন বা অবশ্য কর্তব্য। এর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব চলে না। এতে পিতা তার পুত্রের কোন উপকার করতে পারে না। তদ্রূপ আল্লাহর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। খোদাভীতির পুরস্কার ঐদিন হবে, যেদিন কোন লোক তার ভ্রাতা, মাতা এবং পিতা থেকে পলায়ন করবে। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করবার অনুমতি থাকবে, যার উপর আল্লাহর ক্রোধ অধিক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পাপী ও অধার্মিক লোক বলে, আল্লাহ্ সম্মানিত এবং আমরা তাঁর রহমত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। তাদের এ কথার মধ্যে কোথায় কি ভুল-ভ্রান্তি আছে? তিনিই তো বলেছেন, আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে যে ধারণা করে, আমি তার অতি নিকটে আছি; সুতরাং আমার সম্বন্ধে উত্তম ধারণা কর। এটা কি বিশুদ্ধ বাক্য নয়? হৃদয়ের জন্য কি তা সান্ত্বনাদায়ক বাক্য নয়?

উত্তর : প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, শয়তান এমন বাক্য ব্যতীত মানুষকে পথভ্রষ্ট করে না, যা প্রকাশ্যভাবে গৃহীত কিন্তু গুপ্তভাবে অসত্য ও মন্দ। যদি তার প্রকাশ্য সুন্দর রূপ না থাকত তবে হৃদয় প্রবঞ্চিত হতো না; কিন্তুহুযুরে পাক (সাঃ) তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে বিনম্র করে এবং মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, সেদিকে লক্ষ্য করে কাজ করে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশা করে। এর দ্বারা মূর্খ লোকগণ বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ এই আশার ব্যাখ্যা করে বলেন, যারা ঈমান আনে, যারা দেশ ত্যাগ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে অর্থাৎ তারাই আশা করার উপযুক্ত। এর কারণ আখেরাতের পুণ্যের অর্থ কার্যের পুরস্কার ও বিনিময়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "জাযায়াম বিমা কানূ ইয়া'মালূন" অর্থাৎ তারা যা করেছে এ হল তারই পুরস্কার। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, "ইন্নামা তারফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমার ক্বিয়ামাতি" অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে তোমাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। তুমি কি দেখছ না যে, সৎকার্যের বিনিময়ে পুরস্কার দেয়া হয় অথবা পুরস্কারের শর্ত সৎকার্য। যিনি এই শর্ত দিয়েছেন তিনি সম্মানিত। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। যেখানেই তিনি ওয়াদা করেছেন সেখানেই তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং করবেন; বরং তিনি তা আরও বৃদ্ধি করবেন। মজুর যদি সব জিনিসপত্র ভেঙ্গে-চূড়ে নষ্ট করে ফেলে এবং মজুরীদাতাকে দয়ালু মনে করে সে মজুরীর আশায় বসে থাকে তবে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান লোকগণ ভ্রান্ত আশায় বসে আছে ব্যতীত আর কিছু বলবে না। কারণ তার আশায় বসে আছে ব্যতীত আর কিছু বলবে না। কারণ তার আশা ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান নেই। হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– অনেকেই বলে, আমরা আল্লাহর নিকট আশা করছি; কিন্তু তারা তাদের ইবাদাতকে নষ্ট করে ফেলেছে। তাদের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তাদের সে আশা বৃথা আশা মাত্র। হযরত মুসলিম ইয়াসার (রহঃ) বলেছেন, গত রাত্রে আমি এমনভাবে সিজদাহ দিলাম যে, আমার সম্মুখের দুটো দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি আল্লাহর নিকট আশা করি, আপনি এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে কি বলেন? তখন মুসলিম বললেন, তোমার আশার সফলতা সুদূর পরাহত। যে ব্যক্তি যে বস্তুর আশা করে সে তার অনুসন্ধান করে। যে ব্যক্তি যে বস্তুকে ভয় করে সে তা থেকে পলায়ন করে। এক ব্যক্তি সন্তানের আশা করে কিন্তু সে বিবাহ করে না। বিবাহ করলেও স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকে বা সহবাস করলেও বীর্যপাত করে না। তাকে বিকারগ্রস্ত লোক ব্যতীত আর কি বলা যায়? তদ্রূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের আশা করে কিন্তু ঈমান আনে না। ঈমান আনলেও নেককাজ করে না বা নেককাজ করলেও পাপকাজ ত্যাগ করে না। সে নিছক ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বিবাহ করে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে এবং মণি নির্গত করে। তারপর সে সন্তান নিশ্চিত হয় না; বরং সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করে ও সর্বরকম বিপদাপদ দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করে। এরূপ লোককেই বুদ্ধিমান বলে। তদ্রূপ ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে ঈমান আনে, সৎকাজ করে, মন্দ কাজ ত্যাগ করে। আশা ও ভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান থাকে। সে ভয় করে যে, তার ইবাদাত কবুল নাও হতে পারে বা তার এই ইবাদাত স্থায়ী নাও হতে পারে এবং তার অন্তিমকাল ভালো না হয়ে মন্দও হতে পারে। সে আল্লাহর নিকট এরূপ আশা করে যে, তিনি সুদৃঢ় কালেমার দ্বারা তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তিনি তার ধর্মকে মৃত্যুর সময় রক্ষা করতে পারেন। এরূপ লোক ব্যতীত অন্যান্য লোক আল্লাহর বিষয়ে ভ্রান্ত; এবং শীঘ্রই তারা তাদের সেই ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারবে, যখন তারা পথভ্রান্ত ব্যক্তির শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং কিছুকাল পর তার বিষয় জানতে পারবে– তখন তারা বলবে, যেরূপ তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিয়েছেন, "রাব্বানা আবছারনা ওয়া সামি'না ফারজি'না না'মাল ছালিহান ইন্না মূক্বিনূন" অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা দেখেছি ও শুনেছি। আমাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দাও যেন আমরা সৎকাজ করতে পারি, এখন আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমরা জানলাম যে, আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে তিনি সঙ্গম ও বিবাহ ব্যতীত সন্তান দেন না, জমি কর্ষণ ও বীজ বপন ব্যতীত ফসল দেন না। তদ্রূপ তিনি সৎকার্য ব্যতীত আখেরাতে পুণ্য ও পুরস্কার প্রদান করেন না। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমার কথা সত্য এবং চেষ্টা ব্যতীত মানুষের কিছুই অর্জিত হয় না। যেমন এরশাদ হয়েছে, "লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সাআ" এবং শীঘ্রই মানুষের চেষ্টার পরীক্ষা হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "ওয়া ইন্না সা'ইয়াহু সাওফা ইয়ারা"। যখন কোন একদল তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তার রক্ষক তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের জন্য কি কোন সতর্ককারী এসেছিল? (কুরআন) অর্থাৎ আমরা কি তোমাদেরকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান শুনাইনি?

www.pathagar.com

প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তাকে পূর্ণভাবে দেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে সে তার জন্য দায়ী থাকবে। (কুরআন) সুতরাং এসব আয়াত শ্রবণ করার পর এবং বুঝবার পর তোমাদেরকে কোন্ বস্তু ভ্রান্তপথে চালনা করেছে? তারা বলবে, যদি আমরা শ্রবণ করতাম এবং বুঝতাম তাহলে আমরা কখনও দোযখের অধিবাসী হতাম না। তখন তারা তাদের পাপের বিষয় অবগত হবে; কিন্তু দোযখের অধিবাসীদের জন্য আফসুস! (কুরআন)

প্রশ্ন : তাহলে আশার উত্তম স্থান কোথায় আছে?

উত্তর : প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, আশা করা দু'স্থানে উত্তম। যখন মহাপাপী ব্যক্তির তাওবাহর প্রয়োজন হয় তখন আশার স্থান উত্তম। তখন শয়তান তাকে বলে, তোমার তাওবাহ্ কোথায় কবুল হবে? তখন শয়তান তার আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশা জন্মিয়ে দেয়। এ সময় তার কর্তব্য আশার দ্বারা তার নিরাশাকে নির্মূল করে ফেলা এবং স্মরণ করা যে, আল্লাহ তায়ালা সব পাপ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত করুণাময়। তিনি তাঁর বান্দাগণ থেকে তাওবাহ কবুল করেন এবং তাওবাহই একপ্রকার ইবাদাত, যা পাপকে মুছে ফেলে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আছরাফূ আলা আনফুছিহিম লা তাক্বনাতূ মির রাহমাতিল্লাহি ইন্নাল্লাহা ইয়াগ্‌ফিরুজ জুনূবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গাফূরুর রাহীম" অর্থাৎ হে আমার ঐসব বান্দা! যারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। তোমাদের প্রভুর নিকট তোমাদের বিষয়-ব্যাপার অনুতপ্ত হৃদয়ে স্থাপন কর। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি তাওবাহ করে, ঈমান আনে, সৎকার্য করে এবং তারপর হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় তাতে বিরত না হয়ে সে ক্ষমার আশা করে, সে ভ্রান্ত। তার দৃষ্টান্ত এরূপ : বাজারে গিয়ে কোন ব্যক্তির উপর জুমআর নামাযের সময় অতি নিকটবর্তী হলে তার মনে এই ভাবনা আসে যে, সে জুমআর দিকে ছুটে যাবে। তখন শয়তান তাকে বলে, তুমি জুমআর নামায পাবে না; সুতরাং তুমি তোমার স্থানেই অবস্থান কর; কিন্তু সে শয়তানকে মিথ্যাবাদী বলে দৌড়াতে থাকে এবং আশা করে যে, সে জুমআর নামায ধরতে পারবে। যদি সে তখন তার ব্যবসায়ে লেগে থাকে এবং ওয়াক্তের মধ্য সময়ে তার জন্য ও অন্যান্যের জন্য বা তার অজ্ঞাত কোন কারণবশতঃ ইমাম নামাযে বিলম্ব করবে বলে আশা করে, সে ভ্রান্ত। ইবাদাতের ফজীলত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে শুধু ফরজ কার্য সম্পাদনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখে যদি আল্লাহর করুণার আশা করা বা আল্লাহ যা ধার্মিকদের জন্য ওয়াদা করেছেন তার আশা করে। এমনকি এই আশা

www.pathagar.com

থেকে ইবাদাতে তার আনন্দ জন্মে এবং সে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হয় ও আল্লাহর এই আয়াতের কথা স্মরণ করে। যথাঃ মুমিনগণ মুক্তিলাভ করেছে যারা তাদের নামাযে বিনম্র। যারা বৃথা বাক্য থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত প্রদান করে, যারা তাদের গুপ্তাঙ্গ হেফাজত করে। তারাই ফেরদাউস বেহেশতের অধিকারী, তারা তথায় বসবাস করবে।

সুতরাং প্রথম আশা-নিরাশাকে নিমূর্ল করে দেয়। যে নিরাশা তাওবাহ করা থেকে বিরত রাখে। দ্বিতীয়, আশা আলস্যকে নির্মূল করে। যা আনন্দ ও স্ফূর্তিকে বারণ করে; সুতরাং যে আশাই তাওবাহর উৎসাহ দেয় বা ইবাদাত করার আগ্রহ জন্মায় তাকে আশা বলে। আর যে আশাই ইবাদাতে আলস্য জন্মায় এবং সত্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় তার নামই ভ্রান্ত ধারণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, সে পাপ ত্যাগ করে ইবাদাতে লিপ্ত হবে তখন শয়তান এসে তাকে বলে, তোমার কি হয়েছে তুমি তোমার আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? তোমার প্রভু দয়ালু, করুণাময় এবং ক্ষমাশীল, এই কথায় সে তাওবাহ এবং ইবাদাত থেকে বিরত হয়। এটাকেই বলে ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ অবস্থায় ভয়ের অভ্যাস করা কর্তব্য। সে তখন আল্লাহর ক্রোধকে ভয় করবে, তাঁর ভীষণ শাস্তির ভয় করবে এবং সে বলবে, তিনিই পাপ ক্ষমাকারী, তাওবাহ গ্রহণকারী, শাস্তিদাতা এবং তাঁরই সাথে তিনি দয়ালু ও করুণাময়। তিনি কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী দোযখ নির্ধারণ করে রেখেছেন তাদের কুফরী তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত অনিষ্ট তেকে রক্ষা করতে পারবে না; বরং আল্লাহ তায়ালা শাস্তি, পরিশ্রম, ব্যাধি, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ইত্যাদি তার একদল লোকের উপর প্রবল করে রেখেছেন। যদিও তিনি তা দূর করবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর বান্দাদের এক দলের মধ্যে এসব লেগেই আছে। তজ্জন্য তাঁর শাস্তি আমাকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে। আমি কিরূপে তা ভয় না করে থাকব! কিরূপেই বা আমি ভ্রান্ত মতে বহাল থাকব?

সুতরাং ভয় ও আশা উভয়ই উৎসাহব্যঞ্জক এবং মানুষকে ইবাদাত করার জন্য প্রেরণাদায়ক। যে বস্তু ইবাদাতের জন্য উৎসাহ দেয় না তা নিছক প্রবঞ্চনা ও ভ্রম। মানুষের সব আশাই তাদের অলসতার কারণ, সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণ এবং আল্লাহ তেকে বিরত থাকা ও আখেরাতের জন্য চেষ্টায় অবহেলা করার কারণ বলা ভ্রান্ত ধারণারই ফল।

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ধারণা এই উম্মতের শেষের লোকদের হৃদয়ে প্রবল হবে। তাঁর ওয়াদা অনুসারে হিজরীর প্রথম শতকে মানুষ ইবাদাতে নিমগ্ন থাকবে। তাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করা হবে তারা তা থেকে দান-খয়রাত করবে এবং তাদের মন সন্ত্রস্ত থাকবে যে

www.pathagar.com

তাদের সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে এবং তারা দিবা-রাত্র আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকবে। তাদের ভয় অধিক হবে এবং তারা সন্দেহ এবং লালসা-বাসনা থেকে সতর্ক থাকবে। তারা নির্জনে ক্রন্দন করবে। বর্তমানকালে মানুষ আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন। তাদের মনে পাপের কোন ভয় নেই। তারা সংসারের সুখ-সম্পদে মগ্ন এবং তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরবর্তী রয়েছে। তারা ভাবে যে আল্লাহর করুণার উপর তাদের যথাযথ বিশ্বাস আছে। তারা তাঁর ক্ষমার আশা করে। তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর করুণা ও ফজীলত এমনভাবে চিনতে পেরেছে যা নবীগণ, ছাহাবীগণ এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ চিনতে পারেন নি। তারা এ কথা একবারও ভেবে দেখে না যে, যদি শুধু আশা করলেই আল্লাহর করুণা পাওয়া যেত তবে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের ভয়, ক্রন্দন ও এ দুঃখ-দুর্দশার কি প্রয়োজন ছিল? হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মানুষের উপর এমন সময়ও উপস্থিত হবে তখন তাদের হৃদয়ে পবিত্র কুরআনে পুরাতন বলে সাব্যস্ত হবে যেরূপ শরীরের উপর বস্ত্র ব্যবহার করলে তা' পুরান হয়। তাদের সব ব্যাপারেই লোভ-লালসা পুরাদস্তুর থাকবে; কিন্তুআল্লাহর ভয় মোটেই থাকবে না। যদি কেউ কোন নেককাজ করে সে বলবে যে, আমার এ কাজ সত্যই আল্লাহর নিকট কবুল হবে। আর যদি সে কোন মন্দ কার্য করে সে বলবে যে, এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তিনি আরও এরশাদ করেছেন যে, তারা তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়ের বিনিময়ে লোভকে স্থান দেবে। কেননা কুরআনে পাকে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়ার যেসব আয়াত রয়েছে সে বিষয়ে সে অজ্ঞ থাকবে। আল্লাহ তায়ালা খ্রিষ্টানদের অবস্থা বর্ণনাকালে একথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, নবীদের পর তাদের এমন প্রতিনিধি হবে যারা আল্লাহর গ্রন্থকে এ নশ্বর দুনিয়ার কোন বস্তু বলে গ্রহণ করবে এবং বলবে, শীঘ্রই আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। এর মর্ম এই যে, তারা কিতাব লাভ করে অর্থাৎ আলিম হয়েও এই পার্থিব দুনিয়ার ধন-সম্পদ অন্বেষণ করবে কিন্তু হারাম ও হালাল ধন অর্জনে পার্থক্যকরবে না। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, "ওয়ালিমান খাফা মাক্বামা রাব্বিহী জান্নাতান" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রভুর স্থানকে ভয় করে তার জন্য বেহ্শতের দুটো বাগিচা রয়েছে। এই স্বর্গোদ্যান ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ভয়ের স্থানে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সতর্কবাণী কুরাআনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভয় করে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে আল্লাহর বিষয় চিন্তা করে এবং তাঁর ভয়কে খুবই বড় মনে করে; কিন্তু এখন তুমি মানুষকে তা' নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখতে পাও। তারা কুরআনের বাক্যের অর্থের দিকে লক্ষ্য না

www.pathagar.com

করে শব্দোচ্চারণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কোন স্থনের স্বর নিম্ন করতে হবে, কোন স্থানে উচ্চ করতে হবে, কোন স্থানে থেমে যেতে হবে এসব বিষয়ের প্রতি তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে। মনে হয় যেন তারা আরবদের কাব্য-কবিতা অধ্যয়ন করছে; কিন্তু তার অর্থের দিকে বা তদনুযায়ী আমল করার দিকে একটুকু দৃষ্টি নেই। এর চেয়ে আলিমদের ভ্রান্ত পথ আর কি থাকতে পারে?

এদের নিকটবর্তী আর একটি দলের এমন এক প্রকার ভ্রম আছে যে, তাদের মধ্যে ইবাদাত ও পাপ উভয়ই রয়েছে; কিন্তু তাদের পাপ অধিক। তারা ক্ষমার আশা করে এবং এরূপ আশা পোষণ করে যে, তাদের নেকীর পাল্লা তদের পাপের পাল্লার তুলনায় অধিক ও ভারী হয়ে যাবে। এটা তাদের চরম মূর্খতা। তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হালাল বা হারাম অর্থ দান করতে দেখবে; কিন্তু তারা মুসলমানদের থেকে সন্দেহজনক মাল হতে তা' অর্জন করে। তাদের অর্জিত মালের পরিমাণ তাদের ঐ দান অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। মুসলমানদের যে মাল তারা অর্জন করে সেই মাল থেকে দানই তাদের মূল বিষয়বস্তু এবং সেই দানের পুণ্যের উপরই তারা ভরসা করে। তারা মনে করে যে, একহাজার হারাম দেরহাম ভক্ষণ করলে দশটি হালাল বা হারাম দেরহাম দান করলেই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। এ বিষয়টি ঠিক ঐ ব্যক্তির কাজের ন্যায় যে দশ টাকা এক পাল্লায় রেখে এবং এক হাজার টাকা অন্য পাল্লায় রেখে ইচ্ছা করে যে, এক হাজার টাকার ভারী পাল্লা হাল্কা পাল্লার উপরে উঠবে। এরূপ ধারণা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে ধারণা করে তার পুণ্য তার পাপ থেকে অধিক। কেননা সে তার জীবনের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখে না সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় শুধু এতটুকু স্মরণ রাখে যে, যে তার রসনার দ্বারা দৈনিক একশো বার ইস্তেগফার ও তাসবীহ্ পাঠ করে; কিন্তু তার পরই সে মুসলমানদের নিন্দাবাদ করে, তাদের সম্মান নষ্ট করে এবং সারাদিন তার মুখ থেকে অসংখ্যবার এমন সব বাক্যোচ্চারণ করে যাতে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু সে তার এসব অসৎ কর্মের কথা স্মরণ রাখে না। তার দৃষ্টি কেবল তার তাসবীহ্র সংখ্যা গণনার দিকে। তা' শতবার পাঠ করা হল কি হল না সেদিকেই তার লক্ষ্য। অথচ সে যে দৈনিক তার চেয়ে কত গুণ বেশী অশ্লীল ও অসৎ বাক্য তার সে একই মুখ থেকে উচ্চারণ করল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর সে যতটুকুই বা তাসবীহ-তাহলীলপাঠ করল তার অর্থ বুঝবার দিকে তার খেয়াল হলনা বা বুঝল না। এতে তার সেই তাসবীহ্-তাহ্লীল দ্বারা তার কোন উপকার লাভের আশা করতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি তাছবীহ্-তাহলীল পাঠ করে সর্বদা ছাওয়াবের আশা করতে থাকে; কিন্তু প্রবঞ্চক,

www.pathagar.com

মিথ্যাবাদী, পরনিন্দুক এবং মুনাফিকদের শাস্তি সম্বন্ধে কুরআনে যা এসেছে সেদিকে তার আদৌ লক্ষ্য নেই। তার রসনার কার্যক্রম দ্বারা সে যে আপদ সৃষ্টি করে চলেছে সে বিষয়ও তার কোন চিন্তা নেই। এটাই তার জন্য ভ্রান্ত পথ।

ভুল-বিশ্বাসীদের বিবরণ ও শ্রেণীভেদ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, ভ্রম-বিশ্বাসীদের চারটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী হল ভ্রম-বিশ্বাসী আলিমগণ। আলিমদের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা শরীয়তে এবং জ্ঞানার্জনমূলক বিদ্যায় পারদর্শী হয় এবং তাতে লিপ্ত থাকে। তারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ থেকে রক্ষা এবং তা' ইবাদাতে নিযুক্ত রাখে, তারা সম্মানিত স্থানে অবস্থিত এবং তারা বিদ্যার এমন স্থানে পৌঁছেছে যে, আল্লাহ্ তাদের ন্যায় ব্যক্তিগণকে কোন প্রকারেই শাস্তি দেবেন না; বরং তাদের থেকে লোকের জন্য সুপারিশ গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ তাদের কোন পাপ-ত্রুটির অনুসন্ধান করবেন না। কেননা তারা আল্লাহর নিকট সম্মনিত বান্দা। এটা তাদের নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। যদি তারা অন্তর্দৃষ্টির চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিপাত করত তাহলে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, বিদ্যা দু'প্রকার। যথাঃ ব্যবহারিক বা লৌকিক বিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যা।

আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে যে বিদ্যা রয়েছে তার নাম ইলমুল মা'রেফাত। এরই অর্থ আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা। পক্ষান্তরে ব্যবহারিক বা লৌকিক বিদ্যার অর্থ হালাল ও হারামের বিদ্যা। মানবীয় স্বভাব-চরিত্রের জ্ঞান, উত্তম ও মন্দ স্বভাবের পরিচয় ও তার দাওয়ারই বিবরণ এবং তা' গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কিত বিদ্যা। এসব বিদ্যা অর্জন ব্যতীত মানুষের নানাবিধ উদ্দেশ্যাবলী সাধিত হয় না। যদি মানুষের সে সব উদ্দেশ্য সামনে না থাকত তবে এই বিদ্যার কোন মূল্য থাকত না। মূলতঃ কার্যের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন বিদ্যারই কোন মূল্য নেই।

এর দৃষ্টান্ত ঐ রোগীর দৃষ্টান্তের ন্যায় যার রোগ নানা প্রকার সংমিশ্রিত দাওয়াই ব্যতীত দূর হয় না এবং তা' বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্যতীত কেউই অবগত নয়; সুতরাং সে গৃহ থেকে বের হয়ে চিকিৎসকের অনুসন্ধান করতে থাকে যে পর্যন্ত না কোন সুদক্ষ চিকিৎসক পায়। সে তাকে আবশ্যকীয় দাওয়াইর বিষয় বলে দেয় এবং সে তার নিকট নানাবিধ সংমিশ্রিত দাওয়াই, তার শ্রেণীভেদ এবং পরিমান ইত্যাদি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়। রোগী তা জেনে নিয়ে ও সংমিশ্রণের পদ্ধতি উত্তমরূপে বুঝে নিয়ে সুন্দরভাবে তা' লিপিবদ্ধ করে তার গৃহে ফিরে আসে। সে তা বার বার পড়তে থাকে এবং বুঝতে থাকে; কিন্তু সে দাওয়াই সে

www.pathagar.com

ব্যবহার করে না। এমতাবস্থায় তুমি কি বলবে যে, সে দাওয়াইর দ্বারা তার কোন উপকার হবে? নিশ্চয়ই তা হবে না, তা' সুদূর পরাহত। বরং সে যদি শতাধিক খণ্ড কাগজে ঐ ব্যবস্থা ও বিধানপত্র লিখে নেয় এবং সহস্রাধিক রোগীকে শিখিয়ে দেয় আর নিজে সে ঐ ব্যবস্থাপত্র প্রতি রাত্রে সহস্রাধিক বার পাঠ করে তবু তার পীড়ার কোন উপকার হবে না। যদি সে অর্থ ব্যয় করে দাওয়াই ক্রয় না করে নানাবিধ অনুপানের সাথে সেই দাওয়াই মিশ্রিত না করে এবং তা' সেবন না করে ও দাওয়াইর তিক্ততায় ধৈর্য ধারণ না করে, সময় মতো তা' ব্যবহার না করে এবং দাওয়াই সেবনের সব শর্তাদি যথাযথভাবে পালন না করে। যখন সে এসব কার্য যথারীতি সম্পাদন করে কেবল তখনই তার রোগারোগ্যের আশা থাকে; কিন্তু দাওয়াই সেবন না করা পর্যন্ত সে কিরূপে রোগ মুক্তির আশা করতে পারে? তদুপরি দাওয়াই সেবনের পরও আরোগ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে। এক্ষেত্রে যদি সে মনে করে যে, উক্ত দাওয়াই সেবন করলেই তার রোগ আরোগ্য হবে, তখনই তার ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণিত হবে।

তথাকথিত আলিমের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। সে নিজে মাসয়ালার ব্যবস্থা দেয় কিন্তু নিজে তা' আমল করে না। সে অন্যকে পাপ ত্যাগ করবার উপায় শিখিয়ে দেয় কিন্তু নিজে তা' পরিত্যাগ করে না। অসৎ স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তার উত্তম জ্ঞান আছে কিন্তু সে নিজের আত্মাকে তা' থেকে পবিত্র ও নির্মল করে না। সে উত্তম স্বভাব-চরিত্র অর্জনের নিয়মাবলী শিখে লয় কিন্তু নিজেকে তদ্বারা বিভূষিত করে না; সুতরাং এরূপ আলিমকে ভ্রান্ত বিশ্বাসী বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা" অর্থাৎ যে তার আত্মাকে পবিত্র করে সে মুক্তি পাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি যে, যে ব্যক্তি আত্মা পবিত্র করার উপায় জানবে এবং তা' লিখে লোকদেরকে শিক্ষা দেবে, সে মুক্তি পাবে। এ সময় শয়তান তাকে বলে, এই দৃষ্টান্ত যেন তোমাকে প্রবঞ্চিত না করে। সে তখন আল্লাহর নিকট বিদ্যার ফজীলত সম্বন্ধে যে সব হাদীস এসেছে তা' বলতে থাকে। যদি ঐ বেচারা পথভ্রান্ত হয় এবং ঐ কথা তার মোহ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয় তখন তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং আমল করতে অবহেলা করে। আর যদি সে বুদ্ধিমান হয় তবে শয়তানকে বলে, তুমি কি আমাকে বিদ্যার কল্যাণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছ এবং আমলহীন পাপী আলিম সম্বন্ধে যে হাদীস এসেছে তা' ভুলিয়ে দিতে চাচ্ছ? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তার অর্থাৎ আমলশূন্য আলেমের দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায় অথবা এমনি অভিজ্ঞ আলিমের ন্যায় যে নিজে তাওরাত লিখে কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করে না। অথবা সে ঐ গর্দভের ন্যায় যে শুধু বোঝা বহন করে। কুকুর ও গর্দভের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা আর কোন দৃষ্টান্ত অধিক ঘৃণাজনক?

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অধিক বিদ্যা অর্জন করে অধিক হেদায়েত পায়নি সে আল্লাহ থেকে দূরত্বই বৃদ্ধি করে। তিনি আরও বলেছেন যে, ঐ প্রকারের আলিম দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তার নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে আসবে। যে রূপ গর্দভকে যাঁতার চারদিকে ঘুরানো হয় তদ্রূপ তাকে ঘুরানো হবে। হুযুরে পাক (সাঃ) আরও বলেছেন : "শাররুন নাসি উলামাউস সূই" অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মন্দ অসৎ আলিম। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, মূর্খের জন্য একবার পরিতাপ আল্লাহর ইচ্ছা হলে সে বিদ্যা লাভ করতে পারে; কিন্তু সাতবার আফসুস ঐ আলিমের জন্য, যে জেনে-শুনেও আমল করে না। অর্থাৎ বিদ্যা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। কেননা তাকে বলা হবে, তুমি যা শিখেছ তা কি আমল করেছ? তুমি কি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ? হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, রোজ কিয়ামতে ঐ আলিমকে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, যে তার বিদ্যা দ্বারা কোনই উপকার লাভ করেনি।

এসব হাদীস এবং আরও অন্যান্য হাদীস যা' বিদ্যার অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি তার সংখ্যা বহু; কিন্তু শয়তান এই শ্রেণীর আলিমকে তার মোহ ও লালসার দিকে পরিচালনা করে। এটা তার নিতান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। যদি সে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য করে, সে দেখবে যে, তার দৃষ্টান্ত উপরোল্লিখিত কুকুর ও গর্দভের ন্যায়। যদি সে ঈমানের চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিপাত করে তখন সে দেখবে যে, তিনি তাকে বিদ্যার কল্যাণ সম্বন্ধে বলেছেন তিনি অসৎ আলিমের নিন্দা সম্বন্ধেও সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট তার অবস্থা মুর্খদের অবস্থার চেয়েও বেশী ঘৃণিত। এরূপ আলিমের বিশ্বাস যে, সে উত্তম কার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যদিও তার বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রমাণসমূহ রয়েছে। এটাও এই শ্রেণীর আলিমের ভ্রান্ত বিশ্বাস। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অথবা আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর বিষয় জ্ঞান রাখে কিন্তু তদনুরূপ কাজ করে না এবং আল্লাহর আদেশ ও সীমা লঙ্ঘন করে তার ভ্রান্ত ধারণা অতীব ঘৃণিত। সে ঐ ভক্তির ন্যায় যে বাদশাহর খেদমত করার ইচ্ছা করে তার পরিচয় নেয় এবং তার স্বভাব-চরিত্র, গুণাবলী, আকৃতি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, অভ্যাস এবং দরবারের পরিচয়াদি জেনেও সে জানে না যে, বাদশাহ কি ভালোবাসে,তা সবই ত্যাগ করে। যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, বাক্যালাপ, চাল-চলন, বিশ্রাম ইত্যাদি। তখন সে বাদশাহর নিকট অগ্রসর হয়ে তার নিকটবর্তী হয়। বাদশাহ যা অপছন্দ করে তা' নিয়েই সে তার নিকট উপস্থিত হয় এবং যা সে ভালোবাসে তা' সবই সে পরিত্যাগ করে আসে। সে বাদশাহর বংশ, নাম আকৃতি, প্রকৃতি, অভ্যাস, দাস-দাসীদের সাথে ব্যবহার, প্রজাদের শাসন পদ্ধতি সবই জেনে আসে কিন্তু সে যা ভালোবাসে তা' সে কিছুই নিয়ে আসে না। এটাও তার ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল।

www.pathagar.com

বাদশাহর যত বিষয় সে পরিজ্ঞাত হয়েছে যদি তা' সবই ত্যাগ করে শুধু তার পরিচয় এবং সে কি ভালোবাসে ও কি ঘৃণা করে এতটুকু জানে এবং তদনুযায়ী কাজ করে তবে তাতেই তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য সফল হয়।

মোটকথা এই যে, যদি আলিমের মনে আল্লাহর ভয় না থাকে এবং সে তার লালসা ও বাসনার দাস হয়, তাহলে সুনিশ্চিত যে, আল্লাহর মারেফাত তার নিকট প্রকাশ পায় না। শুধু সে আল্লাহর নাম জানবে; কিন্তু সে নামের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যদি সে আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানত সে তাঁকে নিশ্চয়ই ভয় করত এবং পরহেজ করে চলত। এটা অসম্ভব যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যাঘ্রকে চিনেও তাকে ভয় করে না এবং তার নিকট থেকে দূরে থাকে না। আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (রাঃ)-কে অহী পাঠালেন যে, যেরূপ হিংস্র পশুকে ভয় কর তদ্রূপ আমাকে ভয় কর। সত্য বটে, যে ব্যক্তি ব্যাঘ্রের বর্ণ, আকৃতি-প্রকৃতি ও নাম-পরিচয় জানে না সে তাকে ভয় করে না। সে যে ব্যাঘ্রকে চিনতেই পারেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পেরেছে সে তাঁর গুণাবলী চিনতে পেরেছে। তিনি সমগ্র বিশ্বের শাসনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকর্তা তাও সে জানতে পেরেছে। সে জানে যে, সব মানুষ তাঁর ক্ষমতার অধীন। যদি তিনি তাকে এবং অসংখ্য মানুষকে ধ্বংস করে দেন বা সবাইকে চিরকাল শান্তির মধ্যে রাখেন তাঁর গৌরবের অনুমাত্র ক্ষয় হবে না, তার কোন দুঃখ হবে না, তাঁর এক বিন্দুও দয়া হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামাউ" অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাঁকে ভয় করে। যাবুর কিতাবের প্রথমেই আছে, "রাসূল হিকমাতি খাশইয়াতুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ই যথেষ্ট এবং অজ্ঞতার জন্য আল্লাহর প্রতি ভয়শূন্যতাই যথেষ্ট। কোন ব্যক্তি হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-কে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন না। তখন তাকে লক্ষ্য করে বলা হল আমাদের আলিমগণ এ মায়য়ালা বলে না। তখন তিনি বললেন, তুমি কখনও আলিম দেখেছ? আলিম ঐ ব্যক্তি, যে সারারাত্রি নামায পড়ে, সারাদিন রোযা রাখে এবং সংসার ত্যাগী হয়। তিনি আর একবার বলেছিলেন, আলিম তত্ত্বানুসন্ধান করে, কারও সাথে তর্ক-বিতর্ক করে না এবং আল্লাহর হিকমত জারী করে। তুমি যদি তাকে মান্য কর সে আল্লাহর প্রশংসাবাদ করে। তুমি যদি তাকে অমান্য কর তবু সে আল্লাহর প্রশংসাবাদ করে। যে আল্লাহর পরিচয় জানে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ জানে, তাঁর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়গুলো জানে সে-ই প্রকৃত আলিম। আল্লাহ তার মঙ্গল কামনা করেন। আর যে আলিম এ গুণে গুণান্বিত নয় সে ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের অন্তর্গত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় শ্রেণীর আলিম : আলিমদের দ্বিতীয় দল বিদ্যা জানে ও আমল করে। প্রকাশ্য ইবাদাতসমূহে লিপ্ত থাকে এবং পাপ পরিত্যাগকরে চলে; কিন্তু তারা হৃদয়ের প্রতি সতর্ক নয়। আল্লাহর নিকট যে সব নিন্দনীয় দোষ আছে যথা : অহংকার, হিংসা, রিয়া, প্রভুত্ব অন্বেষণ, সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অসদ্ব্যবহারের ইচ্ছা, সর্বস্থলে যশঃ খ্যাতির অন্বেষণ ইত্যাদি দোষগুলো তারা হৃদয় থেকে দূর করে না। তাদের মধ্যে কোন কোন আলিমের নিকট নিন্দনীয় বা ঘৃণিত বলে মনে হয় না। এগুলো তাদের মধ্যে অনবরতই স্থায়ী থাকে এবং তারা এগুলো থেকে সতর্ক হয় না। তারা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর এ হাদীসসমূহের প্রতিও লক্ষ্য করে না। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, "আদনার রিয়াই শিরকুন" অর্থাৎ সামান্য রিয়াও শিরকরূপে গণ্য। তিনি আরও বলেছেন, "যার হৃদয়ে এক সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না"। তিনি আরও বলেছেন, "ঈর্ষা সমস্ত পুণ্যকে বিনষ্ট করে ফেলে যেমন অগ্নি জ্বালানী কাষ্ঠকে দগ্ধীভূত করে ফেলে"। তিনি আরও বলেছেন, "সম্মান ও ধনের লোভই মুনাফিকির জন্ম দেয়, যেরূপ পানি তরুলতা জন্মায়"। এই প্রকার হাদীসসমূহ অভ্যাসের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর আলিমগণ তাদের প্রকাশ্য ইবাদাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু তাদের অন্তর কলুষিত রাখে এবং হুযুরে পাক (সাঃ)-এর এই হাদীস বিস্মৃত হয়। যথাঃ "ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা ছুওয়ারিকুম ওয়ালা ইলা আমওয়ালিকুম ওয়া ইন্নামা ইয়ানজুরু ইলা কুলূবিকুম ওয়া আমালিকুম" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও তোমাদের ধন-সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য করেন না কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তর এবং আমলের দিকে লক্ষ্য করেন। এরা প্রকাশ্য ইবাদাতের সংবাদ রাখে কিন্তু অন্তরের সংবাদ রাখে না অথচ অন্তরই মূল বস্তু। কেননা সুস্থ অন্তর ব্যতীত কেউ-ই পরিত্রাণ পাবে না। এই প্রকার আলিম নলকূপের ন্যায় যার বাহ্যিক আকার-অবয়ব সুন্দর কিন্তু অভ্যন্তর দুর্গন্ধময়। অথবা সে মৃত ব্যক্তির কবরের ন্যায় যার বাহ্যিক আবরণ খুবই সুন্দর। কিন্তু তার মধ্যে দুর্গন্ধপূর্ণ। শবদেহ। অথবা অন্ধকারপূর্ন গৃহের ন্যায় যার ছাদের উপর প্রদীপ স্থাপিত কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অন্ধকারপূর্ণ অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে বাদশাহকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে স্বীয় গৃহ দরজাকে সুসজ্জিত করে কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরে মল-মূত্র ছিটিয়ে রাখে। এতে সন্দেহ নেই যে, এগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল; বরং তার আর একটি নিকটবর্তী দৃষ্টান্ত এই : কোন ব্যক্তির শস্য বপনের ফলে শস্য জন্মে কিন্তু তার সাথে শস্য বিনষ্টকারী আগাছাও জন্মে। সে সেই আগাছা তুলে নির্মূল করে ফেলে শস্যগুলোকে রক্ষা

www.pathagar.com

করার জন্য তার কাজের লোকদেরকে আদেশ দেয়; কিন্তু তারা শুধু আগাছার মস্তক ও শাখা-প্রশাখা ছেটে ফেলে মূল উপড়ে ফেলে না, যার ফলে মূল আরও দৃঢ় হয় এবং মোটা-তাজা হয়ে বর্ধিত হয়। হৃদয়ের মন্দ দোষগুলোই পাপের মূল। যে ব্যক্তি সে সব দোষ থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে না তার বাহ্যিক ইবাদাতসমূহ পূর্ণ হয় না; বরং তার সাথে নানা আপদ জড়িত থাকে। সে ঐ রোগীর ন্যায় যার ক্ষতচিহ্ন বাইরে প্রকাশ পায় কিন্তু চিকিৎসক তাকে মালিশ করতে ও দাওয়াই সেবন করতে বলে। মালিশ দ্বারা বাহ্যিক ক্ষতচিহ্ন আরোগ্য হয় এবং দাওয়াই তার মূল কর্তন করে কিন্তু যদি রোগী শুধু মালিশ করেই বসে থাকে কিন্তু দাওয়াই সেবন না করে তবে তার ব্যাধির মূল থেকে যায় এবং তা' অন্যস্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর আলিম : এই শ্রেণীর আলিমগণ জানে যে, শরীয়তের দিক থেকে এসব আভ্যন্তরীণ দোষ ঘৃণিত; কিন্তু তারা ওজব বা খোদপছন্দির জন্য এই ধারণা করে যে, তারা এসব দোষ থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা এই যে, তিনি তাদেরকে এর দ্বারা বিপদে লিপ্ত করবেন না। তিনি তদ্বারা সাধারণ লোককে পরীক্ষা করেন। তবে যারা বিদ্যায় তাদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে তারা আল্লাহর নিকট এত বড় যে, তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করবেন না। তারপর যখন তাদের অহংকার, প্রভুত্ব এবং সম্মান প্রকাশ পায় তারা বলে যে, এ অহংকার; বরং তা' শুধু ধর্মেরই সম্মানের অনুসন্ধান। বিদ্যার সম্মান প্রকাশ আল্লাহর ধর্মের সাহায্য এবং বেদআতপন্থীগণের মধ্যে বিরুদ্ধবাদীদের নাসিকা কর্তন। যদি আমি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করি এবং মজলিসের মধ্যে সাধারণ স্থানে বসি, ধর্মের শত্রুগণ তাতে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে। আমার অপমান ইসলামেরই অপমান; কিন্তু সেই আত্মপ্রবঞ্চিত ব্যক্তি ভুলে গেছে যে, সে যেই শত্রু থেকে সতর্ক হয় সেই শত্রু তার বন্ধু। শয়তান এবং সে যা করে তাতে সে আনন্দিত হবে। সে তাকে নিয়ে উপহাস করে এবং এই কথা ভুলে যায় যে, হুযুরে পাক (সাঃ) কোন বস্তু দ্বারা ধর্মকে সাহায্য করেছিলেন এবং কাফিরদেরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। ছাহাবীগণ থেকে যে বিনয় ও নম্রতা, দরিদ্রতায় সন্তোষ এবং দীন-হীনতা বর্ণিত হয়ে এসেছে তা' সে ভুলে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় আগমন করলেন, তখন তিনি একখণ্ড মোটা বস্ত্র পরিহিত ছিলেন। এজন্য লোকগণ তা' অপছন্দ করেছিল; কিন্তু তিনি তখন বলেছিলেন, আমরা এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ধর্ম দ্বারা সম্মানিত করেছেন আমরা অন্য সম্প্রদায় থেকে সম্মানের প্রার্থী নই। তারপরও এই ভ্রান্তবিশ্বাসী আমি সাজ-সজ্জা, রেশমী বস্ত্র এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য মূল্যবান আনুসঙ্গিক বস্তু দ্বারা যারা ধর্মের সম্মান অন্বেষণ করে আর মনে মনে ভাবে যে, সে তদ্দ্বারা বিদ্যার ও ধর্মের সম্মান বৃদ্ধি করছে।

তদ্রূপ যখনই সে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ঈর্ষা দ্বারা তার রসনাকে দীর্ঘ করে সে মনে মনে ভাবে যে, তা' ঈর্ষা নয়; বরং সে বলে যে, সত্যের জন্য সে এই মনোভাব প্রকাশ করছে। সে তাকে ঈর্ষা মনে করে না। যদি তার শক্র অন্য কোন আলিমকে আক্রমণ করে বা অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার করে তখনও কি বর্তমান ক্রোধের ন্যায় তার ক্রোধ ও শক্রতা হবে? যেখানে অন্য আলিমকে সে আমত্রণ করে তথায় তার ক্রোধ আল্লাহর জন্য, না নিজের জন্য? বরং অনেক সময় সে তাতে অসন্তুষ্ট হয়। তখন তার ক্রোধ ব্যক্তিগত কারণে হয় এবং বন্ধু-বান্ধবের জন্য ঈর্ষা হয়। কেননা তার অন্তর দোষে পরিপূর্ণ। তদ্রূপ তার বিদ্যা ও কার্যের দ্বারা সে রিয়া প্রকাশ করে। যখন তার মনে রিয়া বা লোক প্রদর্শনেচ্ছা উদিত হয় তখন সে বলে, বিদ্যা ও ইবাদাত দ্বারা আমার উদ্দেশ্য লোকে যেন আমাকে অনুসরণ করে যাতে করে তারা ধর্মের দিকে হেদায়েত পায় এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পায়; কিন্তু এই ভ্রান্ত আলিম কি চিন্তা করে যে, অন্য আলিমকে লোকে অনুসরণ করলে সে ততদূর সন্তুষ্ট হয় যতদূর তাকে অনুসরণ করলে হয়? লোকজনকে সংশোধন করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয় তাহলে যার হস্তেই তারা সংশোধিত হোক না কেন তাতে তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যে ব্যক্তির চহ্ চাকর-বাকর আছে তাদের রোগ দেখা দিলে সে তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে কোন চিকিৎসকের তারতম্য করে না। তদ্রূপ যে চিকিৎসক দ্বারা তার আরোগ্য লাভ হয় তার মধ্যে তার কোন প্রভেদ করা উচিত নয়। তখন শয়তান এসে তার মনে এই ধারণা জন্মানোর ফলে সে বলে, আমার দ্বারা যদি লোকজন হেদায়েত পায় আমার পুণ্য হবে। আমার পুরস্কার হবে। আমার পুণ্য লাভের জন্য আমি আনন্দিত হব লোকেরা আমার কথা মান্য করার জন্য নয়। সে এরূপ মনে মনে ভাবতে থাকে; কিন্তুআল্লাহ্ তার মনের অন্তঃস্থলের কথা পরিজ্ঞাত আছে। যদি কোন নবী তাকে বলে, তার সঙ্গে তাকে শৃঙ্খল দ্বারা বেঁধে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা যায় তাহলে সে চক্রান্ত করে কারাগার ভেঙ্গে ও শৃঙ্খল ছিন্ন করে তার পূর্বস্থানে এসে আওয়াজ বক্তৃতার দ্বারা সে লোকের উপর প্রভুত্ব করার ইচ্ছে করবে। তদ্রূপ এরূপ আলিম বাদশাহর নিকট এসে তার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করবে এবং তার প্রতি বিনম্র হবে। যদি তার মনে এ কথা উদয় হয় যে, অত্যাচারী বাদশাহর নিকট বিনম্র হওয়া হারাম, তখন শয়তান তাকে বলে, কখনও তা' নয়। তাদের ধন-সম্পদের লোভের সময় এটা তোমার পক্ষে হারাম হতে

www.pathagar.com

পারে কিন্তু তাতে তোমার প্রয়োজন কি? মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করা, তাদের থেকে অনিষ্ট দূর করা তোমার শত্রুদের শত্রুতা তোমার নিকট থেকে দূর করাই তোমার উদ্দেশ্য; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরের কথা অবগত আছে যে, যদি তার কোন বন্ধু বাদশাহর নিকট সুপারিশ করে মুসলমানের উপকার করে এবং তাদের থেকে সব অনিষ্ট দূর করে দেয় তবে তার নিকট তা' কষ্টকর মনে হয়। তদ্রূপ কারও ভ্রান্ত ধারণা এতদূর পর্যন্ত যায় যে, সে বাদশাহর ধন গ্রহণ করে। যখন তার মনে হয় যে, তা' হারাম। তখন শয়তান তাকে বলে, এই ধনের কোন মালিক নেই। তা' সমগ্র মাসুলমানের মঙ্গলের জন্য। তুমি মুসলমানদের নেতা ও তাদের পথ প্রদর্শক আলিম। আর তুমিই ধর্মের খুঁটি; সুতরাং তোমার প্রয়োজনানুসারে সে ধন গ্রহণ করা তোমার জন্য জায়েয হবে না কেন?

এই ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে তিনটি ভ্রম আছে। প্রথম ভ্রম এই যে, এই ধনের মালিক নেই। এটা সুবিদিত যে, মুসলমানদের নিকট থেকে আদায়কৃত রাজস্ব বাদশাহর নিকট থাকে এবং যাদের নিকট থেকে তা' আদায় করা হয়েছে তারা জীবিত আছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও ওয়ারিসগণও জীবিত আছে। তাদের মাল অন্য মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি একশো দীনার দশ ব্যক্তি থেকে অত্যাচারপূর্বক আদায় করেছে তাও এর সাথে মিশ্রিত হয়েছে; সুতরাং এতে সন্দেহ নেই যে, তা' হারাম ধন এবং বলা যায় না যে, তা' এমন ধন যার মালিক জানা নেই। এই দুশো ব্যক্তির মধ্যে তা' বন্টন করে দেয়া কর্তব্য। যদিও প্রত্যেকের মাল অন্যের মালের সাথে মিশ্রিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ভ্রম : শয়তান বলে যে, এই ধন মুসলমানদের মঙ্গল ও হিতের জন্য এবং তুমি ধর্মের মূল। হয়ত যারা তাদের ধর্ম নষ্ট করে, বাদশাহদের ধনকে হালাল মনে করে এবং সংসারের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রভুত্বের প্রতি অগ্রসর হয় এবং তজ্জন্য আখেরাত থেকে বিমুখ হয়, তাদের সংখ্যা ঐ লোকদের তুলনায় অধিক যারা সংসার ত্যাগ করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হয় তারা প্রকৃতই দাজ্জাল এবং শয়তানের দল রক্ষাকারী, ধর্মের নেতা নয়। কেননা নেতা বা ইমাম ঐ ব্যক্তি যাকে সংসার ত্যাগে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয় অনুসরণ করা হয়। যেমন নবীগণ, ছাহাবীগণ এবং তৎপরবর্তী বুযুর্গগণ। আর (ধর্মের) দাজ্জাল ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়ার এবং দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে অনুসরণ করা হয়। মনে হয় যেন তার জীবনাপেক্ষা তার মৃত্যু মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী। অথচ সে মনে করে যে, সে ধর্ম রক্ষাকারী, যেরূপ হযরত ঈসা (আঃ) অসৎ আলিমের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, সে

www.pathagar.com

উপত্যকার গহ্বরে একটি প্রস্তরের ন্যায়। সে প্রস্তর নিজে পানি পান করে না বা পানি ছেড়েও দেয় না যে, তা' শস্যক্ষেত্রে গিয়ে শস্য উৎপাদন করতে পারে। এ যুগে এই ভ্রান্তবিশ্বাসী আলিমদের সংখ্যা গণনার অতীত।

চতুর্থ শ্রেণীর আলিম : এরা বিদ্যার্জন করে, অংঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্র করে এবং ইবাদাত দ্বারা তা' সুশোভিত করে। এরা প্রকাশ্য পাপকে ত্যাগ করে এবং রিয়া, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অহংকার, উচ্চমর্যাদার লালসা ইত্যাদি প্রবৃত্তির স্বভাব থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে এবং এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। এরা এদের মন থেকে শক্তিশালী মন্দের মূলগুলো নির্মূল করে দেয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা একটি ভ্রান্ত মত পোষণ করে। তাদের হৃদয়ের নিভৃত কোণে শয়তানের চক্রান্ত এবং প্রকৃতির কুমন্ত্রণা কিছুটা অবশিষ্ট থেকে যায়। তা' ধরতে পারা খুবই কঠিন কেননা তা' অতিশয় গুপ্ত এবং সূক্ষ্ম এরা তা' বুঝতে পারে না এবং তজ্জন্য তা' অবহেলা করে। এদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে আগাছা থেকে শস্য তৃণকে রক্ষা করতে চায়। সে অনুসন্ধান করে প্রতিটি আগাছা যা সে দেখতে পায় তা' সবই উপড়ে ফেলে। তবে মৃত্তিকা নিম্ন থেকে যে সব আগাছা এখনও মাথা তোলেনি সে তার অনুসন্ধান করে না এবং সে ভাবে যে, যে সব আগাছা মাথা তুলে উঠেছে সে তা' সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলেছে; কিন্তু সে দেখে না যে, আগাছা গুলোর মূল থেকে বহু শিকড় গজিয়ে মাটির নীচে ছড়িয়ে পড়েছে; কিন্তু সে অবহেলা করে সেগুলো রেখে দিয়েছে। আর মনে করেছে যে, সব আগাছাই সে মূলসহ তুলে ফেলেছে। এভাবে তার অসাবধানতা ও অন্যমনস্কতার সময় ঐগুলো মাথা গজিয়ে উঠে এবং শক্তি অর্জন করে এবং এগুলোই পরে তার অজ্ঞতাসারে শস্যের মূল নষ্ট করে দেয়। তদ্রূপ উক্ত আলিম সর্বরকম ইবাদাত করেও গুপ্তভাবে মুরাকাবা করা থেকে সরে থাকে। তাকে দিবা-রাত্রি বিদ্যা আহরণে তার শৃঙ্খলা সংরক্ষেণে ওগুলোর বাক্য বিন্যাসে এবং কিতাবাদি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে দেখতে পাবে। আরও দেখবে যে, লোভই তাকে আল্লাহর ধর্ম প্রকাশ ও শরীয়ত প্রচার করবার জন্য উৎসাহ দেয়। তার গুপ্ত উৎসাহ নিম্নোক্ত কার্যগুলোতে প্রকাশ পায়। যথা : খ্যাতির অন্বেষণ, চারদিকে নাম-ধামের বিস্তৃতি লাভ, দিক-দিগন্ত থেকে তার নিকট লোকের আগমন, বৈরাগ্য, পরহেজগারী ও বিদ্যার জন্য সব লোকের মুখে তার সুখ্যাতি লাভ বিশেষ কাজকর্মে তাকে অগ্রবর্তী করা, প্রয়োজনীয় কার্যে তাকে নির্বাচন করা তার নিকট উপকার পাওয়ার জন্য লোকজন সমবেত হওয়া, উপদেশ দেয়ার সময় তা' শ্রবণ করার আস্বাদন, তার ওয়াজে লোকজন তাদের মস্তক নেড়ে সমর্থন জানালে তার আনন্দ লাভ এবং তজ্জন্য রোনাজারী, তার ওয়াজে লোকজনের

www.pathagar.com

পরম সন্তুষ্টি লাভ, ভক্ত, মুরীদ ও অনুবর্তীদের সংখ্যা অধিক হওয়াজনিত কারণে আনন্দবোধ, সব বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য প্রতিবেশীদের মধ্যে পরহেজগারী প্রদর্শন, আল্লাহর ভয়, ধর্মে-কর্মে প্রাধান্য বোধ, নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্য লোকের দোষ ত্রুটি বর্ণনা এসব ব্যাপার ব্যতীতও তার বিদ্যা ও আমলের অনেক গুপ্ত কারণ থাকতে পারে যা তাকে উক্ত কার্যে প্রলুব্ধ করে। হয়ত এই ভ্রান্ত আলিম বেচারা গোপনে এসব বিষয়ের উপরই তার জীবনাতিবাহিত করে। অর্থাৎ লোকদের উপর কর্তৃত্ব ও শাসন, তাদের নিকট থেকে সম্মান লাভ এবং তাকে অনুসরণ ও তাকে প্রশংসা করার লোভ ইত্যাদি।

যদি লোকের হৃদয় তার থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তার বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে তার কার্যাবলী দেখে তার বিশ্বাস চলে যায়, তখন তার মনে অশান্তি বিরাজ করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। তার ফলে তার ইবাদাতে বিঘ্ন ঘটবে এবং সে কোন ওজর-আপত্তি তুলে তা' খণ্ডাতে চেষ্টা করবে। নিজের দোষ-ত্রুটি ঢাকবার জন্য তার মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হবে। এটা সর্ববিদিত যে, যে ব্যক্তি তার সংসার বৈরাগ্য ও পরহেজগারীর উপর বিশ্বাস করে থাকে, সে তাকে অধিক সম্মান করতে থাকে। যদি তার উপযুক্ততার পরিমাণের উপরেও তার সম্মান পাওয়ার বিশ্বাস থাকে, তার মন তখন তার বিষয়ে সংকীর্ণ হয়। অনেক সময় সে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রাধান্য দেয়। এর কারণ এই যে, সে অধিক সম্মান প্রদর্শন করে। মূলত : তাকে সম্মান দেখাবার প্রধান কারণ এই যে, সে ব্যক্তি তাকে অধিক মান্য করবে এবং তার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সে অধিক সাহায্যকারী হবে, সে তাকে অধিক প্রশংসা করবে। তার ওয়াজ অধিক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে। তার অধিক খেদমত করবে। অনেক সময় হয়ত তার নিকট থেকে তারা অধিক উপকার চায় এবং বিদ্যা অর্জনের অনুরক্ত হয়; কিন্তু সেই আলিম মনে করে যে, তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। সে তজ্জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের উপকারের জন্য তার রসনায় শক্তি দিয়েছেন এবং এতে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বলে ধারণা করে। তখনও তার নিয়তের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সে কোন সংবাদ রাখে না। তার বৈরাগ্যে, নির্জনতায় এবং বিদ্যা গোপন রাখায় যদি এই প্রকার পুণ্যের ওয়াদাহ্ করা হয়, সে তা' ভালোবাসবে না। কারণ তাতে সে লোকের ভক্তির আস্বাদ হারিয়ে ফেলে এবং প্রভুত্বের সম্মান চলে যায়। হয়ত এরূপ লোকের বেলাই শয়তানের কথা সত্য হয় – যে ব্যক্তি মনে করে যে, তার বিদ্যার কল্যাণে আমার নিকট থেকে রক্ষা পাবে, সে তার অজ্ঞতার দরুন আমার চক্রান্তে পড়ে যাবে। অনেক সময়ে অনেক আলিম পুস্তক রচনায় বহু পরিশ্রম করে, কেননা সে আল্লাহর বিদ্যাকে

www.pathagar.com

একত্র করে রাখতে চায়, যেন তদ্বারা মানুষের উপকার হয়; কিন্তু সুন্দর পুস্তক প্রণয়নের জন্য তার খ্যাতি হোক সে তাই ইচ্ছা করে। এর নিদর্শন এই যে, ঐ পুস্তক থেকে তার নাম তুলে দিলে তার মনে কষ্ট হয়। যদিও সে জানে যে, পুস্তক রচনার পুণ্য তারই উপর বর্তাবে। সে যে ঐ পুস্তকের প্রণেতা, তা' আল্লাহ্ তায়ালা সবিশেষ জ্ঞাত। হয়ত সেই পুস্তক রচনায় সে প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছামুক্ত নয়। অনেক সময় পুস্তক রচনার লিখক তার দীর্ঘ প্রশংসা ভূমিকা স্বরূপ লিখে দেয় বা অন্যের দ্বারা লিখিয়ে নেয়। এই অবস্থায় সে অন্যের উপর দোষারোপ করে, যেন লোকে মনে করে যে, তার মর্যাদা অন্যের চেয়ে অধিক, যদিও এই প্রশংসার এবং দোষারোপের কোন প্রয়োজন ছিল না। অনেক সময়ে সে যদি কারও ইবাদাতের মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি দেখতে পায়, নিজের পুস্তকে তার নামসহ লিখে তার অপবাদ করে। যদি তার লিখা সুন্দর হয়, তা হলে সে লিখকের নাম উল্লেখ করে না, যেন অন্য লোক মনে করতে পারে যে, এই কিতাব লিখকের। কখনও কখনও এমনও হয় যে, সে সমস্ত রচনা চুরি করে তার নিজের কিতাবে সন্নিবেশ করে বা স্থানে স্থানে পরিবর্তন করে লিখে দেয়, যেমন কোন ব্যক্তি কারও জামা চুরি করে তা' কেটে-ছেটে অন্য রকম করে ফেলে, যেন চুরির চিন্তায় পড়তে না হয়। কখনও কখনও সে এরূপ পরিশ্রম করে যে তার রচনা সুন্দর, সুবিন্যস্ত বাক্য দ্বারা পূর্ণ থাকে যেন কেউ না বলতে পারে যে, তার লিখা অসুন্দর এবং মন্দ। সে মনে করে যে, তার উদ্দেশ্য হেকমত প্রদর্শন এবং তা' সুসজ্জিত করে লোকের নিকট উত্থাপন, যেন তাতে লোকের উপকার হয়। হয়ত সে যা লিখেছে, তা' থেকে সে সম্পূর্ণ অসতর্ক।

বর্ণিত আছে যে, জনৈক আলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তিনশো কিতাব লিখেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা সে সময়কার নবীর নিকট প্রত্যাদেশ পাঠালেন যে, দুনিয়া মুনাফিকিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি তোমার মুনাফিকির কোন কিছুই গ্রহণকরব না। এক শ্রেণীর লিখক এরূপ পথভ্রান্তদের অন্তর্গত। তারা নিজেদেরকে হৃদয়ের গুপ্ত দোষ থেকে নিরাপদ বলে মনে করে। অথচ যদি দেখে যে, তাদের একজন থেকে অন্যজনের গুণগ্রাহী ও ভক্তের সংখ্যা অধিক, তাহলে তার প্রতি অন্যজন ঈর্ষা পোষণ করে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের ভক্ত ও অনুবর্তীর সংখ্যা অধিক দেখতে চায় এবং তা' দেখতে পেলে খুশী হয়। এদের একজন যদি দেখতে পায় যে, অন্য একজন লিখকের সুন্দর রচনার কারণে লোকজন তার প্রশংসা করছে, তবে তাতে তার মন ভারী হয়ে যায় এবং ঐ লিখকের প্রতি অযথাই তার মনে হিংসা এবং বিদ্বেশের সৃষ্টি হয়।

মোটকথা এই আলিমের মন থেকে ঈর্ষা দূর হয় না। এদের কারও কারও মনে যখন ঈর্ষা প্রবল হয় এবং সে তা' প্রকাশ করতে পারে না, তখন

www.pathagar.com

সে প্রতিপক্ষের ধর্ম ও পরহেজগারীর উপর সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনে আক্রমণ করে। সে প্রতিপক্ষের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে এবং বলে যে, আমি আল্লাহর ধর্মের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেছি, আমার নিজের জন্য নয়। কেউ যদি এসে তার নিকট তার ঈর্ষাভাজন ব্যক্তির কোন দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করে, তবে সে মনে মনে খুবই খুশী হয়। আর কেউ যদি তার প্রশংসা করে, তখন সে তা' মনে মনে অপছন্দ করে। কখনও কখনও দেখা যায়, প্রতিপক্ষের কোনরূপ সমালোচনা বা তার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা শুনলে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সে তখন মুখে কোন মুসলমানের নিন্দা করবার জন্য নিন্দাকারীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু মনে মনে সে তাতে খুবই সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তার মনের এ ভাবটি অবশ্যই দেখেন। এগুলো ব্যতীত হৃদয়ের আরও অনেক গুপ্ত বিষয় আছে যা জ্ঞানী লোক ব্যতীত অন্য কেউ ধরতে পারে না। আমাদের ন্যায় দুর্বল লোকের পক্ষে হৃদয়ের এ অবস্থাগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। স্মরণ রাখবে, মানুষের জন্য সর্বনিম্ন মর্যাদা হল নিজের দোষ-ত্রুটির বিষয় জানা, তা ঘৃণা করা, তা মন্দ বলে ধারণা করা এবং তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা। যখন আল্লাহ্ তায়ালা কোন ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করেন তিনি তার দোষ-ত্রুটি তাকে দেখিয়ে দেন। তখন তার নেকী দেখে খুশী হলে এবং পাপ দেখে দুঃখিত হলে তার অবস্থা উত্তম হবে বলে আশা করা যায়। যে আলিমের হৃদয়ে উপরোক্ত রূপ দোষ বিদ্যমান থাকে তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের প্রায় নিকটবর্তী, যে নিজেকে পবিত্র বলে মনে করে। তার বিদ্যা ও ইবাদাতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দাবী-দাওয়া প্রকাশ করে এবং সে ভাবে যে, ধার্মিক লোকদের অন্তর্গত সেও একজন। এরূপ ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই এবং নিজেদের গুপ্ত দোষ-ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা সংশোধন করা থেকেও তাঁর নিকট আশ্রয় চাই।

অপ্রয়োজনীয় বিদ্যায় সন্তুষ্ট আলিমগণ : যে সব আলিম প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন করেছে তাদের ভ্রান্ত ধারণার বিষয় উল্লেখ করেছি। এখন আমি এবং লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিষয় উল্লেখ করব যারা অপ্রয়োজনীয় বিদ্যায় সন্তুষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর আলিমগণ প্রয়োজনীয় বিদ্যা ত্যাগ করে অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করে। তারা এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করা মন্দ। তাদের মধ্যে এমন দলও আছে যারা শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে এবং লোকের হিতের জন্য প্রচলিত সাংসারিক রীতি-নীতি সম্পর্কিত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারা এর নাম ফিকাহ্ এবং মাযহাবের নাম বিদ্যা রেখেছে। অথচ তা' সত্ত্বেও তারা অনেক সময়

www.pathagar.com

প্রকাশ্য এবং গুপ্ত ইবাদাত নষ্ট করে ফেলে। নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করে না এবং রসনাকে পরনিন্দা থেকে বাঁচিয়ে রাখে না। বাদশাহ ও আমীর-ওমারাদের দরবারে গমনাগমন করা থেকে পদদ্বয়কে বিরত রাখে না। এছাড়া তারা তাদের হৃদয়কে অহংকার, ঈর্ষা, রিয়া এবং অন্যান্য ধ্বংসকর দোষ থেকে রক্ষা করে চলে না।

এসব লোক প্রথমত : আমলের দিক থেকে ভ্রান্ত এবং দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের দিক থেকেও ভ্রান্ত। আমল সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত মত আমরা উল্লেখ করেছি। এই লোকগণ ঐরূপ রোগীর ন্যায়, যে দাওয়াইর ব্যবস্থা-পত্র লিখে তা' অন্যকে শিক্ষা দেয় এবং নিজে শিক্ষা করে। শুধু এতটুকুই নয়; বরং তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যার মস্তিষ্ক বিকৃতি বা ফুসফুস আচ্ছাদনকারী ঝিল্লির প্রদাহ রোগ হয়ে সে ধ্বংসের মুখে গিয়ে পৌঁছে এবং তখন তার দাওয়াই শিক্ষা করা ও ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়; কিন্তু সে তদবস্থায় ঋতুজনিত দাওয়াই শিক্ষা করে এবং রাত-দিন সে তা-ই পাঠ করতে থাকে, যদিও সে জানে যে, সে একজন পুরুষ লোক। তার ঋতু হয় না এবং ঋতুজনিত কোন রোগও তার দেখা দেয়ারও কোন কারণ নেই। তবু সে এরূপ ধারণা করে যে, এই ব্যাধি স্ত্রীলোকদের হয়ে থাকে এবং হয়ত কোন স্ত্রীলোক এ রোগের বিষয় তার নিকট জিজ্ঞেস করতে পারে। তজ্জন্যই সে তা' শিক্ষা করছে। ভ্রান্ত ধারণার পরিচয়ই এটা। তদ্রূপ ফকীহ ব্যক্তির উপর পার্থিব ভালেবাসা, লোভ-ঈষা, অহংকার-রিয়া এবং এই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ধ্বংসকর দোষগুলো প্রবল হয়ে থাকে। অনেক সময় তাওবাহর পূর্বেই মৃত্যু তাকে আক্রমণ করে। অনেক সময় সে আল্লাহর সাথে এমন ব্যবহার করে যার ফলে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অথচ সে এসব বিষয় পরিত্যাগ করে জেহার, তালাক, ক্ষতিপূরণমূলক মোকদ্দমা ও ঋতু ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধি-বিধানাবলী শিক্ষা করে কিন্তু সত্য যে, তার জীবনে কখনও এসব বিষয়ের প্রয়োজন নাও হতে পারে। এ বিষয়গুলো নিয়ে যখন অন্য কেউ তার নিকট আসে তখন সে অধিক মনোযোগের সাথে এসব ব্যাপারে জোরালো ফতোয়া দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা যেন তার জন্য একটা অত্যন্ত লাভজনক বিষয়। কেননা এর মাধ্যমে যে যথেষ্ট খ্যাতি, প্রভাব এবং ধনলাভ করতে পারে। এসব কার্যের মধ্য দিয়ে শয়তান তাকে ভ্রান্তপথে চালনা করে। অথচ সে বিষয়ে তার কোন খবর নেই। কেননা সে মনে মনে এরূপ ধারণা করে যে, সে ধর্মের ফরজ কার্যে ব্যস্ত আছে; কিন্তু সে অবগত নয় যে, ফরজে আইনের কাজগুলো শেষ না করে ফরজে কেফায়ার কাজে লিপ্ত হলে তাতে পাপ হয়, যদিও সে ফিকাহর

www.pathagar.com

দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, তবু নিজের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় সম্পর্কিত ফরজে আইন হতে সরে পড়ায় তার গুনাহগার হতে হবে। উল্লেখ্য যে, এটাই অনুষ্ঠান বা আমলের দিক থেকে ভ্রান্ত বিশ্বাস।

জ্ঞানের দিক থেকে বিশ্বাস সম্বন্ধে বলা যায় যে, সে শুধু ফাতোয়া দেয়ার বিদ্যা শিক্ষা করেছে এবং তাতেই সে মনে করে যে, সে ধর্মের বিদ্যা শিক্ষা করেছে। অথচ সে পবিত্র কুরআন এবং রাসূলে সুন্নত শিক্ষা করেনি এবং তা' শিক্ষা করতেও চায় না। অনেক সময় সে হাদীস বিশেষজ্ঞগণকে আক্রমণ করে এবং বলে যে, তারা হাদীস নকলকারী অজ্ঞ এবং শুধু বোঝা বহনকারী। সে চরিত্র মার্জিত করবার বিদ্যা এবং মারেফাতের বিদ্যা ছেড়ে দেয়, যে বিদ্যার দ্বারা আল্লাহর পরিচয় এবং গৌরব সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা যায়। সেটা এমন বিদ্যা যদ্বারা মনে খোদা-ভীতি জন্মে এবং যা মানুষকে পরহেজগারীর পথে চালনা করে। উল্লিখিত শ্রেণীর বিদ্বান ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকবে এবং তোমরা তাকে প্রায়শঃ ভ্রান্তপথে চলতে দেখবে। সে আল্লাহর উপর ভরসা করে বলে, তিনি আমার উপর করুণা বর্ষণ করবেন। কেননা আমি তাঁর ধর্মের রক্ষনাবেক্ষণকারী। যদি আমি ফতোয়া দানে ব্যস্ত না থাকি এবং হালাল এবং হারামের সন্ধান না দেই তবে লোকগণ প্রয়োজনীয় বিদ্যা পরিত্যাগ করবে। বলাবাহুল্য যে, এটাই তার ভ্রান্ত বিশ্বাস। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের দরুন ফিকাহকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করতে হবে বলে সে শুনেছে; কিন্তু সে জানে না যে, সেই ফিকাহই প্রকারান্তরে তাকে আল্লাহ থেকে এবং আল্লাহর ভয়-ভীতি এবং গুণাবলীর পরিচয় থেকে দূরবর্তী করছে। প্রকৃত ফিকাহর অর্থ এই যে, তা' আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি করবে এবং পরহেজগারী শিক্ষা দেবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ফালাওলা নাফারুম মিন কুল্লি ফিরক্বাতিম মিনহুম ত্বায়িফাতুল লিইয়াতফাক্বক্বাহু ফিদ্দীনি ওয়া লি ইয়াহযুরু ক্বাওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযুরূন" অর্থাৎ কেন তাদের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একটি দল বের হয় না? যেন তারা ধর্মের বিদ্যা শিক্ষা করে এবং তারপর তাদের প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে সতর্ক করে যাতে করে তারা নিবৃত্ত হয়।

যে ব্যক্তি এই বিদ্যা ব্যতীত অন্য বিদ্যা অর্জন করে মানুষকে সতর্ক করে তার উদ্দেশ্য লৌকিক আচার-ব্যবহারের শর্ত পালন করে ধন-সম্পদ অর্জন এবং তদ্বারা দৈহিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং খুন-খারাবী দূর করা, ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে অস্ত্রস্বরূপ। শরীর, যানবাহন এবং আবশ্যকীয় বিদ্যা আল্লাহর পথে চলবার পদ্ধতির পরিচয় জ্ঞান। নিন্দনীয় ও ঘৃণিত দোষগুলো হৃদয়ের বন্ধন এবং এগুলোই বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে পর্দা বা প্রাচীরস্বরূপ। তা' কর্তন করা

www.pathagar.com

কর্তব্য। যখন সে সেই দোষাবলীর দ্বারা আবৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তখন সে আল্লাহ থেকে দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তির জ্ঞান ফিকাহর বিদ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে হজ্জের রাস্তায় চলবার জন্য শুধু মেসওয়াক, মোজা এবং জুতার বিদ্যাই জেনে লয়। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, তা' নাহলে তার হজ্জ করতে কষ্ট হয়; কিন্তু শুধু এর উপরই নির্ভর করলে হজ্জ হয় না। আমরা তা' বিদ্যার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। তদ্রূপ যে ব্যক্তি ফিকাহর বিদ্যা শিক্ষা করাই যথেষ্ট মনে করে এবং তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদের মাসয়ালা ব্যতীত আর কিছু আবশ্যকীয় মনে করে না। আর কেবল দিবা-রাত্রি বিভিন্ন খুঁটি-নাটি মাসয়ালা-মাসায়েলের শিক্ষা লাভে পরিশ্রম করে, সে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। তার প্রকৃতি কষ্ট প্রদান করা এবং নির্বুদ্ধিতাই তাঁর সাধারণ পরিচয়। সে প্রয়োজন ব্যতীত বিদ্যার্জন করতে চায় না এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপর বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্যই সে তা' অর্জন করে। এই বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য সে অনেক বিদ্যারই প্রয়োজন মনে করে না। যেমন কালবের বিদ্যা, আল্লাহর নিকট পৌঁছবার পথে চলবার বিদ্যা, নিন্দনীয় ও ঘৃণিত দোষগুলো দূর করবার বিদ্যা এবং হৃদয়কে উত্তম গুণাবলীর দ্বারা সুশোভিত করবার বিদ্যা। তারা এসব বিদ্যাকে অবজ্ঞা করে এবং এড়িয়ে চলে তাদের নিকট ঐ বিদ্যাই অত্যাবশ্যকীয় যা বিবাদরত দুটো দলকে ধর্ম বিষয়ক তর্কে লিপ্ত রাখে। এসব লোক যে সব বিদ্যায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে মূলতঃ তা' ফরজে কেফায়াও নয়। তা' এমন বিদ্যা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ যার কোন পরিচয়ও জানতেন না। শরীয়তের বিধানের মধ্যে আছে মাযহাবের বিদ্যা। তা' আল্লাহর পবিত্র কুরআন এবং হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সুন্নত শিক্ষা করা এবং তার অর্থ জানা। পক্ষান্তরে, তর্ক-বিতর্কের ফন্দি-ফিকিরের সব বিদ্যাই নিছক বেদআত। কেননা তার উদ্দেশ্য শুধু তর্কে জয়লাভ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিকে লা-জাওয়াব করা। তাই এই বিদ্যাভক্ত আলিমগণও পথভ্রান্ত। ফতোয়াদাতাদের তুলনায় এই দলের ভ্রান্তি আরও জঘন্য এবং মন্দ।

আর একদল আলিম আছে যারা ইলমুল কালাম এবং তর্কের বিদ্যা ও বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর দেয়ার কলা-কৌশলের বিদ্যায় ব্যস্ত থাকে। তারা তর্কের বিষয়ের অনুসন্ধান করে। বিতর্কমূলকও বিরোধ সম্পর্কিত মাসয়ালার পরিচয় জেনে লয় এবং তর্ক-বিতর্ক করবার পন্থাসমূহ অর্জন করতে ব্যস্ত থাকে। এদের বিভিন্ন দল ও উপদল রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, ঈমান ব্যতীত কোন লোকের কোন কাজ হয় না এবং তর্ক-বিতর্ক না জানলে সে ঈমান ও শুদ্ধ হয় না। তারা মনে করে যে, তাদের ন্যায় আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর পরিচয় অন্য কেউই লাভ করেনি। আর যারা তাদের মতবাদে বিশ্বাসী নয় এবং যারা তাদের বিদ্যা শিখে না তাদের ঈমান নেই। তাদের প্রত্যেক দল ও উপদলের

www.pathagar.com

লোকগণই সব মানুষকে তাদের দিকে আহ্বান করে। এসব দল ও উপদলের লোকগণ দু'প্রকার। এক প্রকার পথভ্রান্ত এবং অন্য প্রকার পথপ্রাপ্ত। পথভ্রান্ত ঐ দল যারা সুন্নতের দিকে পথ প্রদর্শন করে না এবং পথপ্রাপ্ত ঐ দল যারা সুন্নতের দিকে পথ প্রদর্শন করে; কিন্তু উভয় দলের মধ্যেই ভ্রান্তি রয়েছে। পথভ্রান্ত দল নিজেদের পথভ্রান্তির বিষয় অবগত নয়। তবু তারা মনে করে যে, তাদের পথে চললেই মুক্তি লাভ করা যাবে। এদের আবার বহু উপদল আছে। তারা একে অন্যকে কাফির পর্যন্ত বলে। তাদের প্রত্যেকেরই মত যে ভ্রান্ত তা' তাদের কেউই জানে না। এরা প্রথমে প্রমাণের শর্ত এবং তার পন্থা কেউই শিক্ষা করে লয় নি। এজন্য এরা প্রত্যেক সন্দেহকেই প্রমাণ বলে জানে এবং প্রত্যেক প্রমাণকে সন্দেহ বলে ধরে নেয়।

পথপ্রাপ্ত দল মনে করে যে, তর্ক-বিতর্কই প্রয়োজীয় বিষয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবার উত্তম পন্থা। তারা ভাবে যে, কারও ধর্ম পূর্ণ না যে পর্যন্ত না সে তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রমাণ ব্যতীত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনে। তারা মনে করে যে, এরূপ ব্যক্তি কামিল নয় এবং আল্লাহর নিকটবর্তী নয়। এই ধারণায় তারা তাদের সারাজীবন তর্ক-বিতর্কের বিদ্যা, বেদআতপন্থীদের মতবাদ এবং তাদের বিরুদ্ধ মতবাদ শিক্ষা করে এবং নিজের প্রবৃত্তি ও কালবকে অবহেলা করে। এমনকি তারা পাপ এবং গুপ্ত দোষ-ত্রুটির ব্যাপারেও সতর্ক থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ ধারণাও করে যে, তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকা উত্তম এবং তা' আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উপায়, কিন্তু জয়লাভ করার স্বাদ, প্রভুত্বের স্বাদ ও পরনিন্দার লোভই তার অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় এবং সে তখন প্রথম যুগের বুযুর্গদের প্রতি লক্ষ্য করে না, যাদের সম্বন্ধে হুযুরে পাক (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। অনেক বেদআতপন্থী ও মোহগ্রস্ত লোকদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়েছিল, তারা তবুও তাদের জীবনে ধর্মীয় বিদ্যা অর্জন করতে গিয়ে এই দলাদলি বা তর্ক-বিতর্কের বিদ্যা শিক্ষা করেননি; বরং তারা ঐ সম্বন্ধে অযথা কোন কথাই বলতেন না। কোন লোককে পথভ্রান্তি হতে ফিরিয়ে আনবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন হতো তাঁরা ঠিক ততটুকু কথাই বলতেন। যদি তাকে পথভ্রান্তির মধ্যে খুবই দৃঢ় দেখতে পেতেন, তবে তাঁরা তাকে পরিত্যাগ করে তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে দিতেন। তারা তাকে তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণার চোখে দেখতেন ও তার সাথে সারাজীবন আর মেলামেশা করতেন না। তাঁরা বলতেন যে, সুন্নতের দিকে আহ্বান করার মধ্যেই সত্য নিহিত, তবে এ ব্যাপারে তর্ক উপস্থিত হলে, তা' ত্যাগ করাই সুন্নত।

www.pathagar.com

হযরত আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "মাদ্বাল্লা ক্বাওমুন ক্বাত্তুম বা'দা হুদান কানূ আলাইহি ইল্লা উতুল জাদাল" অর্থাৎ সত্য পথের উপর যে জাতি প্রতিষ্ঠিত, তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ব্যতীত কখনও পথভ্রান্ত হয় না।

একদা হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের নিকট তাশরীফ নিয়ে দেখলেন যে, তাঁরা পরস্পর বিবাদ-লিপ্ত হয়েছে। তিনি তাঁদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন, এমনকি তাতে তাঁর মুখমণ্ডল দাড়িম্ব সদৃশ রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি বললেন, তোমরা কি এজন্য প্রেরিত হয়েছ, তোমরা কি কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াতের বিরুদ্ধে প্রমান করবার জন্য আদেশ পেয়েছো? তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য কর এবং তদনুযায়ী কাজ কর। আর যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তা' থেকে বিরত থাক। তিনি তাদেরকে এরূপ তর্ক-বিতর্ক করতে সতর্ক করেছেন। তারা অবশ্য প্রমাণ ও তর্কের বিষয়ে আল্লাহর সৃষ্ট লোকদের মধ্যে উপযুক্ত ছিলেন। তারপর তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন। তিনি দুনিয়ার সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের তর্ক-বিতর্কের মজলিসে আসন গ্রহণ করেননি। তিনি তাদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য কোনরূপ তর্ক করেননি। কেননা তর্কে হৃদয় কঠিন হয় ও তর্ক থেকে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তা' হৃদয় থেকে মুছে ফেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তিনি সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কে সাহাবীদের সাথে কখনও পরাভূত হননি। যদিও তাঁর সাহাবীগণ তর্কের সূক্ষ্মতত্ত্বেও জ্ঞান রাখতেন। তাদের মধ্যে বিজ্ঞ ও ধৈর্যশীলগণ তর্কের প্রবঞ্চনায় কখনও প্রবঞ্চিত হতেন না বরং তারা বলতেন, যদি দুনিয়াবাসী নাজাত পায় এবং আমরা ধ্বংস হই, তবে তাদের নাজাত আমাদের কোন কাজের আসবে না, আর যদি আমরা নাজাত পাই এবং দুনিয়াবাসী ধ্বংস হয় তবে তাদের ধ্বংস আমাদের কোন অনিষ্ট করবে না। সাহাবীদের সাথে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল, তা' আমাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক থেকে অনেক বেশি। তবু তারা তর্কে লিপ্ত হয়ে সারাজীবন নষ্ট করেন নি; সুতরাং আমাদের জীবনতর্কে নষ্ট করে দেয়া সঙ্গত নয়। ভ্রান্তি থেকে আমরা নিরাপদ হব না, সে সম্বন্ধে আমাদের অনর্থক আলোচনা না করাই উচিত।

আমরা বরং দেখতে পাই যে, বেদআতপন্থী তার সাথে তর্কের দরুন তার বেদআত ত্যাগ করে না বরং তাতে বিবাদ আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার বেদআতের উপর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়; সুতরাং এই বিরুদ্ধাবাদীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার চেয়ে নিজের জন্য চেষ্টা করা ও আখেরাতের জন্য সংসার

www.pathagar.com

ত্যাগ করা উত্তম। অন্য একদল আছে, তারা যিকির এবং ওয়াজ-নসীহতে ব্যস্ত থাকে। তবে তাদের মধ্যে উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন শুধু ঐ লোকগণ, যারা মানুষকে স্বভাব-চরিত্র, খোদাভীতি, আশা, ধৈর্য, শোকর, তাওয়াক্কুল, সংসার, দৃঢ়বিশ্বাস, ইখলাছ, সত্যবাদিতা ও এই প্রকার অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে উপদেশ দেয়; কিন্তু তারাও ভ্রান্তি ও প্রবঞ্চনামুক্ত নহে। কেননা মনে করে যে, যখন তারা এমন গুণের কথা আলোচনা করে, মানুষকে তা' গ্রহণ করতে উপদেশ দেয়, তখন তারা নিজেরা নিশ্চয়ই এসব গুণে গুণান্বিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর নিকট ঐসব গুণ থেকে মুক্ত। তবে সাধারণ মুসলমানের মধ্যে যেসব গুণ থাকে এদের মধ্যে শুধু তাই পাওয়া যায়।

এদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিদর্শন হল, এরা সীমাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, এদের ধারণা এই যে, এরা খোদাভীতি ও আল্লাহর মহব্বতে গভীর সমুদ্র সদৃশ। মুখলেছ অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিয়তসম্পন্ন এবং নিঃস্বার্থকর্মী। কেননা এ বিষয় দুটো তারা বিশেষভাবে অবগত। তারা আরও মনে করে যে, তারা নিজেদের গুপ্ত দোষের বিষয়েও অবগত; সুতরাং অবশ্যই তারা গুপ্ত দোষমুক্ত।

এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে, যদি আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ না করতাম তাহলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও তদসম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হতাম না এবং আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথের সন্ধান পেতাম না। তাছাড়া আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিফহাল হতাম না। এই সব ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মনে করে যে, আমরা আল্লাহ-ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা আল্লাহর শাস্তির আপদ মুক্ত। তারা আরও ভাবে যে, আমরা আশাবাদীদের শামিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা প্রবঞ্চিত, ভ্রান্তবিশ্বাসী। তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর তাকদীরে সন্তুষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মোটেই তা' নয় তারা বরং অসন্তুষ্ট লোকদের অন্যতম। তারা আরও মনে করে যে, তারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল; কিন্তু প্রকতৃপক্ষে তারা মান-সম্মান, খ্যাতি, ধন-সম্পদ ইত্যাদি লাভের জন্যই লালায়িত। তারা মনে করে যে, তারা সম্পূর্ণরূপে খালেছ ইবাদাতকারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা রিয়াকার অর্থাৎ লোক প্রদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি। তারা ইখলাছের ব্যাখ্যাকারী বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইখলাছ নেই। তারা সংসার বৈরাগ্যের ব্যাক্যা করে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে সংসারের লালসা অতিশয় তীব্র। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কিভাবে করতে হয়, তা' তারা ব্যাখ্যা করে কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে তার কোন পরিচয় নেই। তারা আল্লাহকে ভয় করবার উপদেশ দান করে কিন্তু তাদের মধ্যে আল্লাহ ভয়ের নিদর্শন নেই। তারা মানুষকে আল্লার যিকিরে প্রলুব্ধ করে। অথচ নিজেদের ক্ষেত্রে খোদা-ভীতির

www.pathagar.com

অভাব দেখা যায়। তারা ইখলাছ সম্পর্কিত ওয়াজ করে, কিন্তু নিজেদের কাজকর্ম ইখলাছের বিপরীত। তারা মানুষকে নিন্দনীয় কাজগুলো মন্দ বলে শ্রবণ করায়, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে সে কাজগুলো দেখা যায়। তারা মানুষকে সৃষ্টজীব থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেয়; কিন্তু নিজেরা তাদের নিকট যাতায়াত ও তাদের সাথে মেলামেশা রাখে।

যদি তাদের কোন বন্ধু-বান্ধবের নিকট কোন লোকের সংশোধন এবং হিত সাধন হয়, তবে তাতে তারা খুশী ও আনন্দিত না হয়ে বরং দুঃখিত এবং নিরানন্দ হয়। যদি কোন বেদআতপন্থী তাদের কোন বন্ধু-বান্ধবের প্রশংসা করে তবে তাতেও তারা খুশী না হয়ে বরং অসন্তুষ্ট হয়। এটাই তাদের ভ্রান্তি। এদের অবস্থা এমন যে, এদেরকে জাগ্রত করা অধিক কষ্টকর। কেননা উত্তম স্বভাব-চরিত্রের দিকে আগ্রহ এবং নিন্দনীয় দোষের দিকে ঘৃণা হয় তখন, যখন সে সব গুণাবলীর উপকার ও দোষাবলীর অপকার সে জানতে পারে; কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর লোক তা' জানা সত্ত্বেও কোন উপকার লাভ করতে পারে না। কেননা মানুষকে আহ্বান করার ভালোবাসা ও ঝোঁকই তাকে ঐ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে; সুতরাং তা' কোন দাওয়াই দ্বারা আরোগ্য হবে, কোন পথে চললে তার মনে আল্লাহর ভয় উদ্রেক হবে তা' জানা কষ্টকর। যে কথায় মানুষের ভয় জন্মে, সে আল্লাহর বান্দাগণকে শ্রবণ করায় এবং তাতে তারা সন্ত্রস্ত হয়, কিন্তু নিজে ভয় করে না। তবে সত্য যে, সে নিজেকে এসব প্রশংসনীয় গুণের দ্বারা বিভূষিত মনে করে। তাকে পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পন্থার উপর পথ দেখান সম্ভব। যথা আল্লাহর ভালোবাসার দিকে আহ্বান করা। তখন নিজে নিজে অনুসন্ধান করবে যে, "আমি যে আল্লাহর ভালোবাসার দাবী করি, আমি আল্লাহর ভালোবাসার জন্য কি কি ত্যাগ করেছি" আমি আল্লাহর ভালোবাসার দাবী করি, কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসার জন্য আমি কোন কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করেছি! আমি আল্লাহর ভালোবাসা দাবী করি কিন্তু আমার কি কখনও নির্জনতার আনন্দ বেশী জেগেছে এবং আমার নিকট লোকজনের সংস্রব উত্তম বোধ হয়েছে? তা কখনও হয়নি; বরং যখন তার মুরীদগণ তাকে আবৃত করে রাখে তখন তার হৃদয়ের আস্বাদন পূর্ণ হয়ে যায়। যখন সে আল্লাহর সাথে নির্জনে থাকে, তাকে নির্জনতা অন্বেষণ করতে দেখবে না।

জ্ঞানীগণ এসব গুণাবলী দ্বারা নিজেদেরকে পরীক্ষা করে এবং প্রকৃতপক্ষে তারই অনুসন্ধান করে। বাহ্যিক প্রদর্শনীতে তারা সন্তুষ্ট হয় না বরং আল্লাহর নিকট হতে তাদের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় হয়। ভ্রান্তবিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে উত্তম মনে করে। আখেরাতে যখন তাদের থেকে পর্দা উন্মোচন করা হবে, তারা লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে; বরং যখন দোযখের

www.pathagar.com

মধ্যে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের নাড়ীভুঁড়ী দীর্ঘ করা হবে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তা' নিয়ে ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গর্দভ যাঁতার চারদিকে ঘুরে। এরূপই হাদীসে এসেছে। কেননা তারা নেক কাজের আদেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা' করত না। তারা মন্দ কাজে নিষেধ করত কিন্তু নিজেরা তাতে লিপ্ত থাকত। এসব লোকই পথভ্রান্ত। কেননা তারা এসব অনর্থের মূল তাদের দুর্বল হৃদয়ে বদ্ধমূল করে অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় এবং তাঁরই তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে না। সে মনে করে, আল্লাহ্ আমাকে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় বর্ণনা করার যে জ্ঞান দিয়েছেন এবং লোক আমার উপদেশের কল্যাণে যে উপকার পায়, তা' আমারই উক্ত গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে হয়। সে এটা মনে করে না যে, অভিজ্ঞতা থেকে মারেফাতের উদয় হয়। মারেফাত এবং রসনা সঞ্চালন থেকে ভাব জন্মে। উপরোক্ত কথা দ্বারা বলা যায় না যে, উপদেশ দাতা এসব গুণ দ্বারা গুণান্বিত হয় এ প্রকার আলিম এবং সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এই ভালোবাসা ও ভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? পার্থক্য শুধু বর্ণনা করার শক্তির মধ্যে বরং অনেক সময় আলিমের নিরাপত্তা বৃদ্ধি হয়, ভয় কম হয় লোকের দিকে অনুরক্ত হয় এবং তার হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা দুর্বল হয়ে যায়। সে ঐ রোগীর ন্যায়, যে রোগ ও তার দাওয়াইর কথা বাগ্মিতার সাথে বর্ণনা করে কিন্তু সুস্থতা, আরোগ্য এবং রোগের কারণ ইত্যাদি বর্ণনা করতে পারে না; সুতরাং তার থেকে ব্যাধি দূর হয় না। স্বাস্থ্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হলেই যে স্বাস্থ্য লাভ করা যাবে তা' নয়; বরং এরূপ ধারণা করা চরম মূর্খতা। তদ্রূপ ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, সংসার বৈরাগ্য এসব গুণাবলীর জ্ঞান হলেই সে তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা' বলা যায় না। যে এরূপ মনে করে, সে ভ্রান্ত, এসব অবস্থা ঐ বক্তাদের যাদের আমল ও বক্তৃতার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। উপরন্তু তাদের বক্তৃতা কুরআন-হাদীস হাসান বছরী (রহঃ) প্রমুখ বুযুর্গদের ওয়াজিব পন্থারূপে হয়ে থাকে।

আর এক দলের মধ্যে এমন আলিম আছে, যারা ওয়াজের মধ্যে ওয়াজের পথ থেকে সরে পড়ে। তারাই আমাদের এ যুগের ওয়ায়েজ ও বক্তৃতাকারীগণ। তবে যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন, তারা এ দলের অন্তর্গত নয়। তাদের বিষয় আমরা বলতেও পারছি না। প্রথমোক্ত বক্তাদের অভ্যাস এই যে, তারা মানুষকে নানারূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়ে থাকে। যেগুলো শরীয়ত ও মারেফাত এবং জ্ঞানের বহির্ভূত। এদের কেউ কেউ সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত শব্দ, বাক্য ও সুমার্জিত ভাষা দ্বারা বক্তৃতা করে। এরা বয়াত, কবিতা এবং সুললিত কিচ্ছা- কাহিনীর মাধ্যমে বহু মিলনান্তক কিংবা

www.pathagar.com

বিয়োগান্তক ঘটনা বর্ণনা করে মানুষের মন আকর্ষণ করে। এরা এদের বক্তৃতা মজলিসে বহু লোক সমাগমের আকাঙ্ক্ষা করে। এদের এই উদ্দেশ্যে ওয়াজ ও বক্তৃতা করা নিছক শয়তানের কার্য। এরা যেমন নিজেরা পথ-ভ্রান্ত , অন্যদেরকেও সোজা সরল পথ থেকে বিপথে নিয়ে যায়। প্রথমোক্ত দল যদিও নিজেদেরকে সংশোধন করে না, তবু তারা অন্যকে সংশোধন করে, বক্তৃতা ও ওয়াজে যা কিছু বলে, সত্য বলে, কিন্তু এই শ্রেণীর বক্তা ও ওয়ায়েজগণ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর কথা দ্বারা তাদেরকে ভ্রান্তপথে চালনা করে; সুতরাং তাদের বক্তৃতা পাপের প্রতি সাহস এবং দুনিয়ার দিকে লালসা বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ যখন বক্তা সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত থাকে, সুন্দর অশ্ব ও যানবাহনে যাতায়াত করে অর্থাৎ সংসারের প্রতি অত্যধিক আসক্তির কারণে তার আপাদমস্তকের এই সুন্দর বেশ-ভূষা তার যে ক্ষতির কারণ হয় তা' তার উপকার অপেক্ষা অনেক বেশী। শুধু তার নিজের বেলায়ই নয় বরং তার দ্বারা মানুষেরও কোনরূপ উপকার হয় না বরং তদ্বারা লোকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একদল আলিম এরূপ আছে যে, তারা সংসারের নিন্দা জ্ঞাপন সম্বন্ধে সংসারত্যাগীদের উপদেশ আলোচনা করেই সন্তুষ্ট থাকে। তারা সংসারত্যাগীদের উপদেশ শুধু মুখস্থ করে নেয় এবং নিজেরা তার অর্থ না বুঝে-শুনেই জনসাধারণকে শুনিয়ে দেয়। এগুলো কোন আলিম হয়ত তার প্রকোষ্ঠে বসে কেউ বা হাঁট-বাজারের গলিতে থেকে অর্থাৎ যে যেখানে সুযোগ পায় সে সেখানে বসেই গতানুগতিকভাবে তার কর্তব্য সম্পন্ন করে। এরা প্রত্যেকেই মনে করে যে, এরা যখন সংসারত্যাগীদের উপদেশ বাণী শ্রবণ করেছে এবং তা' মুখস্থ করে নিয়েছে তখন তার কৃতকার্যতা হাছিল হয়ে গেছে এবং এভাবেই তাদের মধ্যে ও জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। তারা ভাবে যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা অবশ্যই নিরাপদ হয়েছে যদিও তারা নিজেদেরকে জাহেরী ও বাতেনী পাপ থেকে রক্ষা করে চলছে না। তারা মনে করে যে, ধার্মিক লোকদের বাণী যে তারা মুখস্থ করে রেখেছে এবং তা' অবিকলভাবে লোকদের কাছে বলতে পেরেছে এটাই তো তাদের জন্য যথেষ্ট। এদের পূর্ববর্তীদের ভ্রান্ত ধারণা এই শ্রেণীর আলিমদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে অধিক প্রকাশ্য।

অন্য একদল আলিম আছে, যারা শুধু হাদীস শাস্ত্রের বিদ্যার্জনে সময় ব্যয় করে। অর্থাৎ তারা কেবল হাদীস শ্রবণ, বহু রাওয়ায়েত সংগ্রহ এবং না জানা এসনাদসমূহ সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। এদের কেউ কেউ বিভিন্ন শহরে ও নগরে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সাক্ষাৎ করে

www.pathagar.com

রাওয়ায়েত সংগ্রহ করে। তখন তাদেরকে কেউ কেউ বলে, আমি অমুক বুযুর্গ থেকে শুনে বর্ননা করেছি। আমি অমুককে দেখেছি। আমার সাথে এমন এসনাদ রয়েছে যা অন্যের কাছে নেই। এসব কারণে তাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। যার ফলে এদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু বোঝা বহন করে। সুন্নতের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝবার জন্য চেষ্টা করে না। এদের বিদ্যায় যথেষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান। অন্যের থেকে শুধু হাদীস নকল করা অর্থাৎ একের নিকট থেকে শুনে অন্যের নিকট তা' হুবহু বর্ণনা করা ব্যতীত তাদের নিকট আর কিছুই নেই। এদের কেউ কেউ মনে করে যে, তাদের সাফল্য লাভের জন্য এ কাজই যথেষ্ট। এদের কেউ কেউ নিজেদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ নিজেরাই আমল করে না। আবার কেউ কেউ তার হৃদয়ের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় বিদ্যা যা ফরজে আইন তা' ত্যাগ করে বহুসংখ্যক এসনাদ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং এর দ্বারা উচ্চমর্যাদা অন্বেষণ করে। অথচ এ কাজে তার কোনই আবশ্যকতা নেই। সাধারণ লোকদেরকে দেখা যায় ঐ শ্রেণীর হাদীস বর্ণনাকারীর উপর সবাই ঝুঁকে পড়ে; কিন্তু হাদীস শ্রবণের শর্ত ও রীতিনীতি সম্পর্কে একদিকে যেমন হাদীস বর্ণনাকারী প্রকাশ করে না, অন্যদিকে সর্বসাধারণও তা' নিয়ে তাদের মাথা ঘামায় না। এরূপভাবে কেবলমাত্র হাদীস শ্রবণ দ্বারা সর্বসাধারণের কোন উপকার হয় না। কেননা হাদীস শ্রবণ ও তদনুযায়ী আমল করার প্রয়োজনে কতিপয় রীতিনীতি মান্য করতে হয়। যেমন, প্রথমে রাওয়ায়েত শ্রবণ, তারপর তা' অনুধাবন, তারপর তা' হেফজ বা মুখস্থ করা, তারপর তা' আমল করা, নিজে আমল করার পর তা' অন্যের নিকট প্রচার করা। এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যারা শুধু শ্রবণ করেই সন্তুষ্ট থাকে, হাদীস শাস্ত্রে কালক্ষেপণ করার কোন সার্থকতাই তারা অর্জন করতে পারে না। তদুপরি হাদীস যেভাবে শ্রবণ করতে হয় তাও তদ্রূপভাবে করা হয় না।

তোমরা দেখতে পাবে, হয়ত কোন বুযুর্গ তার ছাত্রকে হাদীস পড়াচ্ছেন, কিন্তু সেদিকে তার পুরাপুরি মনোযোগের অভাবে দু'চোখ নিদ্রায় মুদে আসে। পক্ষান্তরে, ছাত্রও তখন হাদীস শ্রবণের দিক থেকে অমনোযোগী হয়ে অন্য সহধ্যায়ীর সাথে খেল-তামাশায় রত হয়ে যায়। অথচ দেখা যায়, দু পক্ষের এমতাবস্থার পরেও ওস্তাদ সাহেব তার ছাত্রকে হাদীস শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার সনদ পত্র লিখে দিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করে না। কখনও কখনও দেখা যায়, অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোক হাদীসের মজলিসে যায় বটে, কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, হাদীস শ্রবণে মনোযোগ দেয় না। কখনও কখনও হয়ত সে কোন কথায় বা কোন কিছু লিখায় ব্যস্ত থাকে। ওদিকে হয়ত ওস্তাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন

www.pathagar.com

তা' তার কর্ণগোচর হয় না। বা তা'হলেও মনোযোগের অভাবে হাদীসের অর্থ সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এসব অবস্থা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিজনিত কারণেই ঘটে থাকে। মূলতঃ হাদীসের মূল যে খোদ হুযুরে পাক (সাঃ) তা' শ্রবণ করতে হবে তা' শ্রবণ করার পর তা অবিকলভাবে মুখস্থ করে রাখবে। তারপর তা' হুবহু অন্য লোকের নিকট বর্ণনা করবে। বর্ণনা স্মরণশক্তি থেকে এসে থাকে এবং স্মরণশক্তি শ্রবণ হতে আসে।

যতি তুমি হুযুরে পাক (সাঃ) থেকে হাদীস না শুনেথাক; বরং কোন সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে শুনে থাক তবে তোমার শ্রবণ এমন রাবী থেকে হবে যিনি খোদ হুযুরে পাক (সাঃ) থেকে শ্রবণ করেছিলেন। হাদীস শ্রবণে অত্যধিক মনোযোগ দেবে এবং যেরূপ স্মরণ করে রাখবে অবিকল তদ্রূপ তা' বর্ণনা করবে এবং যেরূপ শ্রবণ করেছ অবিকল তদ্রূপই স্মরণ রাখবে। হাদীসের কালামের মধ্যে যেন একটি অক্ষরও পরিবর্তন না করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি তা' পরিবর্তন করে বা হাদীস বর্ণনায় ভুল করে ফেলে তাহলে অবশ্যই তুমি ভুল ধরিয়ে দেবে। হাদীস মুখস্থ করার দুটো নিয়ম আছে। একটি নিয়ম এই যে, মনোযোগ সহকার তুমি তা' মুখস্থ করবে এবং বার বার তা' অধ্যয়ন করতে থাকবে। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, তুমি কোন হাদীস যেরূপ শ্রবণ কর, তদ্রূপ শুদ্ধভাবে লিখে রাখবে এবং সাথে সাথে তা' মুখস্থও করে নেবে যেন শ্রুত হাদীসে কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে। নিজের লিখায় ফায়েদা এই যে, তুমি নিজের হস্তে যেরূপ লিখেছ সাথে সাথে মুখস্থও তদ্রূপ করেছ; সুতরাং এ দুটোর একটির সাথে অন্যটির কোন গরমিল হলে তখন তোমার লিখিত কালামের উপরই নির্ভর করবে। কেননা স্মরণ শক্তিজনিত কারণে তোমার মুখস্থকৃত কালামের মধ্যে হের-ফের হতে পারে; কিন্তু তোমার লিখিত কালামে এরূপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব, তখন লিখিত হাদীসকেই বিশুদ্ধ বলে গণ্য করবে। হাদীস শিক্ষা করবার কালে যদি তুমি ওস্তাদের মুখ থেকে শুনে সাথে সাথে তা' মুখস্থ না কর বা লিখে না রাখ এবং শুধু শিক্ষক থেকে শুনেই সন্তুষ্ট থাক তবে হাদীসের মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর তোমার হাদীসে ভুল-ভ্রান্তি ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় তোমার পক্ষে অনের নিকট হাদীস বর্ণনা করা সঙ্গত হবে না। খোদ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে বিষয় তোমার জ্ঞান নেই তা' তুমি বর্ণনা করো না। অথচ এ যুগের অধিকাংশ বুযুর্গ ব্যক্তিই বলেন যে, এ কিতাবের মধ্যে কি আছে তা' আমি শুনেছি। কিন্তু এরূপ শুনার সাথে যদি আমাদের উপরোক্ত শর্ত যুক্ত না হয় অর্থাৎ শ্রবণে মনোযোগী হওয়া ও স্মরণে নিঃসন্দেহ হওয়া। এ বিষয় দুটো না থাকলে শুধু শ্রবণকারীর পক্ষে অন্যের নিকট বর্ণনা করা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনে।

www.pathagar.com

শ্রবণের সর্বনিম্ন স্তর এই যে, সমগ্র কিতাব কর্ণের উপর এরূপভাবে আসবে যে, তার কিছু পরিবর্তন হলেই তা' তখনই বুঝা যাবে। যদি কোন বালক, অসতর্ক লোক বা নিদ্রিত লোকের শ্রবণ লিপিবদ্ধ করা যায় তাহলে কোন বাতুলের বা দুগ্ধপোষ্য বালকের শ্রবণও লিপিবদ্ধ করা যায়। যখন উক্ত বালক বায়োপ্রাপ্ত হয় বা বাতুল আরোগ্য লাভ করে, তাহলে তাদের নিকট সনদ লওয়া সবার মতেই নাজায়েয। যদিত, জায়েয হয় তাহলে গর্ভস্থিত সন্তানের শ্রবণ লিপিবদ্ধ করাও জায়েয। যখন দুগ্ধপোষ্য শিশুর হাদীস শ্রবণ লিপিবদ্ধ করা যায় না যেহেতু সে বুঝে না এবং স্মরণ করে রাখে না, তাহলে যে বালক খেলা করে, যে গাফেল বা লিখায় ব্যস্ত থাকে সে বুঝে না এবং স্মরণ রাখে না। যখন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি সাহস করে বলে যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর শ্রবণ লিখা যায়, তাহলে সে যেন গর্ভস্থিত সন্তানের শ্রবণ লিখে রাখে। কেননা এদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, গর্ভস্থিত সন্তান শব্দ শ্রবণ করে না, কিন্তু এই শিশু শব্দ শ্রবণ করে। এই পার্থক্যে কি উপকার হয়? উদ্দেশ্য হাদীস বর্ণনা করা, শব্দ শ্রবণ করা নয়। তদ্রূপ শ্রবণকারীরও উচিত যে, যখন সে বৃদ্ধ হয় সে যেন বলে, আমি শিশু থাকাবস্থায় এ হাদীস শুনেছি। আমার শিশুকালে আমি এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম তথায় হাদীস বর্ণনা হচ্ছিল। তার শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে; কিন্তু আমি জানিনা তা' কি? এমন ক্ষেত্রে সন্দেহ নেই যে, এরূপ বর্ণনা নাজায়েয। এর উপর যা' কিছু বৃদ্ধি করে বলা হয় তা' সবই মিথ্যায় গণ্য। যে তুর্কী ব্যক্তি আরবীতে অনভিজ্ঞ তার নিকট কোন হাদীস শ্রবণ করা যদি জায়েয হয় তাহলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর হাদীস শ্রবণও জায়েয হয়। এটাই চরম অজ্ঞতা। কোথা থেকে তা ধরা যায়? হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী ব্যতীত হাদীস শ্রবণের আর কি কোন দলিল আছে? "আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সন্তোষ দান করুন যে আমার বাণী শ্রবণ করে তা' সংরক্ষণ করে এবং সে যেরূপ শুনেছে ঠিক তদ্রূপ বর্ণনা করে।" শ্রবণকারী যা' শ্রবণ করে তা' সে না বুঝলে কিরূপে তা' বর্ণনা করবে? এটাই চরম পথভ্রান্তি।

বর্তমান যুগের অধিবাসীগণ এ বিপদের মধ্যে পরীক্ষিত হচ্ছে। যদি তারা সতর্ক হয় তবে তারা এমন লোক ব্যতীত অন্য বৃদ্ধ লোক পাবে না যারা এই প্রকার বাল্যে অমোনযোগিতার সাথে হাদীস শুনেছে। যেহেতু মুহাদ্দিসগণের খ্যতি ও কবুলিয়ত এর মধ্যে রয়েছে। তজ্জন্যই তারা হাদীস শ্রবণের শর্ত লাগাতে ভয় পায়। কেননা তা' হলে তাদের হাদীস শ্রবণ কেন্দ্রে লোকসংখ্যা কম হয়ে যেতে পারে এবং তাতে তাদের খ্যাতির অনিষ্ট ঘটতে পারে এবং যারা ঐ শর্তের সাথে যে সব হাদীস শ্রবণ করেছে তার

www.pathagar.com

সংখ্যাও কম হতে পারে; বরং অনেক সময় তা' তারা হারিয়ে ফেলে এবং অপদস্থ হয়। তখন তারা এটা নির্দিষ্ট করে নেয় যে, তারা হাদীসে কোন শর্তারোপ করবে না। শুধু তারা এর শব্দ শুনবে। যদি তার মধ্যে কি আছে তারা তা' না জানে এবং শ্রবণের শুদ্ধতা না জানে তাহলে মুহাদ্দিসগণের কথাও জানবে না। কেননা তা' তাদের জ্ঞানের বহির্ভূত; বরং যারা মূলনীতি জানে তারাই এর বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। ফিকাহর যে মূলনীতি আছে আমরা যা' উল্লেখ করেছি তাতে তা' ভঙ্গ করা হয়। এটা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, যদি তারা শর্তের সাথে তা' শ্রবণ করত তবু তারা ভ্রান্তপথে চলত। কেননা তাদের নকলে ত্রুটি থেকে যেত। আর বর্ণনা করায় এসনাদে এবং ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়ে এবং হাদীসের অর্থ ও পরিচয় সংগ্রহে ত্রুটি দেখা দিত; বরং যে ব্যক্তি হাদীসের দ্বারা আখেরাতের পথে চলতে চায় সে মাত্র একই হাদীসকে তার সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট মনে করে। এক বুযুর্গ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একটি হাদীসের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিসে প্রথম যে হাদীস শুনেছিলেন তা' এই : "যে ব্যক্তির যে বস্তুর প্রয়োজন নেই তা' ত্যাগ করাই তার ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্গত।" হাদীসটি শ্রবণ করে তিনি সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এ হাদীসই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যে পর্যন্ত আমি তা' কার্যে পরিণত না করি আমি অন্য হাদীস শ্রবণ করব না। যে জ্ঞানী লোকগণ তাদের ভ্রান্তির বিষয়ে সতর্ক থাকে তাদের হাদীস শ্রবণের নিদর্শন এরূপই হয়ে থাকে।

আর একদল বিদ্বান আছে, যারা ব্যাকরণ এবং দেশী-বিদেশী নানা ভাষা শিক্ষায় ব্যস্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা একটি ভ্রান্ত মত পোষণ করে এবং মনে করে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। কেননা তারা কুরআন ও হাদীসের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও মুসলমানদের পথপ্রদর্শক। তারা আরও মনে করে যে, ব্যাকরণ এবং ভাষার বিদ্যার সাহায্যে কুরআন ও হাদীসের প্রতিষ্ঠাকারক। এই ধারণায় তারা ঐ বিষয় নিয়ে সারাজীবন অতিবাহিত করে। তাছাড়া তারা ভাষার সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং কাব্য-কবিতা নিয়েও জীবনের অমূল্য সময় কাটিয়ে দেয়, তারা ঠিক ঐ লেকের ন্যায়, যে ব্যক্তি লিখন বিদ্যা ও অক্ষর সুন্দর করার চেষ্টায় সময় কাটায়। তার ধারণা এই যে, লিখন ব্যতীত রক্ষা করা সম্ভব নয়; সুতরাং তা' শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। তবে যদি সে জ্ঞান পরিচালনাকরে দেখত, সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত যে, মূল লিখন শিক্ষা করাই তার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা লিখা পড়তে পারলেই যথেষ্ট হয়। কেননা লিখা পড়তে পারলেই তা' হয়ে যায়। তারপর তা' উত্তম ও সুন্দর করা অতিরিক্ত কার্য। তার প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ যদি সাহিত্যানুরাগিগণ চিন্তা করে দেখে, তবে তারা নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে,

www.pathagar.com

আরবী ভাষাও বিশেষ দৃষ্টিতে তুর্কী ভাষার ন্যায়। সারাজীবন আরবী ভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করা তুর্কী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করার ন্যায়। পার্থক্য কেবল এতটুক যে, আরবী ভাষায় শরীয়ত এসেছে। কুরআন ও হাদীস অন্য ভাষায় অনুবাদ করে শিক্ষা করাও যথেষ্ট। তদ্রূপ কুরআন ও হাদীস বুঝবার জন্য যে ব্যাকরণের প্রয়োজন ততটুকু ব্যাকরণ শিক্ষা করাই যথেষ্ট। ব্যাকরণ শাস্ত্রে অধিক পারদর্শী হওয়া অতিরিক্ত। তার প্রয়োজন হয় না। তারপর যদি শরীয়তের পরিচয় পাওয়া এবং তদনুসারে কাজ করা থেকে কেউ বিরত হয়, তবে তাও ভ্রান্তি হবে। কেননা অক্ষর শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ জানা এবং অক্ষরই অর্থের আধার এবং যন্ত্র। যে ব্যক্তির পাণ্ডুরোগ দূর করবার জন্য ছাকান-জাবীন দাওয়াই সেবন করার প্রয়োজন হয়, সে যদি দাওয়াই সেবনের পাত্র নির্মল করার কাজেই সময় নষ্ট করে ফেলে, তবে তাকে নিশ্চয়ই অজ্ঞ এবং ভ্রান্ত বলা যায়; সুতরাং ঐ লোকগণও তদ্রূপ, যারা ব্যাকরণ, ভাষা, কিরায়াত, অক্ষর উচ্চারণ ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শী হয় এবং ফরজে আইন বিদ্যা শিক্ষা করার চেয়ে ঐগুলো শিক্ষা করা বেশী প্রয়োজনীয় মনে করে।

সর্বোত্তম শাঁস আমল এবং আমলের পরিচয় জ্ঞান অর্জনই শাঁসের খোসার ন্যায়, তা-ই আমলের খোসা। আমলের পরিচয়ের জ্ঞানের তুলনায় শব্দ শ্রবণ করা এবং বর্ণনার রূপে তা' রক্ষা করা শাঁসের তুলনায় খোসার ন্যায়। ব্যাকরণ এবং ভাষা উপরোক্ত শব্দ শ্রবণের তুলনায় খোসার ন্যায় এবং শব্দ শ্রবণ শাঁসের ন্যায়। যারা এসব বিষয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তারা সবাই-ই ভ্রান্ত; কিন্তু যারা এসব বিষয় উদ্দেশ্যে পৌঁছবার সোপান হিসেবে গ্রহণ করে এবং আবশ্যক পরিমাণ ব্যতীত গ্রহণ করে না এবং আমলের শাঁসে পৌঁছা পর্যন্ত এগুলো ব্যবহার করে তাদের হৃদয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমলের প্রকৃত পরিচয়ের অনুসন্ধান করে। তারা নিজ থেকেও তাদের সারাজীবনে এই কার্য আদায় করে লয় এবং আমল বিশুদ্ধ করে ও আবর্জনা হতে তা' নির্মূল করে লয়।

শরীয়তের ও তদসম্পর্কিত সর্ববিদ্যার উদ্দেশ্য আল্লাহর উপাসনা ও খেদমত করা এবং অন্যান্য বিদ্যার উদ্দেশ্য শরীয়তের খেদমত করা। যে এই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে না, সে ক্ষতির মধ্যে থাকে, চাই সে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী স্থানে বসবাস করুক। এসব বিদ্যার শরীয়তের বিদ্যার সাথে সম্পর্ক আছে বলে এসব বিদ্যায় বিদ্বানগণ ভ্রান্তিতে পতিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র, অংক শাস্ত্র, কারিগরী বিদ্যা এবং অন্যান্য যে বিদ্যাসমূহকে শরীয়তের বিদ্যা বলে মনে করা যায় না, সে সব বিদ্যায় বিদ্বানগণের এ বিশ্বাস হয় না যে, বিদ্যাসমূহের দ্বারা তারা ক্ষমা লাভ করবে। ঐ বিদ্যাসমূহে যে সব ভ্রান্তি দেখা দেয় তা' শরীয়তের বিদ্যার ভ্রান্তির চেয়ে কম। শরীয়তের বিদ্যার সাথে তার

www.pathagar.com

সংস্রব আছে বলে তা উত্তম, যেরূপ শাঁসের সাথে খোসার সম্পর্ক আছে বলে খোসাও উত্তম হয়। যে জিনিস সর্বাধিক উত্তম, তার সাথে যা থাকে, তাও উত্তম। তাছাড়া দূরবর্তী মঞ্জিলে মকছুদে যা পৌঁছে দেয়, তাও উত্তম। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি মকছুদ হাছিলের উছীলা বা খোসাকেই কাম্য বস্তুরূপে মনে করে তার প্রতিই নিবিষ্ট হয়, সে তদ্দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। আর একদল আলিম আছে, এই দলটি ফিকাহ শাস্ত্রে বহু ভ্রান্ত মত পোষণ করে। তারা মনে করে যে, মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ তায়ালা যে বিধানসমূহ রেখেছেন, তা' পার্থিব বিচারালয়ের বিধানের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ বিচারক যেভাবে আদেশ দেয়, আল্লাহর আদেশও তদ্রূপ হবে।

এই শ্রেণীর আলিমগণ স্বত্ব রদ করবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে, সন্দেহজনক বাক্যের বড় বড় অর্থ বের করে এবং প্রকাশ্য মূল রচনার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দল সৃষ্টি করে ভ্রান্ত হয়। ফতোয়া প্রদানেই এই ভুল অধিক হয়। এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। একটি দৃষ্টান্ত এই যে, এই আলিমগণ ফাতোয়া দেয় যে, যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে তার মোহরানা ক্ষমা করে দেয়, তাহলে স্বামী তজ্জন্য আল্লাহর কোন শাস্তি ভোগ করবে না। এটা ভ্রান্ত ধারণা। কেননা অনেক সময় স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মন্দ ব্যবহার করার ফলে স্ত্রী তার নিকট হতে মুক্ত হতে চায় এবং স্বামীর পীড়াপিড়ির ফলে তার স্ত্রী তাকে মোহরানা বাধ্য হয়ে ক্ষমা করে দেয়; খুশী মনে সে তাকে তা' ক্ষমা করে না। অথচ আল্লাহ্ বলেন, যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে তা' থেকে তোমাদেরকে কিছু ক্ষমা করে, তা' সানন্দে উপভোগ কর। যেমন : পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "ফাইন ত্বিবনা লাকুম মিন শাইয়িম মিনহু নাফসান ফাকুলুহু হানিয়াম মারীয়া।"

এই সন্তুষ্টি বা আনন্দকে হৃদয়ের আনন্দ বলা যায় না। মানুষের প্রবৃত্তি যে বস্তুতে খুশী হয় না, তা' সে তার হৃদয়ের দ্বারা পেতে চায়। মানুষ তার হৃদয়ের দ্বারা শিক্ষা দিতে চায়, কিন্তু তার প্রবৃত্তি তা ঘৃণা করে। তদ্রূপ স্ত্রীলোকটির প্রবৃত্তি নিজেকে তার নিকট হতে মুক্ত করতে চায়, কোন প্রয়োজনের জন্য নয়। যখন দুটি ব্যাপার তার সামনে উপস্থিত হয়, সে তখন অধিক সহজটিকে পছন্দ করে লয়। এটা নিজের উপর বাধ্যবাধকতা বৈকি। সত্যবটে যে, দুনিয়ার বিচারক মন ও ইচ্ছার অনুসন্ধান করতে সক্ষম নয়। সে শুধু প্রকাশ্য ব্যাপারই দেখে। সে স্ত্রীলোকটির উপর কোন অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ দেখতে পায় না, অন্তরের কথার সে অনুসন্ধান করে না; কিন্তু সে রোজ কিয়ামতে মহাবিচারকের সামনে যখন দণ্ডায়মান হবে, তখন অন্তরের কথা হিসাবে ধরা হবে এবং মুক্তির জন্য তা' উপকারী হবে

www.pathagar.com

না। তকন পরীক্ষা করা হবে যে, কোন লোকের সম্পত্তি তার স্বাধীন অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। যদি লোকের মধ্যে কারও নিকট কিছু অর্থ চাওয়া হয়, সে তাকে তা' দিতে পারবে না বলতে লজ্জাবোধ করে। যদি নির্জনে তার নিকট চাওয়া হয় সে তাকে তা' দেয় না; কিন্তু তবুও সে লোকনিন্দাকে ভয় করে এবং দান দেয়ার কষ্টকেও ভয় করে। এই দু' দিকের কষ্টের মধ্যে সে দোদুল্যমান থাকে; সুতরাং তার মধ্যে যেটি অধিক সহজ সেটিই সে গ্রহণ করে। অর্থ দান করাই অধিক সহজ বলে সে তা' দান করে। কাজেই এই দান এবং বলপূর্বক দান গ্রহণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বলপূর্বক দান গ্রহণের অর্থ দেহকে কষ্ট দেয়া যে পর্যন্ত তা' দানের দরুন হৃদয়ের কষ্ট থেকে অধিক প্রবল হয়; সুতরাং সে সহজ কষ্টটিকে পছন্দ করে লয়। লজ্জা এবং রিয়ার ভাবনার মধ্যে ভিক্ষা হৃদয়ের উপর কশাঘাত স্বরূপ। প্রকাশ্য কশাঘাত ও গুপ্ত কশাঘাতের মধ্যে আল্লাহর নিকট কোনই পার্থক্য নেই। কেননা আমাদের নিকট যা গুপ্ত আল্লাহর নিকট তা' প্রকাশ্য বিষয়। দুনিয়ার বিচারক প্রকাশ্য সাক্ষ্য দ্বারা বিচার করে। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে কি রয়েছে তা' সে জানে না। তদ্রূপ কারও রসনার নিন্দার ভয় করে যে দান করে তার পক্ষে সে দান হারাম।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর একটি কাহিনীতে কি আছে তা কি তুমি দেখনি? আল্লাহ যখন তাঁকে ক্ষমা করলেন, তিনি বললেন, হে প্রভু! আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যাপার কি হল? তখন তার নিকট থেকে তা' হালাল করে নেয়ার জন্য আদেশ হল। সে তখন এ দুনিয়ায় ছিল না। বাইতুল মোকাদ্দাসের একখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে তার শব্দ শুনবার জন্য আদেশ হল। তখন তিনি ডাকলেন, হে উরিয়া! সে উত্তর দিল, হে আল্লাহর নবী! আমি উপস্থিত। আপনি আমাকে বেহেশত থেকে বের করেছেন। আপনি কি চান? হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, আমি তোমার নিকট একটি বিষয় চাই, তা' আমাকে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি তা' দিয়েছি। তখন তিনি চলে গেলেন। তখন ফিরেশতা জিব্রাইল (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)- কে বললেন, আপনি কি করেছেন? আপনার ব্যাপার কি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন? তিনি বললেন, না, তা' দেইনি। তখন ফিরেশতা জিব্রাইল (আঃ) বললেন, পুনরায় গিয়ে তার নিকট স্পষ্ট করে বলুন। তখন হযরত দাউদ (আঃ) পুনরায় তার নিকট তাকে গিয়ে ডাকলেন। সে জবাব দিল, হে আল্লাহর নবী! আমি উপস্থিত। তখন হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, আমি তোমার একটি হক নষ্ট করেছি। সে বলল, আমি কি তা' আপনাকে ক্ষমা করে দেইনি? তিনি বললেন, সে হকটি কি তা' তো তুমি

www.pathagar.com

আমাকে জিজ্ঞেস করো নি? সে বলল, হে আল্লাহর নবী! তবে বলুন সে হকটি কি? তখন হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, এই এই হক অর্থাৎ তিনি তার স্ত্রীর ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন। তখন উরিয়ার পক্ষ থেকে কথা বন্ধ হয়ে গেল। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, তুমি আমার কথার উত্তর দেবে না? সে বলল, হে আল্লাহর নবী! নবীগণ তো কখনও কেউই এরূপ করেননি? আল্লাহর সম্মুখে আপনার ব্যাপারে বিচারের জন্য উপস্থিত হব। তখন হযরত দাউদ (আঃ) ক্রন্দন করতে করতে ও মস্তক আছাড়তে আছড়াতে তা' জখম করে ফেললেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট ওয়াদ করলেন যে, রোজ কিয়ামতে উরিয়ার নিকট হতে তাকে ক্ষমা করিয়ে দেবেন।

এ কাহিনী দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সন্তুষ্টচিত্তে কোন কিছু দান না করলে তাতে হৃদয়ের কোন ফায়েদাহ হয় না। তাছাড়া হৃদয়ের সন্তোষও পরিচয় ব্যতীত অর্জিত হয় না। তদ্রূপ কষ্টের দরুন বাধ্য হয়ে মোহরানা ক্ষমা করে দিয়ে স্বামীর নিকট মুক্তি চাইলে তা' থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ বিধান যাকাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ কেউ যাকাত এড়াবার জন্য বছরের শেষ ভাগে নিজে স্ত্রীকে তার ধন-সম্পদ দান করে দেয় যেন তার ফরজ যাকাত দেয়া না লাগে। এখানে ফকীহ্ আলিম বলবে, যাকাত দেয়া লাগবে না। একথার দ্বারা যদি ফকীহ মনে করে যে, তার নিকট থেকে যাকাতের ফরজিয়ত ছুটে যায় তাহলে তা' সত্য হবে। কেননা ফকীহদের দৃষ্টি বাহ্য বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্য বিধানের দিকে, কিন্তু যদি সে মনে করে যে, রোজ কিয়ামতে ঐ ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে, যার কোন ধন-সম্পদ নেই অথবা ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে, যে কোন প্রয়োজনে তার সম্পদ সব বিক্রয় করে ফেলেছে। তবে ঐ ফকীহ্ ধর্মের জ্ঞান ও যাকাতের গুপ্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলতে হবে। কেননা যাকাতের গুপ্তত্ত্ব হৃদয়কে কৃপণতার জঘন্যতা থেকে নির্মল করে। কেননা কৃপণতা ভয়ানক অনিষ্টকর। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় অনিষ্টকর। এমন কৃপণতা যা অনুসরণ করা হয়; সুতরাং তার কৃপণতাকে সে অনুসরণ করে। কেননা তার কার্য দ্বারাই সে তা' প্রমাণ করে। এর পূর্বে সে তা' অনুসরণ করেনি; সুতরাং তার ধ্বংস শেষ হয়েছে। সে ভাবে যে, তার ঐ কার্যের মধ্যেই তার মুক্তি নিহিত। অথচ তার ধন-সম্পত্তির জন্য লালসা ও ভালোবাসা যে অত্যধিক আল্লাহ তা' দেখতে পান। তার এই ধনলিপ্সাই তাকে এই কৌশল আবিষ্কার করার পথ শিখিয়েছে। এটা তাদের একান্তই অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল।

www.pathagar.com

তাদের এও একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, আল্লাহ তায়ালা ফকীহদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য এই ধন তাদের পক্ষে হালাল করে দিয়েছেন; কিন্তু এসব লোক প্রয়োজন এবং লোভ-লালসা ও অতিরিক্ততার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। যে বস্তুর দ্বারা নিজেদের মান-সম্মান পূর্ণ হয় তা-ই তাদের প্রয়োজন বলে মনে করে। এটা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিণতি যে, দুনিয়া মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, মানুষের ইবাদাত এবং আল্লাহর পথে চলার জন্য যে বস্তু যে পরিমাণ আবশ্যক সেই বস্তু সেই পরিমাণ ব্যবহার করা হালাল। ইবাদাত ও ধর্মের জন্য সংসার থেকে যে পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক তা' প্রয়োজনের অন্তর্গত। যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা' লোভ-লালসা বলে গণ্য করা যায়। মোটকথা এই যে, ফকীহদের এসব বিষয় সম্পর্কিত ভ্রান্ত মতগুলো যদি লিপিবদ্ধ করা যায় তাহলে তা' এক বড় কিতাব হয়ে যাবে। এ বিষয় আলোচনা দীর্ঘ হবে বলে মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করলাম। তা থেকেই বুঝা যাবে যে, তদের এরূপ বহু ভ্রান্তি ঘটে থাকে।

ধর্মভীরু লোকদের ভুল

সাধু ও ধার্মিক লোকদের ইবাদাতের বিভিন্ন বিষয় আছে। তবে তাদের কারও নামাযের মধ্যে, কারও তিলাওয়াতে কুরআনের মধ্যে, কারও হজ্জের মধ্যে এবং কারও বা সংসার বৈরাগ্যের মধ্যে ভ্রান্তি দেখা দেয়। সে যে প্রকারের আমলই করুক না কেন সে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয় না। অবশ্য বিজ্ঞ এই ভ্রমে পতিত হয় না। তবে তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই শ্রেণীর কোন ধার্মিক ব্যক্তি ফরজ ত্যাগ করে নফল ও মুস্তাহাব ইবাদাতে ব্যস্ত থাকে। তারা কখনও কখনও মুস্তাহাব কার্যগুলোর মধ্যে এতদূর বাড়াবাড়ি করতে থাকে যে, তাতে অতিরিক্ততা এবং অপব্যয়ের দোষে দোষী হয়। যেমন কোন লোকের উপর অজুর ওয়াসওয়াসা প্রবল হয়ে যায়। সে তখন সীমাতিরিক্তভাবে অজুর মধ্যে নিমগ্ন হয়, এমনকি যে পানি শরীয়ত অনুসারে সিদ্ধ বা পবিত্রতার মধ্যেও তার সন্দেহ থাকে এবং সে পানিকে সে অপবিত্রতার নিকটবর্তী মনে করে। যখন হালাল খাদ্যের কথা বলা হয় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তা' কষ্টকর মনে করে ভক্ষণ করে। তারা যদি পানি ব্যবহার করার আবশ্যকতা বোধ করে তখন সাহাবীদের চেয়েও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। হযরত ওমর (রাঃ) একজন খ্রিষ্টান স্ত্রীলোকের গৃহের পানি দ্বারা অজু করেছিলেন। যদিও অপবিত্রতা সুবিদিত। অথচ তাঁর খাদ্যের মধ্যে এরূপ সতর্কতা ছিল যে, তিনি হারামের ভয়ে অনেক হালাল বস্তু ত্যাগ করেছেন।

www.pathagar.com

কোন কোন লোকের এরূপ অভ্যাস যে, অজু করতে গিয়ে তারা অনর্থক বহু পানি ব্যয় করে, যদিও এ ব্যাপারটি প্রকাশ্য নিষিদ্ধ। কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, অজু করতে গিয়ে তারা জামাত হারিয়ে ফেলে। বলা বাহুল্য যে, অজুর মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা নিঃসন্দেহে শয়তানেরই কুমন্ত্রণা মাত্র। শয়তানও অতি উত্তম ও নিখুঁত পন্থায় মানুষকে ইবাদাত থেকে বিরত রাখে। যে পর্যন্ত ধার্মিক লোকের মনে দৃঢ়বিশ্বাস না হয় যে, এই কাজটি ইবাদাত, সে পর্যন্ত সে তার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না; বরং এই প্রকার ধারণার দরুন সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ে। একদল লোক নামাযের নিয়তের মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। শয়তান শুদ্ধ করবার জন্য তাকে অবসর দেয়; বরং সে তাকে এত ব্যতিব্যস্ত করে যে, নিয়তের জন্য সে জামাতের নামায হারিয়ে ফেলে বা নামাযের সময় চলে যায়। যদি সে নামাযের তাকবীর বলেও তবু তার নিয়তের শুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ থাকে। কখনও আল্লাহু আকবার বলার সময় শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। এভাবে অতিরিক্ত সতর্কতার দরুন তার তাকবীরের শব্দও পরিবর্তিত হয়ে যায়। নামাযের প্রারম্ভে তার এরূপ অবস্থা হয় বটে, কিন্তু সারা নামাযে তার মন অন্যদিকে থাকে। তখন সে মনকে ঠিক রাখে না। এর কারণ সে ভ্রমবশে জেনে নিয়েছে যে, নামাযের প্রারম্ভেই নিয়ত বিশুদ্ধ করার বিষয়ে এরূপ কষ্ট বরণ করা আল্লাহর নিকট প্রিয়।

আর একদল ধার্মিক লোক সূরা ফাতিহার অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণে অতিরিক্ততা করে। অনবরত তাশদীদ ও তামজীদ পৃথক করা এবং অক্ষরের উচ্চারণ শুদ্ধকরে নামায পড়ার আবশ্যকতা মনে করে অন্যান্য বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয় না। কুরআনের অর্থ, উপদেশ এবং তার গুপ্ত ভেদ বুঝবার দিকে তাদের লক্ষ্য থাকে না। এটাই তাদের চরম ভ্রান্তি। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে বলেছেন যেন সে দৈনন্দিন আল্লাহর সাথে কথোপকথন করছে। এ অবস্থায় কোথা হতে এর মধ্যে বানাওটি আসতে পারে? এরূপ করতে যায় তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার নিকট বাদশাহর তরফ থেকে ফরমান এসেছে যে, তাকে এই মুহূর্তে বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে; কিন্তু সে বাদশাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সালামের উচ্চারণ আদায় করবার জন্য বহু কসরত ও চেষ্টা করে বার বার উক্ত সালামের উচ্চারণ করতে থাকলে এবং বাদশাহর নিকট পৌঁছে কিভাবে তার আদব রক্ষা করতে হবে তার অনুশীলনীতে লিপ্ত হলে কিন্তু বাদশাহ যে তাকে অনতিবিলম্বে সাক্ষাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেদিকে আদৌ লক্ষ্য না করে বহু বিলম্বে তার দরবারে পৌঁছলে নিশ্চয়ই বাদশাহ তাকে শাস্তি দান করবে। তখন তার নিকট

www.pathagar.com

সালাম শব্দের উচ্চারণ আদায় ও বাদশাহর দরবারের আদব-কায়দা রক্ষার অনুশীলনীর যতই দোহাই দেয়া হোক না কেন তা' কোন উপকারে আসবে না; বরং তখন বাদশাহ তাকে বিকারগ্রস্তলোক বলে মনে করবে।

আর একদল লোক আছে, যারা অতি দ্রুততার সাথে কুরআন পাঠ করতে গিয়ে কুরআনের পাঠে বহু ভুল করে ফেলে। অনেক সময় তারা একদিনে এক খতম করে। তারা রসনা দ্বারা কুরআন পড়ে কিন্তু মনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের আশা-ভরসার জল্পনা করতে থাকে। কেননা তারা তিলাওয়াত করার সময় তার অর্থের দিকে মন দেয় না। সেদিকে মন দিলে হয়ত সতর্কবাণী, আশা ও উপদেশবাণী ইত্যাদির ফলে অনেক ভাব তার হৃদয়ে এসে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা উপরোক্ত অবস্থা থেকে বেঁচে থাকতে পারে; বরং সৎকার্যে আদেশ ও মন্দ কার্যে নিষেধে মনোযোগ দিতে পারে। তাছাড়া কুরআনের উপদেশ বাণীর ফলে তিলাওয়াতকারীর মনে ভয়-ভীতি জন্মিতে পারে; কিন্তু যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা মনে করে যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, তা' শুধু মানুষ তার গ্রীবাদেশে লটকিয়ে রাখবে, তার অর্থ বুঝার কোন আবশ্যকতা নেই। এদের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার গোলামের নিকট পত্রযোগে নির্দেশ দেয় অমুক কথা বলবে এবং অমুক কথা বলবে না; কিন্তু গোলাম নির্দেশটি বুঝবার এবং তদনুযায়ী কাজ করবার দিকে লক্ষ্য না করে বরং সে মনিবের ঐ নির্দেশটি বার বার মুখস্থ করতে থাকে। তবে গোলামের এই ব্যবহারে নিশ্চয়ই মনিব বিরক্ত হয়ে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে। যদি উক্ত গোলাম মনে করে যে, তার মনিবের এই পত্র এভাবে বার বার পাঠ করে মুখস্থ করবার জন্যই এসেছে। তবে তা' গোলামের জন্য মারাত্মক ভুল হবে। কুরআন তিলাওয়াতের এই উদ্দেশ্য যেন ভুলে না যাওয়া হয় এবং তা' চিরদিন স্মরণ থাকে আর কুরআন মুখস্থ করার উদ্দেশ্য এই যে, তার অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অর্থ জানার উদ্দেশ্য এই যে, তদনুযায়ী আমল করতে হবে এবং তা' থেকে উপকার পাওয়া যাবে। অনেক সময় ক্বারী বা পাঠকের শব্দ সুমধুর হলে তিলাওয়াতে স্বাদ পাওয়া যায়। তখন সে মনে করে এই স্বাদ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার জন্য এবং তার কালাম শ্রবণের জন্যই হয়েছে। অথচ স্বাদ সুমধুর স্বরের জন্যই হয়ে থাকে।

আর একদল আলিম সর্বদা রোযা রাখে অথবা বিভিন্ন বরকতের দিনে রোযা রাখে কিন্তু নিজের রসনাকে পরনিন্দা, রিয়া, পরদ্রব্য ভক্ষণ, নিষিদ্ধ মাল ভক্ষণ, অনর্থক কথা বলা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে না। সারাদিন ধরে অতিরিক্ত কথা বলতে থাকে। এতদসত্ত্বেও সে নিজেকে উত্তম লোক মনে করে। যা ফরজ তা' আদায় করে না। নফল যে ভাবে আদায় করতে হয়

www.pathagar.com

অদ্রূপ আদায় করে না। এদের এই ধরণের কার্য নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। আর একদল লোক হজ্জ ক্রিয়ার মধ্যে ভ্রান্ত মত পোষণ করে। এরা হজ্জ সম্পাদন করতে যাওয়ার সময় মানুষের পাওনা স্বত্ব আদায় করে যায় না, পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণ করে না। হালাল দ্রব্য সাথে না নিয়ে হজ্জ যাত্রায় বের হয়ে পড়ে। কখনও বা ফরজ হজ্জ আদায়করে প্রত্যাগমনকালে পথে ফরজ নামায ও অন্যান্য ফরজ কর্তব্যাবলী নষ্ট করে ফেলে। অনেক সময় শরীর ও বস্ত্র পাক করতে বিরত হয়, মানুষের অপবাদ করতে থাকে এবং পথিমধ্যে কারও সাথে হয়ত বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে যায়। এদের কেউ কেউ হয়ত পাপপথে হারাম মাল অর্জন করে তা বন্ধু-বান্ধবকে দান করে। বলা বাহুল্য যে, এ দানের উদ্দেশ্য শুধু রিয়া এবং নাম ও যশ অর্জন করা। এতে পাপ দ্বিগুণ হয়ে যায়। প্রথমতঃ হারাম মাল অর্জন এবং দ্বিতীয়ঃ তা' রিয়ায় ব্যয় করা। উপরোক্ত রূপ হজ্জ আদায়কারীগণ হজ্জ আদায় করে যখন গৃহে ফিরে আসে তাদের মনের নিন্দনীয় দোষ এবং অন্যান্য চারিত্রিক দোষাবলী কিছুই তার থেকে দূর হয় না; বরং সে ঐ দোষগুলোকে তার কাজ-কর্ম ও স্বভাব-চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করে। এটাই এদের প্রকাশ্র ভ্রান্ত ধারণা।

আর একদল ধার্মিক লোক মানুষকে সদুপদেশ দেয় এবং অসৎ কার্যে নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা তা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তাছাড়া এরা যখন কোন লোককে কোন বিষয়ে উপদেশ দেয় অত্যন্ত কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে। আর উপদেশ দানকালে মানুষের উপর প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব প্রদর্শন করে। অথচ যদি সে নিজে কোন অন্যায় বা পাপকার্য করে ফেলে এবং লোকে যদি তার প্রতিবাদ করে তবে সে রাগান্বিত হয়ে বলে, আমি মুহতাসিব বা উপদেশদাতা। তোমরা আমার কথায় ও কাজে প্রতিবাদ কর? এদের কারও কারও এরূপ অভ্যাস যে, সে লোকদেরকে নিজের মসজিদে আহ্বান করে এবং সে ব্যক্তি বিলম্বে আসে তাকে পরম অলস ব্যক্তি বলে তিরস্কার করে। এতে ঐ আহ্বানকারী ও উপদেশ দাতার মনে শুধু রিয়া প্রকাশ এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য থাকে। এই শ্রেণীর কোন লোক আযান দিয়ে মনে ভাবে যে, আমি আল্লাহর জন্যই আযান দেই; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে অন্য কোন লোক হঠাৎ কোন ওয়াক্তের আযান দিয়ে ফেলে তবে ঐ মুয়াযযিন মনে মনে তার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে যায়। কখনও বা মুখ ফুটে বলেই ফেলে, তুমি কেন আমার হক গ্রহণ করেছ? অনেক সময় দেখা যায়, যদি নির্ধারিত ব্যক্তির বদলে অন্য কোন লোক মসজিদের খেদমত, তত্ত্বাবধান ও জামাতের ইমামতী করে ফেলে তবে নির্ধারিত ব্যক্তি তার উপর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, তার মনে এই খেয়ালই সে পোষণ করে যে মসজিদের ইমামতীতে আর

www.pathagar.com

কেউ কোনরূপ ভাগ না বসায়। আর একদল লোক আছে, যারা মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করে; কিন্তু তারা এই ভ্রমে লিপ্ত থাকে যে, নিজেদের মনের দিকে তারা দৃষ্টিপাত করে না ও তারা তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকেও লক্ষ্য রাখে না; বরং তারা শুধু নিজেদের মনে এই ধারণা নিয়ে থাকে যে, লোকগণ শীঘ্রই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে উঠবে যে, এরা মক্কার প্রতিবেশী। অনেক সময় এরূপ ব্যক্তি নিজেই গর্বের সাথে বলে, আমি এত বছর ধরে মক্কায় বাস করে এসেছি। তার একথায় কেউ যদি বলে যে, নিজের মুখে এরূপ বলা ঠিক নয়। তখন সে এ ব্যাপারে রসনা বন্ধ করে বটে, কিন্তু তার মনের মধ্যে এই বাসনা জাগ্রত থাকে যে, মানুষের কাছে তার মক্কায় দীর্ঘ দিন বসবাস করার কথাটা যেভাবেই হোক প্রচার হয়ে যাক। এদের কেউ কেউ বা মক্কা শরীফ গিয়ে এই আশায় বসবাস করে যে, লোকগণ তাদের মালের যাকাত এদেরকেই দিয়ে দেয়। এরা এভাবে কিছু ধন-সম্প সঞ্চয় করার পর নিজেরা দারুণ কৃপণ হয়ে যায়। এই অবস্থায় এদের মনে লোভ লিপ্সা ও অন্যান্য দোষগুলো প্রবেশ করে। আর একদল ধার্মিক ধন-সম্পদের দিক থেকে বৈরাগ্য অবলম্বন করে এবং খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের দিক থেকেও স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকে। মামুলী পোশাক ব্যতীত তারা কখনও মূল্যবান পরিচ্ছদ ব্যবহার করে না এবং তারা সচরাচর গৃহে না থেকে মসজিদেই পড়ে থাকে। এদের মনের ধারণা এই যে, এরা সংসারবিরাগী মর্যাদা অর্জন করেছে; কিন্তু এভাবে বৈরাগ্যাবলম্বনের পরেও তারা হৃদয়ের মধ্যে প্রভুত্ব এবং নাম-ধামের বাসনা পোষণ করে। সম্পদের মোহ এরা ত্যাগ করে বটে, কিন্তু অন্য প্রকার অনিষ্টের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। কেননা ধনের তুলনায় নাম-ধামের ও সুখ্যাতির লালসা অধিক ক্ষতিকর। যদি এসব লোক নাম-যশের লালসা ত্যাগ করে ধন-অর্জনে ব্যাপৃত হয় তাহলে তারা রক্ষা পেতে পারে। এই শ্রেণীর লোকগণ সংসার ত্যাগ করে মসজিদে পড়ে থাকে সত্য, কিন্তু দুনিয়া কি বস্তু তা' তারা জানে না। দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা স্বাদের বস্তু কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব। যে ব্যক্তি প্রভুত্বের লালসা করে সে নিশ্চয়ই মুনাফিকী, ঈর্ষা, অহংকার, রিয়া এবং অন্যান্য নানা দোষ দ্বারা কলঙ্কিত হয়। কখনও কখনও দেখা যায়, কোন কোন ধার্মিক এই প্রভুত্বের বাসনা ত্যাগ করে নির্জনতা পছন্দ করে নেয়; কিন্তু তার পরেও সে একরূপ ভ্রান্তিতে থাকতে পারে। সে ধনীকে কঠিন ও অলস বলে ধারণা করে। তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এবং আত্মপ্রীতির জন্য তার তুলনায় অধিক পুণ্যের আশায় থাকে। নিজের মনের মধ্যে অন্যান্য কুভাব পোষন করে। অথচ তার এটা অজ্ঞতা। যদি কখনও কোন ব্যক্তি তাকে ধন দান করে তখন সে বৈরাগ্য ত্যাগ করেছে বলার ভয়ে সে

www.pathagar.com

তা' গ্রহণ করে না। যদি দাতা তা' হালাল ধন বলে প্রকাশ করে বা প্রকাশ্য অথবা গোপনে যা ইচ্ছা নিতে বলে সে লোক নিন্দার ভয়ে তা' গ্রহণ করে না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি মানুষের প্রশংসাকে ভালোবাসে যা দুনিয়ার সর্বাধিক স্বাদের বস্তু। সে সংসারত্যাগী বলে দাবী করে কিন্তু মূলত : সে ভ্রান্ত। অনেক সময় সে ধনীকে সম্মান করে এবং তাকে দরিদ্রের উপর গুরুত্ব দেয়। যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার প্রশংসা করে তার দিকে সে অধিক ঝুঁকে পড়ে। আর যে ব্যক্তি অন্য কোন সংসারত্যাগী ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে সে ঘৃণা করে। এভাবে সে প্রত্যেক কাজেই শয়তানের ধোকার মধ্যে পতিত হয়। আবিদগণের মধ্যে কতকগুলো এরূপ আছে যে, তারা নিজেদের উপর বহু কষ্ট ও ক্লেশ বরণ করে নেয়। নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বহু কাজ আদায় করে। যথা : কেউ বা দিনে-রাতে হাজার রাকাত নামায পড়ে। প্রতিদিন একবার করে কুরআন খতম করে। এসব কার্যে কোনরূপ গাফলতী করে না; কিন্তু এরূপ লোকও আত্মপ্রশংসা এবং রিয়া থেকে মুক্ত নয়। সে নিজের বাহ্যিক আমল দ্বারা বুঝতে পারে যে তার এসব দোষ অনিষ্টকর; কিন্তু তবু সে মনে করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন; এবং তার মনের অবস্থার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন না। সে জানে সে, এর শাস্তি হবে কিন্তু মনে করে যে, প্রকাশ্য ইবাদাতের কল্যাণে তা ক্ষমা করা হবে। এ সবই ভ্রান্ত ধারণার ফল। মূল কথা এই যে, খোদাভীরু ব্যক্তির সরিষা পরিমাণ নেকী এবং সতর্কতামূলক একটি ইবাদাতের কার্য তার প্রকাশ্য ইবাদাত থেকে উত্তম; কিন্তু এই ভ্রান্ত ব্যক্তি মানুষের সাথে কর্কশ ব্যবহার করে এবং তার অন্তর রিয়া ও ভালেবাসার প্রশংসা থেকে মুক্ত নয়। যখন কোন ব্যক্তি তাকে বলে, তুমি এদেশের কুতুব, আউলিয়া এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র তখন সে তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আরও অধিক ভ্রান্তিতে পতিত হয়। কেননা লোকে তাকে উত্তম বললে সে বুঝে যে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর নিকটবর্তী; কিন্তু সে এটা বুঝে না যে, লোকগণ তার মনের অপবিত্র অবস্থা না জানার ফলেই তার সম্পর্কে এরূপ বলছে।

অন্য একদল আলিম বা ধার্মিক লোক নফল ইবাদাতকে অত্যন্ত ভালোবাসে কিন্তু ফরজ কার্যের প্রতি তাদের তত আকর্ষণ নেই। এদের কেউ কেউ চাশতের নামায আদায় করে অত্যন্ত খুশি হয়। কেউ কেউ বা তাহাজ্জুদ বা অন্যান্য নামায আদায় করে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ফরজ নামায আদায় করে এরা ততো আনন্দিত হয় না। ফরজ নামায প্রথম ওয়াক্তেই পড়বার আগ্রহ থাকে না। নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীর মর্মের প্রতি তারা লক্ষ্য করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ফরজ কার্য আদায় করে কোন বান্দা আমার যত নিকটবর্তী হতে পারে ততো নিকটবর্তী অন্য কোন কাজ সম্পাদন করে হতে পারে না। তারা

www.pathagar.com

এটা জানে না যে, মঙ্গলকার্যে নিয়ম পরিত্যাগ করা মন্দ। যেমন কোন কোন সময় মানুষের উপর দুটো ফরজ নির্দিষ্ট হয়। একটি চলে যায় এবং অন্যটি যায় না। দুটো নফলও নির্দিষ্ট হয়। একটি নফলের সময় সংকীর্ণ এং অন্য নফলটির সময় সংকীর্ণ নয়। প্রত্যেকটির পর্যায়ক্রমে বিশেষ নিয়ম পালন করা আবশ্যক। যদি এই নিয়মের প্রতি খেয়াল না করা হয় তবে সে ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়। তার দৃষ্টান্ত অসংখ্য। পাপও প্রকাশ্য এবং পুণ্যও প্রকাশ্য; কিন্তু তার মধ্যে কষ্টকর ব্যাপার এই যে, কোন ইবাদাতকে কোন ইবাদাতের উপর অগ্রবর্তী করা যাবে বা প্রাধান্য দিতে হবে। প্রত্যেক ফরজ ইবাদাতকে নফল ইবাদাতের অগ্রবর্তী মনে করবে এবং ফরজে আইন ফরজে কেফায়ার উপর অগ্রবর্তী করবে। যে ফরজে কেফায়া নিজের উপর অধিক তা' অন্য কাজে কেফায়ার উপর অগ্রবর্তী করবে। ফরজে আইনের মধ্যেও যা অধিক জরুরী তা' প্রথম আদায় করবে। তারপর তার তুলনায় যে ফরজে আইন কম আবশ্যক তা' আদায় করবে। মাতার প্রয়োজনকে পিতার প্রয়োজনের তুলনায় অধিক প্রাধান্য দেবে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কার সাথে অধিক সদ্ব্যবহার করব ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, মাতার সাথে। লোকটি পুনরায় আরজ করল, তারপর কার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, মাতার সাথে। লোকটি আবার বলল, তারপর কার সাথে? তিনি জবাব দিলেন, মাতার সাথে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কার সাথে? এবার হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করলেন, পিতার সাথে। লোকটি বলল, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, তারপর যে নিকটবর্তী তার সাথে।

এ হাদীস মর্মে বুঝা হচ্ছে যে, আত্মীয়দের মধ্যে প্রথমে যে অধিক নিকটবর্তী তার সাথে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি আত্মীয়তার দিক থেকে দুই ব্যক্তি সমান হয় তাহলে যার অধিক আবশ্যক হয় তার সাথে অধিক সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাতেও দুই ব্যক্তি সমান হলে যে অধিক খোদাভীরু ও পরহেজগার তার সাথে অধিক সদ্ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে যে ব্যক্তির নিকট এই পরিমাণ ধন থাকে যে, মাতা-পিতার ব্যয় নির্বাহ এবং হজ্জের জন্য যথেষ্ট নয়, সে যদি হজ্জ করে তবে তা' তার জন্য অন্যায় হবে। কেননা মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য হজ্জের কর্তব্যের উপরে। এইভাবে যদি কোন ব্যক্তি কারও সাথে কোন ওয়াদা করে এবং ওয়াদা পূর্ণ করার সময় জুমআর নামাযের ওয়াক্ত এসে পড়ে এবং জুমআ কাজা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন সেদিকে লক্ষ্য না করে তার ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য ব্যস্ত হওয়া গুনাহর কার্য হবে, যদিও ওয়াদা পূর্ণ করা ইবাদাতের অন্তর্গত। তদ্রূপ যদি কারও বস্ত্রে গৃহের লোকদের অবহেলায় নাপাকী লেগে যায় এবং তজ্জন্য সে যদি মাতা-পিতা ও গৃহের

www.pathagar.com

অন্যান্য লোকের উপর কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে বা তাদেরকে তিরস্কার করে তা' তার জন্য গুনাহ্র কার্য হবে। কেননা নাপাকী মন্দ বটে, কিন্তু মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া অধিক মন্দ। এইভাবে একটি নিষিদ্ধ জিনিস অন্য নিষিদ্ধ জিনিসের তুলনায় অধিক মন্দ হলে তাকে প্রথমে ত্যাগ করতে হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা নিশ্চয়ই ভুল। কেননা এর মধ্যে অতীব সূক্ষ্মতা রয়েছে। কারও কারও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, সে ইবাদাত করে; কিন্তু সে বুঝে না যে, যে ইবাদাত অধিক জরুরী তা' ত্যাগ করে অন্য ইবাদাত করলে তা' গুনাহ্র কারণ এবং শরীয়তবিরুদ্ধ কার্যও হবে।

ছুফী-দরবেশদের ভ্রান্তি

ছুফী-দরবেশদের ভ্রান্তি অত্যন্ত প্রবল। এদেরও নানা শ্রেণী রয়েছে। এক শ্রেণী হল, অবস্থার ছুফী। খাঁটি ও সত্য ছুফীদের ন্যায় তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন এবং স্বভাব করে লয় এবং প্রকাশ্য আচার-আচরণও তাদের ন্যায় হয়। যথা তারা কাওয়ালী, ছেমা শ্রবণ করে হালাত (বিশেষ ভাব) প্রদর্শন করে। নামায ও অজুতে প্রকৃত ছুফীর ন্যায় কাজ করে থাকে। জায়নামাযের উপর মস্তক অবনত করে বসে থাকে এবং ভাবুক ব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে, অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলে। এক কথায় প্রকৃত ছুফীর সব রীতি-নীতি ও স্বভাব-চরিত্র তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু তারা এই ভ্রান্তি ও ধোকায় পড়ে যায় যে, তারা মনে মনে ভাবে যে, আমরা খাঁটি ছুফী হয়েছি। তবে আল্লাহ্ যাকে এ ধোকা থেকে রক্ষা করেন, সে রক্ষা পায়। তারা প্রকাশ্য আচরণে ও আকৃতিতে ছুফীদের ন্যায় হয় কিন্তু নিজেদের উপর চেষ্টা, যত্ন, রিয়াজাত, মনকে রক্ষা করা এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়কে গোপন রাখা, নিজেদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র রাখা প্রভৃতি বিষয়গুলি এদের মধ্যে দেখা যায় না। যদি এসব বিষয় তারা পুরাপরি পালন করে, তবুও তারা বলতে পারে না যে, তারা ছুফীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না। যদিও তারা এই ভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে, কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হয়ে চলে বরং হারাম, সন্দেহের দ্রব্য এবং রাজা-বাদশাহ্র মাল ভক্ষণ করে ও একটি মুদ্রার জন্য প্রাণ দিতে পারে, অন্যের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে, তবে তারা কিরূপে প্রকৃত ছুফী হয়? এসব লোকের ভ্রান্তিও প্রকাশ্য। তাদের সেই অবস্থা অপকটতা থেকে উৎপন্ন নাও হতে পারে; কিন্তু তাদের অন্তরের মধ্যে উদিত ধারণাকে সত্য ভেবে তারা ভুল করতে পারে এবং তাকে ছুফীর কাজ বলে ভ্রম করতে পারে।

www.pathagar.com

১. ঐ প্রকার ভ্রান্ত ছুফীর অবস্থা বুঝাবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। কোন এক দুর্বল বৃদ্ধ সৈনিকের পোশাক পরিধানপূর্বক অস্ত্র-শস্ত্রে বীরপুরুষ সেজে বীরত্বব্য ডাক, গান শিখে বীরত্বমূলক বুলী আওড়িয়ে পায়তারা, নর্তন-কুর্দন ও আস্ফালন করতে লাগল। তারপর শাহী সেনাদলে ভর্তি হওয়ার জন্য শাহী দরবারে উপস্থিত হল। বাদশাহ কিন্তু সাজ-সজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সেনাদলে লোক ভর্তি করেন না, তিনি সাজ-পোশাক উন্মোচনপূর্বক শরীরের অবস্থা দেখেন এবং দৈহিক শক্তি পরীক্ষা করেন; সুতরাং ঐ ব্যক্তির উপযুক্ততার পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। পরীক্ষায় প্রকাশ পেল যে, সে বীর পুরুষ নয়; বরং একজন দুর্বল লোক। এখন ভেবে দেখ, ঐ প্রতারক বৃদ্ধের অবস্থা কি হতে পারে? বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে তাকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপকরত : সংহার করার আদেশ দিলেন। তদ্রূপ যারা প্রকাশ্যে ছুফীর সাজ ধারণ করে, রোজ কিয়ামতে তাদেরকে মহা রাজাধিজ-সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। তিনি তার বাহ্যিক সাজ-পোশাক দেখবেন না বরং হৃদয়ের অবস্থা দেখে তাকে পরীক্ষা করবেন।

২. আর একদল ছুফী যারা প্রথম দল থেকেও অধিক ভ্রম-বিশ্বাসে নিপতিত। তারা উত্তম বস্ত্র পরিধান করতে এবং ছুফী হতে ইচ্ছা করে; কিন্তু ছুফীর বস্ত্র পরিধান না করলে ছুফী হওয়া যায় না ভেবে তারা রেমশী বস্ত্র পরিহার করে। তবে বুটাদার এবং মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করে। হয়ত বা তা' রেমশী বস্ত্র থেকেও অধিক মূল্যবান। তারা জেনে নেয় যে, এক রঙা পোশাক পরিধান করলেই ছুফী হওয়া যায়; কিন্তু তারা একথা জানে না যে, ছুফীদের ঐরূপ বসন পরিধানের মূল কারণ তা' ময়লা হলে ঘন ঘন ধৌত করা লাগে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন বস্ত্রে তালি ব্যবহার করতেন। নতুন বস্ত্র পরিধান করা থেকে যতদূর সম্ভব বেঁচে চলতেন। আমরা যে ছুফীদের কথা বলছি, তারাও অনুরূপভাবে তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু তা' পারে না, কেননা তা' হলে বহু মূল্যবান বস্ত্র কেটে ফেলতে হয়; সুতরাং তারা কিভাবে সেই পূর্বেকার বুর্যুগদের আদর্শ পালন করবে? মোটকথা এই প্রকার ছুফীদের ভ্রান্তি অধিক। কেননা তারা বহু মূল্যবান পোশাক পরিধান করে, উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করে, অধিক হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে। অত্যাচারী শাসকদের ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, প্রকাশ্য পাপ থেকে রক্ষা পায় না, গুপ্ত পাপের তো কথাই নেই।

www.pathagar.com

এতদসত্ত্বেও তারা ছুফী নাম ধারণ করে নিজেদেরকে উত্তম বলে মনে করে ও অন্যান্যকে মন্দ বলে ধারণা করে। যারা তাদের অনুসরণ করে তারা ধ্বংস হয়। যারা অনুসরণ করে না, তাদের ধর্ম বিশ্বাস প্রকৃত ছুফীর চেয়ে হালকা হয়, তারা সব ছুফীকে একই রূপ জানে। প্রকৃত ছুফীদের অবস্থা বর্ণনা করলে তাদের প্রতি তারা তাদের আক্রমণের রসনা দারাজ করে দেয়। তাদের মন্দের জন্যই তাদের এই অবস্থা হয়।

৩. আর একদল ছুফী আছে, যারা বিদ্যার দাবীদার। তারা এরূপ দাবী করে যে, আধ্যাত্মিক সর্ব মাকাম বা স্তর এবং সব হালাত বা অবস্থা আয়ত্ত করে ফেলেছে, সব সময়ে সত্যকে দিব্য চোখে দর্শন করছে। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। মূলতঃ তারা এসব বাক্যের নাম এবং শব্দগুলো শ্রবণই করেছে মাত্র। তারা মারেফাতের বিশেষ ধরণের কিছু বিষয় শিক্ষা করে নিয়ে তারই আলোচনা করে এবং মনে মনে ভাবে যে, এসব কথাই সব বিদ্যার উর্ধ্বে। এই শ্রেণীর ছুফীগণ ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রবিদগণকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, সাধারণ লোকদের এদের সামনে তো কোন মূল্যই নেই। এই প্রকার ছুফীদের সাহচর্যে যদি কোন অজ্ঞ কৃষক, তাঁতী বা এই শ্রেণীর কোন লোক কিছুদিন বাস করে, তবে তাদের শিক্ষা ও সংসর্গের ফলে এরাও তাদের মতো বলতে শুরু করবে যে, যা' আমি বলছি, সবই আমার এলহাম থেকে বলছি এবং এগুলো তোমাদের জন্য খুবই মূল্যবান। আলিম বা আবিদগণ এসব বিষয় অবগত নয়। এরা সাধক ধার্মিকদের সম্বন্ধে বলে যে, তারা পরিশ্রম করেছে কিন্তু তাতে কোন ফল লাভ হচ্ছে না, এরা আলিম বা বিদ্বান লোকদের সম্বন্ধে বলে যে, তারা শুধু তাদের ওয়াজ ও বক্তৃতার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুটা মর্যাদা লাভ করেছে।

তাছাড়া ঐ ছুফীগণ দাবী করে যে, তারা আল্লাহর বহু নিকটবর্তী অথচ তারা আল্লাহর বহু দূরবর্তী ও মন্দ। যারা কালবে অভিজ্ঞ, তাদের নিকট ঐ ছুফীগণ একেবারেই মূর্খ ও নির্বোধ। এরা কোন ইলম-কালাম শিখেনি, নিজেদের স্বভাব-চরিত্রও শুদ্ধ করেনি। মনকে নির্মল করেনি এবং আমলকেও দুরস্ত করেনি। হৃদয়কে অসৎ চিন্তা-ভাবনা থেকে পবিত্র করেনি। এরা শুধু কতগুলো অনর্থক আজগুবী বাক্য শিক্ষা করে অযথা গর্ব করে।

৪. আর একদল ছুফী আছে, যারা শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে স্বাধীন হয়ে যায়। এমনকি তা' তারা অমান্য করে। এদের নিকট হালাল ও হারাম একই সমান। এদের কেউ কেউ এরূপ বাক্য বলে যে,

www.pathagar.com

আল্লাহ আমাদের আমলের দিকে লক্ষ্য করেন না; সুতরাং আমাদের প্রবৃত্তির উপর অযথা কষ্ট চাপিয়ে কি লাভ হবে? আবার কেউ কেউ বলে, মনকে নির্মল ও পবিত্র করাই লোকের কর্তব্য বটে, কিন্তু তা' অসম্ভব কার্য। অসম্ভব কার্য পালনের জন্য আদেশ করা হয়েছে। যারা নির্বোদ, অভিজ্ঞতাশূন্য, তারাই এই প্রবঞ্চনার মধ্যে পতিত হয়। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এ ব্যপার অসম্ভব। এই নির্বোধগণ জানেনা যে, ক্রোধ দমনের জন্য যে আদেশ রয়েছে,তার অর্থ এই নয় যে, ক্রোধ নির্মূল করতে হবে; বরং তার অর্থ এই যে, তা' শরীয়ত এবং জ্ঞানের অধীন করে রাখতে হবে। এদের কেউ কেউ বলে যে, বাহ্যিক ইবাদাতের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তায়ালা মনের অবস্থা দেখেন। তবে আমাদের মন আল্লাহর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আমরা মারেফাতের পূর্ণতার দরজায় পৌঁছে গেছি। দুনিয়ায় আমরা এই দেহের মধ্যে আছি বটে, কিন্তু আমাদের মন আখেরাতের মধ্যে আছে। আমরা যে মোহের অনুসরণ করি, তা' বাহ্যিক প্রদর্শন মাত্র, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে কি আছে, তা' প্রদর্শনের বিষয় নয়। এরা এরূপও বলে যে, আমরা সাধারণ লোকদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। আমাদের শারীরিক ইবাদাতের কোন প্রয়োজন হয় না, যেহেতু আমরা মারেফাতে সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী। মোহ আমাদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিতে পারে না। এতে বুঝা যায় যে, এসব লোক নবীদের উপরের পদমর্যাদা দাবী করে। কেননা তাদের এই দোষ আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় তারা সবাই ভ্রান্তবিশ্বাসী।

৫. আর একদল ছুফী আছে, তারা পূর্বোক্ত দল অপেক্ষাও অধিক ভ্রান্তবিশ্বাসী। তারা বাহ্যিক ইবাদাত সুন্দররূপে আদায় করে এবং হালাল রুজী অন্বেষণে পরিশ্রম করে ও মনের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমগ্র মাকামাত বা স্তর তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরতার স্তর), রেজা (সন্তোষ), মহব্বত (ভালোবাসা) ইত্যাদি অর্জন করেছে বলে দাবী করে। মূলতঃ এরা এই মাকামাতসমূহের পরিচয়ও জানে না, তাদের শর্তবিহীন ও বিপদ-আপদের বিষয়ও অবগত নয়। এদের কেউ কেউ দাবী করে যে, তারা দয়ালু আল্লাহর প্রেমিক। তারা তাঁরই প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এমনকি তারা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কোন ধারণা পোষণ করে, যা' বেদআত বা বেদআতের নিকটবর্তী বা তা' কুফরীতে পর্যন্ত পরিণত হয়। মারেফাতের পূর্বেই তারা প্রেমের দাবী করে। অথচ কোন কোন সময়ে এমন কাজ করে বসে, যা আল্লাহর

www.pathagar.com

নিকট ঘৃণিত, যেমন তারা নিজ খাহেশকে আল্লাহর ইবাদাতের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষ কি বলবে তাই চিন্তা করে ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্য থেকে পিছিয়ে থাকে। তারা জানেনা যে, এ কাজ মানবতা এবং স্বজনদের প্রতি দায়িত্বের বিপরীত।

এদের কেউ কেউ আত্মতৃপ্তি ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার দিকে অনুরক্ত হয় এবং বনে-জঙ্গলে বিচরণ করে, যেন আল্লাহর উপর নির্ভরতার দাবী সঠিক হয় কিন্তু তারা জানে না যে, এরূপ করা বেদআত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এরূপ করতে আদেশ করেননি। অথচ তারা আল্লাহর উপর নির্ভরতাকে অধিক অবলম্বন করেছিলেন। তারা এরূপ মনে করতেন না যে, নিজেকে কষ্টের মধ্যে পতিত করা এবং আরাম-আয়েশ ভোগ না করার নামই আল্লাহর উপর নির্ভরতা। তারা আশা মনে রেখে আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন নিজেদের উপর নির্ভর করতেন না। অথচ উল্লিখিত শ্রেণীর ছুফীদের অভ্যাস এই যে, তারা প্রকাশ্যভাবে জীবিকা গ্রহণ করে না কিন্তু অন্য কৌশলে তা' গ্রহণ করে। মোট কথা পরিত্রাণের মাকামগুলোতে ভুল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস এসে পড়ে, যার ফলে লোক প্রবঞ্চিত ও বিভ্রান্ত হয়।

৬. আর একদল ছুফী আছে, যারা জীবিকার ব্যাপারে নিজেদের উপর অনেক কষ্ট বরণ করে নেয়। তারা হালাল জীবিকা ভক্ষন করে বটে, কিন্তু তাদের মন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তার অনুসরণ করতে দেয় না। কেউ কেউ আবার খাদ্য, পোশাক এবং বাস গৃহের বিষয়ে হালাল জীবিকা অন্বেষণ করে না। তারা জানেনা যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার শুধু হালাল জীবিকা ভক্ষন করায়-ই সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং আল্লাহর খুশীর জন্য সর্ব ইবাদাত রক্ষা করা ও সব পাপ থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। যে ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, অল্প ইবাদাতেই তার মুক্তি মিলবে, নিশ্চয়ই সে ভ্রম-বিশ্বাসের শিকার।

৭. আর একদল ছুফী আছে, যারা নিজেদের উত্তমস্বভাবের দাবী করে এবং তারা অনেকসময় বহু লোক একত্র করে তাদের খেদমতে লিপ্ত হয়ে যায় এবং এরই মাধ্যমে নিজেদের রুজী উপার্জনের ব্যবস্থা করে নেয়। অনেকে এই পন্থার দ্বারা অজস্র ধন-সম্পদ অর্জন করে লয় এবং মানুষের উপর নিজেদের প্রভুত্বও বিস্তার করে। তারা প্রকাশ্যে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত হচ্ছে, তা-ই প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা তাদের গর্ব করাই উদ্দেশ্য। লোক তাদের হারাম ও সন্দেহের মাল দ্বারা এই ছুফীদের আপ্যায়ন করে। অনেকে রাজা-বাদশাহর

www.pathagar.com

সন্দেহজনক মাল এনে এদের খাবার দেয়। অথচ এরা নির্দ্বিধায় যে কোন ব্যক্তির মাল ও অর্থ গ্রহন করে।

৮. আর একদল ছুফী আছে, যারা ইবাদাতে বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে। তাছাড়া স্বভাব-চরিত্র উত্তম করার কাজেও ব্যস্ত থাকে। তারা নিজেদের প্রবৃত্তির দোষ সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে অযথা দীর্ঘ সময় নষ্ট করে। এভাবে দোষের আলোচনা ও সমালোচনাই যেন মূল লক্ষ্য কিন্তু তা' সংশোধনের ব্যাপারে কার্যকর চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এদের কাজের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির কার্যের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে হজ্জের নিষিদ্ধ কাজগুলো এবং তার আপদের বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে কিন্তু হজ্জের পথে গমনে বিরত থাকে। এতে তার কি ফল হবে?

৯. আর একদল ছুফী আছে, তারা তাদের বর্তমান মর্যাদা থেকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে মারেফাতের তরীকার পথে চলতে থাকে। তার উপর মারেফাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়। মারেফাতের পথে যাত্রার এই সূচনায়ই যদি তার মস্তিষ্কে কোন আলো পৌঁছে তবে সে সন্তুষ্ট হয়, আশ্চর্যান্বিত হয় এবং সে ভাবে যে, আমার উপর এই দরজা কিরূপে খুলে গেল এবং অন্য লোকের উপরই বা তা' বন্ধ থাকল কেন? এটাই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। কেননা আল্লাহর পথে বহু বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে। তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই। যদি সালেক বা ধর্মপথযাত্রী কোন আশ্চর্য বিষয়ের উপর হতচকিত হয়ে থেমে যায়, তাহলে সে কিরূপে চরম উদ্দশ্য লাভে সক্ষম হবে? এদের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে এই প্রথম বাদশাহর চাকরী করতে গিয়ে শাহী প্রাসাদের সামনে সে সুরম্য উদ্যান দেখতে পায় যার মধ্যে নানাবিধ ফুল-ফলাদি শোভা পাচ্ছে। সে সেই অনুপম শোভারাজি মুগ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করতে থেকে। কেননা সে জীবনে এরূপ সৌন্দর্য কোনদিন দেখেনি। তাই সে তথায় দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখেই সময় কাটিয়ে দেয়। বাদশাহর নিকট গিয়ে তার নির্দিষ্ট চাকরীতে নিযুক্ত হওয়া ও কাজ শুরু করা তার পক্ষে আর হয়ে উঠে না। মোটকথা দ্বীনের পথের সূচনা এবং মধ্যম স্তরের বিষয়াবলীতেই দিশেহারা হয়ে গেলে মূল গন্তব্যে পৌঁছা অসম্ভব।

১০. আর একদল ছুফী আছে, যারা আল্লাহর পথে যে নূর এবং নিয়ামত পাওয়া যায়, তারা তার দিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ করে না এবং এজন্য তেমন আনন্দও প্রকাশ করে না; কিন্তু যে স্তরে এসব তারা প্রত্যক্ষ করে, সেই স্তরেই তাদের গতিরোধ হয়। এরপর আর তারা সম্মুখে

www.pathagar.com

অগ্রসর হয় না। এই মাকামে (স্তরে) পৌঁছে তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছে। এভাবে তারা ভ্রান্তিতে পতিত হয়। আল্লাহর সাতটি পর্দা রয়েছে। এই পর্যায়ে ছুফীগণ তার যে কোন একটি পর্দার নিকট পৌঁছেই মনে করে যে, তারা আল্লাহ্ নৈকট্য হাছিল করেছে। কুরআনে পাকে উল্লিখিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কিত নিম্নোক্ত পবিত্র বাণীই উপরোক্ত উক্তির সাক্ষ্য বহন করে। যথা : "ফালাম্মা জান্না আলাইহিল লাইলু রায়া কাওকাবান ক্বালা হাযা রাব্বি" অর্থাৎ যখন তাঁর (ইব্রাহীম আঃ)-এর উপর অন্ধকার হয়ে এলো তিনি নক্ষত্র দেখে বললেন, এই-ই আমার প্রভু।

এ নক্ষত্র দ্বারা আকাশের তারকার অর্থ করা হয়নি। কেননা অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি এ তারকা দেখে এসেছেন এবং তা' যে উপাস্য নয় তাও তিনি জানতেন। অনেক মূর্খ লোকও জানে যে, তারকা আল্লাহ্ নয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমন ব্যক্তি ছিলেন না যে, তিনি এরূপ কথা বলে ভ্রমের পরিচয় দেবেন। কোন মূর্খ লোকও এরূপ ভুল করে না। এই তারকার অর্থ নূরের পর্দা। সালেক অথাৎ ধর্ম পথযাত্রীর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবার পথে নূরের পর্দা পড়ে যায়। তা' অতিক্রম না করে আল্লাহর নিকট পৌঁছা সম্ভব নয়। এ পর্দার নূর কোনটি তীব্র-তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল আবার কোনটি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। ক্ষুদ্র তারকাকে আল্লাহর পথে পর্দার নূর ধরে নেয়া হয়েছে। কেননা শূন্য আকাশে এ ক্ষুদ্র তারকাও সবারই দৃষ্টিপথে পতিত হয়, যে কোন পদার্থ অপেক্ষা সূর্য রশ্মিই সর্বাধিক উজ্জ্বল এবং চন্দ্রের আলো স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। এই প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। যথা : "এরূপই আমি ইব্রাহীমকে আসমান ও যমিনের গুপ্ত রাজত্ব দেখিয়েছি।" যখন ইব্রাহীম (আঃ) স্বর্গীয় রাজত্বের বিষয় বর্ণনা করলেন তখন নূরের উপর নূর এসে থামল। যে নূর তিনি প্রথম পেলেন তখন তিনি জানতে পেলেন যে, তিনি নূরের স্তরে পৌঁছেছেন। তারপর তিনি বুঝতে পেলেন যে, এরপর আরও নূর রয়েছে। এভাবে তিনি উন্নত স্তরে আরোহণ করলেন এবং এভাবে তিনি ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠে গেলেন। অবশেষে ঐ পর্দা বাকি থেকে গেল যার উপর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা অবস্থিত। তাঁরই গৌরব দেখে তিনি বললেন, এই-ই তো সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু যখন তিনি তাতেও পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন না এবং অনিষ্ট থেকে মুক্ত দেখতে পেলেন না, তখন তিনি বলে উঠলেন, "লা উহিব্বুল আফিলীনা ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাসসামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন" অর্থাৎ আমি অস্তগামী বস্তুকে ভালোবাসি

www.pathagar.com

না, আমি আমার মুখমণ্ডলকে সেই সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজু করলাম। যিনি সমস্ত আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই। ধর্ম পথযাত্রী মারেফাতের মধ্যে কখনও কখনও ভুল-ভ্রান্তি করে বসে এবং আল্লাহর এই পর্দাগুলোর মধ্যে কোন কোন পর্দার নিকট থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কখনও বা এদের কেউ প্রথম পর্দায় থেমে যায়। বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সর্বপ্রথম যে পর্দা পতিত হয় তা' আত্মা– তা' আধ্যাত্মিক পদার্থ বা আল্লাহর নূরগুলোর মধ্যে একটি নূর। তাকে 'সিররি ক্বলব' বা আত্মার লতিফা বলা হয় এবং তার মধ্যে আত্মার প্রকৃত পরিচয়ের পূর্ণতা প্রতিফলিত হয়। এমনকি সারা দুনিয়ার স্থান ও তার মধ্যে সঙ্কুলান হতে পারে এবং সর্ব বস্তুব্যাপী তা' বিরাজ করে। সব জিনিসের আকৃতি তার উপর প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। সব দ্রব্যের অস্তিত্ব যেরূপ এর উপর অঙ্কিত হয় তদ্রূপ এটাও প্রকাশ পায়। প্রারম্ভে এ আত্মার অবস্থা এরূপ হয় যে, তার উপর যেন একটি ফানুস ঝুলানো থাকে। যখন আল্লাহ তায়লার নূরের জ্যোতি এর উপর পতিত হয় তখন তা' চমকিতে থাকে এবং হৃদয়ের সৌন্দর্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। যার হৃদয়ে এই অবস্থা উপস্থিত হয় সে নিজের হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করলে এত সৌন্দর্য দেখতে পায় যে, সে তা' দেখে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও এই পরিশ্রমের মধ্যেই রসনা থেকে 'আনাল হক' অর্থাৎ আমি সত্য এ বাক্য বের হয়ে পড়ে। যদি তার আর অন্য পর্দা উন্মুক্ত নাহয় তবে সেই পর্দার উপরই তার ভ্রান্তি ঘটে এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ এই নূরের পর্দা আল্লাহর নূরের একটি সামান্য তারকা থেকেই আসে। এখনও চন্দ্রের জ্যোৎস্না আসেনি, সূর্যের রশ্মি তো দূরের কথা। প্রকৃতপক্ষে এ স্থানটি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির স্থান। কেননা যে বস্তুর উপর বিদ্যুৎ চমকিতে থাকে এবং যে বিদ্যু চমকায় উভয়ই একই প্রধান হয়। এর দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ। যথা : যে রঙ্গিন আয়নায় দৃষ্টিপাত করে, আয়নার এরূপ বর্ণই দৃষ্টিতে পড়ে। শ্বেত বর্ণের কাঁচের মধ্যে যদি কোন বর্ণ প্রবেশ করিয়ে দাও তাহলে কাঁচ ঐ বর্ণই গ্রহণ করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিষ্টানগণ যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহর নূর ও তাজাল্লী অধিক মাত্রায় দেখতে পেল তখন ভ্রমবশত : তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করল। যেরূপ কোন ব্যক্তি নক্ষত্রকে জলাশয়ের মধ্যে দেখে মনে করে যে, নক্ষত্র বুঝি জলাশয়ের মধ্যেই অবস্থান করে। এরূপ মনে করে তা' ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় তাকে লোক ভ্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই মনে করবে না। মারেফাতের পথে যত রকম ভুল-ভ্রান্তি হয় তার বর্ণনা দীর্ঘ। যে পর্যন্ত আধ্যাত্মিক ইলমের বিবরণ বিশদভাবে

www.pathagar.com

বিধৃত করা না যাবে সে পর্যন্ত তার পূর্ণ বর্ণনা করা যাবে না। তদুপরি আধ্যাত্মিক বিদ্যার বর্ণনা করার অনুমতি নেই। আমি এ পুস্তকে যতটুকু যা বর্ণনা করেছি তাও করা উচিত ছিল না, কেননা এই পথে চলে এ বিষয় জানা যায়, শ্রবণ করে নয়। অন্যের নিকট থেকে এ বিষয় শ্রবণ করলে কোন উপকার হয় না। তাছাড়া যে ব্যক্তি এই পথে চলে না তার এ বিষয় শ্রবণ করে লাভই বা কি? বরং তার পক্ষে এ বিষয় শ্রবণ করা অনিষ্টকর, কেননা সে যা বুঝে না সে যদি তা শ্রবণ করে তবে সে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। তবে এ পর্যন্ত তার উপকার হয় যে, যে ভ্রান্তির মধ্যে সে থাকে তা' থেকে সে বের হয়ে যায়। এখনও এরূপও হয়ে থাকে যে, যদি মারেফতের ব্যাপারে নিজের মন্দ ধারণা বা দোষপূর্ণ বুদ্ধির দরুন সামান্য কিছুও বুঝে তাহলে সে সব অবস্থা শুনে সে দৃঢ়বিশ্বাস করে নেয় যে, এ ব্যাপার অতি গুরুতর। অলী আল্লাহদের আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা করলে সে তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস করে। তবে যার ভ্রান্তি প্রবল সে সব অবস্থায়ই এক সমান থাকে। সে পূর্বেও যেরূপ এ বিষয় বিশ্বাস করত না, এখনও সে তা' বিশ্বাস করে না।

ধনীদের ভুলের প্রকারভেদ

ভ্রান্তবিশ্বাসী ধনীদের অনেক শ্রেণী আছে। যেমন; একদল : এরা মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, পুল ইত্যাদি নির্মাণে অত্যধিক লালসা করে। অর্থাৎ এই ধরণের কাজ করার প্রতি তাদের লোভ হয়, যা মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে। এসব নির্মাণ কার্যে নিজেদের নাম অঙ্কন করে দেয়, যেন তারা মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পরও যেন লোকগণ তার কথা মনে রাখে। তাদের এ ধারণা ক্ষমার যোগ্য। দুটো কারণে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। প্রথম কারণ হল, এই জনহিতকর কার্য এমন ধন ও মাল দ্বারা তারা করে যা বলপূর্বক গৃহীত। ঘুষ গ্রহণ বা ছলনা, প্রতারণা দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ তারা হারাম মাল ভক্ষণ করে নেয় এজন্যই তারা নাম-ধাম প্রত্যাশী হয়। এভাবে নাম-ধাম অর্জন করে এরা গুনাহগার হয়ে থাকে; সুতরাং তাদের ধারণা থেকে তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং ধনের প্রকৃত অধিকারীদেরকে তা' ফিরিয়ে দেয়া উচিত। যদি মূল বা আসল মালই পাওয়া যায় তবে তা-ই ফেরত দেবে। আর পাওয়া না গেলে তার বিনিময়ে অন্য মাল দেবে। যদি মালিক না পাওয় যায় তবে তার ওয়ারিসানগণকে দিয়ে দিবে। যদি ওয়ারিস না পাওয়া যায় তাহলে ঐ মাল দ্বারা জনহিতকর কাজ করবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন

www.pathagar.com

করে দেয়া হয় না। কেননা তাদের এই হারাম গ্রহণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে ভয় করে থাকে। এ জন্যই তারা এরূপ মাল জনহিকর কার্যে ব্যয় করে। এর দ্বারা সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, এসব লোক এই কার্যের দ্বারা আখেরাতের লোভ করে; বরং তারা শুধু এই বাসনা পোষন করে যে, প্রস্তর ফলকে তাদের নাম খোদিত হোক এবং লোকগণ শত কণ্ঠে তাদের প্রশংসা করুক। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তারা মনে করে যে এসব কার্যে ব্যয় করলে তা' উত্তম পথেই ব্যয় করা হবে। তবে যদি তাদেরকে বলা হয় একটি দেরহাম তুমি এই মঙ্গলকার্যে ব্যয় কর কিন্তু তোমার নাম প্রস্থর ফলকে খোদিত হবে না। তখন সে কিছুতেই ঐ দেরহামটি উক্ত মঙ্গলকার্যে ব্যয় করতে যাবে না। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুরই খবর রাখেন। নাম খোদিত হোক বা না হোক দান করলে তা' আমলনামায় লেখা যাবে। যদি লোক প্রদর্শনের জন্য দান করা না হয় এবং কোন জনহিকর কার্যে তা' ব্যয় করা হয় তার নাম খোদিত হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই।

দ্বিতীয় দল : এরা হালার রুজী অর্জন করে মসজিদ নির্মাণে তা' ব্যয় করে। তবে দুটো কারণে এরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়। প্রথম : এরা রিয়া বা প্রশংসা লাভের জন্য কাজ করে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, তার নিকটবর্তী প্রতিবেশী এরূপ অভাবী যে, তাকে সাহায্য করা ধনী প্রতিবেশীর জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে এবং মসজিদে ব্যয় করাপেক্ষা এরূপ অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা অধিক উত্তম; কিন্তু এরা অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য না করে মসজিদের কাজে ধন ব্যয় করাই উত্তম মনে করে। কারণ এই যে, মসজিদ নির্মাণ জনসাধারণের দৃষ্টিতে পড়বে। আর তখন তারা তার প্রশংসা করবে ও সুনাম প্রচার করবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মসজিদের মধ্যে যে কারুকার্য ও নকশা ইত্যাদি করা হয় তা' নিষিদ্ধ। কেননা নামাযীর মনেযোগ এসব দর্শনে বিচলিত হতে পারে। নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনোযোগ এসব দর্শনে বিচলিত হতে পারে। নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনোযোগ সহকারে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া। সেক্ষেত্রে যখন মন মসজিদের বিচিত্র কারুকার্য দর্শনের দিকে যায় নিশ্চয়ই তখন তার নামাযের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায় এবং তার শাস্তি ঐ নকশা নির্মাতার উপরই বর্তে। অথচ নকশা নির্মাতা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর থাকে যে, সে মঙ্গলজনক ও ছওয়াবের কাজ করছে এবং তদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করছে, সে জানে না যে, এ কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে এই বিচিত্র কারুকার্য দর্শনে নামাযের দিকে মানুষের মন কিছুতেই স্থির থাকে না। তা' বিচলিত হয়ে যায়। এমনও হয় যে, মুসল্লীদের মনে এই বিচিত্র নকশা ও কারুকার্যসমূহ দেখে

www.pathagar.com

নিজ নিজ গৃহে এরূপ কারুকার্য ও নকশা অঙ্কিত করার বাসনা জন্মে। এদের শাস্তিও ঐ নকশা নির্মাতার উপর বর্তে থাকে। মোটকথা মসজিদের ও মাহফিলে বিনম্র হৃদয়ে নামাযের মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়া এবং হুযুরী দিলের সাথে নামায আদায় করাই নামাযীর মূল লক্ষ্য। সে মনে করবে যেন সে আল্লাহ তায়ালাকে দেখছে এবং আল্লাহ তায়ালাও তাকে দেখছেন।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দু'ব্যক্তি একটি মসজিদে গিয়ে তন্মধ্যে একজন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, আমি কিরূপে আল্লাহর গৃহে প্রবেশ করব? (লোকটি অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে ও বিষণ্ন বদনে এ কথাটি বলেছিল) এই স্থান ছিদ্দীকের জন্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ মসজিদকে তারা অত্যন্ত সম্মান করত। এর অর্থ এই নয় যে, হারাম ধন দ্বারা তা' নির্মিত হয়েছে বলে বা তার মধ্যে বিচিত্র কারুকার্য থাকার কারণে তাতে প্রবেশ করতে দ্বিধা করত। একদা হাওয়ারিগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট আরজ করল, দেখুন, এই মসজিদ কত সুন্দর! তিনি বললেন, তোমাদেরকে আমি সত্য করে বলছি যে, আমার উম্মতগণ ইটের উপর ইট রেখে বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করবে কিন্তু এরূপ মসজিদ নির্মাতার পাপের জন্য সবাইকেই আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন। আল্লাহর নিকট স্বর্ণ বা রৌপের কোন মূল্য নেই। আল্লাহর নিকট মসজিদের ইটেরও কোন মূল্য নেই। যাকে তোমরা মূল্যবান বলে মনে কর। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় নেককার বান্দার পবিত্র মন। যা আল্লাহর ভালোবাসায় সদা নিমজ্জিত। কোন ব্যক্তি ধার্মিক না হলে তার হৃদয় ক্ষেত্র সর্বদা বিরান থাকে।

হযরত আবু দাউদ (রহঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা মসজিদে নানারূপ কারুকার্য ও নকশা করবে এবং কুরআনে পাকের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত করবে। তখন তোমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন যে, হুযুরে পাক (সাঃ) যখন মদীনার মসজিদ নির্মাণ করবার ইচ্ছা করলেন তখন ফিরেশতা জিব্রাইল তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, এর ছাদ মস্তকের উপর এক ইট পরিমাণ উঁচু করুন; এবং এর গাত্রে কারুকার্য করা থেকে বিরত থাকুন। মোট কথা,এই শ্রেণীর ধনী লোকদের এরূপ ভ্রম বিশ্বাস যে, মসজিদে কারুকার্য ও নকশা. ইত্যাদি করা উত্তম কার্য। অথচ শরীয়তে এ কাজকে মন্দ বলা হয়েছে।

তৃতীয় দল : ধনীদের এই দল ধন দান করে, গরীব-মিসকীনদের জন্য তা' ব্যয় করে; কিন্তু এসব কাজ তারা এমন স্থানে করে, যেখানে বহুলোক সমবেত থাকে ও ধনীদের একাজ প্রত্যক্ষ করে। এরা দান করার জন্য এমন দরিদ্র অন্বেষণ করে, যারা দানের জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে এবং সর্বত্র

www.pathagar.com

তাদের নাম ছড়িয়ে দেবে। এই ধনী দানশীলগণ গোপন দানকে অপছন্দ করে। যদি কোন দরিদ্র তাদের থেকে দান গ্রহণ করে তা' গোপন রাখে তবে পরে আর কখনও ঐ দরিদ্রকে তারা দান করে না। অনেক সময় এরা এক হজ্জের পর অন্য হজ্জ করে কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদেরকে ক্ষুধার্ত দেখেও তাদেরকে সাহায্য করে না। এজন্যই হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় এমন লোক হবে যারা কোন কারণ ব্যতীতই হজ্জ করবে। তাদের নিকট ধন থাকায় তারা হজ্জ আদায় করতে কষ্ট মনে করবে না। হজ্জ থেকে তারা প্রত্যাবর্তন করে এলে সাথে করে কোন ছাওয়াব আনতে পারবে না। কেননা তাদের প্রতিবেশীগণ অভাবে ছিল এবং এই ধনীগণ তাদের কোন সংবাদই নেয়নি।

হযরত আবু নছর (রহঃ) বলেছেন, একদা জনৈক ধনী ব্যক্তি হযরত বাশার হাফী (রহঃ)-এর নিকট পরামর্শ প্রার্থীরূপে জিজ্ঞেস করল, জনাব! আমার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে সুতরাং আমি আপনার নিকট থেকে বিদায় নিতে এসেছি। হযরত বাশার হাফী (রহঃ) তাকে বললেন, হজ্জ করার জন্য তোমার নিকট কি পরিমাণ মাল আছে? লোকটি বলল, দু'হাজার দেরহাম আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হজ্জ করবার তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি ভ্রমণ করতে চাও বা আল্লাহর গৃহ দেখতে চাও বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতে চাও? সে বলল, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে হজ্জে যেতে চাই। তিনি বললেন, হজ্জ না করে গৃহে বসে এবং দু'হাজার মুদ্রা ব্যয় না করে আল্লাহর অধিক সন্তুষ্টি অর্জন করতে পার এবং এতে তুমি অবগত হতে পারবে যে, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছ। সে বলল, তা কিরূপে হবে? তিনি বললেন, গৃহে ফিরে গিয়ে দশজন ঋণগ্রস্তের ঋণ শোধ করে দাও ও তাদের অভাব মোচন কর। অথবা দশজন ইয়াতীম সন্তানের মধ্যে তা' বন্টন করে দাও। যদি তাদেরকে দান করে তোমার মন সন্তুষ্ট হয় তোমার জন্য তা-ই যথেষ্ট। মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করা, মজলুমের অত্যাচার দূর করা, দুর্বলকে সাহায্য করা ফরজ হজ্জ ভিন্ন যে কোন রকমের শত হজ্জ অপেক্ষা উত্তম। আমি তোমাকে যেরূপ বললাম তদনুসারে তুমি তোমার অর্থ বন্টন করে দাও। আর যদি তা' না কর তোমার অবস্থা আমার নিকট বল। তখন ঐ ব্যক্তি তার নিকট বলল, আমার মন সফর করতে চায়। সে সফর করবার প্রত্যাশী। তখন হযরত বাশার হাফী (রহঃ) মৃদু হেসে তার দিকে ফিরে বললেন, ধন-সম্পদ যখন অন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সন্দেহজনক বস্তু থেকে অর্জিত হয়ে থাকে তখন মন চায় যে, তা' অনর্থক কাজে ব্যয় হোক। কেননা সৎকার্য তখন ধন অর্জনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আল্লাহভীরুদের আমল ব্যতীত কারও আমল কবুল করবেন না।

www.pathagar.com

চতুর্থ দল : এই শ্রেণীর ধনীগণ কৃপণতা করে ধন সঞ্চয় করে এবং এমন সব ইবাদাত করে যার মধ্যে অর্থ ব্যয়ের কোন বালাই নেই। যেমন দিনভর রোযা রাখা, সারারাত জেগে নফল নামায আদায় করা, দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি। এই শ্রেণীর ধনীগণও ভ্রান্ত বিশ্বাসী, কেননা যে কৃপণতা ভীষণ অনিষ্টকর এরা তা-ই অবলম্বন করে ও হৃদয়ে পুষে রাখে। তাদের এ কাজ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার বস্ত্রের মধ্যে সর্প প্রবেশ করার দরুন ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। অথচ সে প্রশান্ত মনে তার বাত রোগের জন্য দাওয়াই প্রস্তুত করছে। যাকে সর্পে দংশন করবে তার বাতের দাওয়াই প্রস্তুত করায় কি ফল হবে এবং এটা তার প্রয়োজনই বা কখন হবে? এজন্যই এক ব্যক্তি হযরত বাশার হাফী (রহঃ)- কে জিজ্ঞেস করেছিল, হুযুর! অমুক ধনী ব্যক্তি খুব বেশী রোযা রাখে ও নামায পড়ে। তার অবস্থা আপনি কিরূপ মনে করেন? তিনি জবাবে বললেন, লোকটির যা করার প্রয়োজন ছিল সে কাজ সে করেনি; বরং যে কাজ করা অন্যের কর্তব্য সে কাজই সে পছন্দ করে নিয়েছে। তার কর্তব্য ছিল ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়া এবং দারিদ্রকে দান করা।

পঞ্চম দল : এই শ্রেণীর ধনীদের কৃপণতা এত প্রবল যে, এরা যাকাত ব্যতীত আর কোন অর্থ সৎকাজে ব্যয় করে না। আবার সে যাকাতও এমন নিকৃষ্ট মাল থেকে দেয় যে, সে নিজেও তা' পছন্দ করে না। দরিদ্রদের মধ্যে সে এমন দরিদ্রকে যাকাত দেয় সে তার সেবা-খেদমত করে বা নানাভাবে কাজ-কর্মে সাহায্য করে। এসব ব্যাপার এই ধনীদের সৎ কাজের নিয়তসমূহ নষ্ট করে ফেলে। এ কাজ এই ধনীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। এরা মনে করে যে, তারা আল্লাহর অনুগত। অথচ সে মোটেই অনুগত নয়; বরং আল্লাহর নিকট গুনাহগার। এরা আল্লাহ ইবাদাতের বিনিময়ে অন্য কিছু পার্থিব পুরস্কারের আশা করে এবং এটা তারা স্বাভাবিকভাবেই পেতেও পারে। এই শ্রেণীর ধনী লোকদের এই প্রকার ভ্রান্তবিশ্বাস জন্মে থাকে।

ষষ্ঠ দল : এই শ্রেণীর ধনীগণ জনসাধারণ ও ধনী-দরিদ্র সবারই ওয়াজের মাহফিল এবং সভা-সমিতিতে আসে। এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে ওয়াজ শুনলে ছওয়াব পাওয়া যায়; কিন্তু তারা সেই ওয়াজ অনুযায়ী কার্য করে না। তারা ধারণা করে যে, ওয়াজ সৎকার্যে আগ্রহ জন্মে এবং যদি এই উপদেশ মজলিসের মধ্যে না শুনা যায় তাতে কোন কল্যাণ নেই। মজলিসে উপদেশ শ্রবণ করার জন্য তাদের আগ্রহ জন্মে এবং তজ্জন্য তাদের কাজ করতে উৎসাহ হয়। যদি ওয়াজের দরুন আগ্রহ এত দুর্বল হয় যে কাজ করতে উৎসাহ আসে না। তাহলে এ

www.pathagar.com

ওয়াজ শুনে কি লাভ হবে? যে বস্তু অন্য বস্তুর অন্বেষণের বিষয় হয়, যদি সেই বস্তু না পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম বস্তু নিয়ে তুমি কি করবে?

কখনও বক্তা ওয়াজের কল্যাণ শুনিয়ে থাকে এবং ক্রন্দন করে পুণ্যের উৎসাহ দেয়, তাতে সে ভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং রমণীদের ন্যায় কাঁদতে থাকে। কখনও কোন কথা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে শ্রবণ করে অন্য অতিরিক্ত কিছুই করে না। হাতের উপর হাত রেখে বলে, আল্লাহ! আমাকে আশ্রয় দিন। এতে তার ধারণা এই যে, সে যাই করে তা' সবই উত্তম। অথচ তার ভ্রান্তি প্রকাশ্য। তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে চিকিৎসকের নিকট গিয়ে তার পীড়ার কথা বর্ণনা করে তার কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে এমন লোকের নিকট বসে যে তার নিকট উপাদেয় খাদ্যের বিষয় বর্ণনা করে। এতে রোগীর রোগ আরোগ্য হয় না বা ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণ হয় না। তদ্রূপ ইবাদাতের বর্ণনা শুনে তা' যদি আমল না করা যায়, আল্লাহর নিকট তার কোন উপকার নেই। এতে বুঝা যায় যে, ওয়াজ শ্রবণ করলে যদি লোকের কোন পরিবর্তন না হয়, তার আমলের সংশোধন না হয়, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুর্বলভাবে হোক বা দৃঢ়ভাবে হোক, মন না যায় এবং দুনিয়ার দিকে মন অনাসক্ত না হয়। তা'হলে এ প্রকার ওয়াজ তার জন্য আরও অধিক ক্ষতিকর। যদি কোন লোক শুধু ওয়াজকেই নিজের সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করে, সে ভ্রান্তবিশ্বাসী।

প্রশ্ন : তুমি ভ্রান্তবিশ্বাস সম্বন্ধে যা দুই কারণের কথা উল্লেখ করেছ, তা' থেকে কোন লোকই মুক্ত নয় এবং এ থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এতে মানুষের মধ্যে এক নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। কেননা কারও মধ্যে এমন শক্তি নেই যে, গুপ্ত দোষ থেকে রক্ষা পায়। এ অবস্থায় হতাশ হয়ে বসে থাকা ব্যতীত অন্য উপায় নেই।

উত্তর : যদি মানুষ কোন বস্তুর বিষয়ে সাহসী হয়ে তা' পেতে ইচ্ছা করে, সে সেই বস্তুকে বড় বলে জ্ঞান করে অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়ে। তখন তার কর্মপন্থাকে সে কষ্টকর মনে করে। তবে যদি সেই সাহস এবং খাহেশ কোন বিশুদ্ধ বস্তুর জন্য হয়, তাহলে উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য সে সূক্ষ্ম চিন্তা করে অনেক গুপ্ততত্ত্ব বের করে লয়। যেমন উড্ডীয়মান পাখি বহু দূরত্ব সত্ত্বেও যদি তা' অবতরণ করতে চায় তা' অবতরণ করতে পারে বা মৎস যদি সমুদ্রের তরঙ্গের দরুন তীরে উঠতে চায় তা' উঠতে পারে। যদি কেউ পর্বত থেকে স্বর্ণ বা রৌপ্য বের করতে চায় তবে সে তা' খুঁড়ে বের করতে পারে। যদি বনের মধ্য থেকে কেউ বন্য পশু ধরতে ইচ্ছা করে তবে সে তাও ধরতে পারে। যদি কেউ পশু-পাখী বশে আনতে চায় তা' সে বশে আনতে পারে।

www.pathagar.com

যদি কেউ সর্প ধরে তাদের দিয়ে খেল দেখাতে চায়, তা' সে দেখাতে পারে। তাকে ধৃত করে প্রথমে তার বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। যদি সে নক্ষত্রের পরিমাণ ও তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ জানতে চায় সে অংক ও জ্যামিতির কল্যাণে তা' জানতে পারবে। মোটকথা মানুষ চেষ্টায় ও সাফল্যে সুদক্ষ, প্রত্যেক বস্তুর তদবীর এবং যে কোন দ্রব্যের উপাদান, উপকরণ পৃথক পৃথক বানিয়ে নেয় এবং প্রত্যেক পশু থেকে পৃথক পৃথক উপকার গ্রহণ করে। যেমন অশ্বের উপর সে আরোহণ করে, কুকুরকে শিকারের জন্য ব্যবহার করে, বাজপাখী দ্বারা পশু শিকার করে, মৎস ধরার জন্য জাল তৈরি করে, এই জন্যই সে সমস্ত বিষয়বস্তু নিজের বশীভূত করে রাখে। মানুষের এই প্রকার সুক্ষ্ম তদবীর ও প্রচেষ্টার অভাব নেই। তবে এসব তদবীর শুধু তার সাংসারিক প্রয়োজনবশতঃ হয়ে থাকে। সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনেই শুধু এগুলোর সাহায্য গ্রহণ করা হয়; কিন্তু যদি তার নিকট আখেরাতের কোন ব্যাপার উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য তার মান ঠিক করবার নিয়ত করতে হয় তখন ঐ কাজে ব্যর্থ হয়ে সে বলতে থাকে, এ ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব। কার সাধ্য আছে যে, সে এ কাজ করতে পারে? মূলতঃ মানুষের সাহসের ইচছার সম্মুখে এটা অসম্ভব নয়। যদি একই উদ্দেশ্যে সে ইচ্ছা সাহস প্রয়োগ করে। পূর্বযুগের মুসলমানগণ এ কার্যে ব্যর্থ হননি। যারা উত্তররূপে এ কার্যের অনুসরণ করে তারাও এ কাজে ব্যর্থ হয় না। এখনও যে ব্যক্তি খালেছ নিয়ত এবং দৃঢ় উৎসাহ নিয়ে এ কাজে অবতীর্ণ হয় সে কখনও ব্যর্থ হয় না। পার্থিব ব্যাপারে যে যত পরিশ্রম ও তদবীর করে সে ততই তাতে উন্নতি লাভ করে; কিন্তু তার দশ ভাগের একভাগও সে আখেরাতের জন্য করে না।

পারলৌকি সৌভাগ্য লাভের তিনটি উপায় : উপরোক্ত ভ্রান্তবিশ্বাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে হয়। তা' হল বুদ্ধি বিদ্যা এবং পরিচয়। বুদ্ধির অর্থ মৌলিক জন্মগত নূর। তদ্বারা মানুষ সব জিনিসের প্রকৃত পরিচয় পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মগত নির্বুদ্ধিতা নিয়ে আসে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য নির্ভুল ও ভ্রান্তমতের পার্থক্য করতে পারে না। এজন্যই বুদ্ধির স্বচছতা বা নির্মলতা এবং বুঝের তীক্ষ্নতা জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই থাকা প্রয়োজন। যদি বাল্যকাল থেকে এটা না থাকে তবে তার ঐ গুণ অর্জন করা সম্ভব হয় না। যখন মৌলিক তীক্ষ্ন বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে, তখন অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য কারণে তা' বৃদ্ধি করতে পারা যায় এবং এর দ্বারা-ই অবগত হওয়া যায় যে, সৌভাগ্যের মূল বুদ্ধি। হাদীস শরীফে এসেছে, "তাবারাকাল্লায়ী ক্বাসামাল আক্বালা বাইনা ইবাদিহী আশতাতা।" অর্থাৎ ঐ আল্লাহকে ধন্যবাদ যিনি বুদ্ধিকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে বন্টন করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

বিদ্যা, আল্লাহ-ভীতি, নামায-রোযা ইত্যাদি সম্বন্ধে দুই ব্যক্তি এক সমান হলেও তাদের মধ্যে বুদ্ধির প্রভেদ আছে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, যদি কোন ব্যক্তি দিবসে রোযা রাখে, রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে, হজ্জ ও ওমরাহ আদায় করে, আল্লাহর পথে দান ও জিহাদ করে, রুগীর সেবা করে, জানাযায় উপস্থিত হয় এবং দুর্বলের সাহয্য করে তাহলে রোজ কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে তার পদমর্যাদা কিরূপ হবে? হুযুরে পাক (সাঃ) বললেন, সে তার বুদ্ধির অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি হুযুরে পাক (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করছিল, এমনকি সবাই-ই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তার বুদ্ধি কিরূপ? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমরা তার ইবাদাত, স্বভাব-চরিত্র এবং কল্যাণমূলক কাজের কথা বলছি। তিনি বললেন, তার বুদ্ধি কিরূপ সেই কথা আমাকে বল। কেননা নির্বোধ ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতার দরুন গুনাহগারদের চেয়েও অধিক গুনাহ করে বসে। হযরত দাউদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যখনই তাঁর নিকট কোন লোকের ইবাদাত সম্বন্ধে উল্লেখ করা হত তিনি তার বুদ্ধির অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। যদি লোকগণ তার বুদ্ধি ও উত্তম বলত, তখন তিনি বলতেন যে, তবে তা উত্তম আর যদি লোকগণ তার বুদ্ধির প্রশংসা না করত তখন তিনি বলতেন যে, তবে তার ইবাদাত দ্বারা সাফল্য লাভ করতে পারবে না। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তির কঠোর ইবাদাত সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তাহলে তোমরা তাকে পদমর্যাদায় ভূষিত করতে চাও, সে মোটেই তার উপযুক্ত হয়নি। উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সত্য বুঝ জন্ম থেকে প্রাপ্ত আল্লাহর এক অমূল্য সম্পদ। যে ব্যক্তি এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার তার কোন দ্বিতীয় উপায় নেই।

ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করার দ্বিতীয় পন্থা হল পরিচয়। এতে চারটি বিষয়ের পরিচয় বুঝা যায়। যথা : (১) আত্মপরিচয়। (২) স্রষ্টার পরিচয়। (৩) পরলোক পরিচয় এবং (৪) দুনিয়ার পরিচয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখবে যে, মানুষ একান্তই সহায়-সম্বলহীন। এ দুনিয়ায় সে মুসাফির সদৃশ। তাকে অজানা পশুর প্রকৃতি দেয়া হয়েছে। তার আত্মার প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে আল্লাহর মারেফাত দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। নিজের পরিচয় না জেনে আল্লাহর পরিচয় জানা অসম্ভব। এটা জানবার জন্য আমি প্রেম ও ভালোবাসার অধ্যায়ে যা লিপিবদ্ধ করেছি তা' দেখে নেয়া প্রয়োজন। কেননা তার মধ্যে বিশদভাবে আত্মার পরিচয় সম্পর্কিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা দেখে নেয়ার পর পূর্ণ পরিচয় লাভ হবে। কেননা তা' আধ্যাত্মিক বিদ্যার অন্তর্গত। এই পুস্তকে আমি শুধু ব্যবহারিক বিদ্যা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি। দুনিয়া এবং আখেরাতের পরিচয় সম্বন্ধে দুনিয়ার নিন্দা এবং মৃত্যু স্মরণের অধ্যয়ে যা বিবৃত হয়েছে তা' থেকে তোমরা সাহায্য নেবে। তা হলে দেখতে পাবে যে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

যখন তুমি এই চারটি বিষয়ের পরিচয় জেনে নেবে তখন আল্লাহর পরিচয়ের কল্যাণে অন্তরে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা উথলে উঠবে। আখেরাতের পরিচয়ের কল্যাণে আখেরাতের প্রতি ভালোবাসার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। দুনিয়ার পরিচয়ের দ্বারা দুনিয়ার অসারতা ও ক্ষণস্থায়ীত্বের পরিচয় অর্জিত হবে। তাদের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐ বিষয় যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যায় এবং পরলোক উপকারে আসে। যখন এই ইচ্ছা অন্তরে প্রবল হবে তখন সমস্ত ব্যাপার সেই উদ্দেশ্যেই থাকবে। খাদ্য গ্রহণে মলমূত্র ত্যাগে বা যে কোন কার্য করায় তোমার উদ্দেশ্য হবে পরলোকের পথ চলার সাহায্য গ্রহণ করা। এই বিশুদ্ধ নিয়তের দ্বারা ভ্রম ও ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। কেননা ভ্রম ও ভ্রান্তির জন্ম সংসারের প্রতি ভালোবাসা এবং নামধামের প্রতি লালসা থেকে হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, এসব বিষয়ের জন্য নিয়ত নষ্ট হয়ে যায়। যে পর্যন্ত তোমার নিকট পরলোকের তুলনায় ইহলোক অধিক প্রিয় হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির তুলনায় নিজের প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি অধিক হবে, যে পর্যন্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে তোমার মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যখন মনের উপর আল্লাহর পরিচয় এবং নিজের পরিচয়ে ও নিজের আত্মার পরিচয়ের দরুন পূর্ণ বুদ্ধির উদয় হয় তখন আল্লাহর ভালোবাসা মনের উপর প্রবল হয় এবং তখন তৃতীয় একটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলবার বিদ্যা অর্জন করবার পন্থা উদ্ভাবন করবার প্রয়োজন।

যেসব বিষয় আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় তার পরিচয় এবং পথের আপদ-বিপদের পরিচয় সবই আমি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি। যেমন প্রথম খণ্ডে ইবাদাতের শর্তসমূহ এবং তার আপদ ও ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করেছি। এই শর্তগুলোর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিপদ-আপদ থেকে সতর্ক হতে হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি ব্যবহারিক জীবনের গুপ্ত

www.pathagar.com

বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করেছি। তার নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধগুলো শরীয়ত অনুযায়ী নিজের আমলের মধ্যে কার্যকরী করবে। যেসব বষিয় অনাবশ্যক তা' পরিত্যাগ করবে। তৃতীয় খণ্ডে আমি উল্লেখ করেছি এসব প্রতিবন্ধকের কথা-যা আল্লাহর পথে নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ নিন্দনীয় দোষগুলো ঘৃণা করবে। তার দাওয়াইর ব্যবহার করবে। চতুর্থ খণ্ডে আমি উত্তম গুণগুলো বিবৃত করেছি। যখন মন্দ দোষগুলো উত্তম গুণের সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন মানুষ অভ্যন্তর থেকে তা' দূর করে দেবে এবং তদস্থানে উত্তম গুণগুলো উৎপাদন করবে। এসব বিষয় জেনে নিলে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। এ সবের মূল এই যে, আল্লাহর ভালোবাসা হৃদয়ে প্রবল হবে। এমনকি তখন দৃঢ় ইচ্ছা হবে, নিয়ত বিশুদ্ধ হবে। এসব সম্ভব হবে তখন, যখন যে বিষয়ের পরিচয়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছি, তা' জানবে।

এই বিষয়গুলো জানবার পর মানুসের উপর আর একটি ভয় থাকে্ শয়তান তাকে প্রবঞ্চিত করে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মায়, মানুষকে উপদেশ দাও, তোমার বিদ্যা প্রকাশ কর। যে বিদ্যা আল্লাহ্ তোমাকে প্রদান করেছেন তা' অন্যকে শিক্ষা দাও। মুখলিছ বা নিঃস্বার্থ ব্যক্তি যখন নিজের স্বভাব-চরিত্র সুন্দর করে লয় এবং সর্বরকম ময়লা ও আবর্জনা থেকে নিজেকে নির্মল ও পবিত্র করে, সোজা-সরল পথে চলতে থাকে, দুনিয়াকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করে তা' পরিত্যাগ করে। লোকজন থেকে লোভ দূর করে দিয়ে সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র স্মরণ এবং আল্লাহর দিদাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোন আশা রাখে না। তখন শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং সে তার অনুসরণ করে না। এজন্যই শয়তান তার নিকট ধর্মের পথ ধরে আসে এবং সে বলে, আল্লাহ্র বান্দাদের উপর দয়া প্রদর্শন কর। তাদের ধর্ম রক্ষা করবার জন্য তাদেরকে উপদেশ দাও। আল্লাহর পথে তাদেরকে আহ্বান কর।

এ সময় সে যেসব লোকের উপর করুণার দৃষ্টিতে তাকায় সে তাদেরকে নিজের কার্যে নিযুক্ত করে। তাদের উপর পীড়া প্রবল হয় তার উপরও তা' প্রবল হয়। অথচ সে তা' জানে না। কোন চিকিৎসকও তার চিকিৎসা করে না। সবাই-ই মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে। সে তাদেরকে সোজা পথে নিয়ে আসতে পারে এবং তাদের পথভ্রষ্টতা প্রকাশ করে তাদেরকে সৌভাগ্যের পথে নিয়ে আসতে পারে। এই পরামর্শ দেয়ায় তার কোন পরিশ্রম হয় না। তার কোন কিছু দিতে হয় না। যদি তা' না করে সে ঐ লোকের ন্যায় হয়, যার এমন গুরুতর ব্যাধি যে তা' সে সহ্য করতে পারে না। যার দরুন রাতভর তাকে অস্থির থাকতে হয় এবং দিনভর সে

www.pathagar.com

উদ্বেগ ও অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটায়। পানাহার, উঠাবসা, চলাফেরা এসব সে কিছুই করতে পারে না। এমতাবস্থায় সে দাওয়াই ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করে। তখন রাত্রে তার সুনিদ্রা হয় এবং দিনে সে আরামে ও শান্তিতে কাটায়। তারপর সে তার কঠিন রোগ দূর হওয়ার পর স্বাস্থ্যের আস্বাদ ভোগ করে মনে দ্বিগুণ আনন্দ লাভ করে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে তার সেই একই রোগে আক্রান্ত হতে দেখে। সেও তার মতো দিবারাত্র রোগের কারণে অস্থিরতায়, অনিদ্রায় এবং দুঃখ-কষ্টে সময় কাটায়। তখন পূর্বোক্ত ব্যক্তি যে দাওয়াই সেবন করে আরোগ লাভ করেছে, সেই দাওয়াইর কথা তার স্মরণ হয়। তখন সে বলে যে, আমি এই ব্যক্তিকে অতি সহজেই সুচিকিৎসা করব; কিন্তু কার্যতঃ সে ব্যাপারে কোন কিছুই করে না। তদ্রূপ কোন খালেছ বান্দা যখন সোজা পথে চলে এবং সে হৃদয়ের পীড়া থেকে মুক্তি পায়। অতঃপর লোকদের ঐরূপ হৃদয়ের পীড়া কর্তৃক আক্রান্ত দেখেও সে তাদের চিকিৎসা করে না, তখন সে খালেছ বান্দাও ধ্বংস এবং বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ লোকগণ তাকে অবশ্য উচ্চাসনে বসায় এবং রাজার মত ও আমীর-উমারাদের ন্যায় মান্য করে। তাদের এরূপ ব্যবহারের ফলে তার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে নানারূপ আরাম-আয়েশের মধ্যে বসবাস করে। এই সময় শয়তান তার দিকে নিজের হস্ত প্রসারিত করে এবং তাকে এমন কার্যে নিযুক্ত করে যে, যাতে তার আরাম-আয়েশ স্থায়ী হয়। এই সময় তার প্রবৃত্তি শয়তানের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তার চিহ্ন এই যে, যদি এই ব্যক্তির কোন ভুল হয় এবং কেউ মানুষের সামনে তার প্রতিবাদ করে তাতে সে রাগান্বিত হয়ে যায়। যখন তার মনের এই ক্রোধকে যে নিজেই মন্দ জানে, তখনই শয়তান তাকে বলে, এই ক্রোধ আল্লাহর জন্য। কেননা মুমিনগণের বিশ্বাস যদি তোমার উপর অটুট না থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পথে সারে যাবে। এভাবে সে ভ্রান্তবিশ্বাসে পতিত হয়। এর ফলে সে কখনও মানুষের নিন্দাবাদে লিপ্ত হয়। অথচ নিন্দা করা হারাম। সে তার নিকট থেকে ফিরে চলে যায়, তার প্রতি রাগান্বিত হলেও তার প্রতি বহু ভদ্র শব্দ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সে তা' না করে তার প্রতি অহংকারসূচক বাক্য ব্যবহার করে। অথচ এ অহংকার হল কোন সত্য বিষয়ের প্রতিবাদ এবং সত্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিরোধিতার নামান্তর।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

জীবনে দীর্ঘ আশা এবং তা' সংক্ষেপ করার কল্যাণ

হুযুরে পাক (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, প্রত্যুষে শয্যা থেকে উঠে একথা মনে ভাববে যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার নিশ্চিত কোন আশা নেই। আবার সন্ধ্যা হলে ভাববে যে, প্রাতঃকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। তুমি তোমার জীবন থেকে তোমার মৃত্যুর জন্য কল্যাণকর বস্তুসমূহ গ্রহণ করবে। তোমার স্বাস্থ্য রক্ষায় তোমার রোগের জন্য কল্যাণকর বস্তুসমূহ গ্রহণ করবে। হে আবদুল্লাহ! আগামী কল্য তোমার জন্য কি ঘটবে তা' তুমি জান না। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুটো স্বভাবের অতিশয় ভয় করছি। একটি মোহের অনুসরণ, অন্যটি দীর্ঘ আশা। মোহের অনুসরণ সত্য থেকে বিচ্যুত করে। আর দীর্ঘ আশা সংসারের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। তারপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন না বা ঘৃণা করেন তিনি তাকে সংসার প্রদান করেন, কিন্তু যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তিনি তাকে ঈমান দান করেন। সতর্ক হও, ধর্মের সন্তান আছে এবং সংসারেরও সন্তান আছে। তোমরা ধর্মের সন্তান হও, কিন্তু সংসারের সন্তান হয়ো না। সতর্ক হও, নিশ্চয়ই সংসার পশ্চাতে সরে যাচ্ছে এবং পরকাল সম্মুখে চলে আসছে। সতর্ক হও শীঘ্রই তোমরা এমন এক হিসাবের দিনে আসবে যেদিন আর কোন কার্যের সুযোগ থাকবে না। শুধু বিগত কার্যেরই হিসাব হবে।

হযরত উম্মুল মুনজির (রাঃ) বলেছেন, এক রাত্রে হুযুরে পাক (সাঃ) কতিপয় লোকের নিকট গিয়ে বললেন, হে লোকগণ! তোমরা কি আল্লাহকে লজ্জা কর না? তারা আরজ করল, তা' কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তোমরা যা' ভক্ষণ কর না তা' সঞ্চয় করে রাখ, তোমরা যা' পাবে না তার আশা কর, তোমরা যে গৃহে বসবাস করবে না, সেই গৃহ নির্মাণ কর। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হযরত

www.pathagar.com

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে একশো দীনার মূল্যের একমাসের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে তদপরিমাণ কোন দ্রব্য ক্রয় করেছিলেন। এতে আমি হুযুরে পাক (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি ওসামার প্রতি আশ্চর্য বোধ করবে না যে, সে একমাসের জন্য সব আবশ্যকী দ্রব্য ক্রয় করে রেখেছে। নিশ্চয়ই ওসামা দীর্ঘ জীবন লাভের আশায় আছে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, আমি যখন আমার চক্ষুদ্বয় উন্মিলন করি তখন আমি এই কথা মনে করি যে, পুনরায় তা' বন্ধ করার পূর্বেই হয়ত আমার জীবন চলে যাবে। আমার চক্ষু বন্ধ করলে মনে হয়, যেন আমার চক্ষু খুলবার পূর্বেই আমার প্রাণ নিঃশেষ হবে। আমি আমার চক্ষু উপর দিকে উত্তোলন করলে মনে করি যে, আমি নিচের দিকে তাকাবার পূর্বেই হয়তো আমার জীবন শেষ হবে। যখন আমি আমার মুখে একটি লোকমা স্থাপন করি মনে হয় যে, তা' চর্বন করার পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। তারপর তিনি বললেন, হে আদম সন্তান! যদি তোমাদের বুদ্ধি থাকে তোমরা নিজেদেরকে মৃত মনে কর। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ যা' তেমাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে তা' নিশ্চয়ই ঘটবে, তা' থেকে কোনদিনই কেউ কোনরূপ রেহাই পাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অযু ভঙ্গের কারণ হতো, তিনি তখনই মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করতেন যদিও পানি অনতিদূরেই পাওয়া যেত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আমি তখন আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পানি আপনার অতি নিকটবর্তী। তখন তিনি বলতেন, কে আমাকে জানাবে যে, আমি সেই পানি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব? বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) তিনটি কাষ্ঠ গ্রহণ করে তার একটি কাষ্ঠ তিনি তাঁর সামনে পুঁতলেন। অন্য একটি কাষ্ঠ তাঁর পার্শ্বে পুঁতলেন এবং তৃতীয় কাষ্ঠটিকে দূরে ফেলে রাখলেন, তারপর তিনি উপস্থিত সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বলতে পার এ আমি কি করলাম? তাঁরা বললেন, তা' আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। তখন তিনি বললেন, হে মানুষ, এই তার মৃত্যু আর ঐ তার আশা। আদম সন্তান দীর্ঘ আশা পোষন করে; কিন্তু মৃত্যু তা' খর্ব করে দেয়, মানুষ তার আশা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আদম সন্তানের এগারোটি বিপদ আছে। তার সমস্ত বিপদ কেটে গেলে সে অতি বৃদ্ধ বয়সে পতিত হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, এইটি মানুষ, এইগুলো তার চতুর্দিকে মৃত্যু পথ, অতি বৃদ্ধ বয়সই তারই মৃত্যুপথের পিছনে অবস্থিত এবং বৃদ্ধ বয়সের পিছনে দীর্ঘ আশা থাকে। সে আশা করতে থাকে এবং

www.pathagar.com

এই সব মৃত্যুপথ তার দিকে মুখ করে থাকে। যে পথে চলতে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে তা' গ্রহণ কর। যদি মৃত্যু তোমাকে না পায়, বৃদ্ধ বয়সে তোমকে বিনাশ করবে এবং তুমি দীর্ঘ আশার দিকে চাইতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, হুযুরে পাক (সাঃ) একদা যমিনের উপর একটি চতুষ্কোণ চিত্র অঙ্কন করত : তার মধ্যস্থলে একটি রেখা টানলেন। ঐ রেখার উভয় পার্শ্বে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রেখা টানলেন। এই চতুষ্কোণ চিত্রের বহির্ভাগে তিনি আর একটি গোল রেখা টেনে বললেন, তোমরা জান এ কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেন, তোমরা মধ্যবর্তী যে রেখাগুলো দেখছ তা' মানুষ। যে চতুষ্কোণ রেখা তাকে ঘেরাও করে রেখেছে তা' মৃত্যু। তার চুতষ্পার্শ্বে যে রেখাগুলো আছে তা' মানুষের বিপদাপদ। সে এক বিপদ থেকে রক্ষা পেলে তাকে দ্বিতীয় বিপদে পড়তে হয়। চতুষ্কোণ রেখার বহির্ভাগে যে গোল বৃত্ত রেখা আছে তা' তার জীবনের আশা। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হলেও দুটো বস্তু তার সঙ্গে থেকে যায়। তা হল লোভ ও দীর্ঘ আশা। অন্য বর্ণনায় আছে, দুটো বস্তু তার সাথে যৌবনাবস্থায়ই থাকে। একটি ধন-সম্পদের লোভ এবং অন্যটি দীর্ঘ জীবনের আশা। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকগণ দৃঢ় বিশ্বাস ও সংসার বৈরাগ্য দ্বারা নাজাত পেয়েছে। এই উম্মতের শেষ দল কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার কারণে ধ্বংস হবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত (আঃ) একদা উপবিষ্ট থাকাকালীন এক বৃদ্ধকে একটি কোদালী দ্বারা মাটি খনন করতে দেখে তিনি বললেন, হে মাবুদ! হৃদয় থেকে আশা দূর করে দাও। বৃদ্ধ লোকটি কোদালী রেখে দিয়ে এক ঘণ্টা পর্যন্ত বিশ্রাম করলে ঈষা (আঃ) আবার বললেন, হে মাবুদ! তুমি তাকে আশা ফিরিয়ে দাও। তারপর বৃদ্ধ লোকটি পুনরায় কোদাল নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। হযরত ঈষা (আঃ) তাকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি প্রথম যখন কাজ করতেছিলাম আমার মন আমাকে বলল, আর কতকাল এভাবে কাজ করবে? তখন আমি কোদালটি কোলে নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হল, তুমি যে পর্যন্ত জীবিত আছ, তোমাকে জীবিকার জন্য চেষ্টা করতেই হবে। তারপর আমি আবার কোদাল গ্রহণ করে কাজে নিযুক্ত হলাম।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) একদা তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সবাই কি বেহেশতে যেতে চাও? তারা আরজ করলেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের মনের দীর্ঘ আশাগুলো হ্রাস কর। মৃত্যুকে তোমাদের দু'চক্ষুর

www.pathagar.com

মধ্যখানে এনে রাখ এবং যথোপযুক্তরূপে আল্লাহ্ তায়ালাকে লজ্জা কর। হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁর দোয়ায় বলতেন, হে মাবুদ! আমি এমন সংসার থেকে আশ্রয় চাই যা' আখেরাতের মঙ্গল থেকে বিরত রাখে। হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট এমন আশা থেকে আশ্রয় চাই যা' কার্যের মঙ্গল থেকে বিরত রাখে।

বিজ্ঞ বুযুর্গদের বাণী : হযরত মুতাররফ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন, আমার কখন মৃত্যু হবে যদি জানতে পারতাম আমি আমার বুদ্ধি লোপ পাওয়ার বিষয় ভয় করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাকে মৃত্যুর সময় না জানিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। যদি মানুষের এই অজ্ঞতা না থাকত তবে তাদের জীবনযাপনে কোন স্বাদ থাকত না এবং তাদের মধ্যে হাট-বাজার, শহর-নগর কোন কিছুরই প্রতিষ্ঠা হতো না। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, অমনোযোগীতা এবং আশা আদম সন্তানের উপর দুটো বড় সম্পদ; তা' না থাকলে মুসলমানগণ পথে-ঘাটে চলতে পারত না। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি যে, মানুষকে নির্বোধ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তা' না করা হতো তবে তাদের দুনিয়ায় বসবাসে কোন স্বাদ থাকত না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আমি দুনিয়ায় খুব অল্প বুদ্ধি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলাম। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আমাকে বিস্ময়াপন্ন করেছে। এমনকি তারা আমার হাস্যের উদ্রেক করেছে। (১) যে ব্যক্তি সংসারে দীর্ঘ আশা পোষণ করে, কিন্তু তাকে অন্বেষণ করে। (২) যে ব্যক্তি নিজে অন্যমনস্ক, অথচ মৃত্যু তার প্রতি অন্যমনস্ক নয় এবং (৩) যে ব্যক্তি হাস্যরসেমত্ত থাকে অথচ বিশ্বপালক আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তা' সে অজ্ঞাত। তিনি আরও বলেন যে, তিনটি বস্তু আমাকে দুঃখ দিয়েছে। এমনকি প্রিয় ব্যক্তিদের বিচ্ছেদের দরুন আমি রোদন করছি। (১) হযরত মুহাম্মদদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ (২) প্রশ্নকারীর ভয় এবং আল্লাহর সম্মুখে অপেক্ষা এবং (৩) আমি জানি না যে, বেহেশতে কি দোযখে যেতে আমাকে আদেশ করা হবে।

কোন বুযুর্গ বলেছেন, আমি জারারাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ)- কে তাঁর মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের নিকট কোন কার্য অধিক পুণ্যজনক ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং স্বল্প আশা পোষণ করা। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, সংসার বৈরাগ্যের অর্থ হল আশা হ্রাস করা। সংসার বৈরাগ্যের অর্থ মোটা খাদ্য ভক্ষন করা এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করার মধ্যে নিহিত নয়। একদা হযরত মুফাজ্জল ইবনে ফোজালাহ (রহঃ) প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, হে প্রভু! আমার নিকট থেকে আশা উঠিয়ে নাও । তখন তাঁর নিকট থেকে খাদ্য এবং পানীয়ের লোভ চলে গেল। তারপর তিনি তার প্রভুর নিকট থেকে আশা পেয়ে আবার প্রার্থনা

www.pathagar.com

করলে আল্লাহ তাকে তাঁর আশা ফিরিয়ে দিলেন এবং তিনি খাদ্য ও পানি গ্রহণ করতে লাগলেন। হযরত হাসান বছরী (রহঃ)- কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আবু সাঈদ! আপনি আপনার জামা ধৌত করেন না কেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর ব্যাপারটি যে তা' থেকেও দ্রুততর।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, মৃত্যু তোমাদের গ্রীবাদেশে বাঁধা এবং দুনিয়া তোমাদের পশ্চাদ্দেশে বাঁধা। কোন বুযুর্গ বলেছেন, আমি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার গ্রীবাদেশ প্রলম্বিত এবং আমি তার গ্রীবাদেশে কখন আঘাত করব তার অপেক্ষায় রত। হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) বলেছেন, যদি একমাস বেঁচে থাকার আশা করি, আমি খুবই বড় আশা করছি বলে মনে করব। আমি কিরূপে এরূপ আশা করতে পারি। যখন আমি দিবানিশি মানুষের উপর কত রকমের বিপদ-আপদ ঘটতে দেখি। বর্ণিত আছে যে, হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) একদা আবু হাশেম রুমানী (রহঃ) নামক তাঁর পীরের নিকট গমন করেছিলেন, তাঁর চাদরের এক কোনায় কিছু একটা বাঁধা ছিল। তাঁর পীর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাদরের কোনায় কি বাঁধা আছে? তিনি বললেন, আমার এক ভ্রাতা আমাকে কিছু বাদাম দিয়েছিল তাই বেঁধে রেখেছি। আমি এর দ্বারা ইফতার করতে ইচ্ছা করি। পীর সাহেব বললেন, শাকীক! তুমি মনে করেছ যে, রাত্র পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে? আমি আর কখনও তোমার সাথে কথা বলতে চাই না। একথা বলেই তিনি হযরত শাকীক বলখী (রহঃ)-কে বের করে দিয়ে গৃহের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবুদল আযীম (রহঃ) একদা তাঁর খুতবায় বলেছিলেন, প্রত্যেক সফরেরই সম্বল থাকতে হয়, সুতরাং তোমরা সংসার থেকে আখেরাতের সফরের জন্য আল্লাহর ভয়কে সম্বলরূপে গ্রহণ করে লও এবং ঐ লোকের ন্যায় হও, যে দেখছে যে, আল্লাহ তার জন্য কার্পণ্য এবং শাস্তি তৈয়ার করে রেখেছেন। পুণ্য দেখে তার জন্য আগ্রহান্বিত হবে এবং শাস্তি দেবে তা' থেকে পলায়ন করবে। তোমরা জীবনের লোভ দীর্ঘ করো না, কেননা তাতে তোমাদের মন কঠিন হবে এবং তোমরা শত্রুর পদানত হবে। আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি জানে না যে, সন্ধ্যার পর সে প্রাতে বেঁচে উঠবে কিনা বা প্রভাতের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচবে কিনা, তার আশা সুদূর প্রসারী হওয়া উচিত নয়। এ দু সময়ের মধ্যবর্তী সময়েই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনা যেতে পারে। কত লোককে দেখেছি, তোমরাও দেখেছ যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থেকে প্রবঞ্চিত হয়েছে। যে আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়ার বিশ্বাসে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি থেকে নিরাপদ হতে পারবে, সে-ই সুখী হতে পারবে। যে ওষুধ সামনে দেখেও ওষুধ গ্রহণ করেনি, সে কিরূপে আনন্দিত

www.pathagar.com

হতে পারবে? আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেন আমি নিজে যা' করতে পারি না, তা' তোমাদরকে করতে আদেশ করি। তাতে আমার ব্যবসায়ে ক্ষতি হবে, আমার দোষ প্রকাশ পাবে এবং এমন দিনে আমার দৈন্য প্রকাশ পাবে, যে দিন সমগ্র সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের প্রকাশ ঘটবে। সে দিন তোমাদেরকে এমন ব্যাপার দ্বারা কষ্ট দেয়া হবে যে, যদি তদ্বারা নক্ষত্ররাজিকে কষ্ট দেয়া হতো, তবে তা' অন্ধকার হতে যেত। যদি তদ্বারা পর্বতকে কষ্ট দেয়া যেত, তবে তা' বিগলিত হয়ে যেত। যদি তদ্বারা দুনিয়াকে কষ্ট দেয়া যেত, তবে তা' খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেত। তোমরা কি জান না যে, বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী কোন স্থান নেই? তোমাদের এ দু'-এর কোন এক স্থানে যেতেই হবে।

এক ব্যক্তি তার ভ্রাতার নিকট পত্রে লিখেছিল যে, ইহকাল স্বপ্ন এবং পরকাল জাগ্রতাবস্থায় এবং দুয়ের মধ্যবর্তী সময় মৃত্যু। আমরা সেই স্বপ্নের কুহেলিকার মধ্যে আছি, সালাম। আর এক ব্যক্তি ভ্রাতার নিকট এক পত্রে লিখেছিল, সংসারের দুঃখ দীর্ঘ কিন্তু মানুষের মৃত্যু নিকটবর্তী। প্রতিদিন কিছু কিছু আয়ুষ্কাল কমে যাচ্ছে এবং শরীরে ধীরে দীরে দুর্বলতা আসছে। সুতরাং অন্তিম সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তাড়াতাড়ি কর। সালাম। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, যখন হযরত আদম (আঃ) পাপ করেননি, তখন তাঁর আশা তাঁর পৃষ্ঠে ছিল এবং তাঁর মৃত্যু তাঁর দু'চক্ষুর মধ্যবর্তী ছিল। যখন তিনি পাপ করলেন, তা' পরিবর্তিত হয়ে গেল; এবং তার মৃত্যু তার পিছনে চলে গেল, তার আশা দু' চক্ষুর মধ্যবর্তী হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছামেত (রহঃ) বলেছেন, আমার পিতাকে বলতে শুনেছি দীর্ঘ সুস্থতা নিয়ে প্রবঞ্চিত হয়ে আছে, তাকে সম্বোধন করে বললাম, তুমি কি ব্যাধি ব্যতীত কোন লোককে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছ? হে দীর্ঘ সময় প্রাপ্ত প্রবঞ্চিত ব্যক্তি! তুমি কি নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেয়া হয়েছে দেখেছ? যদি তুমি তোমার দীর্ঘ জীবনের বিষয় চিন্তা কর, তুমি নিশ্চয়ই যে স্বাদ উপভোগ করেছ, তা' ভুলে যাবে। তুমি কি স্বাস্থ্য লাভ করে অহংকার করছ, অথবা সুখ-সম্পদ পেয়ে আনন্দ করছ? তুমি কি মৃত্যু থেকে নিরাপদ আছ বা মালাকুল মওতের বিরুদ্ধে খুব সাহসী হয়ে পড়েছে? মৃত্যু যখন উপস্থিত হবে, তখন সম্রাটের ধন বা তোমার অতিরিক্ত খোশামোদ তাকে ফিরাতে পারবে না। তুমি জান না যে তা' অতি কঠিন সময় এবং অনুপাতের সময়। আল্লাহ! ঐ ব্যক্তিকে রহম করুন, যে মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তার জন্য কাজ করে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রহম করুন, যে মৃত্যু আসার পূর্বে নিজের দিকে লক্ষ্য করে।

হযরত আবু যাকারিয়া তাইমী (রহঃ) বলেছেন, খলীফা সোলায়মান কা'বা শরীফে থাকাকালীন নকশাকৃত এক খণ্ড প্রস্তর তার সমীপে আনা হল। তার

www.pathagar.com

পাঠোদ্ধার করতে পারার মতো লোক অন্বেষণ করা হল। তারপর হযরত ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহঃ)-কেও আনা হল। ঐ প্রস্তরে লিখা ছিল, হে আদম সন্তান! তোমার মৃত্যুর জন্য যে সময় অবশিষ্ট আছে, তা' যদি তুমি দেখতে চাও, নিশ্চয় তুমি তোমার দীর্ঘ আমার হ্রাস করতে এবং অধিক সৎ কাজ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে এবং তোমার লোভ ও কৌশলসমূহ কর্তন করে ফেলতে। তোমার সাথে আগামী কল্য অনুতাপ সাক্ষাত করবে। তখন তোমার পদদ্বয় গলিত হয়ে পড়বে, তোমার পরিবারবর্গ ও চাকর-নকর তোমাকে সমর্থণ করবে, তোমার নিকট থেকে তোমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন পৃথক হয়ে যাবে এবং তোমার সন্তান-সন্ততি এবং জামাতাগণ তোমাকে ত্যাগ করবে। তুমি কখনও আর দুনিয়ায় ফিরে আসবে না এবং তোমার পুণ্যও আর অধিক হবে না। সুতরাং দুঃখ ও অনুতাপের পূর্বে রোজ কিয়ামতের জন্য কাজ কর। তারপর খলীফা সোলায়মান অত্যধিক ক্রন্দন করতে লাগলেন।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (রহঃ) হযরত আব্দুর রহমান ইউসুফ (রহঃ)- এর নিকট এরূপ একটা পত্র লিখেছিলেন, তোমার উপর সালাম, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তারপর আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তোমার বিশ্রামের আগার থেকে তোমার চিরস্থায়ী আবাসে এবং তোমার কার্যের পুরস্কার প্রাপ্তি কেন্দ্রে অচিরেই তোমাকে চলে যেতে হবে। যখন তুমি বর্তমান প্রকাশ্য স্থল থেকে ভূগর্ভস্থিত বিশ্রাম কেন্দ্রে চলে যাবে, তখন তোমার নিকট মুনকার ও নকীর নামক ফিরেশতাদ্বয় এসে উপস্থিত হবে। তারা তোমাকে উঠিয়ে বসাবে এবং ভয়ংকরভাবে ধমক দিবে। তবে তখন যদি আল্লাহ্ তায়ালা তোমার সাথে থাকেন, তোমার কোনরূপ দুঃখ, ক্লেশ ও নির্জনতার অস্বস্থি এবং অশান্তি অনুভূত হবে না। খোদা না করুন যদি তার অন্যথা হয় তবে আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাকে এবং তোমাকে সেই কঠিন বিপর্যয় থেকে এবং সকীর্ণ শয্যা থেকে আশ্রয় দান করেন। অতঃপর হাশরের ভীষণ গর্জন হবে। কিয়ামতের সিঙ্গার ফুঁক বেজে উঠবে। বান্দার পাপ-পুণ্যের বিচার করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা হাশরের মাঠে আগমন করবেন। সে সময় দুনিয়া তার অদিবাসীদের থেকে শূন্য হবে। আসমানসমূহ তার অধিবাসীদের থেকে শূন্য হবে। গুপ্ত ব্যাপারসমূহ প্রকাশ হয়ে যাবে। দোযখের অনলরাশি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। মীযান অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের আমলনামা পরিমাপ করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। নবী-রাসূল এবং শহীদগণকে উপস্থিত করা হবে। তাদের প্রত্যেকেরই সুবিচার করা হবে। সেদিন কত লোক সম্মানিত হবে, কত লোক ধ্বংস হবে, কত লোক নাজাত

www.pathagar.com

পাবে, কত লোকের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হবে। আমি জানি না তখন আমার কি অবস্থা হবে এবং তোমার কি অবস্থা হবে। রোজ হাশরের সেই সব চিন্তায় মানুষের সাধ নষ্ট হয়, পার্থিব সাধ বিনষ্ট হয়, মোহ দূর হয়। আশা হ্রাস পেয়ে যায়, নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত, অমনোযোগী ব্যক্তি সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) একবার খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতির পর বলেছিলেন, হে মানব! তোমরা অনর্থক সৃষ্টি হওনি এবং তোমাদেরকে এমনি-ই ছেড়ে দেয়া হবে না; বরং তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের ভালো-মন্দ কার্যের বিচার করার জন্য তোমাদের হাশরের ময়দানে একত্র করবেন। সেই কাল-কিয়ামতে ঐ লোকদল বঞ্চিত ও দুর্ভাগ্যশীল হবে; যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর করুণা থেকে বের করে দেবেন, যে করুণা সমস্ত জিনিসে পরিব্যাপ্ত। সমস্ত আকাশ ও দুনিয়া জুড়ে আল্লাহর বেহেস্তের স্থান। সেই ব্যক্তিগণ নিরাপদ থাকবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং অধিক বস্তুর জন্য অল্প বস্তু বিক্রয় করে এবং সৌভাগ্যের জন্য দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসকর বস্তু পরিত্যাগ করে। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, তোমরা ধ্বংসের কবলে রয়েছ এবং তোমাদের পরের লোকগণও তোমাদের অনুসরণ করবে। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, তোমরা প্রত্যেক দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর দিকে অগ্রসর হচ্ছ। এভাবেই কারও সময় শেষ হয়ে যায় এবং তার আশা কর্তিত হয়। তারপর তোমরা তাকে মৃত্তিকা নিম্নে শয্যা ও তাকিয়া ব্যতীতই শয়ন করিয়ে দাও। সে তার সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে চলে যায় এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হয়। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, কিন্তু জানি না যে, আমার পাপ তোমাদের কারও পাপের চেয়ে কম না বেশি; কিন্তু আমার শাস্তি আল্লাহর দরবারে সুনির্দিষ্ট, সুতরাং আমি তাঁর ইবাদাতের জন্য আদেশ করি এবং আমার সেই সুনির্দিষ্ট শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের পূর্ণ চেষ্টা করি আর আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তারপর তিনি তার হস্তদ্বয় স্বীয় মুখের উপর রেখে রোদন করতে লাগলেন। এমনকি এর ফলে তার দাড়ি সিক্ত হয়ে গেল। তারপর থেকে আর কোনদিন তিনি তার মজলিসে এসে বসেননি।

হযরত কাফাআ ইবনে হাকীম (রহঃ) বলেছেন, আমি মৃত্যুর জন্য গত ত্রিশ বছর ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। মৃতু আমার নিকট এসে গেলে তাকে আমি আর দেরি করাতে চাই না। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা কুফার মসজিদে এক বৃদ্ধকে বলতে শুনলাম, আমি এই মসজিদে গত ত্রিশ বছর

www.pathagar.com

পর্যন্ত অবস্থান করে মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি। যদি তা' আমার নিকট উপস্থিত হয়, আমি তাকে কোন কিছুর জন্য আদেশ করব না এবং কোন কিছু করতে নিষেধও করব না। অন্যের উপর আমার কোন দাবি-দাওয়া নেই এবং অন্যেরও আমার উপর কোন দাবি-দাওয়া নেই। হযরত আবদুল্লাহ ছালাবাহ (রহঃ) বলেছেন, তুমি হাস্য-কৌতুক করছ অথচ তোমার কাফন বস্ত্র হয়ত ধোপার নিকট থেকে বের হয়ে এসেছে। হযরত আবু মুহাম্মদ ইবনে আলী জাহেদ (রহঃ) বলেছেন, আমরা কুফার এক জানাযার সাথে বের হয়ে এলাম। হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ)-ও সেখানে চলে আসলেন এবং এক কোনায় আসন গ্রহণ করলেন। তখন মৃতদেহের দাফন কার্য চলতেছিল। আমি হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ)-কে দেখে তার নিকটে এসে বসলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাকৃত শাস্তিকে ভয় করে, সে দূরবর্তী হস্তকে নিকটবর্তী মনে করে। যে ব্যক্তির আশা দীর্ঘ তার কার্য শিথিল। যা' আসবার তা' অতি শীঘ্রই এসে যাবে। হে ভ্রাতঃ! জেনে রাখ, যে বস্তুই তোমাকে তোমার প্রভু থেকে ভুলিয়ে রাখে তা' তোমার জন্য দুর্ভাগ্যজনক। জেনে রাখ যে, দুনিয়ার সব অধিবাসীই কবরের অধিবাসী হবে। দুনিয়ায় থেকে তারা যা' করতে পারেনি তার জন্য অনুতপ্ত হবে এবং যা করতে পেরেছে তজ্জন্য উৎফুল্ল থাকবে। কবরের অধিবাসীগণ যে বস্তুর জন্য অনুতপ্ত হবে সংসারের অধিবাসীগণ তার জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত এবং পরস্পরের মন হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তারা তজ্জন্য বিচারকের নিকট বিচারপ্রার্থী। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবি তাওবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মা'রুফ (রহঃ) একদা আমাকে বললেন, নামাযে ইমামতী করুন। আমি বললাম, যদি আমি এই নামাযে ইমামতী করি আমি আপনাদের সাথে অন্য নামায পড়তে পারব না। হযরত মা'রুফ কারখী (রহঃ) আমার কথা শুনে বললেন, তুমি বলছ যে, আমি অন্য নামায পড়ব। আমরা কিন্তু এই দীর্ঘ আশা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। কেননা এই দীর্ঘ আশা উত্তম কার্য থেকে বিরত রাখে।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) তার এক খুতবায় বলেছিলেন, সংসার তোমাদের চিরস্থায়ী আবাস নয়, বহু আবাস আছে যা' আল্লাহ তায়ালা ক্ষণস্থায়ী বলে নির্ধারিত করেছেন এবং তার অধিবাসীগণকে তা' থেকে বিতাড়িত বলে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। বহু জনপদ আছে যা' শীঘ্রই ধ্বংস হবে। বহু অধিবাসী আছে যে, তারা তাদের আবাসে থাকতে চাইলেও তা' থেকে শীঘ্রই তাকে চলে যেতে হবে। অতএব হে লোকগণ! আল্লাহ তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যেন তোমরা তোমাদের আবাস থেকে উত্তমরূপে বের হতে পার। তোমাদের সম্মুখে যে সব আসবাবপত্র রয়েছে তা' থেকে উত্তম বস্তুগুলো সাথে করে নিয়ো এবং উত্তম সম্বল গ্রহণ কর। জেনে রাখবে, আল্লাহর ভয়ই উত্তম

www.pathagar.com

সম্বল। সংসার জলের উপর ছায়ার ন্যায় চলে যাবে। আদম সন্তান যখন সংসারে আমোদ-স্ফূর্তিতে মত্ত থেকে তাদের নয়ন শীতল করতে থাকবে, তখন হঠাৎ আল্লাহ তায়ালা তার অদৃষ্টলিপি অনুসারে তাকে আহ্বান করবেন এবং তার নিকট মৃত্যুকে পাঠিয়ে দেবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তার ধন-সম্পদ ও মাল-সামান তার থেকে হরণ করে নিয়ে যাবেন এবং সব কিছুই তার থেকে গ্রহণ করে অন্য লোকের হাতে তুলে দেবেন। জেনে রাখবে, সংসার মানুষকে যে পরিমাণ কষ্ট দেয়, সেই পরিমাণ আনন্দ দেয় না, সংসার মানুষকে আনন্দ দেয় খুবই অল্প এবং কষ্ট দেয় অত্যন্ত অধিক।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা তার খুতবায় বললেন, আজ কোথায় সে সুন্দর মুখমণ্ডল যার যৌবনসুলভ মুখশ্রী দেখে লোকগণ স্তম্ভিত হতো। আজ কোথায় সেই রাজ রাজন্যবর্গ যারা বড় বড় শহর-বন্দর নির্মাণ করেছিল এবং তা' সুরক্ষিত দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টন করেছিল। আজ কোথায় সেই বড় বড় যোদ্ধাগণ যারা যুদ্ধক্ষেত্রে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শত্রুর প্রাণ কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং যাদের দাপটে সারা জগৎ প্রকম্পিত হয়েছিল। তারা সবাই এখন কবরের গাঢ় অন্ধকারে শায়িত। সুতরাং আর বিলম্ব করার সময় নেই; ত্বরান্বিত কর এবং নাজাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।

দীর্ঘ আশার কারণ ও তার প্রতিকার

প্রিয় পঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, দীর্ঘ আশার দুটো কারণ আছে। একটি অজ্ঞতা এবং অপরটি সংসারের প্রতি ভালোবাসা। যার সংসারের প্রতি ভালোবাসা জন্মে এবং যে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তার জন্য সংসার ত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কেননা তখন সংসারাসক্তি তাকে মৃত্যু চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে রাখে। মূলতঃ মৃত্যুই তার ভালোবাসার সকল বস্তু থেকে বিচ্ছেদ ঘটায়। যে ব্যক্তি এ কথা মন্দ মনে করে সে তার মৃত্যুর চিন্তা নিজেই দূরে সরিয়ে রাখে। আর ব্যর্থ আশা-ভরসায় নিমগ্ন হয়ে যায় যা' তার উদ্দেশ্যের অনুকূল তার প্রবৃত্তি তাকে তা-ই করতে উৎসাহ দেয়। তার কাম্য সংসারে দীর্ঘদিন জীবিত থাকা; সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে তার শক্তির অন্তর্গত সব কিছুই করে থাকে। এজন্য ধন-দৌলত, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, পশু-পক্ষী এবং সংসারের অন্যান্য বস্তু অত্যন্ত আবশ্যকীয় বস্তু বলে সে মেনে লয়। এসব বস্তুর চিন্তায়ই তার মন সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকে। এগুলোই মৃত্যু চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। কোনরূপেই সে মৃত্যকে নিকটবর্তী বলে ভাবতে পারে না। যদি কোন কারণবশত : মৃত্যু ঘটনা এবং তার জন্য প্রস্তুতির

www.pathagar.com

কথা তার মনে উদয় হয় তখন তার প্রবৃত্তি তার নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে তাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলে, এখনও তোমার বৃদ্ধ হওয়ার বহু দিন বাকি আছে। বৃদ্ধ হওয়ার পর তাওবাহ্ করে নেবে। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার প্রবৃত্তি বলে, তোমার এমনকি বয়স হয়েছে, অতি বৃদ্ধ হওনি তো! এই গৃহটি তুমি নির্মাণ করে নাও, এই সম্পত্তিটি ক্রয় করে লও। এই সফর থেকে ফিরে এসে লও এবং সন্তানদের জন্য সব কিছু গুছিয়ে দাও। আর তোমার এই শত্রুকে উত্তমরূপে জব্দ করে নাও। যাতে করে তোমার মৃত্যুর পরে এ শত্রু তোমার সন্তানদের জন্য বিপদস্বরূপ না হতে পারে।

এইরূপে সে বিলম্ব করতে থাকে, একটি কাজ শেষ হয়ে গেলে অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে হঠাৎ তার সামনে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় এবং তার প্রাণ কেড়ে নেয়। এমনি অতর্কিত মৃত্যু সম্পর্কে সে ইতোপূর্বে কল্পনাও করেনি। এ কারণে তার দুঃখের যাত্রা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। দোযখীদের অধিকাংশ দুঃখ ও ক্ষোভ এই জন্য হয়ে থাকে। তখন সে বলে যে হায় আমি কেন এরূপ বিলম্ব করেছিলাম! বেচারা বুঝতে পারেনি যে, দুনিয়ায় তার পার্থিব কাজ কোন দিনই শেষ হবে না। আজকার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আরও অধিক কাজ তার সামনে এসে হাজির হবে। কোনদিনই সে সংসারের কাজ থেকে অবসর পাবে না। আর বাস্তবিক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে এতটুকু অবসর পায়নি কখনও।

সংসারের কাজগুলো শিকলের পেঁচের ন্যায় জড়িত। তার একটিতে হাত দিলে অন্য দশটি কাজ এসে উপস্থিত হয়। সংসারাসক্ত লোকগণ একথা বুঝতে পারে না, দেখেও দেখে না। তারাও এমনই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, দেখে-শুনে ও বুঝেও সংসারের কাজে জড়িয়ে পড়ে। একথা তার মনে একবারও উদয় হয় না যে, সংসারের সব কাজ গুছিয়ে পারলৌকিক কাজের জন্য অবসর লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জনৈক কবি সঠিক কথাই বলেছেন যে :

সংসারের সব চাহিদা পূর্ণ করা
তোমার পক্ষে অসম্ভব
একটি আশা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে ঘটে
অন্য আশার আবির্ভাব।

এসব ব্যাপারের মূল হল সংসারাসক্তি এবং সংসারের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তুমি যা' ভালোবাসতে চাও তা' ভালোবাস, কিন্তু (মনে রেখ) তা' তোমাকে ছেড়ে যেতেই হবে।

দীর্ঘ আশার দ্বিতীয় কারণ অজ্ঞতা। মানুষ তার যৌবনের উপর অত্যধিক নির্ভর করে থাকে এবং যৌবনকালে সে মৃত্যুকে অত্যন্ত দূরবর্তী মনে করে। কিন্তু সে বেচারা একথা চিন্তা করে না যে, তার বাসগৃহের লোকসংখ্যা হিসাব করলে

www.pathagar.com

দেখা যাবে যে, বৃদ্ধদের সংখ্যা যুবকদের সংখ্যার চেয়ে দশ ভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম হবে। এর কারণ এই যে, যুবকদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। অনেক যুবকই বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি বৃদ্ধ লোক একজন মারা যায় তার তুলনায় হয়ত সহস্রাধিক যুবক ও বালক মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। যুবক ব্যক্তি তার সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির কারণে বহু দূরবর্তী বলে মনে করে। হঠাৎ মৃত্যু যদিও ততটা দেখা যায় না; কিন্তু হঠাৎ রোগাক্রান্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ প্রায় ক্ষেত্রেই রোগ-ব্যাধি হঠাৎই এসে পড়ে। এভাবে যখন লোক হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ে তখন কিন্তু মৃত্যু আর দূরবর্তী থাকে না। যদি অমনোযোগী ব্যক্তি চিন্তা করে এবং একথা জেনে নেয় যে, মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ সময় নেই। বৃদ্ধকাল হোক বা যৌবন কাল হোক, শীতকাল হোক বা গ্রীষ্মকাল হোক, বসন্তকাল হোক বা হেমন্তকাল হোক বা রাত হোক বা দিন হোক মৃত্যু আগমনের ক্ষেত্রে কোন বাছ-বিচার নেই। সময় হয়ে গেলে সে উপস্থিত হয়ে যাবেই। তাতে সময় যাই হোক না কেন। এদেরকে লক্ষ্য করে মৃত্যুর জন্য প্রতি মুহূর্তেই প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। অথচ পরিতাপের কথা এই যে, এ ব্যাপারে মানুষের অজ্ঞতা এবং সংসারাসক্তি তার মনে দীর্ঘ আশা জিয়িয়ে রাখে। আর মৃত্যু নিকটবর্তী বলে যে তাকদীর লিখা আছে সে কথা তাকে ভুলিয়ে দেয়। সে ভাবে যে অন্য যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্তী হলেও তার মৃত্যু খুবই দূরবর্তী। শীঘ্রই তার মৃত্যু কোনরূপেই হতে পারে না।

নির্বোধ লোক অন্যের শবদেহের অনুসরণ করে, কিন্তু একথা সে মোটেই মনে করে না যে, এভাবে একদিন লোক তারও শবের অনুসরণ করবে। দিবা-নিশি সে অন্য লোকের মৃত্যু অবলোকন করছে, কিন্তু সে নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অপরিজ্ঞাত। সে তার মনে কল্পনাও করে না যে, হঠাৎ তারও মৃত্যু এসে পড়বে।

দীর্ঘ আশার দাওয়াই : যার মনে দীর্ঘ আশা বাসা বেঁধেছে তা' ভঙ্গ করার দাওয়াই এই যে, সে অন্যের অবস্থা দেখে মনে ইয়াকীন করে নেবে যে, অপর ব্যক্তির জানাযার ন্যায় শীঘ্রই তারও জানাযা হবে, অন্যের শব বহন করার ন্যায় তারও শব বহন করা হবে, অন্যের কবরে সমাহিত হবার ন্যায় তাকেও সমাহিত হতে হবে। তার মনে করতে হবে, না তার নিজের কবরই আচ্ছাদিত হবে, তার আরও মনে করতে হবে যে, সৎকার্যে বিলম্ব করা অত্যন্ত বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

অজ্ঞতা মনোযোগের সাথে পরিষ্কার চিন্তা এবং পুণ্য পবিত্র লোকের উপদেশ দ্বারা দূর করা যায়; কিন্তু সংসারাসক্তি দূর করে দেয়া বড়ই কষ্টকর। এ এক এমন দুরারোগ্য ব্যাধি যে, তদ্দ্বারা পূর্বাপর সব কিছু না কিছু আক্রান্ত।

www.pathagar.com

আখেরাত ও তার ভীষন শাস্তি এবং সংসারাসক্তি ত্যাগে প্রভূত হুওয়াবের উপর পরিপক্ক ঈমান ব্যতীত এর দাওয়াই নেই। যদি সে সম্বন্ধে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয় তাহলে হৃদয় থেকে সংসারাসক্তি চলে যাবে। কেননা বৃহৎ বস্তুর ভালোবাসা মন থেকে ক্ষুদ্র বস্তুর ভালোবাসকে দূর করে দেয়। যখন মানুষ সংসারের অনিত্যতা ও আখেরাতের স্থায়িত্ব বুঝতে পারে, তখন সে সংসারকে ঘৃণার চোখে দেখে। যদিও তাকে মাশরেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত রাজ্যের রাজত্ব দেয়া হয়। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সংসারের প্রকৃতরূপ দেখিয়ে দেন যেরূপ ধার্মিক লোকদেরকে তা' দেখিয়ে দিয়েছেন।

যে কোন ব্যক্তির জন্য মৃত্যু সুনির্দিষ্ট। মনের মধ্যে এই চিন্তা স্থায়ী করে নেয়া ব্যতীত সংসারাসক্তি দূর করার জন্য কোন দাওয়াই নেই। যে সব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু বরণ করেছে তাদের বিষয় চিন্তা করবে। তারা যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা ও করতে পারেনি হঠাৎ তখন তাদের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়ে কিভাবে তাদের প্রাণ হরণ করে নিল তা' চিন্তা করবে। যারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল তারাই কৃতকার্যতা লাভ করেছে। কিন্তু যারা দীর্ঘ আশা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছে তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে মানুষের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, কিরূপে কীট-পতঙ্গ এই সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভক্ষণ করবে? কিরূপে এগুলো পচে-গলে যাবে? আরও চিন্তা করা উচিত যে, কীট-পতঙ্গ প্রথমে তার দক্ষিণ চক্ষু ভক্ষন করতে শুরু করবে, না বাম চক্ষু? শরীরের এমন কোন বস্তু থাকবে না, যা' কীট-পতঙ্গ ভক্ষন করবে না। আরও চিন্তা করা উচিত যে, তার নিজের জন্য জ্ঞান এবং আল্লাহর জন্য খালেছ আমল ব্যতীত মৃত্যুর পর আর কোন কিছুই থাকবে না। তদ্রূপ চিন্তা করবে যে, কিরূপে তা কবর আযাব হবে, মুনকার ও নকীর প্রশ্ন করবে, হাশর ময়দানে কি ভয়ংকর অবস্থা হবে, কিয়ামতের ভীষণ দুর্যোগে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে। এসব চিন্তা মনের মধ্যে জাগরুক রাখতে পারলে মৃত্যু চিন্তা মনের মধ্যে উপস্থিত করা সহজ হয়ে যাবে।

দীর্ঘ জীবন লাভের আশার শ্রেণীভেদ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! জেনে রাখ যে, মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভাশার পার্থক্য আছে। কেউ কেউ মোটামুটিভাবে দীর্ঘ জীবন লাভের আশা করে। কেউ কেউ দুনিয়ায় চিরদিনের জন্য থাকতে চায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ইয়াওয়াদ্দু আহাদুহুম লাও ইউআম্মারু আলফা সানাতিন" অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক হাজার বছর জীবন লাভের আশা করে। কেউ কেউ অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত

www.pathagar.com

বেঁচে থাকতে চায়। সে জীবনের সম্মুখের অনেক কিছুই দেখতে ইচ্ছা করে। সে দুনিয়াকে অত্যাধিক ভালোবাসে। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, বৃদ্ধ লোক দুনিয়ার অন্বেষণে ও ভালোবাসায় যুবক হয়ে যায়। যদিও বৃদ্ধ বয়সের দরুন কণ্ঠাস্থির দিকে সে দৃষ্টিপাত করে। কেবলমাত্র আল্লাহ-ভীরুদের বেলায় তা' হয় না। কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি অল্প। আল্লাহ্ ভীরুদের কেউ কেউ দুনিয়ায় এক বছরের অধিক বাঁচতে চায় না; সুতরাং সে এক বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য কোনরূপ চেষ্টা-তদবীরও করে না। তজ্জন্য সে গ্রীষ্মকালে শীতকালের জন্য এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের জন্য সামান প্রস্তুত করেও রাখে না। এক বছরের জন্য যা' প্রয়োজনীয় তাই সঞ্চয় করে রাখার পরই সে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হয়ে যায়। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকাল পর্যন্ত এবং শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করে না। সুতরাং তারা গ্রীষ্মকালে শীতকালের জন্য এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের বস্ত্রাদিও সংগ্রহ করে রাখে না। আবার এদের কেউ কেউ এমন আছে যে, তারা একদিন ও এক রাত্রি বেঁচে থাকার আশা করে। সুতরাং তারা মাত্র একটি দিনের জন্য ব্যতীত প্রস্তুত থাকে না। আগামীকল্যের জীবিকা ও বস্ত্র সম্বন্ধে সে চিন্তা করে না এবং তার জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, তোমরা আগামীকল্যের জন্য জীবিকা সংগ্রহ করে রেখো না। যদি তোমরা আগামীকল্য পর্যন্ত জীবিত থাক তবে তোমাদের জীবিকা তোমাদের নির্দিষ্ট সময়ের সাথে অবশ্যই পেয়ে যাবে। আর যদি তোমার জীবন কল্য পর্যন্ত না থাকে, অন্যের জন্য সংগ্রহ করে তাতে কি লাভ হবে? তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, তারা এক ঘন্টার জন্য বেঁচে থাকার আশা করে না।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, হে আবদুল্লাহ্! যখন ভোর হয় তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। যখন সন্ধ্যা হয় তখন ভোর পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না; বরং আল্লাহ-ভীরুদের মধ্যে কেউ কেউ এক মুহূর্তের জন্যও বেঁচে থাকার আশা করে না। এজন্যই হুযুরে পাক (সাঃ) অদূরবর্তী পানির নিকট যাওয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি অযুবিহীন না থেকে তাইয়াম্মুম করে নিতেন এবং বলতেন, হয়ত আমি পানি পর্যন্ত অবকাশ নাও পেতে পারি। এদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুকে তাদের দু'চোখের সামনে ধরে রাখতেন, যেন মৃত্যু তার নিকট ধেয়ে আসছে এবং সে তার প্রতীক্ষায় আছে। এরূপ ব্যক্তি চির বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায় তার নামায আদায় করে লয়। তাদের সম্বন্ধে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস রয়েছে। হুযুরে পাক (সাঃ) তাঁকে একবার ঈমানের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি একবার পা বাড়িয়েই মনে করি যে, আমি

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার পা বাড়াতে পারব না। হযরত আসওয়াদ হাবশী (রাঃ) জনৈক দাস ছিলেন। একদা তিনি রাত্রে নামায পড়তেছিলেন এবং এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছিলেন। তা' দেখে এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, এ আপনার কিরূপ নামায? তিনি বললেন, মৃত্যু কোন পথে আসছে আমি তা-ই দেখছি।

এই হল বেঁচে থাকার আশা সম্পর্কে মানবের শ্রেনীভেদ। প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর নিকট বিভিন্ন পদমর্যাদা আছে। যে ব্যক্তি এক মাসের সীমার মধ্যে বেঁচে থাকার আশা থাকে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নয়, যার বেঁচে থাকার আশা মাত্র একদিন। এ দু' ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর নিকট পদমর্যাদার পার্থক্য আছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা এক দানা পরিমাণও কাউকে অত্যাচার করেন না। যে ব্যক্তি এক দানা পরিমাণ উত্তম কার্য করে সে তা' দেখতে পাবে। তারপর জীবনের আশা সংক্ষেপে করার ফল কার্য তাড়াতাড়ি করার মধ্যে প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি বলে যে, সে অল্প দিন বেঁচে থাকার আশা করে, অথচ তার কাজ-কর্ম ভিন্নরূপ, সে মিথ্যাবাদী। কেননা তার আশা তার কার্যকলাপের মধ্যেই প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি মাত্র এক মাস বাঁচার আশা করে, সে যদি এমন কাজে হাত দেয় যা' এক বছরেও শেষ হওয়ার নয়, তবে একথা সহজেই অনুমান করা চলে যে, তার দীর্ঘ জীবনের আশা রয়েছে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণার চিহ্ন মৃত্যুকে চোখের সামনে রাখা এবং এক মুহূর্তের জন্য তা' থেকে অমনোযোগী না হওয়া। সুতরাং এরূপ লোক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। কেননা সে ভাবে যে, মৃত্যু তার নিকট যে কোন মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারে। যদি সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদাত করার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য সে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আনন্দিত হয় যে, সে তার দিনটিকে নষ্ট করেনি; বরং সে তা' থেকে তার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে এবং নিজের জন্য পুণ্য সংগ্রহ করে নিয়েছে। তারপর ভোর পর্যন্ত সে এরূপ আমল করতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি আগামী কল্যের আশা থেকে মনকে মুক্ত করতে পারেনি তার পক্ষে ঐরূপ কাজ করা সহজ হয় না। যে ব্যক্তির মনে কল্যের চিন্তা নেই তার পক্ষেই এটা সহজ হয়। এই অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে সৌভাগ্য ও অমূল্য ধনের অধিকারী হয়। যদি সে জীবিত থাকে তাহলে উত্তম প্রস্তুতি এবং মুনাজাতের স্বাদের জন্য সে প্রফুল্ল থাকে। মৃত্যু তার জন্য সৌভাগ্য এবং জীবন তার জন্য অধিক পুণ্যের কারণ। হে হতভাগা! মৃত্যুর কথা তোমার মনে জাগরুক রাখ। কেননা জীবন তোমার নিকট থেকে চলে যেতে উদ্যত। অথচ তুমি তা' থেকে উদাসীন। হয়ত তুমি মঞ্জিলের নিকটবর্তী হয়েছে এবং দূরত্ব অতিক্রম করেছ। যখন তোমার এই অবস্থা অর্জিত হবে তখন তুমি যতই সময় পাবে ততই কাজ করবে।

www.pathagar.com

পুণ্য কার্যে বিলম্ব না করা

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! মনে কর যে, কোন ব্যক্তির দু'ভ্রাতা বিদেশে আছে। তন্মধ্যে কোন একজন আগামীকল্য ফিরে আসবে এবং অন্যজন একমাস বা একবছর পরে আসবে বলে জানা গেছে। এখন যে ভ্রাতার কল্য আসার কথা তার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন অবশ্যই স্বতন্ত্র করতে হয়। আর যে ভ্রাতার এক মাস বা এক বছর পর আগমন করার কথা তার জন্য আয়োজন নিশ্চয়ই বিলম্বে করা হয়। তদ্রূপ যে ব্যক্তি এক বছর ধরে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, তার মন ঐ সময়ে সংসারে নিমগ্ন হয় এবং তার পরবর্তী সময়ের জন্য মৃত্যুর প্রস্তুতি সে ভুলে যায়। সে প্রত্যেক দিন বছরের শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে এবং এক বছরের এখনও বহু বাকি আছে বলে সে মনে করে। আর এজন্য মৃত্যুর প্রস্তুতি সে গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণেই তার সৎকার্যে বিলম্ব ঘটে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা' আর হয়েই ওঠে না।

হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ইবাদাত নিবারণকারী ধন-সম্পদ বা ইবাদাত বিস্মরণকারী দরিদ্রতা বা জীবন ধ্বংসকর ব্যাধি বা গৃহে আবদ্ধকারী বার্ধক্য বা আসন্ন মৃত্যু বা অদৃশ্যে আপেক্ষমাণ দাজ্জাল বা কিয়ামত ব্যতীত অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দানকালীন বলেছিলেন, পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে মূল্যবান মনে করবে। যেমন তোমার বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, তোমার ব্যাধির পূর্বে তোমার স্বাস্থ্যকে, তোমার দরিদ্রতার পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে, তোমার কর্ম ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে। হুযুরে পাক (সাঃ) আরও বলেছেন, অধিকাংশ লোক দুটো নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। যথাঃ স্বাস্থ্য ও অবসর। অর্থাৎ তারা এ দু' বিষয়কে প্রথমে মূল্যবান মনে করে না। কিন্তু দূর হয়ে যাওয়ার পর তারা তার মূল্য বুঝতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তির মনে ভয়-ভীতি থাকে সে সন্ধ্যার পূর্বেই গৃহে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যার পূর্বেই গৃহে যাত্রা করে সে নির্বিঘ্নে গৃহে পৌঁছে। তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহর দ্রব্য-সম্ভার বড়ই মূল্যবান। তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহর দ্রব্য-সম্ভার আর কিছুই নয়। তা হল বেহেশত।

হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কম্পবান ঘটনা এসে যাবে এবং পরবর্তী ঘটনা তার পশ্চাতে আসবে। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে যখন অন্যমনস্ক ও অমোনযোগী দেখতেন অমনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতেন। ঐ তোমাদের নিকট মৃত্যু আসছে, তা' দ্রুতগামী ও অবশ্যম্ভাবী। তা' কারও সৌভাগ্য নিয়ে আসছে, আর কারও দুর্ভাগ্য নিয়ে আসছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আমি সতর্ককারী, মৃত্যু অবস্থা পরিবর্তনকারী এবং কিয়ামত প্রতিজ্ঞাকৃত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা সূর্য খর্জুর বৃক্ষের মাথার উপর উঠে গেলে হুযুরে পাক (সাঃ) বের হয়ে বললেন, আমাদের আজকের দিনটির যে পরিমাণ সময় গত হয়ে গেছে সেই পরিমাণ ব্যতীত দুনিয়ায় আর কিছু বাকি নেই। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, দুনিয়ার আদ্যোপান্ত একটি ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায়, বস্ত্রটি তার শেষ সূত্র ধরে রয়ে গেছে। হয়ত সে সূত্রটি শীঘ্রই কর্তিত হয়ে যাবে।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) যখন উপদেশ দিতেন তিনি কিয়ামতের কথা উল্লেখ করাকালে স্বীয় স্বরকে অতীব উচ্চ করতেন। তাঁর গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে যেত। মনে হত যেন তিনি তখন কোন সৈন্যদলের আক্রমণের বিষয় সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন। তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় সতর্ক হবে। আমি এবং কিয়ামত এই দু' অঙ্গুলির ন্যায় উত্থিত হয়েছি। তিনি তখন স্বীয় অঙ্গুলিদ্বয়কে সংযোগ করে দেখালেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, একদা হুযুরে পাক (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন, "আল্লাহ যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করেন।" তারপর তিনি বললেন, নূর যখন বক্ষে প্রবেশ করে তখন বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যায়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! তা' কি কোন চিহ্ন দ্বারা বুঝা যায়? তিনি বললেন, হাঁ বুঝা যায়। এই প্রবঞ্চনার আগার থেকে বিমুখ হয়ে চিরস্থায়ী আগারের দিকে প্রত্যাবৃত হওয়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ তা' আমি পরীক্ষা করার জন্য জন্ম ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছি। হযরত সাদী (রহঃ) এর অর্থে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে কে অধিক স্মরণ করে এবং কে তজ্জন্য উত্তমভাবে প্রস্তুত হয়। কে তাঁকে অধিক ভয় করে তা-ই পরীক্ষা করার জন্য জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি হয়েছে। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, এমন কোন সকাল বা সন্ধ্যা নেই যে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে না, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা চল, চল। তার প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত এই পবিত্র আয়াত : "ইন্নাহা লি আহদাল কুবারি নাযিরুল লিল বাশারি লিমান শাআ মিনকুম আই ইতাক্বাদ্দামা আও ইয়াতাআখ্যার" অর্থাৎ তা' একটি ভীষন বস্তুর অন্তর্গত, মানুষের জন্য সতর্ককারী, তোমাদের মধ্যে ঐ লোকের জন্য যে অগ্রসর হতে বা পশ্চাদাপসরণ করতে চায়।

হযরত ছাহইয়াম (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা হযরত হামের ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলাম। তিনি তখন নামায পড়তে ছিলেন। আমার পাশে তিনি তাঁর নামায সংক্ষেপ

www.pathagar.com

করে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, তুমি তোমার প্রয়োজন শুনিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় কর। আমি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত আছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জন্য সন্ত্রস্ত আছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আমি মৃত্যুদূতের আগমন আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত আছি। তার কথা শুনামাত্র আমি তাঁর নিকট হতে চলে আসলাম এবং তিনি পুনরায় দাঁড়িয়ে গেলেন।

হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ কালে কোন এক ব্যক্তি তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে এখন রেহাই দাও, আমর প্রাণ গ্রহণ করা শুরু হয়ে গেছে বলে আমি এ মুহূর্তে বড়ই ব্যতিব্যস্ত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন যে, কেবল মাত্র আখেরাতের মঙ্গল কার্য ব্যতীত অন্য যে কোন কার্য করা উত্তম। হযরত মুনজির (রহঃ) বলেছেন যে, আমি হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ)-কে প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, হে প্রবৃত্তি! তোমার জন্য আক্ষেপ, নিশ্চিত ব্যাপার তোমার নিকট আসবার পূর্বেই তুমি তাড়াতাড়ি কর। এই বাক্যটি তিনি পর পর ষাটবার বলেছিলেন আর আমি তা' শুনতেছিলাম, তিনি আমাকে দেখতে পাননি, আমি তাঁর চোখের আড়লে ছিলাম।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) ওয়াজ করাকালীন বলতেন, তোমরা ইবাদাতে সত্বরতা কর, কেননা জীবন কতকগুলো নিশ্বাসের সমষ্টি মাত্র। যদি তা' আবদ্ধ করে রাখ, তোমাদের নিকট থেকে তা কর্তিত হয়ে যাবে। অথচ সেই আমলের বদৌলতেই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর করুণা প্রদর্শন করেন, যে নিজের দিকে লক্ষ্য করে নিজের অসংখ্য পাপের জন্য রোদন করে থাকে। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন, "আমি তাদের নিকট থেকে তন্ন তন্ন করে হিসাব নেব" অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব। শেষের সংখ্যা গণনার পর তোমার প্রাণের বহির্গমন, শেষে সংখ্যা গণনার পর পরিবারবর্গের থেকে তোমার বিচ্ছেদ, শেষের সংখ্যা গণনার পর তোমার কবরে প্রবেশ।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ইবাদাতে খুব বেশি পরিশ্রম করতেন। তাঁকে বলা হয়, যদি কিছু কম পরিশ্রম করতেন এবং নিজের উপর একটু দয়া করতেন, তবে উত্তম হতো। তিনি বললেন, দেখ ঘোড়দৌড় মাঠে অশ্বগুলো দৌড় শুরু করে দিয়ে পাল্লার শেষ প্রান্তের নিকটবর্তী পৌঁছে তারা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অধিক দ্রুত বেগে ধাবিত হয়। তদ্রূপ আমিও আমার পাল্লার প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি। আর মাত্র সামান্য বাকি আছে। মৃত্যু পর্যন্তই তিনি ইবাদাতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি তাঁর

www.pathagar.com

স্ত্রীকে বলতেন, তুমি তোমার গাঠুরী ভালো করে বেঁধে নাও জাহান্নামের উপরে কিন্তু কোন উত্তম সেতু নেই। একজন খলীফা তার বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করে বললেন, হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে যথোপযুক্তরূপে ভয় কর এবং তোমরা এমন একদল লোক হও, যাদেরকে সতর্ক করার পর তারা জাগ্রত হয় এবং তোমরা জেনে নাও যে, সংসার তাদের বাসাগার নয়, সুতরাং তারা তাদের বাসাগার পরিবর্তন করে লয়। হে মানবগণ! তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, কেননা মৃত্যু তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। তোমরা সত্বর চলে যাও, কেননা মৃত্যু তোমাদের অনুসরণ করছে। মৃত্যুর সর্বনিম্ন একটি মুহূর্ত অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে তা' উপস্থিত হতে পারে। যা আসবে, তা' হয়ত সৌভাগ্য না হয় দুর্ভাগ্য নিয়ে আসবে। যে ব্যক্তি নিজেকে উপদেশ দেয়, তাওবাহর দিকে অগ্রসর হয় এবং নিজের লোভকে দমন করে, সে তার প্রভুর নিকট সম্মান লাভের আশা করতে পারে। মৃত্যু দ্রুত ধেয়ে আসছে, অথচ আশা তাকে প্রবঞ্চিত করছে। শয়তান তার উপর ন্যস্ত আছে। যে তাওবাহ্ করার আশা করে কিন্তু সে ব্যাপারে সে দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করে, পাপকার্য করায় তার প্রীতি বোধ হয়, এমনকি তখন মৃত্যু তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেও সে তা' থেকে অন্যমনস্ক থাকে। তোমাদের কারও মধ্যে এবং বেহেশত ও দোযখের মধ্যে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই, তা' তার উপর অবতীর্ণ হবে। যে গাফিল, তার জন্য আক্ষেপ। তার আত্মাই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে এবং তার দিনগুলো তাকে দুর্ভাগ্যের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে যেন ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদেরকে নিয়ামত ব্যর্থ করতে পারবে না এবং কোন পাপ তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে কোনরূপ অনুতাপের শিকার হতে হবে না। আল্লাহ্ তায়ালা দোয়া শ্রবণকারী, মঙ্গল সর্বদা তাঁরই হস্তে ন্যস্ত। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন : "ফাতান্তুম আনফুসাকুম অ তারাব্বাছতুম হাত্তা জায়া আমরুল্লাহি অ গাররাকুম বিল্লাহিল গারুর" অর্থাৎ তোমরা তোমাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছ এবং পথে অপেক্ষা করছ আর আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত প্রবঞ্চনার মধ্যে আছ এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভ্রম তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে চালিত করছে। জনৈক তাফসীরকারক এই আয়াতের প্রথম অংশে বলেছেন, তোমরা প্রবৃত্তির খাহেশ এবং সুখ-সম্পদ দ্বারা নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। পথে অপেক্ষা করছ, এর অর্থ তাওবাহর জন্য অপেক্ষা ও বিলম্ব করছ। আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত প্রবঞ্চনার মধ্যে আছ, এর অর্থ মৃত্যু। তোমাদেরকে আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রম-ভ্রান্ত-পথে চালিত করছে, এর অর্থ শয়তান চালনা করেছে।

www.pathagar.com

হুজ্জাতুল ইসলাম

হযরত ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ) মুসলিম জাহানের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সুফী-সাধক এবং সুধীমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বিস্ময়কর অনন্য প্রতিভা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর সে প্রতিভার সাথে যুক্ত হয়েছিল অকল্পনীয় কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়। আর তারই ফলে তিনি জীবনের প্রকৃত সাফল্য করায়ত্ত করে নিজেকে সর্বযুগের সুধীবৃন্দের হৃদয়ের ধ্যান-ধারণার ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করাতে পেরেছিলেন।

তবে এই সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আহোরণ করতে তাঁকে জীবনে যে প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছে, যে দুর্বার প্রতিরোধের মুখে তাঁকে অনমনীয় মনোভব গ্রহণ করতে হয়েছে, তা' সত্যিই পরম বিস্ময়কর।

তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞা, জ্ঞানরাশি ও অচিন্ত্যনীয় মনীষার আলোক প্রভা দুনিয়ার মানব সমাজে যে কিরণ দান করেছে, এক কথায় তা অতুলনীয়। সত্যি বলতে কি, দুনিয়ার মুসলিম সমাজে ধর্মতত্ত্ব, সুফীবাদ এবং দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কার ও সেরা দিকনির্দেশকদের মধ্যে তাঁর স্থান সবার শীর্ষে। কাদরিয়া, মুরজিয়া, মু'তাজিলা, রাফেজী প্রভৃতি ভ্রান্ত সম্প্রদায়সমূহের উদ্ভট এবং কল্পিত মতবাদসমূহের ভিত্তি ও যুক্তি উৎপাটন এবং খণ্ডন করতঃ ইসলামের প্রকৃত ও সঠিক আদর্শকে মুসলিম জাহানের সামনে তুলে ধরতে ও তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর তুল্য মহান ব্যক্তিত্ব সারা মুসলিম জগতে দ্বিতীয় কেউ নেই বললে অবাস্তব হবে না। তিনি সমস্ত ভ্রান্ত ও অসার আকীদা এবং মতবাদগুলোকে যে শরয়ী এবং আকলী দলীল দ্বারা সম্পূর্ণ অকেজো ও পর্যুদস্ত করেছিলেন তা' লক্ষ্য করলে ভেবে অবাক হতে হয় যে, আল্লাহ্ তাঁকে কি অফুরন্ত ইলম এবং জ্ঞান ভান্ডারের অধিকার দান করেছিলেন।

মুসলিম জাহানে প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অনেকেই আগমন করেছেন; কিন্তু এমন উচ্চ পর্যায়ে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যে কোন দিকে, দুনিয়ার যে কোন এলাকায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি শিক্ষালাভ, জ্ঞানার্জন, ভাবনা-চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা, ধ্যান ও তপস্যা সর্বোপরি ও খাঁটি তত্ত্বোদ্ঘাটনের তাগিদে কঠোরতম চেষ্টা ও শ্রম বরণ এবং অকল্পনীয় সাধনায় আত্মনিয়োগ করতঃ সমগ্র জীবন তাতে লিপ্ত থেকে যে সর্বমুখী অভিজ্ঞতা ও পরিপূর্ণরূপ অমূল্য সম্পদ অর্জন করেছিলেন, সত্যিই

www.pathagar.com

এ জগতে তার তুলনা নেই। সমগ্র বিশ্বে তিনি বিশেষভাবে দর্শন এবং সুফীবাদের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বস্বীকৃত ও সর্বজন পরিচিত।

কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! জীবনের কঠোর সাধনা, সত্যোদঘাটনের অবিরাম চিন্তা-ভাবনা ও গবেষনালব্ধ ফসল যখন তিনি এনে যুগ মানবের সামনে পেশ করলেন, তখন তাদের তা' সাদরে বরণ করার বদলে তারা তাঁর প্রতি রক্তচক্ষু হানল, বিলম্ব হল না এতটুকু মাত্র। যে কোন প্রতিভাকে ঘায়েল করার সর্বাপেক্ষা মোক্ষম আঘাত কুফরী ফতোয়া তাঁর প্রতি আরোপ করা হল। বিরোধীদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা এখানেই শেষ হল না; বরং তাঁর রচিত অমূল্য গ্রন্থাবলীও তদানীন্তন উলামারা সব আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। সারা মুসলিম জাহানব্যাপী ঘটেগেল এক তুমুল কাণ্ড।

কিন্তু যত কিছুই হোক না কেন, প্রকাশ্য সত্যের উপরে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁর সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ মতামতের প্রতিকূলে এ সাময়িক উত্তেজনার ঝটিকা দীর্ঘস্থায়ী হল না। তা' অচিরেই স্তিমিত হয়ে গেল। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা মুসলিম জাহানের শতধা বিভক্ত চিন্তাধারার ভেতরে তাঁর চিন্তাধারায় এক সার্থক ও সঠিক দিকনির্দেশনার সন্ধান পেয়ে গেলেন। আর তারই বদৌলতে তাঁর প্রভাব সর্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

মুসলিম বিশ্বের এই ক্ষণজন্মা মহামনীষী দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হন হিজরী সনের সাড়ে চারশত বছরের মাথায়-মুতাবেক এক হাজার আটান্ন ঈয়াসী-সনে। খোরাসান প্রদেশের তুস জিলার তাহেরানও তাওকান শহরদ্বয়ের প্রথমোক্ত শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম হল মুহাম্মদ, ডাক নাম আবু হামেদ, হুজ্জাতুল ইসলাম উপাধি এবং ইমাম গায্যালী (রহঃ) নামে তিনি দুনিয়ায় সুপরিচিত। তাঁর পিতার নামও ছিল মুহাম্মদ, দাদার নামও মুহাম্মদ এবং পরদাদার নাম ছিল আহমদ।

গায্যালী শব্দের অর্থ সূতা বিক্রেতা। ইমাম সাহেবের পিতা সূতার ব্যবসা করতেন এবং তাঁকে গায্যালী মুহাম্মদ বলা হতো। আর সেই সূত্রে ইমাম সাহেব (রহঃ)-ও গায্যালী আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে গেলেন। কেউ কেউ অবশ্য একথাও বলে থাকেন যে, তুস জিলার গায্যাল নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে ইমাম সাহেব (রহঃ)-কে গায্যালী বলা হয়।

ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেবের পিতা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অবশ্য এজন্য তাঁর দুঃখ ও অনুতাপের অন্ত ছিল না। মৃত্যুকালে তাঁর দুটো পুত্রই ইমাম সাহেব ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরিণত বয়স্ক ছিলেন। পিতা মৃত্যুকালে বালক পুত্র দুটোকে তাঁর এক সুফী বন্ধুর হাতে সোপর্দ করে শিক্ষা-দীক্ষা দানের জন্য অসিয়ত করে গেলেন। বলা বাহুল্য, সুফী সাহেব মৃত বন্ধুর শেষ অসিয়ত পালনে এতটুকু কার্পণ্য করেননি।

ইমাম সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় শহরেই আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রাজকানীর নিকট সমাপ্ত করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জুরজান শহরে

www.pathagar.com

গমনকরেন এবং সেখানে ইমাম আবু নসর ইসমাইলীর কাছে শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতঃ স্বগৃহে ফিরে আসেন।

এ সময়টি ছিল ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার চরম উন্নতির যুগ। বাগদাদ নগরী এবং নিশাপুর শহর তখন শ্রেষ্ট শিক্ষার পীঠস্থান। নিশাপুর ছিল ইমাম সাহেবের জন্মস্থানের নিকটবর্তী শহর। সুতরাং তিনি তথায় গিয়ে তৎখালীন প্রক্যাত আলিম ইমামুল হারামাইনের তত্ত্বধানে বিভিন্ন বিদ্যায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

ইমামুল হারামাইনের আসল নাম আবদুল মালেক এবং কুনিয়াত জিয়াউদ্দিন। তিনি ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চস্তরের জ্ঞানার্জন করতঃ নিশাপুরের সর্বপ্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। একবার একটি বিশেষ ঘটনায় তিনি মনে দুঃখ পেয়ে নিশাপুর ছেড়ে মক্কা-মদীনা গমন করেন। তাঁর বিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে মক্কা-মদীনার অসংখ্য লোক তাঁর শিষ্য ও ভক্তে পরিণত হয়। তারা তাঁকে ইমামুল হারামাইন উপাধিতে ভূষিত করে।

ইমাম গযাযালী (রহঃ) এই বুযুর্গের সংস্রবে থেকে ও তাঁর কাছে বিদ্যাভাস করে অল্পদিনের মধ্যেই সারাদেশে শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এমনকি তাঁর ওস্তাদ স্বয়ং ইমামুল হারামাইন তাঁর এই শিষ্যের জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে থাকেন।

ইমামুল হারামাইনের মৃত্যুর পর ইমাম সাহেব তৎকালীন খ্যাতনামা সেলজুকী শাসক সুলতান শাহের প্রধান উজীর-প্রথিতযশা, বিদ্যোৎসাহী নিজামুল মূলকের দরবারে গমন করেন। নিজামুল মূলক স্বয়ং প্রখ্যাত আলিম এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তদুপরি তিনি জ্ঞানী-গুণীদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। তাঁর দরবারে তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের সমাবেশ ঘটত। ইমাম সাহেব সে দরবারে সেরা দার্শনিক এবং মনীষীদের সাথে বিভিন্ন বিতর্কানুষ্ঠানে যোগদান করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন।

সেকালে কারও জ্ঞান-গরিমার পরিমাপ করার মাপকাঠি ছিল মুনাজারাহ বা বিতর্কানুষ্ঠান। সে সব বিতর্কানুষ্ঠানে ইমাম সাহেবের একচেটিয়া বিজয় লাভে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সবাই-ই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। স্বয়ং নিজামুল মূলক তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাগদাদের সুবিখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন।

চার বছর তিনি উক্ত পদে বহাল থেকে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে হঠাৎ স্বীয় মত পরিবর্তন করে ফেললেন, তাঁর মনে হল, তিনি যা কিছু শিখেছেন, যা' কিছু অর্জন করেছেন, তা' তাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি।

এ সম্পর্কে ইমাম সাহেব নিজেই বলেন : "প্রথম থেকেই আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল, সঠিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করা। তাই বাগদাদ উপনীত হয়ে আমি বিভিন্ন মাযহাবের লোকদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মতবাদ অবগত হলাম। ফলে আমার জীবনের গতিধারা এবার এক ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে লাগল। এ সময়

www.pathagar.com

তাঁদের সংস্পর্শে এসে প্রায়ই আমার মনে হতো, আমি যে মতে বিশ্বাসী তার ভিত্তিমূল বুঝি শিথিল হয়ে গেল। এমতাবস্থায় আমার মনে হতে লাগল, আমি এখন পর্যন্ত সত্যের সন্ধান লাভ করিনি, তাই আমি আর বিলম্ব না করে জনকোলাহল থেকে বের হয়ে গিয়ে অজ্ঞাতবাসের লক্ষ্যে পাড়ি জমালাম।"

মূলত : এ সময় থেকেই তিনি সুফীবাদের তত্ত্বোদ্ঘাটনের পথে পা বাড়ালেন। তবে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করে তিনি এক জায়গায় না থেকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করলেন। এসময় তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত মুরাকাবাহ-মুশাহাদাহর ভেতরে।

জীবনে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। গ্রন্থগুলোও বেশির ভাগ তিনি এ সময়ই লিখেছিলেন। অবশ্যি লিখা শুরু করেছিলেন তিনি যৌবনের সূচনালগ্ন বিশ বছর বয়ঃক্রম কাল থেকে।

অজ্ঞাতবাসের দীর্ঘ দশ বছর ধরে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে লিপ্ত দুনিয়ার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে তিনি যা' উপার্জন করলেন, তা' জগদ্বাসীকে উপহার দেয়ার সাথে সাথেই যে প্রতিকূল আলোড়ন শুরু হয়ে গেল তা' ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবু মুসলমানদের ভাগ্যের কথা যে, কিছুদিনের মধ্যেই সে আলোড়নে ভাটা পড়ে গেল– স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন ইমাম সাহেব সকলের কাছে।

জীবনের শেষদিকে তিনি নিজামুল মূলকের পুত্র ফখরুল আলমের অনুরোধক্রমে নিশাপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ উজীরে আজম ফখরুল আলমের শাহাদত বরণের সাথে সাথে তিনি স্বীয় পদ পরিত্যাগ করে স্বীয় জন্মস্থানে চলে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করলেন। অতঃপর মাত্র পঞ্চাশ, বর্ণনান্তরে পঞ্চান্ন বছর বয়ঃক্রমকালে তাবরান নামক স্থানে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ) ইমাম সাহেবের মৃত্যু ঘটনা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম আহমদ গায্যালী (রহঃ) থেকে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছেন।

সেদিন ইমাম সাহেব শয্যা ত্যাগ করে উঠে ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর জায়নামাযে বসেই কাফনের কাপড় আনালেন। ঐ কাপড় চোখে-মুখে লাগিয়ে তিনি নিকটে রেখে দিলেন। তারপর নিজ নিজেই বলে উঠলেন, প্রভুর আদেশ আমার শিরোধার্য। একথা বলেই তিনি পা সোজা করে শুয়ে পড়লেন। প্রায় সাথে সাথে সবাই কি হল তা' দেখতে এসে দেখল যে, সব শেষ, ইসলামের গৌরব রবি মৃত্যুর করাল ছায়ার আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। 'ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

ইমাম সাহেবের এভাবে অকাল মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম জাহান শোকের প্রচণ্ড আঘাতে মূহ্যমান হয়ে পড়ল। অগণিত কবি শোকগাথা রচান করে শোক প্রকাশ করল।

ইমাম সাহেবের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। শুধু কয়েকজন কন্যা সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে জনৈক্য কন্যার নাম ছিল শাতুন-মণি। ইমাম সাহেবের বংশধারা তাঁর কন্যাদের থেকেই বিস্তার লাভ করেছে।

www.pathagar.com

দুনিয়ার এই মহান সাধক-বিস্ময়কর প্রতিভার ধারক তদীয় জীবনে আমাদের জানামতে কম-বেশি আশিখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বস্বীকৃত চির অমর গ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত। সত্যি বলতে কি, ইমাম গায্‌যালীর (রহঃ) জীবনের কঠোর সাধনালব্ধ অতলস্পর্শী প্রজ্ঞা, সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং সুদূরপ্রসারী স্বচ্ছ চিন্তাধারার এক অতি বাস্তব, সার্থক এবং সমুজ্জ্বল নিদর্শন এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থখানা। গ্রন্থ রচনায় তাঁর রচনারীতির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য, বিষয় বিশ্লেষণ ও তার অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য উদ্ঘাটনের স্বকীয়তা গ্রন্থখানাকে জনগণের সুধীবৃন্দের দৃষ্টিতে যে মহা মর্যাদায় মহীয়ান এবং ভাস্বর করে রেখেছে তা' নিম্নোক্ত মনীষীদিগের উক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।

দুনিয়ার স্বনামধন্য খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মইনুদ্দীন ইরাকী বলেন, ইমাম গায্‌যালীর (রহঃ), এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থখানা মুসলিম জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইমাম সাহেবের সহপাঠী সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবদুল গাফের ঘারসী (রহঃ) বলেন, এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীনের মতো গ্রন্থ দুনিয়ায় আর রচিত হয়নি। মহাত্মা আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, কালামে পাক কুরআন শরীফের প্রায় পরবর্তী স্থানই হল এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীনের। শায়খ আবু মুহাম্মদ জুরজানী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার সমগ্র শিক্ষা-দীক্ষাকে যদি বিলীন এবং বিনাশ করে দেয়া হয়, তবে আমি একমাত্র এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীনের সাহায্যেই তার পুনর্জন্ম দান করতে পারব। সত্যি বটে, ইমাম গায্‌যালীর এ গ্রন্থখানির স্বীকৃতি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল, ওলামায়ে কিরাম এবং সুফী-সাধক সমাজ এ গ্রন্থের প্রতি যত বেশি শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক আকর্ষণ প্রদর্শন করেছেন, ততটা শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অদ্যাবধি কোন গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি। এই অমূল্য গ্রন্থটির বিন্যাস সম্পর্কে ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) নিজের পরিকল্পনার কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন : আমার এ কিতাবখানাকে আমি চারটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি দুটো মূল কারণের ভিত্তিতে।

প্রথম মূল কারণ হল : এই গ্রন্থে যে বিন্যাস, শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা প্রয়োগ করেছি, বিষয়বস্তুর গবেষণা ও অনুধাবনের জন্য তা' ছিল অপরিহার্য। কেননা যে জ্ঞানের দ্বারা আখেরাতের সন্ধান লাভ করা যায়, তা দুভাগে বিভক্ত। এক হল, ইলমে মুকাশাফাহ বা সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান এবং দ্বিতীয় হল, ইলমে মুআমালাহ বা ব্যবহারিক জ্ঞান। ইলমে মুআমালাহ বলতে আমরা সেই ইলম বা জ্ঞানকে বুঝতে পারি, যার কাছ থেকে জানা বিষয়টির ব্যাপক বিকাশ আশা করা যায়, আর ইলমে মুআমালাহ বলতে আমরা সেই ইলম বা জ্ঞানকে বুঝতে পারি, যার দ্বারা বিকশিত ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেবল ইলমে মুআমালাহ (ব্যবহারিক জ্ঞান) ইলমে মুকাশাফাহ (সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান) নয়, (যা লিখবার নির্দেশ নেই) যদিও বা আখেরাতকামী ও ছিদ্দীকীনদের পরম লক্ষ্য ও চরম উদ্দেশ্য সেই ইলমে মুকাশাফাহ বা সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান আয়ত্ত করা। ইলমে মুআমালাহ বা ব্যবহারিক জ্ঞান অবশ্য উক্ত জ্ঞানার্জনের উসিলা বা অবলম্বন। নবী-রাসূলগণ মানুষের সাথে ইলমে মুআমালাহ নিয়েই

www.pathagar.com

আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং এই জ্ঞানেরই পথ প্রদর্শন করেছেন। ইলমে মুকাশাফাহ বা সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে তাদের সাথে কখনও কথা বলেননি। তবে শুধু কখনও কখনও কেবল ইঙ্গিত ও ইশারা দ্বারা উপমা বা দৃষ্টান্ত হিসেবে মোটামুটিভাবে যা কিছু প্রকাশ করেছেন তার কারণ, তারা জানতেন যে, সৃষ্টির কোন বাস্তব আকার বা কোন রূপ নেই।

অতঃপর ইলমে মুআমালাহ দুরকম। প্রথমতঃ বাহ্যিক বা প্রকাশ্য। যেমন– মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সংক্রান্ত জ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ কলবের বা আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের জ্ঞান। যে ইলম বা জ্ঞান বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর রূপায়িত হয়, তা' হয়ত ইবাদাত-বন্দেগী, নয়ত আচার-ব্যবহার। পক্ষান্তরে, বাতেনী ব্যাপার যা অন্তর বা রিপুর অভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত, তাও ভালো-মন্দ দুটো ভাগে বিভক্ত। অতএব এর দ্বারা মোট চার ভাগের সৃষ্টি হল। ইলমে মুআমালাহ বা ব্যবহারিক জ্ঞানের কোন কিছুই এই চারভাগের বহির্ভূত নয়।

দ্বিতীয় মূল কারণ হল, আমি শিক্ষার্থীদের ভেতর সত্যিকার ঝোঁক এবং আগ্রহ ফিকাহর প্রতিই লক্ষ্য করেছি। যাদের দিলে আল্লাহর ভয় নেই, তাদের নিকটই এই ফিকাহ বিষয়টি গৌরব এবং গর্ব-অহংকারের বিষয়বস্তু ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই ফিকাহ শাস্ত্রও চার প্রকার।

যেহেতু যে বস্তু প্রিয় জিনিসের শোভা বর্ধন করে, তাও প্রিয় হয়ে থাকে, তাই আমিও মনে করছি যেন আমার এই গ্রন্থখানাও ফিকাহর রূপে রূপায়িত হয়। যেন আন্তরিক আকর্ষণ এর দিকে থাকে যেমন কারও কারও মনের আকর্ষণ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি থাকে বলে কেউ কেউ স্বরচিত গ্রন্থের মধ্যে তারকাবাজির গতিবিধি, স্থিতি ও প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে ঐ গ্রন্থের নাম রেখে দেয় স্বাস্থ্যের বল বর্ধক। যাতে করে তাদের সৃষ্টি এদিকে পড়ে গেলে নিঃসন্দেহে তারা ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে এবং বুঝবার চেষ্টা চালাবে, যেন তাদের শরীর সুস্থ থাকে ও স্বাস্থ্যের বল বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের ফায়েদাহ হাসিল হয়। তেমনি আমারও এ গ্রন্থে অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। যাতে মানুষের মন এমন ইলম বা জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করা যায় যা তাদের জীবনের জন্য বিশেষ হিতকর। তবে শারীরিক সুস্থতা ও উন্নতির জন্য যেরূপ মানুষের আন্তরিক আকর্ষণ বিদ্যমান, তেমনি পারলৌকিক জীবনকে সদা সুখময় করার লক্ষ্যে তাদের হৃদয় ও আত্মার শুদ্ধি তথা সুচিকিৎসার আগ্রহ ওঝোঁক থাকা একান্ত আবশ্যক। এর তুলনায় শারীরিক চিকিৎসা একেবারেই নগণ্য এবং তুচ্ছ। কেননা শরীর ক্ষণস্থায়ী-ভঙ্গুর, পক্ষান্তরে, আত্মা অমর এবং চিরস্থায়ী। সবশেষে আমি আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা পেশ করছি, যেন তিনি আমার নিয়ত সুপথে চালনা করেন, যেহেতু তিনি সেরা দানশীল এবং পরম করুণাময়।

জেনে রাখা দরকার যে, হৃদয় ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য মুরাকাবা এবং মুশাহাদার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেন :

মুরাকাবা ও মুশাহাদার হালতে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কঠিন ও কড়া শর্ত আরোপ করবে। এ বিষয় বিশদ বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনার কলেবর অতিশয়

www.pathagar.com

দীর্ঘায়িত হবে; সুতরাং এ বিষয় নিয়ে আমি আর আলোচনা করব না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন পাপ ও ইবাদাতই গোপন করবে না; বরং ইবাদাতের কর্তব্যগুলোর বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথভাবে উপদেশ দেবে। দিবসে রাত্রে পুনঃ পুনঃএই কাজে ব্যাপৃত হবে। প্রবৃত্তির উপর সকল কার্যের সময় নির্দিষ্ট করে দেবে এবং তা' সুশৃঙ্খলভাবে ঠিক করে নেবে। এসব কার্যের বিবরণ বিশেষত্ব এবং প্রস্তুতি সম্পর্কিত কর্তব্যগুলো সুনিয়মে পালন করবে। জেনে রাখবে যে, উল্লিখিত শর্তসমূহ পালন করা প্রত্যহ-ই কর্তব্য হয়। এসব শর্ত পালনে একাধারে কিছুদিন অভ্যস্ত হয়ে গেলে এবং তা' যথানিয়মে প্রতিপালন করলে তারপর আর সেগুলো প্রতিপালনের কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন ঘটনা এবং জরুরী ব্যাপারসমূহ আবির্ভূত হতে থাকে এবং তার বিধানও নতুন হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর তজ্জন্য আল্লাহর প্রতি কর্তব্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সাংসারিক কোন ব্যাপারে যথা : কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষাদান ইত্যাদি কার্য ব্যস্ত থাকে তার উপর এটা অধিক হয়। কেননা এমন কোনদিন যায় না যখন তার উপর কোন নতুন ঘটনা না আসে এবং যার মধ্যে আল্লাহর হক আদায়ের প্রয়োজন না হয়; সুতরাং এমতাবস্থায় তার কর্তব্য নিজের প্রবৃত্তির উপর শর্ত আরোপ করে ঠিক থাকা এবং সত্যের জন্য নিজ প্রবৃত্তিকে চালনা করা, অবহেলার অনিষ্টতার বিষয়ে প্রবৃত্তিকে সতর্ক করা এবং তাকে উপদেশ দেয়া। যেরূপ পলাতক দাস প্রত্যাবর্তন করলে, তাকে উপদেশ প্রদান করা হয়। কেননা স্বভাবত : প্রবৃত্তি ইবাদাতের কার্য থেকে বিরত থাকতে চায় এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। তবে উপদেশ দিলে ও ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিলে তার মনে প্রভাব পতিত হয় এবং তার ফলে সে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সে স্মরণ করে এবং সে স্মরণ মুমিনদের উপকারে আসে। এরূপ আরও অন্যান্য ব্যাপার প্রবৃত্তি বন্ধনের প্রথম মাকাম বা ঘাঁটি। এই বন্ধনের অর্থ কার্যের পূর্বে প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ করা। প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ কখনও কার্যের পরে হয় এবং কখনও কার্যের পূর্বে সতর্কতার পন্থায় হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ওয়া আ'লামূ আন্নাল্লাহা ইয়া'লামু মা ফী আনফুসিকুম ফাহযারূ।" অর্থাৎ জেনে রাখ যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের মধ্যে কি আছে তা' জানেন, সুতরাং তাকে ভয় কর। এটা ভবিষ্যতের জন্য অধিক হোক বা নির্দিষ্ট পরিমাণ হোক, প্রত্যেক দৃষ্টিই কম বা অধিক পরিমাণ জ্ঞানের জন্য হয়ে থাকে। তার নামই মুহাসাবাহ বা প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ। মানুষের নিকট দিবসে যা থাকে তার দিকে দৃষ্টি থেকেও হিসাবের কম-বেশির পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ইযা দ্বারাবতুম ফী ছাবীলিল্লাহি ফাতাবাইয়্যানূ।" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে মুমিনগণ! (তোমরা) যখন আল্লাহর পথে বিচরণ কর তখন পরীক্ষা করে নিও। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, "ওয়ালাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসানা ওয়া না'লামু মা তুওয়াসবিসু বিহী নাফছুহু" অর্থাৎ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে কে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে তা' আমি জানি। এ কথা তিনি সতর্কতামূলকভাবে ভবিষ্যতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলেছেন।

www.pathagar.com

একদা হুযুরে পাক (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তখন হুযুরে পাক (সাঃ) লোকটিকে বললেন, তুমি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করবে, তখন ঐ কাজের পরিমাণ ফল চিন্তা করে নিয়ো। যদি সত্য পথ দেখতে পাও, তবে সে পথ অবলম্বন করো। আর যদি প্রাপ্ত পথ তোমার জন্য অনিষ্টকর হয় তবে সে পথ থেকে দূরে থেকো। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, যখন বুদ্ধি প্রবল হোক বলে ইচ্ছা কর, তখন তার পরিণাম ফল ভালো না দেখলে মোহের প্ররোচনায় তা' করো না। কেননা অনুতাপ মোহের অবস্থানের চেয়ে হৃদয়ে অধিক স্থায়ী হয়। বিজ্ঞবর লোকমান বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি যখন পরিণাম ফল দেখতে পায়, তখন অনুতাপ থেকে নিরাপদ হয়। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে বিনম্র করে এবং মৃত্যুর পর কাজে আসে এই শ্রেণীর কাজ করে, সে-ই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে আশাবাদী হয়, সে নির্বোধ ও মুর্খ। এখানে নিজেকে বিনম্র করার অর্থ নিজে থেকে নিজের হিসাব গ্রহণ করা।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তুমি তোমার নিকট হিসাব গ্রহণের পূর্বে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ কর। তোমার কার্য ওজন করার পূর্বে তুমি নিজের কার্যের ওজন নিজেই গ্রহণ কর এবং বিরাট ময়দানে তোমার হিসাব গ্রহণ এবং কার্যের ওজন অনুষ্ঠানে কামিয়াব হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন, তুমি তোমার ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে হিসাব গ্রহণের পূর্বে সুখের সময়ে হিসাব গ্রহণ করে লও। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহর কুরআনে মুহাসাবাহ সম্বন্ধে কি দেখেছ? তিনি বললেন, তার মধ্যে শিখা রয়েছে, আকাশে হিসাবগ্রহণকারী যে দুনিয়াবাসীর হিসাব গ্রহণ করবেন তার জন্য দুঃখ। হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় বেত্র নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, যে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করে, সে ব্যতীত। তখন হযরত কা'ব (রাঃ)- বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই ব্যতিরেকের ন্যায় তাওবায়ও ব্যতিরেক আছে। ভবিষ্যতের হিসাবের জন্য এসব বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা তিনি যে বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে নিনম্র করে এবং মৃত্যুর পরে যে কাজে উপকার তা' করে" এর অর্থ প্রথমে ওজন করা, তারপর তার পরিমাণ ঠিক করা, তার প্রতি লক্ষ্য করে তারপর চিন্তা করা, তারপর তদবীর করা, অগ্রসর হওয়া এবং তারপর মিলিত হওয়া।

মুরাকাবাহর অর্থ প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য পরীক্ষা করে তার আচরণের উপর পাহারা দেয়া। যখন কোন লোক নিজেকে উপদেশ দেয় এবং আমরা যা উল্লেখ করেছি সে সব শর্ত নিজের প্রবৃত্তির উপর প্রয়োগ করে, তখন কার্যের মধ্যে অনর্থক কথার সময় এবং সতর্ক চক্ষু দ্বারা পাহারা দেয়ার সময় মুরাকাবাহ ব্যতীত আর কিছুই বাকি থাকে না। কেননা যদি তা' ত্যাগ করা হয় তবে তা' বিদ্রোহ এবং অশান্তি সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

হুযুরে পাক (সাৎ) ফিরেশতা জিব্রাইলকে এহসান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এহসানের অর্থ এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে সম্মুখে দেখছ। হুযুরে পাক (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে কর যেন তুমি আল্লাহ তায়লাকে দেখতে পাচ্ছ। যতি তুমি তাঁকে দেখতে পাও না বলে মনে কর, তবে (অন্ততঃ এতটুকু) মনে কর যেন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখছেন। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে, "আন্তা' বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু ফাইল্লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহ্ ইয়ারাকা।" আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাক্বীবা" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর পরিদর্শক। যা' প্রত্যেকেই অর্জন করে তা' কি সে দেখছে না? আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, "আলাম ইয়া'লাম বিআন্নাল্লাহা ইয়ারা" অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, "যারা তাদের আমানত এবং চুক্তি রক্ষা করে এবং যারা তাদের সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করে।"

"আল্লাহ তায়ালা পরিদর্শক" এই কথার অর্থ সম্বন্ধে হযরত ইবনুল মুবারক (রহঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ এ ভাবটি সর্বদা বজায় রাখবে। হযরত আবদুল্লাহ ওয়াহীদ (রহঃ) বলেছেন, যখন আমার প্রভু স্বয়ং আমার পরিদর্শক, তখন আমি আর অন্যের পরোয়া করি না। হযরত আবু ওসমান মাগরেবী (রহঃ) বলেছেন, মানুষ নিজেকে সর্বাপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট পন্থার দ্বারা আল্লাহর সাথে লাগিয়ে রাখাত পারে তা' হচ্ছে, নিজে নিজের হিসাব গ্রহণ এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও জ্ঞানের সাথে সকল কার্য সাধন। হযরত ইবনুল আতা (রহঃ) বলেছেন, সত্য বিষয়ে অনবরত মুরাকাবাহ উত্তম ইবাদাত। হযরত জারিরী (রহঃ) বলেছেন, আমাদের এ ব্যাপারে দুটো ভিত্তির উপর স্থাপিত। যথা : (১) আল্লাহর দিকে নিজেকে সংযুক্ত রাখা, (২) প্রকাশ্য ব্যাপারে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা।

হযরত আবু ওসমান (রহঃ) বলেছেন, আমাকে আবু হাফস (রহঃ) বলেছেন, যখন মানুষের নিকট ওয়াজ করতে বসবে, তখন নিজের প্রবৃত্তি ও মনকে উপদেশ দেবে। তারা তোমার নিকট সবমেত হওার দরুন তুমি যেন প্রবঞ্চিত না হও। কেননা তারা তোমার প্রকাশ্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছে এবং আল্লাহতায়ালা তোমার অন্তরের ব্যাপার লক্ষ্য করে চলেছেন। বর্ণিত আছে যে, কোন একজন পীরের জনৈক যুবক মুরীদ ছিল। পীর সাহেব তার মুরীদকে অন্যান্য মুরীদেরচেয়ে অধিক সম্মান করতেন এবং ভালোবাসতেন। একদা পীর সাহেবের কতিপয় মুরীদ তাঁকে বলল, আপনি আপনার এই মুরীদকে অধিক ভালোবাসেন ও সম্মান করেন, অথচ আমরা আপনার পুরাতন ও প্রবীণ মুরীদ। তিনি তাদের কথা শুনে তাদেরকে কতকগুলো মুরগি ও ছুরি আনতে বললেন। তারা তা' এনে তার সামনে উপস্থিত করলেন। তিনি প্রত্যেক মুরীদকেই এক একটি মুরগি ও ছুরি দিয়ে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে এমনভাবে নিজ নিজ মুরগি যবেহ করে আনবে যেন কেউ তা' দেখতে না পায়। পীর সাহেব তার উক্ত যুবক মুরীদকেও একটি মুরগি ও ছুরি দিয়ে একই কথা বলে দিলেন। অতঃপর প্রত্যেক মুরীদই তাদের নিজ নিজ মুরগি যবেহ করে পীর

www.pathagar.com

সাহেবের সামনে পেশ করল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যুবক মুরীদ তাকে প্রদত্ত মুরীগিটি যবেহ্ না করেই এনে তা' পীর সাহেবের সামনে রেখে দিল। তা' দেখে পীর সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, একি! তুমি তোমার মুরগী যবেহ্ না করে ফিরিয়ে আনলে কেন? মুরীদ বলল, হুযুর! আমি মুরগী যবেহ্ করতে নিয়ে এমন কোন স্থান খুঁজে পেলাম না যেখানে আমাকে কেউ দেখছে না। পীর সাহেব বললেন : সবাই যবেহ্ করে নিয়ে এল, আর তুমি একাই কিনা তদ্রূপ কোন স্থান খুঁজে পেলে না? মুরীদ বলল, হুযুর! প্রভু আল্লাহ্ তায়ালা যে সর্বস্থলে বিরাজমান, আমি যেখানেই মুরগি যবেহ করি না কেন তাঁর দৃষ্টি তো এড়াতে পারি না? একথা চিন্তা করেই মুরগিটি যবেহ্ করিনি। যুবক মুরীদটির এ সূক্ষ্ম চিন্তার কথা শুনে সবাই-ই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবনত হয়ে গেল এবং তাকে লক্ষ্য করে বলল, এবার আমরা বুঝতে পেরেছি, কেন হুযুর আমাদের চেয়ে তোমাকে বেশি সম্মান করেন ও ভালোবাসেন। নিশ্চয়ই তুমি এর উপযুক্ত।

কথিত আছে যে, যখন জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)- কে নির্জন গৃহে আটক করে গৃহে অবস্থিত দেব মূর্তির চক্ষু বস্ত্রাবৃত করেছিল, যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমার প্রতি আমি বড়ই আশ্চর্যবোধ করছি যে, তুমি একটি নির্জীব বস্তুর জন্য লজ্জা করছ। অথচ আমি প্রত্যক্ষদর্শী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য লজ্জা বোধ করব না তা' তুমি কিরূপে ভাবতে পারলে?

বর্ণিত আছে যে, এক যুবক একটি রমণীর শ্লীলতাহানী করার জন্য উদ্যত হলে সে রমণী বলল, হে যুবক! তোমার কি লজ্জা হয় না? যুবক বলল, আমি কাকে লজ্জা করব? আমাকে নক্ষত্র ব্যতীত আর কেউই তো দেখতে পারবে না? কিন্তু এখন তো সে নক্ষত্রের অস্তিত্ব নেই। যুবকের কথা শুনে রমণী বলল, তুমি নক্ষত্রকে লজ্জা করছ, অথচ ভেবে দেখেছ কি যিনি সে নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সবর্দা সর্বস্থলে বিরাজমান, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু দেখতে পান তাঁকে কি তোমার লজ্জা হয় না? এক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, চক্ষুর দৃষ্টি বন্ধ করবার জন্য আমি কার সাহায্য চাইব? তিনি বললেন, তুমি যে বস্তুর দিকে দৃষ্টি করছ, তার পূর্বেই আল্লাহ তোমার দিকে দৃষ্টি করেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর নিকট থেকে তার সুখ বিলুপ্তি ভয় করে মুরাকাবাহ্র দ্বারা সে তার সত্য উদ্ঘাটন করে। হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেছেন, আদন বেহেশত ফেরদাউস বেহেশতের অন্তর্গত। তন্মধ্য হুরসমূহ বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা সে হুরদেরকে বেহেশতের গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তখন তার নিকট জিজ্ঞেস করা হল, ঐ বেহেশতের মধ্যে কোন লোক বসবাস করবে? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, উক্ত বেহেশতে সেই সব লোক বসবাস করবে যারা কোন পাপ কার্য করার ইচ্ছা করলে আমার গৌরবের কথা স্মরণ করে এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। আর আমার ভয় তাদের মেরুদণ্ড বক্র করে দেয়। আমি দুনিয়াবাসীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু আমার ভয়ে যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়, তাদের দিকে আমি যখন দৃষ্টিপাত করি তখন আমি তাদের

www.pathagar.com

নিকট থেকে শাস্তি দূরীভূত করে দেই। হযরত মুহাসাবী (রহঃ)- কে মুরাকাবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, মুরাকাবাহর প্রারম্ভ হৃদয় মধ্যে আল্লাহর নৈকটট্যের জ্ঞান। হযরত মুরতায়েশ (রহঃ) বলেছেন, প্রতিটি বাক্য ও কার্যের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি লক্ষ্য করতঃ গুপ্ত ভেদ উদ্ঘাটনের চেষ্টার নামই মুরাকাবাহ।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা ফিরেশতাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা বাহ্যিক কার্যের পরিদর্শক এবং আমি অদৃশ্য কার্য ও গোপন ভাবের পরিদর্শক। হযরত মুহাম্মদ ইবনে তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, যার দৃষ্টি থেকে তুমি অদৃশ্য হতে পার না তাঁর মুরাকাবাহ বা চিন্তা কর। তোমার নিকট থেকে যাঁর নিয়ামত কর্তিত হয় না তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তুমি যাঁর থেকে স্বাবলম্বী নও এবং যাঁর কাছ থেকে অভাবশূন্য নও তাঁর বশ্যতা স্বীকার কর। তুমি যাঁর রাজ্য ও রাজত্ব থেকে বের হয়ে যেতে পার না, তাঁর প্রতি বিনম্র হও। হযরত ছহল তশতরী (রহঃ) বলেছেন, জ্ঞানের চেয়ে অধিক উত্তম ও সম্মানিত বস্তু হৃদয়কে সুশোভিত করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আরাদ্বু আনহু যালিকা লিমান খাশিয়া রাব্বাহ" অর্থাৎ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। যে তার প্রভুকে ভয় করে এটা তারই জন্য। এই আয়াতের অর্থ কোন বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন যে, অত্র আয়াতে ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে তার প্রভুর প্রতি লক্ষ্য করে থাকে, নিজের প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ করে এবং তার গন্ত ব্যস্থলের জন্য জীবিকার্জন করে। হযরত যুন্নুন মিছরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষ কিসের দরুন বেহেশত পাবে? তিনি জবাবে বললেন, মানুষ পাঁচটি বস্তুর দরুন বেহেশত লাভ করবে। যথা : (১) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকা, যার মধ্যে শৈথিল্যের অবকাশ নেই। (২) এমন ইজতেহাদ যার মধ্যে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি নেই। (৩) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ সম্পর্কিত মুরাকাবাহ-মুশাহাদাহ বা চিন্তা করা। (৪) সদা-সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থেকে তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করা। (৫) আল্লাহ তায়ালা তার থেকে হিসাব গ্রহণ করার পূর্বে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করা। জনৈক কবি বলেছেন, "যখন তুমি একা অবস্থান কর, একথা বলো না যে, আমি একাকী ছিলাম বরং বল যে, আমার নিকট এক কড়া ও সতর্ক প্রহরী নিয়োজিত ছিল। তুমি একথা কখনও ভেবো না যে, হয়ত আল্লাহ তোমার কোন কোন কাজ দেখেন না বা তার খবর রাখেন না; কিংবা যা' তুমি গোপন রেখে চলেছ, তা' তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় না।" আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com